ইউরোপের ইতিহাস

১৪৫৩-১৮১৫

শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

ইষ্ট এণ্ড কোং

ইউরোপের ইতিহাস

(১৪৫৩—১৮১৫)

শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম. এ. (ট্রিপল) ; ইতিহাস, বাংলা ও সংস্কৃত ; অধ্যাপক, ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসন্‌, কলিকাতা ; ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, বগুড়া কলেজ ; গ্রন্থকার ; "বিশ্বের ইতিহাস" (১৮১৫—১৯৩৯), "ভারতবর্ষের ইতিহাস" (হিন্দু ও মুসলমান যুগ), (বৃটিশ যুগ), গ্রীসের ইতিহাস ইত্যাদি।

ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী
৫২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

প্রকাশক :—
শ্রীজ্যোতিভূষণ বিশ্বাস
ইষ্ট এণ্ড কোং
৫২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মুদ্রাকর :—
শ্রীজ্যোতিভূষণ বিশ্বাস
জ্যোতি প্রেস
২৮।এ, চক্রবর্ত্তী লেন,
চাতরা, শ্রীরামপুর।

মূল্য—ছয় টাকা মাত্র

—মুখবন্ধ—

বঙ্গভাষায় "ইউরোপের ইতিহাস" (১৬৪৮—১৮১৫) প্রকাশিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বিধান অনুযায়ী ছাত্রগণকে ইংরাজীভাষার পরিবর্তে বঙ্গভাষার মাধ্যমে ইতিহাস পরীক্ষা দিবার বিকল্প সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রগণের পক্ষে এই সুযোগ কার্য্যকরী করার জন্য ইতিপূর্ব্বে "ইউরোপ ও বিশ্বের সাধারণ ইতিহাস" (১৮১৫—১৯৩৯) প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে "ইউরোপের ইতিহাস" প্রকাশিত হওয়ায় পরীক্ষার্থিগণকে ভাষার জন্য আর বিমাতার দ্বারস্থ হইতে হইবে না।

ইতিহাসের এই সুদীর্ঘকাল ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন বহু ঘাত-প্রতিঘাত ও পতন-অভ্যুদয়ের সঙ্গে বিজড়িত। ইংরাজী ভাষায় এই যুগের স্বল্প-পরিসর পুস্তকের অভাব নাই কিন্তু বঙ্গভাষায় ইহার যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। বঙ্গভাষায় এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচনায় বিস্তর অসুবিধা। ইংরাজী ভাষার শব্দ-সম্পদ অজস্র ও প্রকাশ ক্ষমতা অসামান্য। স্বল্পায়তনের মধ্যে সেই ভাষার ভাব-সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বঙ্গভাষায় রচনা অতি দুরূহ। অধিকন্তু পরীক্ষার্থীদের উপযোগী করিয়া রচিত না হইলে গ্রন্থরচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যাহা হোক, যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে যাহাতে সমস্ত ঘটনাসংস্থান সহ মূল বিষয়-বস্তুর গতি ও প্রকৃতি সহজবোধ্য হয় এবং ছাত্রগণ ঘটনা প্রবাহের অন্তরালে অবস্থিত মৌলিক ইঙ্গিত লক্ষ্য করিতে পারে। ইংরাজীর অনূদিত বহু শব্দ বাক্য ও প্রথম পরিচয়ে অসুবিধাজনক হইতে পারে, কিন্তু অপরিচয়ের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিলে তাহারা বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইবে না। সুষ্ঠুতর করার জন্য বিকল্প মতামত সাদরে গৃহীত হইবে।

সুহৃদ্বর শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়-এর সুপরামর্শ ও আনুকূল্য পুস্তক রচনায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। আকস্মিক কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার ফলে গ্রন্থ প্রকাশে অনিবার্য্য বিলম্ব হইয়াছে।

সংশ্লিষ্ট মহলে পুস্তকখানি আদৃত হইলে পরিশ্রম সার্থক হইবে বলিয়া মনে করি।

উত্তরপাড়া,
হুগলী
১৪ই মার্চ্চ ১৯৫১।

বিনীত
শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

ইউরোপের ইতিহাস এর প্রথম সংস্করণ অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় মনে হয় ছাত্র মহলে ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। বহু স্থান হইতে বারংবার অনুরোধ আসা সত্বেও নানা কারণে ইহার পুনঃপ্রকাশে অনিবার্য্য বিলম্ব ঘটিল। বর্ত্তমান সংস্করণে কয়েকটি নূতন অধ্যায় যোজিত করা হইয়াছে এবং কয়েকটি বিষয় পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃততর করা হইয়াছে। সংস্করণে নির্দ্দেশিকা রূপে ব্যবহার করার জন্য বর্ণানুক্রমিক সূচীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শিক্ষক ও ছাত্রবর্গ পূর্ব্ববৎ এই সংস্করণকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিলে কৃতার্থ হইব।

উত্তরপাড়া,
হুগলী
১৪ই জুন ১৯৫২।

বিনীত
শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নূতন পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের

ভূমিকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ইউরোপের ইতিহাস পরিবর্দ্ধিত (১৪৫৩-১৮১৫) করিয়া লিখিত ও প্রকাশিত হইল। বস্তুতঃ এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ (পৃঃ ১-১৬৪) নূতন করিয়া সংযোজিত। অবশিষ্ট অংশের বহু অধ্যায়ও নূতন করিয়া লিখিত ও আবশ্যক মত পরিমার্জ্জিত হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় এই নব রূপায়িত সংস্করণও ছাত্রমহলে আদৃত হইবে বলিয়া কামনা করি। ইতি—

উত্তরপাড়া
১৪।১২।৫৪

শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

—সূচীপত্র—

তৃতীয় ভাগ

চতুর্থ ভাগ

ইউরোপের ইতিহাস

(১৪৫৩—১৮১৫)

ইউরোপের ইতিহাস
(১৪৫৩—১৮১৫)
অতীতের অনুসরণ ঃ আধুনিক যুগের পূর্ব্বগামী ঘটনাসমূহ

ভূমিকা ঃ—ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ-ধারাকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড় করাইয়া খণ্ডীকৃত অংশবিশেষকে কোন নামে চিহ্নিত করা চলে কিনা সন্দেহ। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য লইয়া ইতিহাসের আরম্ভ হয় না বা ইতিহাস সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয় না। জাতির জীবনে ভালমন্দ যাহা ঘটে তাহার সমষ্টি লইয়াই ইতিহাস। এই ঘটনা-সমষ্টির পশ্চাতে থাকে না কোন পূর্ব্ব সঙ্কল্প বা কোন উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রচেষ্টা। দৃশ্য ও অদৃশ্য কত ঘটনা-পুঞ্জের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া ইতিহাসের রথ আপনার গতিবেগে আপনিই অগ্রসর হয়। এই গতি কখনও উদ্দাম হয় কখনও হইয়া আসে স্তিমিত। এই উঠানামার মধ্যে যে সকল ঘটনা জাতি ও রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ও ফলাফলের দিক দিয়া সুদূর প্রসারী হয় ঐতিহাসিকগণ সেই সকল ঘটনাকে যুগন্ধর লক্ষণ বলিয়া চিহ্নিত করেন এবং এই সকল লক্ষণের সাহায্যেই অখণ্ড ইতিহাসকে খণ্ডিত করিয়া নামাঙ্কিত করেন। বলা বাহুল্য এইভাবে সীমিত ইতিহাসের যুগবিভাগ সর্ব্বাংশে ঠিক হওয়া সম্ভবপর নহে। তথাপি ইতিহাসের যুগনির্ণায়ক এই মাপকাঠিকে সাধারণভাবে স্বীকার করিয়া লইলে ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণে বিশেষ সুবিধা হয়।

আদিযুগ ঃ—ঐতিহাসিকগণ নানাবিধ লক্ষণ দেখিয়া ইউরোপের ইতিহাসকে বহু যুগে বা উপযুগে বিভক্ত ও নামাঙ্কিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। ঘটনা সমষ্টির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাহারা ইউরোপের ইতিহাসকে প্রধানতঃ

আদি, মধ্য ও আধুনিক এই তিনটি যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। গ্রীস-রোমের আধিপত্যের সময়কে বলা হয় আদি যুগ। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্তই এই আদি যুগের স্থিতিকাল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বর্ব্বর জাতির হস্তে পশ্চিমের রোমান সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হওয়াতেই এই আদিযুগের পরিসমাপ্তি হয়। অতঃপর মধ্যযুগের সূত্রপাত হয় এবং ১৪৫৩ খৃঃ-এ কনষ্টান্টিনোপলের পতন পর্য্যন্ত সময় মধ্যযুগ বলিয়া পরিচিত হইতে থাকে।

মধ্যযুগ ঃ—এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকা তিন মহাদেশ বিস্তৃত বিরাট রোমান সাম্রাজ্য গথ, ভিসিগথ, ভ্যাণ্ডাল, হূন, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির আক্রমণে যত্রতত্র লাঞ্ছিত ও বিপর্য্যস্ত হইতে থাকে। ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন এবং বল্কান উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলের যে সকল বড় বড় সহর রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম যুগে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল সেই সমস্ত স্থানের পূর্ব্ব-গৌরব লুপ্ত হইয়া যায়। এই সমস্ত স্থানের অধিবাসীদের জীবনে ধনপ্রাণ বা সুখশান্তির নিশ্চয়তা কিছুই রহিল না। স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীরা সুদূরে অবস্থিত এক সম্রাটের নামে কোন রকমে কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিল। গীর্জ্জাগুলির কাজ অশিক্ষিত যাজকদের দিয়া চলিতে লাগিল। অশান্ত ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে ইউরোপের বিদ্যায়তন সমূহ প্রায় লুপ্ত হইল এবং জ্ঞান ও বিদ্যার চর্চ্চা ইউরোপ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হওয়ার উপক্রম হইল। নানাপ্রকার অশিক্ষা ও কুসংস্কারে ইউরোপের মন ভরিয়া উঠিল ; গ্রীকো-রোমান সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন ইউরোপ হইতে মুছিয়া যাইতে লাগিল। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি প্রাচীন গ্রীকো-রোমান সভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডার, পুঁথিপত্র সমস্ত লইয়া রোমান সাম্রাজ্যের প্রাচ্য রাজধানী বাইজেণ্টাইন বা কনষ্টান্টিনোপলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে রোমের সম্রাট কনষ্টানষ্টাইন পূর্ব্বাঞ্চলে বাইজাণ্টাইন সহরে রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর রোমান সাম্রাজ্য পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুই রাজধানী নগর হইতে দুইজন সম্রাটের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছিল।

পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম বর্ব্বরদের হস্তগত হইলেও বাইজান্টাইনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। অতঃপর গ্রীস-রোমের জ্ঞানগরিমা—যাহা সাধারণতঃ 'ক্লাসিকাল কালচার' বলিয়া পরিচিত, কনষ্টান্টিনোপলে এক হাজার বৎসর ধরিয়া তাহার অনুশীলন চলিতে থাকে। নবজাগৃতির যুগে ইউরোপ পুনরায় এই ক্লাসিকাল কালচারকে নূতন করিয়া লাভ করে।

এইভাবে দীর্ঘকাল ইউরোপের নানা স্থানে অভিযান ও ধ্বংসলীলা সাধনের পর বর্ব্বরেরা স্থায়ী ভাবে ইউরোপের এক এক দেশে বসতি করার প্রতি মনোযোগী হয়। স্যাক্সনী হাঙ্গারী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, স্কাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির স্থায়ী আবাসে পরিণত হইলে তাহাদের নামানুসারে ঐ সকল দেশের নামকরণ হইল ও এই সকল দেশে তাহাদের দলপতিরাই স্বাধীনভাবে রাজা, ডিউক প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়া শাসন করিতে লাগিল। আক্রমণের প্রাথমিক উত্তেজনা কাটিয়া যাওয়ার পর বর্ব্বরেরা ক্রমশঃ অর্দ্ধসভ্য হইল। তাহারা অধিকৃত অঞ্চলের লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল, ল্যাটিন ভাষাকে স্বীকার করিল এবং বিজিতদের সঙ্গে নিজেদের বৈবাহিক আদান প্রদান আরম্ভ করিল। স্বল্প কথায় বলিতে গেলে—বর্ব্বরেরা আক্রমণকারীর ভূমিকা হইতে শাসকজাতিতে রূপান্তরিত এবং স্বার্থের প্রয়োজনেই দেশে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য চেষ্টিত হইল।

মধ্যযুগের প্রথমদিকের কয়েক শতককে 'ডার্ক এজ' বা 'তামস যুগ' বলা হইয়া থাকে। এই সময়ে সমগ্র ইউরোপে সামাজিক শৃঙ্খলা, নৈতিক বিধি, রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা, ধর্ম্মবোধ বা শিক্ষাদীক্ষা এক প্রকার ছিল না বলিলেই হয়। এই নিকষকৃষ্ণ যুগে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান কোনরূপে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। খৃষ্টীয় চার্চ্চ বা ধর্ম্ম এত বিপর্য্যয়ের মধ্যেও লক্ষ্যচ্যুত হয় নাই। একমাত্র চার্চ্চই দুর্য্যোগের ঘনান্ধকারে বিদ্যুৎরেখার ন্যায় পথের নিশানা দেখাইয়া দিতেছিল। ধর্ম্মপ্রাণ অসংখ্য খৃষ্টীয়

সাধুসন্ত ও মিশনারী বর্ব্বরদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে ইউরোপের বহু বর্ব্বর নরপতি প্রজাবর্গ সহ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। নূতনভাবে ইউরোপ পুনরায় খৃষ্টধর্ম্মের আলোকে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। খৃষ্টান প্রচারকগণ সর্ব্বত্র খৃষ্টীয় ক্ষমা, শান্তি ও সৌভ্রাত্রোর বাণী বহন করিয়া বিধ্বস্ত ইউরোপীয় সমাজকে পুনর্বিন্যস্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের ধর্ম্মগুরু পোপের নেতৃত্বে ও উৎসাহে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে খৃষ্টধর্ম্মের অভিযান আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ ইউরোপ এক ধর্ম্মের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া খৃষ্টীয় জগতের (Christendom) অধিবাসীরূপে এক ঐক্যধর্ম্মী আদর্শ অনুভব করিল। জাতীয়তার ভিত্তিতে ঐক্যবন্ধনের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মের ভিত্তিতে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যবন্ধন ঘটিল। ধর্ম্মের পূর্ব্বে জাতীয়তা—এই বোধ সঞ্চারিত হওয়ার তখনও যথেষ্ট বিলম্ব ছিল।

অন্ধকার যুগের বিপর্য্যস্ত ইউরোপকে পুনর্ব্বিন্যস্ত করার কার্য্যে আর একটি ঘটনা সাহায্য করিল—ধর্ম্মাশ্রয়ী 'হোলি রোমান এম্পায়ার' বা পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সৃষ্টির দ্বারা। ধর্ম্মগুরু পোপ ফ্রাঙ্কস্ বা ফরাসী জাতির সম্রাট চার্লস দি গ্রেট-কে (শার্লেমেন নামে সমধিক পরিচিত) রোমের সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জায় পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট রূপে অভিষিক্ত করেন। ঐ সময় হইতে পোপ ও সম্রাট এই দুইজনের দ্বারা পরিচালিত পবিত্র রোম-সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। কালক্রমে জার্ম্মাণীর সম্রাটই রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট পদ অলঙ্কৃত করিতে থাকেন। এইভাবে রোম পুনরায় ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় এবং পোপ ও সম্রাট উভয়েই যুগ্মভাবে ইউরোপের সমস্ত বিধিব্যবস্থার নিয়ামক এই ধারণাটি পুনরায় উজ্জীবিত হয়। ইউরোপের ধর্ম্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একজন ধর্ম্মগুরু ও একজন রাষ্ট্রগুরুর নেতৃত্বে পরিচালিত হইবে এই আদর্শের ভিত্তির উপরে ইউরোপের নূতন খৃষ্টীয়

জগৎ গড়িয়া উঠে। 'এক দেশ, এক রাজা, এক ধর্ম্ম'—এই আদর্শের আবহাওয়ায় ইউরোপ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইভাবে ইউরোপ ক্রমশঃ অরাজকতার যুগ হইতে অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত বিধিব্যস্থার মধ্যে প্রবেশ করিল।

খৃষ্টীয় চার্চ্চ ও পবিত্র রোম-সাম্রাজ্যের সঙ্গে আর একটি সমাজ ব্যবস্থা ইউরোপকে পুনরায় শান্তিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাজে সাহায্য করে। এই ব্যবস্থা 'ফিউডালিজম' নামে পরিচিত। বিশৃঙ্খলার যুগে যখন রাজশাসন অন্তর্হিত, দেশে মাৎস্যন্যায়ের প্রাবল্য তখন প্রবলের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার তাগিদে এক প্রকার সঙ্ঘ বা দল বাঁধার রীতি স্বতস্ফুর্ত্তভাবে সারা দেশময় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাই ফিউ-ডালিজম্ বা সামন্তপ্রথা। একাকী নিঃসঙ্গ মানুষ নিজেকে নিরাপদ্ মনে করিত না—আত্মরক্ষার জন্য নিজের চেয়ে শক্তিমান্ কোন কোন শাসকের সন্ধান করিয়া রক্ষণব্যবস্থার বিনিময়ে কিছু স্বাধীনতা তাহার কাছে বিসর্জ্জন দিত। এই শক্তিমান্ শাসককে সে সৈন্যসামন্ত দিয়া সাহায্য করিত, তাহার প্রাপ্য কর দিত; বিনিময়ে সে পাইত নিজের অধিকৃত সম্পত্তি নিশ্চিতভাবে ভোগ করার স্বাধীনতা। এই শক্তিমান্ শাসকও আবার নিজের চেয়ে শক্তিমান্ ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিকট উপরোক্ত রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তিতে বশ্যতা স্বীকার করিত। এই ব্যবস্থা পারস্পরিক দায়দাবির ভিত্তিতে সমাজের সকল শ্রেণীর লোককে শৃঙ্খলের ন্যায় পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখিল। এই প্রথা উপরে ও নীচে উভয় দিকে দ্রুত বিস্তারলাভ করিল। বিভিন্ন শহর, ধর্ম্ম, মঠ প্রভৃতি যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের বিষয় সম্পত্তিগুলি অনুরূপভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। স্থান বিশেষে কিছু পার্থক্য থাকিলেও পিরামিডের মত একটা চেহারার ব্যবস্থা দেশময় গড়িয়া উঠিল। এই সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রথমে প্রচুর অশান্তি ও রক্তপাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেও পরিণামে ইহা দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজে

যথেষ্ট সাহায্য করিল। চার্চ্চ, পবিত্র রোম-সাম্রাজ্য ও ফিউডালিজম—এই প্রতিষ্ঠানত্রয় ইউরোপের ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে নূতনভাবে বিন্যস্ত করিতে লাগিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠান এক সঙ্গে পারস্পরিক আদান প্রদানের মধ্য দিয়া কাজ করিতে পারিল না। অচিরে আধিপত্যের ক্ষেত্র লইয়া এই তিনটির মধ্যে ক্ষমতাদ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। প্রথমে চার্চ্চ ও রাজশক্তির মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হইল। স্ব-স্ব অধিকারের বিষয় ও এলাকা সম্পর্কেই এই বিরোধ। চার্চ্চ চাহিল শুধু ধর্ম্মীয় ব্যবস্থা নহে ধর্ম্মবহির্ভূত ব্যাপারেও তাহার সর্ব্বময় প্রাধান্য। দেশের ঐহিক পারত্রিক সকল বিষয়েই চার্চ্চ হস্তপ্রসারণ করিবার দাবি করিল। রাজ শক্তি চার্চ্চের এই সার্ব্বিক আধিপত্যের প্রতিবাদী হইল; রাজা বলিলেন একই আকাশে সূর্য্য ও চন্দ্রের মত রাজশক্তি ও চার্চ্চ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রধান হইয়া বিরাজ করুক। ধর্ম্মীয় ব্যাপারে চার্চ্চ এবং ধর্ম্মাতিরিক্ত বিষয়ে রাজশক্তির আধিপত্য থাকুক। কিন্তু চার্চ্চ তাহার প্রভাবক্ষেত্র গণ্ডীবদ্ধ করিতে অস্বীকার করিল। তাহার বক্তব্য চার্চ্চই সূর্য্য, ইহার প্রভাবেই রাজশক্তি প্রদীপ্ত। কাজেই রাজশক্তির স্বাতন্ত্র্যের কথা উঠিতেই পারে না। এইরূপে ক্ষমতার ক্ষেত্র লইয়া পূর্ণ মধ্যযুগ ব্যাপিয়া চার্চ্চ ও রাজশক্তির মধ্যে বিরোধ চলিয়াছিল। সম্রাটের সঙ্গে পোপের—বিভিন্ন দেশের চার্চ্চপ্রধানদের সঙ্গে তত্রত্য নরপতিদের বিবাদবিসম্বাদের কাহিনীতে মধ্যযুগ পরিপূর্ণ।

এই দ্বন্দ্বের সূচনা হয় প্রথমে উভয় পক্ষের কেন্দ্রীয় প্রধান শক্তি পবিত্র সম্রাট ও পোপের মধ্যে। কিন্তু ইহা কেবল মাত্র কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। কেন্দ্রীয়বিরোধের প্রতিফলন ইউরোপের সকল দেশেই দেখা যায়। মধ্যযুগের এই বিরোধে পরিণামে চার্চ্চই জয়ী হয়। পূর্ণ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদ পর্য্যন্ত চার্চ্চের অধিনায়ক

পোপের প্রাধান্যই বজায় থাকে। দুইজন বিদ্রোহী সম্রাটকে শেষ পর্য্যন্ত নতজানু হইয়া পোপের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হয়। অত্যধিক অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা উপভোগের ফলে চার্চ্চ ক্রমশঃ তাহার নৈতিক মর্য্যাদা হারাইয়া ফেলে। এই নৈতিক মর্য্যাদার উপরেই চার্চ্চের সমস্ত শক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। চার্চ্চের অসঙ্গত দাবির অযৌক্তিকতা কাল-ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে দেখা গেল সমাজের উপর চার্চ্চের প্রভাব ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে। রাজশক্তির সঙ্গে চার্চ্চের বিরোধের সময় অধিকাংশ স্থলেই জনসাধারণ রাজশক্তিকে সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু জনমত তখন পর্য্যন্ত তেমন শক্তিশালী হয় নাই বলিয়া চার্চ্চের রাহুগ্রাস হইতে রাজশক্তিকে উদ্ধার করিতে পারে নাই।

শুধু চার্চ্চ নহে, ফিউডালিজমও রাজশক্তির আত্মপ্রকাশের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলা বাহুল্য আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বত্র রাজশক্তিকে ফিউডাল-সামন্ত ও চার্চ্চ এই দুই প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়েও রাজশক্তিকে প্রথম অবস্থায় প্রতিপক্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু মধ্যযুগের প্রায়-অবসান সময়ে নানা কারণে ফিউডালতন্ত্রের পূর্ব্ব-প্রয়োজন নিঃশেষিত হইয়া যায়। ইংলণ্ডে দুই গোলাপের গৃহযুদ্ধ, সর্ব্বত্র জাতীয় সৈন্যদল গঠন, আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কার, ফিউডাল সামন্তদের অনাচার সম্বন্ধে সমাজকল্যাণী নেতাদের আন্দোলন ইত্যাদি নানা কারণে ফিউডালতন্ত্রের পূর্ব্বগৌরব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। রাজশক্তিই সর্ব্বত্র প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। বলা বাহুল্য—চার্চ্চ—রাজশক্তি—সামন্ত এই ত্রিকোণ সঙ্ঘর্ষে জনসাধারণের ভূমিকা অতিগৌণ ছিল। জনসাধারণ বা জনমত বলিয়া কোন প্রবল ও সক্রিয় শক্তি তখনও গড়িয়া উঠে নাই। তবে সাধারণতঃ দেখা গেল জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন রাজশক্তির পশ্চাতেই

প্রকার বিধিনিষেধ ইউরোপের মনকে একেবারে ক্লিষ্ট ও পঙ্গু করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। পুরাতনের প্রতি এই অন্ধ আনুগত্যের ফলে নূতন কোন আদর্শ বা ভাবধারা ইউরোপের সামাজিক জীবনে প্রবেশের পথ পায় নাই। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে এই স্থাণু-বৃত্তির একটু পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এই সময়েই পরিলক্ষিত হয় পশ্চিম ইউরোপ পুনরায় বিদ্যাবুদ্ধিতে শক্তি, সাহস ও অবকাশ সঞ্চয় এবং ক্লাসিকাল বিদ্যা অনুশীলনের চেষ্টা করিতেছে। এই নবজাগৃতি বা জ্ঞানবিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের পশ্চাতে বহু দৃশ্য ও অদৃশ্য জটিল কারণও বিদ্যমান ছিল। ব্যক্তিগত যুদ্ধবিরোধের অবসান, দেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিবিধান, ক্রুশেড বা মুসলমানদের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধের অবসানে মানুষের মন ও মস্তিষ্কের বিকাশ ও বিস্তার সেই কারণগুলির মধ্যে অন্যতম। আবার ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ হইয়াছিল, শহরগুলি পুনরায় শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জ্জন করিয়াছিল, গির্জ্জাগুলিতে শিক্ষার মান উন্নত হইয়াছিল এবং সাধারণ মানুষও একটু একটু করিয়া জ্ঞানের আলোক লাভ করিতেছিল।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দী ছিল ইউরোপের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শহরগুলি গড়িয়া উঠার যুগ। এই সময়ে ভিনিস, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, লিসবন, প্যারিস, লণ্ডন, এণ্টোয়ার্প, হামবুর্গ, নুরেনবুর্গ এবং নভোগোরদ প্রভৃতি সহরগুলি গড়িয়া উঠে। বাণিজ্যের জন্য খ্যাত বলিয়া এই সকল শহরে দেশ বিদেশ হইতে লোক আসিয়া সমবেত হইত—তাহারা ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে পরস্পরের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিত। রাজশক্তির সঙ্গে পোপের বিরোধ, চার্চ্চের সমালোচকদের নৃশংসভাবে হত্যা, চার্চ্চের অসঙ্গত প্রভুত্বকামিতা প্রভৃতির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে মানুষের মন সন্দিগ্ধ হইত। তাহারা এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া আলোচনা করিত ও নিজেদের মনে প্রশ্ন করিত। এইভাবে ইউরোপের মন চিন্তাবৈকল্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীনভাবে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করে। ইউরোপের

নানাস্থানে বহু চিন্তাবীরের আবির্ভাব হইল—প্যারিস, অক্সফোর্ড, বোলোন (Bologna) প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুলমেন' বা পণ্ডিতরা ছাত্রগণের মনের মধ্যে স্বাধীন ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার বীজ বপন করিতে লাগিলেন। রোজার বেকন, কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে; দান্তে, পেত্রার্ক, বোকাসিও, চসার প্রভৃতি সাহিত্য জগতে; র‍্যাফেল, টিশিয়ানো, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য শিল্পী শিল্পকলার ক্ষেত্রে এবং জন ওয়াইক্লিফ, এরাসমাস, কলেট প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্য ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে মানুষকে নূতন মত ও পথের সন্ধান দিল। হিউম্যানিষ্ট বা মানবপ্রেমিকগণ তাহাদের চিন্তায় ও বাক্যে মানবমহিমার জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারে সুপাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। জ্ঞানের একাধিপত্য পণ্ডিতদের মধ্যেই রহিল না—সাধারণ ব্যক্তিও জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের অধিকারী হইল। কম্পাসের আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের সঙ্গে অন্যান্য মহাদেশের ব্যবধান কমিয়া গেল। নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারে ও সেই সমস্ত দেশের কাহিনী জানার ফলে লোকের দৃষ্টিভঙ্গীর কূপমণ্ডুকতা ঘুচিয়া গেল। বিখ্যাত ইটালীয় পর্য্যটক মার্কোপোলো প্রাচ্য মহাদেশের ধনরত্ন ও জ্ঞানগরিমার সংবাদ দিয়া ইউরোপের কৌতূহল ও কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপিত করিয়া ফেলিলেন। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের ফলে ইউরোপের সমাজ ও সভ্যতা মধ্যযুগের তমিস্রা উত্তীর্ণ হইয়া আধুনিক যুগের আলোক-তোরণের মধ্যে প্রবেশ করিল।

———

প্রথম ভাগ

(১৪৫৩—১৬৪৮)

4689

প্রথম অধ্যায়

ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের তাৎপর্য্য ঃ রিফর্ম্মেশান ও কাউন্টার রিফর্ম্মেশান

(ক) ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের তাৎপর্য্য (১৪৫৩-১৮১৫)

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ চারিটি প্রবল প্রতিপক্ষের মধ্যে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইউরোপের রাষ্ট্র ও সমাজকে ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছিল। এই দুই শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র বিভিন্ন ছিল। রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মীয় জগতে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রাধান্যকামী দুই প্রতিপক্ষ ছিল অষ্ট্রীয়া-স্পেন ও ফ্রান্স—ধর্ম্মের ক্ষেত্রে ছিল রোমান ক্যাথলিক গীর্জ্জা ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমত। ১৬৪৮ খৃঃ-এর ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দুই শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ সক্রিয় ছিল। প্রথমে অষ্ট্রীয়া-স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা উল্লেখ করা যাইতেছে।

অষ্ট্রীয়া-স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ—পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপে সবে মাত্র কয়েকটি রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা পার হইয়া সংহত ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে অষ্ট্রীয়া, স্পেন, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের নামই উল্লেখযোগ্য। অষ্ট্রীয়া এই সময়ে হ্যাপস্‌বার্গ বংশীয় নরপতিদের দ্বারা শাসিত হইত। এই বংশের প্রথম

সম্রাটের নির্ব্বাচকগণ ঃ—পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট পদ বংশানুক্রমিক ছিল না, নির্ব্বাচনের দ্বারা স্থির হইত। মোট ৭ জন নির্ব্বাচক ছিলেন। মেইনজ, কোলন ও ট্রিভস্-এই তিনটি স্থানের তিনজন আর্কবিশপ, বোহেমিয়া-র রাজা, স্যাক্সনি-র ডিউক, ব্রাণ্ডেনবার্গ-এর মারগ্রেভ (=সামন্তরাজা) ও রাইনের কাউণ্ট প্যালাটিন।

উল্লেখযোগ্য নরপতি ছিলেন প্রথম ম্যাক্সিমিলিয়ান। তিনি আবার পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সম্রাটের পদাধিকার বলে তিনি সমগ্র জার্ম্মাণীর অধিকর্ত্তা ছিলেন। বিবাহ-সম্পর্কের দ্বারা ম্যাক্সিমিলিয়ান হ্যাপস্‌বার্গ বংশকে ইউরোপের মধ্যে প্রতিপত্তিশালী করিবার পথ প্রশস্ত করেন। তিনি স্বয়ং অষ্ট্রীয়ার অধিপতি ছিলেন; স্বীয় বিবাহের ফলে স্ত্রীর সম্পত্তি বার্গাণ্ডি ও নেদারল্যাণ্ডের মালিক হন; পিতার মৃত্যুর পরে তিনি জার্ম্মাণীর সম্রাট নির্ব্বাচিত হইলেন। তিনি তাহার পুত্র ফিলিপের সঙ্গে স্পেনের রাজা ও রাণী ফার্ডিন্যাণ্ড ও ইসাবেলার কন্যার বিবাহ দেন। এই কন্যাই স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী ছিল। ফার্ডিন্যাণ্ড-ইসাবেলা ছিলেন আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারক কলম্বস-এর পৃষ্ঠপোষক। তাহারা কেবলমাত্র স্পেনের অধিপতি ছিলেন না—সিসিলি, সার্ডিনিয়া, নেপলস্‌ এবং নবাবিষ্কৃত ব্রেজিলের পশ্চিমস্থ সমস্ত আমেরিকা স্পেনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ম্যাক্সিমিলিয়ানের জীবিতকালেই পুত্র ফিলিপের মৃত্যু হয়। ফিলিপের পুত্র চার্লস পিতামহের মৃত্যুর পর পিতৃকুলের অষ্ট্রীয়া ও অপরাপর স্থানের উত্তরাধিকারী এবং ফার্ডিন্যাণ্ড-ইসাবেলার মৃত্যুর পরে স্পেনদেশ ও স্পেন-এর সাম্রাজ্যভুক্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিপতি হন। উপরন্তু তিনি জার্ম্মাণীর সম্রাটরূপেও নির্ব্বাচিত হন। সম্রাটরূপে তাহার নাম হয় পঞ্চম চার্লস। এইভাবে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের রাজ্যসমূহের একক উত্তরাধিকারী হইয়া চার্লস তৎকালীন ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি হইয়া বসিলেন; স্পেন-অষ্ট্রীয়া-নেদারল্যাণ্ডস্‌-ইটালী-আমেরিকা—এই বিরাট ভূ-অঞ্চলের ধন ও জনবল তাহার আয়ত্তে আসিল। পবিত্র সম্রাট হিসাবেও তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি অকিঞ্চিৎকর ছিল না। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ফ্রান্স অষ্ট্রীয়া-স্পেনের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করার জন্য সচেষ্ট হইল।

মধ্যযুগে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিযুক্ত ও বিশৃঙ্খল ছিল। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের শতবর্ষব্যাপী

যুদ্ধের সময়ে। ফ্রান্সের সিংহাসনে একজন নরপতি ছিলেন সত্য কিন্তু তাহার ক্ষমতা দেশের অপরাপর বহু সামন্ত বা ডিউকের চেয়ে অধিক ছিল না। এই সমস্ত সামন্তের মধ্যে ঈর্ষ্যাবিবাদ, স্বার্থবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য দেশবৈরী ইংরেজগণকে সাহায্য করা ইত্যাদি দেশদ্রোহী কোন দৃষ্টান্তেরই অভাব ছিল না। ফলে ফ্রান্সের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইংরেজদের করায়ত্ত হইয়াছিল। কিন্তু শতবর্ষ যুদ্ধের প্রায়াবসান সময়ে জোয়ান অফ আর্কের অদ্ভুত শৌর্য্য ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে ফরাসী জাতির লুপ্ত স্বদেশপ্রেম ফিরিয়া আসে। ক্রমশঃ ফরাসী দেশের অধিকৃত স্থান হইতে ইংরেজগণ বিতাড়িত হয় এবং ফ্রান্সের জাতীয় ঐক্য আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পর হইতে জাতীয় রাষ্ট্রহিসাবে ফ্রান্সের গঠন পূর্ণ হয় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ক্রমশঃ কেন্দ্রানুগ হইতে থাকে। কয়েকজন শক্তিশালী নরপতি ফ্রান্সের দুর্দ্দান্ত অর্দ্ধস্বাধীন ডিউকদিগকে রাজানুগত হইতে বাধ্য করে এবং ফরাসী দেশের সন্নিহিত কয়েকটি অঞ্চল আত্মসাৎ করিয়া ফ্রান্সকে শক্তিশালী করিয়া তোলে। কিন্তু সংযুক্ত অষ্ট্রীয়া-স্পেনের অভ্যুদয়ে হ্যাপস্‌বার্গ বংশের হস্তে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। ফ্রান্সের দক্ষিণ দিকে স্বয়ং স্পেনদেশ ; তদুপরি ইটালীর উত্তরাঞ্চল স্পেনের করায়ত্ত ; ফ্রান্সের উত্তরে এবং পূর্ব্বে নেদারল্যাণ্ডস্‌, ফ্লাণ্ডার্স, লাক্সেমবুর্গ, ফ্রেঞ্চ-কমটে প্রভৃতি অঞ্চলও স্পেন-অষ্ট্রীয়ার অধিকারভুক্ত। সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ফ্রান্সের ইতিহাসে দেখা যায়—অষ্ট্রীয়া স্পেনের সঙ্গে বৈরিতা, প্রতিপক্ষের অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চল আক্রমণ করিয়া নানাভাবে প্রতিপক্ষকে দুর্ব্বল করার প্রচেষ্টা। উভয় পক্ষের শক্তিপরীক্ষার ক্ষেত্র ছিল দুর্ব্বল ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত ইটালী। ইটালীর নেপলস্‌ ও মিলান-কে কেন্দ্র করিয়া দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল যুদ্ধবিগ্রহ চলে। ইটালীর এই দুইটি প্রদেশ বারকয়েক উভয় পক্ষের মধ্যে ক্রমান্বয় হস্তগত ও হস্তচ্যুত হয়। নেপলস পরিশেষে স্থায়ী ভাবে অষ্ট্রীয়া-স্পেনের হাতে আসে কিন্তু মিলান-এর

অধিকার লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বহুদিন ধরিয়া চলে। মিলান হস্তগত করার জন্য ফরাসী নরপতিগণ স্পেন-অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র সুইডেন-ডেনমার্ক-এর সাহায্য চাহিয়া ক্ষান্ত হন নাই—একবার তুর্কীদের সহিতও মৈত্রীযুক্ত হইয়াছিলেন। ফ্রান্সের এই তীব্র বিরোধিতার ফলে স্পেন-অষ্ট্রীয়াকে বিশেষ বিব্রত হইতে হয়। বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ায় বহুবিধি সমস্যা লইয়া সম্রাটকে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে; সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অসন্তোষ, বিদ্রোহ এবং ধর্ম্মবিদ্বেষ লাগিয়াই ছিল। তদুপরি শক্তিশালী ফ্রান্সের বৈরিতায় সাম্রাজ্যের অর্থ ও শক্তি ক্ষয় হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে স্পেন ও অষ্ট্রীয়া দুই দেশ একজন নরপতির পরিবর্ত্তে হ্যাপ্‌সবার্গ বংশীয় দুইজন নরপতির দ্বারা শাসিত হইতে থাকে। 'অজেয় আর্ম্মাডা'-র পরাজয়ে স্পেনের নৌ-শক্তি যথেষ্ট দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—উপরন্তু নেদারলাণ্ডস্-এর বিদ্রোহের ফলে স্পেনের শক্তি আরও হ্রাস পায়। ইত্যবসরে ইউরোপের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী ধর্ম্মযুদ্ধ 'ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধ' (১৬১৮-৪৮) আরম্ভ হইলে ফ্রান্স অষ্ট্রীয়া-স্পেনের বিপক্ষদলের যোগদান করে। এই যুদ্ধ প্রধানতঃ ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক বনাম প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রসমূহের যুদ্ধ ছিল। ফ্রান্সের বিচক্ষণ ও দূরদর্শী প্রধান মন্ত্রী রিচল্যু হ্যাপস্‌বার্গ শাসিত অষ্ট্রীয়া-স্পেনের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া তৎস্থলে ফ্রান্সের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধে ক্যাথলিক রাষ্ট্র ফ্রান্সকে ক্যাথলিক পক্ষের পরিবর্ত্তে প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষে অবতীর্ণ করাইলেন। রিচল্যুর এই প্রটেষ্টাণ্ট-সমর্থক বৈদেশিক নীতি ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিল। ত্রিংশৎ-বর্ষের যুদ্ধে প্রটেষ্টাণ্টদের পক্ষ হইয়া ফ্রান্সের যোগদান করার ফলে প্রটেষ্টাণ্টপক্ষই জয়ী হইল। বস্তুতঃ এই যুদ্ধে জয়ের সম্পূর্ণ গৌরব ফ্রান্সেরই প্রাপ্য। যুদ্ধান্তে ১৬৪৮ খৃঃ-র ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি এবং তাহার এগারো বৎসর পরে পিরানিজ-এর সন্ধির পর দেখা গেল ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক রাজধানী ভিয়েনা বা মাদ্রিদ হইতে প্যারিসে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অতঃপর ইউরোপের ইতিহাসে হ্যাপস্‌বার্গ বংশের প্রতিপত্তির যুগ

শেষ হইয়া ফ্রান্সের বুরবোঁ-বংশের প্রাধান্য আরম্ভ হইল। স্পেন ও অষ্ট্রীয়াকে দীর্ঘকাল দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রের মর্য্যাদা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

১৬৪৮ খৃঃ হইতে ১৮১৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের ধারা ঃ—১৬৪৮ খৃঃ-র পর ইউরোপের ইতিহাসে আরম্ভ হইল একক ফরাসী আধিপত্যের যুগ। অর্দ্ধ-শতাব্দীর অধিককাল ফ্রান্সের এই আধিপত্য বজায় রহিল। ফ্রান্সের বিচক্ষণ মন্ত্রী রিচল্যু ও তাহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ম্যাজারিন-এর কৃতিত্বের ফলে ফ্রান্স ঘরের ও বাহিরের সমস্ত অসুবিধা কাটাইয়া ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। ফরাসী রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতি ও ভৌমিক বিস্তৃতি দুইই অভাবনীয়রূপে ঘটিল। অতঃপর ফরাসী নরপতি চতুর্দ্দশ লুই পঞ্চাশ বৎসরের অধিক রাজত্ব কালের মধ্যে অসাধারণ কূটনীতি, অসংখ্য যুদ্ধ বিগ্রহ ও আপোষ-মীমাংসার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ফ্রান্সের আয়তন বিস্তৃত করিলেন। সমস্ত দিক্ দিয়া ফ্রান্স ক্ষমতা ও গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হইল। কিন্তু ফ্রান্সের এই প্রাধান্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারিল না। হ্যাপস্‌বার্গ বংশের শক্তিক্ষয় ও বুরবোঁ বংশের অভ্যুদয়ে ইংলণ্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল; স্পেনের ক্ষমতা ফ্রান্সের হস্তে ক্ষুণ্ণ হওয়াতে ইউরোপের 'ব্যালেন্স অফ্ পাওয়ার' বা রাষ্ট্র-নৈতিক শক্তি-সমতা ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু চতুর্দ্দশ লুই-র ক্রমবর্দ্ধমান পররাজ্যলোভী মনোবৃত্তির পরিচয়ে পুনরায় বুরবোঁ বংশের হাতে ইউরোপের শক্তি-সমতা বিপর্য্যস্ত হওয়ার উপক্রম হইল। অগত্যা ফ্রান্সের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার প্রয়োজন হইল। চারিদিকে ফ্রান্সের শত্রুর সৃষ্টি হইল। শত্রুজোটের মুখপাত্র হইল ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড। দৈবযোগে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের সিংহাসন একই নরপতি তৃতীয় উইলিয়মের শাসনাধীনে আসার ফলে ফ্রান্সকে তীব্র প্রতিপক্ষতার সম্মুখীন হইতে হইল। চতুর্দ্দশ লুই তাহার রাজত্বের শেষদিকে এই বিরোধিতার তীব্রতা উপলব্ধি করিলেন; তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সর্ব্বত্র ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে লাগিল। ১৭১৫ খৃঃ-র ইউট্রেক্টের সন্ধিতে ফরাসী

প্রতিপত্তি বাধাপ্রাপ্ত হইল। পূর্ণ অষ্টাদশ শতাব্দীকাল ফ্রান্সকে মধ্য-ইউরোপে নবাভ্যুদিত প্রাশিয়ার ও ইউরোপের বাহিরে ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে হইল। অতঃপর আত্মরক্ষাপরায়ণ ফ্রান্সকে এককভাবেই বিরোধিতা সহ্য করিতে হইল অষ্ট্রীয়া, স্পেন, প্রাশিয়া ও ইংলণ্ডের। এই সকল বিরোধ-বিসম্বাদে ও যুদ্ধবিগ্রহে ফ্রান্সের বাহিরের প্রতিপত্তি যেমন হ্রাস পাইল তেমন দেশের রাজকোষও শূন্যপ্রায় হইয়া আসিল। চতুর্দ্দশ লুই-র মৃত্যুর পরে পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই যথাক্রমে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু কেহই ক্রমাধঃপতিত অবস্থা হইতে ফ্রান্সকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করার কোন উপায় বা ক্ষমতা ইহাদের ছিল না। তাহারা ঋণের পর ঋণ করিয়া অথবা অভাবগ্রস্ত সাধারণ প্রজার উপর কর চাপাইয়া সাময়িকভাবে অর্থসঙ্কট হইতে পরিত্রাণের উপায় গ্রহণ করিলেন। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের জন্য উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া কিংবা রাজদরবারের বিলাসব্যসনের ব্যয়বাহুল্য সঙ্কুচিত করিয়া দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করার জন্য তাহাদের কোন আগ্রহ দেখা গেল না। কর দেওয়ার সামর্থ্য যাহাদের সর্ব্বাধিক সেই অভিজাত শ্রেণী করদানের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইল এবং বহুবিধ করভারে পিষ্ট দরিদ্র প্রজাবর্গের অস্তিত্ব লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইল। দেশে অর্থাভাব, সাধারণ প্রজার আর্থিক দুর্গতি অপরিসীম, গভর্ণমেণ্ট ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প প্রভৃতি সম্পদবর্দ্ধক ব্যাপারে নিস্পৃহ—অথচ রাজপ্রাসাদের ব্যয়ের অঙ্ক স্ফীত হইতে স্ফীততর হইতে লাগিল। ভার্সাই-প্রাসাদের উদ্দাম আনন্দ-উচ্ছ্বাস অনশনক্লিষ্ট প্রজাদের আর্ত্তধ্বনিতে বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত হইল না।

কোনরূপেই ফ্রান্সকে আর্থিক দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে না পারিয়া ফ্রান্সের নরপতি ষোড়শ লুই ইংলণ্ডের প্রথম চার্লসের মত ১৭৮৯ খৃঃ-এ ১৭৬ বৎসর উপেক্ষিত ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় পরিষদ ষ্টেটস্-জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান করিলেন। এই আহ্বানের দ্বারা ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের

ব্যর্থতাই লোকসমক্ষে প্রমাণিত হইল। বঞ্চিত জনসাধারণের বহুশতাব্দী ধরিয়া সঞ্চিত অভিযোগ বিরাট রাষ্ট্রীয় অগ্ন্যুৎপাতের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। এই অগ্ন্যুৎপাত ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লব নামে পরিচিত। ১৭৮৯ খৃঃ-এ আরম্ভ হইয়া এই বিপ্লব নানাবিধ আলোড়নবিলোড়ন, পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। বিপ্লবের প্লাবনের বেগে ফিউডালপ্রথা, অভিজাতদের বিশেষ বিশেষ অধিকার, চার্চ্চের আধিপত্য প্রভৃতি মধ্যযুগীয় অবিচার এমন কি রাজা ও রাজতন্ত্র পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জয়গানে ইউরোপ মুখরিত হইল। ফরাসী বিপ্লব ইউরোপে এক নূতন যুগের উদ্বোধন করিল।

কিন্তু নূতন যুগকে ভাল করিয়া উপভোগের সুযোগ ফ্রান্সের বেশীদিন রহিল না; শিশু ফরাসী সাধারণতন্ত্র চারিদিক হইতে শত্রুর দ্বারা বেষ্টিত হইল। ফ্রান্সের এই চরম দুঃসময়ে ত্রাণকর্ত্তা নেপোলিয়নের আবির্ভাব হয়। ফ্রান্সের বিপক্ষে দলবদ্ধ রাষ্ট্রজোটের সঙ্গে যুদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন নেপোলিয়ন। অতঃপর ফ্রান্সের ইতিহাস ও নেপোলিয়নের কর্ম্মকৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত হইয়া গেল। অসামান্য প্রতিভাধর নেপোলিয়ন ফ্রান্সকে ঘরের ও বাহিরের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন হইতে নিরাপদ করিয়া আনিলেন এবং স্বীয় কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ ফ্রান্সের সম্রাটপদে অভিষিক্ত হইলেন। প্রায় দশ বৎসর কাল নেপোলিয়ন ইংলণ্ড ব্যতীত প্রায় সমগ্র ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা হইয়া রহিলেন; সমগ্র ইউরোপ তাহার অঙ্গুলি হেলনের অধীনে আসিতে বাধ্য হইল। একমাত্র ইংলণ্ড নেপোলিয়নের উচ্চাশী পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া উন্নতশিরে দণ্ডায়মান রহিল এবং নেপোলিয়নের দম্ভ চূর্ণ করার জন্য ইউরোপে নেপোলিয়নবিরোধী রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিল। পরিণামে ইংলণ্ডের একনিষ্ঠ বিরোধিতার সম্মুখে নেপোলিয়নকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। নেপোলিয়নের পতনে ইউরোপের গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ আপাততঃ রক্ষা পাইল।

বলা বাহুল্য ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যায়—প্রথমতঃ হ্যাপসবার্গ বংশের অভ্যুদয় ও পতন, হ্যাপসবার্গ—বুরবোঁ (ফ্রান্স) প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বুরবোঁ প্রাধান্য এবং পরিণামে বুরবোঁ আধিপত্য হ্রাস। সুইডেনের উত্থান ও পতন, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার অভ্যুদয় প্রভৃতি কাহিনী থাকিলেও ফ্রান্সের ঘটনাই এই সময়ের ইতিহাসে সর্ব্বাধিক স্থান অধিকার করিয়া আছে। ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগে ফ্রান্স ইউরোপের মধ্যে ক্ষাত্র-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দেয়। ফ্রান্সে বিপ্লবের ধ্বনি উত্থিত হয় ও ইউরোপের সর্ব্বত্র তাহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই বিপ্লবের ধ্বনি-প্রতিধ্বনির মধ্যে ইউরোপের সর্ব্বত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভাঙ্গা-গড়ার কাজ চলে।

(খ) রিফর্ম্মেশান ও কাউন্টার-রিফর্ম্মেশান
(১৪৫০—১৬৪৮)

ইউরোপের পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান ঘটনা ইউরোপে প্রচলিত রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংস্কার-আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া। ইহাই রিফর্ম্মেশান ও কাউন্টার রিফর্ম্মেশান নামে পরিচিত। রিফর্ম্মেশান আন্দোলন হইতেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমতের উদ্ভব হয়। পরবর্ত্তীকালে প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্ম বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ইউরোপের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। ধর্ম্মাচরণের খুঁটিনাটির মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও ইহারা মূলতঃ প্রটেষ্টান্ট-ই অর্থাৎ ইহারা সকলেই পোপের আধিপত্য অস্বীকার করিত। প্রেসবিটারিয়ানিজম, এংগ্লিকানিজম (ইংলণ্ডে অনুসৃত ধর্ম্ম), পিউরিটানিজম প্রভৃতি সমস্তই মূলতঃ প্রটেষ্টান্ট।

ইউরোপের ধর্ম্মসংস্কারও রেনেসাঁ-র পরোক্ষ ফল। রেনেসাঁ-র সূত্রপাত হয় ইটালীতে। রেনেসাঁ-র প্রভাবে ইটালীতে যে পরিবর্ত্তন আসে

তাহা দুই দিক দিয়া তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমতঃ, ইটালীয়ানরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভোগব্যসন ও আরামবহুল জীবনযাত্রায় আসক্ত হয়; দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন গ্রীস-রোমের বিদ্যাবুদ্ধি ও শিল্পকর্ম্ম ইটালীতে প্রবেশ করিয়া ইটালীবাসীকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহারা ক্লাসিকাল সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নূতনভাবে নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করার জন্য উৎসুক হইল। ফলে রেনেসোঁ-র অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে ইটালীর ভিনিস, ফ্লোরেন্স, মিলান প্রভৃতি স্থানে যেমন দেখা যায় ভোগবিলাসের প্লাবন—, অপরদিকে তেমনি পরিলক্ষিত হয় চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি শিল্পকার্য্যের অনবদ্য সৃষ্টিসমূহ। রেনেসাঁ আন্দোলন যখন আল্পস অতিক্রম করিয়া উত্তর ও পূর্ব্ব ইউরোপে প্রসারিত হইল তখন সেই সকল দেশে ইহার ফল অন্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। উত্তর ইউরোপের অধিবাসীদের মনে সমাজের সমস্ত পুরাতন প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমালোচনার সুর উত্থিত হইল। যে মানসিক দৃষ্টিকোণ হইতে এই জিজ্ঞাসা ও বিদ্রোহের সুর উত্থিত হইল তাহা প্রচলিত ধর্ম্মব্যবস্থাকেও আক্রমণ না করিয়া ছাড়িল না। ফলে ধর্ম্ম-ব্যবস্থার সংস্কার ও পরিশোধন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত সম্বন্ধে পুরাতন পন্থী ও নব্যপন্থীর মধ্যে যে মতদ্বৈধতা এবং রোমান গীর্জ্জার আধিপত্য হইতে উত্তর ও পূর্ব্ব ইউরোপের এক বিশাল অংশের বাহিরে চলিয়া যাওয়া তাহাই সাধারণতঃ রিফর্ম্মেশান নামে পরিচিত। চল্‌তি অর্থে রি-ফর্ম্মেশান পুনর্গঠন, কিন্তু বিশেষ অর্থে এই পুনর্গঠন বা সংস্কার ধর্ম্ম সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য।

ইউরোপের জনসাধারণ যে ইউরোপের প্রচলিত ধর্ম্মবিধির উপর শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছিল তাহার যথেষ্ট কারণও ছিল। রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের মধ্যে এই সময়ে যথেষ্ট দুর্নীতি ব্যাপকভাবে প্রবেশ করিয়াছিল। ধর্ম্মযাজকগণ যেমন একদিকে অশিক্ষিত ছিল অপরদিকে তেমনি ভোগবিলাসী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্মচর্চ্চার পরিবর্ত্তে তাহারা ঐহিক ব্যাপারেই বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিত। ক্যাথলিক চার্চ্চের সর্ব্বোচ্চ স্তর

হইতে সর্ব্বনিম্ন স্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই নৈতিক অধোগতির চিহ্ন প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্মগুরু পোপ: হইতে আরম্ভ করিয়া মঠবাসী সন্ন্যাসী বা সাধারণ যাজক—কেহই দুর্নীতি ও অনাচারমুক্ত ছিলেন না। এই ধর্ম্মগ্লানির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হয় জার্ম্মাণীতে। মার্টিন লুথার নামে জনৈক জার্ম্মাণ সন্ন্যাসী এই প্রতিবাদী দলের নায়ক ছিলেন। চার্চ্চের অপবিত্র ও কলুষিত আবহাওয়া দেখিয়া তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন এবং ধর্ম্মকে দুশ্চরিত্র ও অসাধু যাজকদের কবল হইতে মুক্ত করার সঙ্কল্প করেন। তিনি চার্চ্চের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-পত্র রচনা করিয়া জার্ম্মাণীতে প্রচার করেন। জার্ম্মাণীর জনসাধারণ ও বহু রাজন্য লুথারকে সমর্থন করিলেন। এই আন্দোলনে ভীত হইয়া পোপ সম্রাটের সাহায্যে লুথারকে বিধর্ম্মী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। জনসাধারণের সমর্থনে লুথার পোপের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইলেন; জার্ম্মাণীর ওয়ার্মস্ নামক স্থানে পোপকর্তৃক আহুত এক ধর্ম্ম সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া লুথার দৃপ্তকণ্ঠে পোপ-পরিচালিত চার্চ্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। লুথারের অনুগামীবর্গ প্রটেষ্টাণ্ট বা প্রতিবাদ-কারী বলিয়া পরিচিত হইলেন। এইভাবে খৃষ্টধর্ম্ম রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট দুই ধর্ম্মমতের দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত হইল।

চার্চ্চের অনাচারের বিরুদ্ধে কেবল লুথারই অগ্রসর হন নাই; লুথারের পন্থা অনুসরণ করিয়া সুইজারল্যাণ্ড-এ জিঙ্গলী, ক্যালভিন প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণ নূতন ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করেন। ইহাদের ধর্ম্মমতও রোমান গীর্জ্জার বিরোধী ছিল। জার্ম্মাণী হইতে সূত্রপাত হইয়া ধর্ম্মসংস্কারের ঢেউ ইউরোপের সকল দেশেই কমবেশী ছড়াইয়া পড়িল। সর্ব্বত্র চার্চ্চের অনাচার ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মের নামে জটিল ক্রিয়াকাণ্ড ও অযৌক্তিক বাহ্যাচার সর্ব্বত্র প্রশ্রয় পাইতেছিল। প্রটেষ্টাণ্টরা রোমান-গীর্জ্জার বিরোধী সমস্ত নূতন মতবাদ ও ধর্ম্মকে সকল প্রকার অনাবশ্যক আচার-অনুষ্ঠান হইতে মুক্ত করিয়া সাধারণ-বোধ্যরূপে জনগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করিল। ইহাদের মতবাদ

পোপের ফতোয়া অথবা যাজকদের ব্যাখ্যানের অপেক্ষা না করিয়া বাইবেলকে ধর্ম্মের মূল সূত্র বলিয়া দাবি করিল। এতকাল দুর্ব্বোধ্য ল্যাটিন ভাষায়—ভারতবর্ষে সংস্কৃতের মত—বাইবেল রচিত ছিল এবং ল্যাটিন ভাষাতেই উপাসনা-বাক্য উচ্চারিত হইত। অতঃপর সকল দেশের মাতৃভাষায় বাইবেল অনূদিত হইতে লাগিল; স্ব-স্ব মাতৃভাষায় গীর্জ্জার উপাসনা বা অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী চার্চ্চের মাধ্যম ব্যতিরেকেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল। নূতন মতবাদের অনুসরণে লোকের তৃপ্তি হইত বলিয়া স্বভাবতই তাহারা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। ইউরোপের ল্যাটিন দেশ সমূহে—স্পেন, ফ্রান্স ও ইটালীতে নূতন ধর্ম্ম তেমন প্রসারলাভ করিল না; কিন্তু উত্তর ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ, জার্ম্মাণী, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড সাদরে নূতন ধর্ম্মমতকে বরণ করিয়া লইল। রোমান-গীর্জ্জাবিরোধী ধর্ম্মসমূহ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হইল। এইরূপে ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গ বিভিন্ন ধর্ম্মমতবিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

রোমান গীর্জ্জার ধর্ম্মগুরু পোপ এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। ধর্ম্মের গ্লানি হইতে ইউরোপকে পরিত্রাণ করার জন্য এবং 'বিধর্ম্মী'-দের কৃত 'স্কিজম' হইতে চার্চ্চকে নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপের ধর্ম্ম-রক্ষক জার্ম্মাণ সম্রাট চার্লস-এর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট চার্লস এই সময়ে বহুবিধ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একই সময়ে তাহাকে ফ্রান্স ও তুরস্কের সঙ্গে এবং আফ্রিকার জলদস্যুদের উৎপাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইতেছিল। কাজেই প্রথমদিকে চার্লস তেমন উৎসাহের সঙ্গে এই সকল বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। বিনা বাধায় প্রটেষ্টাণ্ট আন্দোলন জার্ম্মাণী ও উত্তর ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িল। অতঃপর চার্লস বাহিরের ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া যখন প্রটেষ্টাণ্টগণকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন তখন তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সম্রাটের বিরুদ্ধে রণে

অবতীর্ণ হইল। জার্ম্মাণীতে ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। প্রথম প্রথম সম্রাটের বাহিনী জয়লাভ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত সম্রাটকে রণে ভঙ্গ দিতে হইল। সম্রাটের ভ্রাতা অগ্‌স্‌বার্গের সন্ধি-তে প্রটেষ্টাণ্টদের সঙ্গে একটা মীমাংসায় উপনীত হইলেন। ইহার দ্বারা এই নীতি স্বীকৃত হইল—অতঃপর রাষ্ট্রের শাসকের বা রাজার ধর্ম্ম অনুযায়ী প্রজাদের ধর্ম্মমত স্থির হইবে। প্রজাগণ রাজার ধর্ম্মমতকে নিজেদের ধর্ম্মমত বলিয়া স্বীকার করিবে। ল্যাটিন ভাষায় এই নীতি—cujus regio, ejus religio (দেশের অধিপতিই দেশের ধর্ম্মব্যবস্থার কর্ত্তা) নাম খ্যাত।

কিন্তু অগস্‌বার্গ-এর সন্ধির দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা রফা বা আপোষ হইল মাত্র—ইহার দ্বারা কোন স্থায়ী মীমাংসা বা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল না। রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট উভয় পক্ষই অদূর ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর সংঘর্ষের প্রতীক্ষায় সঙ্ঘবদ্ধ হইতে ও শক্তিসঞ্চয় করিতে লাগিল। দুই দলের মধ্যেই একটি করিয়া উগ্রপন্থী শাখার উদ্ভব হইল—উগ্রপন্থী প্রটেষ্টাণ্টগণ পিউরিটান ও উগ্রপন্থী ক্যাথলিকগণ জেসুইটস্‌ নামে খ্যাত হইল। রিফর্ম্মেশান-কে বিনাশ করার জন্য অচিরেই রোমান চার্চ্চের আনুকূল্যে প্রচারিত কাউণ্টার রিফর্ম্মেশান বা সংস্কারবিরোধী আন্দোলন দেখা দিল। কাউণ্টার রিফর্ম্মেশানের উৎকট ধর্ম্মান্ধতার ফলে ইউরোপ অচিরেই এক দীর্ঘস্থায়ী ধর্ম্মযুদ্ধের সম্মুখীন হইল।

কাউণ্টার-রিফর্ম্মেশান :—কাউণ্টার-রিফর্ম্মেশানকে কেবল সংস্কার-বিরোধী আন্দোলন মনে করিলে ইহার সম্বন্ধে অবিচার করা হইবে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ—প্রথমতঃ রোমান চার্চ্চের বিশৃঙ্খল ও বিযুক্ত অবস্থার উন্নতি করিয়া তাহাকে সংহত ও শক্তিশালী করা; দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বত্র ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়া রোমান চার্চ্চবিরোধী ধর্ম্মের অগ্রগতি রোধ করা, ক্যাথলিক নরপতিদিগকে উৎসাহিত করিয়া নবদীক্ষিত প্রটেষ্টাণ্ট রাজ্য বা রাজার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা

এবং 'ইনকুইজিশান' নামে ধর্ম্মীয় বিচারসভার সাহায্যে অবিশ্বাসিগণকে সম্পত্তিবঞ্চিত করা বা তাহাদের শাস্তিবিধান করা।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে কাউণ্টার রিফরমেশন আন্দোলন ইউরোপে প্রবল আকার ধারণ করিল। সম্রাট ও স্পেনের অধিপতি দ্বিতীয় ফিলিপ কাউণ্টার-রিফর্ম্মেশানের প্রধান উদ্যোক্তা হইলেন। অবিশ্বাসীদিগকে জব্দ করার জন্য রোমান চার্চ্চ হল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন; স্পেনিস সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ক্যাথলিক বিরোধীরা নির্য্যাতিত হইতে লাগিল। ফরাসী দেশেও কাউণ্টার-রিফর্ম্মেশান প্রবল আকার ধারণ করিয়া গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত করিল। হিউগিনোট' নামধারী ফরাসী প্রটেষ্টাণ্টরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইংলণ্ড অষ্টম হেনরীর সময়েই পোপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ছিল। কিন্তু রাণী মেরী-র রাজত্বকালে এই ছিন্নসূত্র পুনরায় সংযোজিত হয়। স্বামী স্পেনরাজ ফিলিপের ন্যায় মেরী ক্যাথলিক ধর্ম্মে উৎকট বিশ্বাসী ছিলেন। মেরীর সময়ে অবিশ্বাসিগণ নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতিত হইল। তাহার ধর্ম্মান্ধতায় ল্যাটিমার, রিডলী, ক্রানমার প্রভৃতি বহু ধর্ম্মাচার্য্য প্রাণ হারাইলেন। ফ্রান্সে হিউগিনোট-ক্যাথলিক দ্বন্দ্ব ও দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। পরিশেষে ফরাসী নরপতি চতুর্থ হেনরী ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধের অবসানের জন্য হিউগিনোটদের সঙ্গে ধর্ম্মাবিষয়ক মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। এডিক্ট অফ্ নান্টিস-এর ঘোষণাপত্রের দ্বারা (১৫৯৮ খৃঃ) ফ্রান্সের ধর্ম্মযুদ্ধের অবসান হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফ্রান্সের বিচক্ষণ মন্ত্রী রিচল্যু হিউগিনোট দিগকে স্বীকার করিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন।

এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডকে কাউণ্টার রিফর্ম্মেশানের প্রবল প্রতিক্রিয়া অনুভব করিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ঘরে এবং বাহিরে শত্রুর অভাব ছিল না। স্পেনরাজ ফিলিপ ইংলণ্ডকে শাস্তি দিবার জন্য অজেয়

নৌবহর' প্রেরণ করিয়াছিলেন—কিন্তু নানা কারণে এই নৌবহর ধ্বংস হইয়া যায়। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মই একটু সংশোধিত আকারে এংগ্লিকান চার্চ্চ নামে ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্পেনের শক্তি ক্ষীণ হওয়াতে কাউণ্টার রিফর্মেশান-এর কার্য্যকলাপ আর তেমন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই।

কিন্তু জার্ম্মাণীর ধর্ম্মবিরোধ অত সহজে নিবৃত্ত হইল না। কাউণ্টার রিফর্মেশানের চাপে এবং জেসুইট পাদ্রীদের কর্ম্মতৎপরতায় জার্ম্মাণীর ধর্ম্ম-বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করিল। আত্মরক্ষার জন্য ক্যাথলিকরা 'হোলি-লীগ' ও প্রটেষ্টাণ্টরা 'ইউনিয়ন' নামে স্ব-স্ব সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘ স্থাপন করিল। জার্ম্মানীর রাষ্ট্রসকল দুইটি যুধ্যমান শিবিরে বিভক্ত হইল। ১৬১৮ খৃঃ-এ জার্ম্মাণীর বোহেমিয়া নামক রাষ্ট্রে প্রথম সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়; যুদ্ধ-ক্ষেত্রের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া সমগ্র ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হইল। তীব্র ধর্ম্মোন্মাদনা ইউরোপকে অভিভূত করিল; জার্ম্মাণীর স্থানীয় সংগ্রাম ইউরোপীয় সংগ্রামে পরিণত হইল। ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ ধর্ম্মভেদে ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট এই দুই দলে বিভক্ত হইল। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল বলিয়া ইহা ত্রিংশৎবর্ষের যুদ্ধ (১৬১৮-'৪৮) বলিয়া খ্যাত। ধর্ম্মমতের বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া এই যুদ্ধে উদ্ভূত হইলেও পরিণামে ইহা ধর্ম্ম মীমাংসার ব্যাপারে সীমাবদ্ধ রহিল না। শেষকালে এই যুদ্ধ হাপসবার্গ-বুরবোঁ দ্বন্দ্বে—অষ্ট্রীয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রাধান্যের দ্বন্দ্বে পরিণত হইল। বলা বাহুল্য, ফ্রান্স ক্যাথলিক রাষ্ট্র হইয়াও দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষে যোগদান করিল। ফ্রান্স যোগদান করাতেই ক্যাথলিকপক্ষীয়গণ পরাজিত হয় এবং ইউরোপে ফ্রান্সের আধিপত্যের সূচনা হয়। ত্রিংশৎবর্ষের যুদ্ধ ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি (১৬৪৮ খৃঃ)-তে নিবৃত্ত হয়। এই সন্ধিতে অন্যান্য ভৌমিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক সমস্যার সমাধানের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়েরও একটা স্থায়ী মীমাংসা হয়। সুদীর্ঘ শোণিতস্রাবী যুদ্ধের পর ইউরোপ উপলব্ধি করিল—তরবারির পরিবর্ত্তে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহনশীলতার দ্বারাই ধর্ম্মবিরোধের স্থায়ী মীমাংসা

হইতে পারে। ধর্ম্মমীমাংসার সূত্ররূপে অগস্‌বার্গ-এর সন্ধির মূল কথা—রাজার ধর্ম্মই প্রজার ধর্ম্ম—এই তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেওয়া হইল। কার্য্যতঃ অতঃপর ধর্ম্মবিষয়ে সহনশীলতাই ইউরোপের সাধারণ রীতি হইয়া দাঁড়াইল। ১৬৪৮ খৃঃ-র পর ধর্ম্ম লইয়া একটু আধটু বিরোধ যে ইউরোপে উপস্থিত হয় নাই তাহা নহে কিন্তু তাহার মধ্যে পূর্ব্বতন উগ্রতা আর রহিল না এবং ধর্ম্ম কোন সময়ে ইউরোপের সর্ব্বজনীন সমস্যারূপে ইউরোপের সম্মুখে আর উদিত হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপের অবস্থা

(১) জার্ম্মান সাম্রাজ্য ও হ্যাপস্‌বার্গ বংশ

পূর্ব্বানুবৃত্তি :—উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ১৮৭১ খৃঃ-এ জার্ম্মাণী ঐক্যবদ্ধ ও সংহতিসম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে জার্ম্মাণ-রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হইতে উক্ত সময় পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী বিচ্ছিন্ন ও অসংখ্য রাষ্ট্র-সমন্বিত দেশ ছিল। ফ্রান্স, স্পেন বা ইংলণ্ডের মত জার্ম্মাণীর পক্ষে অখণ্ড জাতীয় রাষ্ট্র হওয়ার যথেষ্ট অন্তরায় ছিল। অপরাপর রাষ্ট্রে রাজশক্তি ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া দেশ ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু জার্ম্মাণীর ইতিহাসে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের সূত্রপাত হইতে দেখা যায়—কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে যথাসম্ভব দুর্ব্বল রাখার প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রের সমস্ত উচ্চপদ বংশানুক্রমে অভিজাতদের করায়ত্ত রাখা এবং কেন্দ্রীয় শক্তিকে সর্ব্বপ্রকারে কাউণ্ট বা ডিউক উপাধিধারী ক্ষুদে রাজাদের অনুগত রাখার আগ্রহ। মোট কথা জার্ম্মাণীতে একরাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে বহুরাজতন্ত্র থাকার যাবতীয় ব্যবস্থা আবহমান কাল হইতেই ছিল।

মধ্যযুগের জার্ম্মাণী

সর্ব্বোপরি জার্ম্মাণীর ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হওয়ার সর্ব্বপ্রধান প্রতিবন্ধক ছিল—জার্ম্মাণ নরপতিকে তথাকথিত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে একীভূত করা। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের মহান আদর্শরূপ মরীচিকার অনুসরণ করায় জার্ম্মাণীর দুর্ভাগ্যের অন্ত রহিল না। এই আদর্শ চিরকাল অনায়ত্ত রহিল অথচ জার্ম্মাণীর রাজতন্ত্র বা জার্ম্মাণ জাতির স্বার্থ এই অবাস্তব ধারণার যূপকাষ্ঠে বিসর্জ্জিত হইয়া আসিতে লাগিল।

৮০০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক-জাতির বিখ্যাত নরপতি শার্লমেন (বা চার্লস্ দি গ্রেট) তদানীন্তন পোপ তৃতীয় লিও-র-দ্বারা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট বলিয়া অভিষিক্ত হন। কিন্তু ৯৬২ খৃঃ-এ জার্ম্মাণীর নরপতি অটো দি গ্রেট যখন পুনরায় পবিত্র রোমান সম্রাট পদে অভিষিক্ত হইলেন তখন হইতে প্রায় সহস্র বৎসর কাল জার্ম্মাণীর জীবন নানা প্রকারে বিড়ম্বিত হইয়া রহিল। অতঃপর জার্ম্মাণ সম্রাট জার্ম্মাণীর সঙ্গে ইটালী ও ফ্রান্সের অন্তর্গত বার্গাণ্ডিরও অধিপতি হইয়া বসিলেন। ইটালীর সঙ্গে জার্ম্মাণীর ভাগ্যসূত্র গ্রথিত হওয়ায় পরবর্ত্তী অধিকাংশ জার্ম্মাণ নরপতি সুযোগ পাইলেই ইটালীর বিরুদ্ধে সামরিক বিক্রম প্রয়োগ করিয়া তাহার উপর সম্রাটের অধিকার পাকা করিবার চেষ্টা করিতেন। ফলে ইটালীর অভিযানে জার্ম্মাণীর অর্থ ও উদ্যম অধিকাংশই ব্যয়িত হইত—জার্ম্মাণীর উন্নতিবিধানের জন্য সামান্যই অবশিষ্ট থাকিত।

জার্ম্মাণীর অনৈক্যের আর একটি সূত্র ছিল—নির্ব্বাচনের দ্বারা সম্রাটপদ স্থির করা। জার্ম্মাণীর সম্রাটগণ উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনের অধিকারী হইতেন না—সাতজন নির্ব্বাচক সম্রাট নিযুক্ত করিতেন। পরে পোপের অনুমোদনেরও প্রয়োজন হইত। এই নির্ব্বাচন ব্যবস্থা থাকায় জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাহিরের অবাঞ্ছনীয় হস্তক্ষেপের সুযোগ ছিল। সর্ব্বোপরি আধিপত্যের ক্ষেত্র লইয়া পোপ ও সম্রাটের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ লাগিয়া থাকিত। ইহার ফলেও জার্ম্মাণীর সংহতি শক্তি দানা বাঁধিতে পারে নাই।

হ্যাপস্‌বার্গ বংশীয়দের আধিপত্যের কাল হইতে জার্ম্মাণীর-ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন হ্যাপস্‌বার্গের কাউন্ট জার্ম্মাণীর সম্রাট নির্ব্বাচিত হন। তিনি অষ্ট্রীয়া ও ইষ্ট্রীয়া-র ডাচিদ্বয় স্বীয় বাহুবলে অধিকার করেন। অতঃপর অষ্ট্রীয়ার ডিউকই জার্ম্মাণীর সম্রাট পদের মালিক হইতে থাকেন এবং হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের

সূচনা করেন। ইহার সঙ্গে হাঙ্গারী ও বোহেমিয়া বৈবাহিক সূত্রে সংযুক্ত হওয়াতে হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের আয়তন যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়। অতঃপর সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী হ্যাপস্‌বার্গ বংশই জার্ম্মাণীতে রাজত্ব করিতে থাকে।

পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ:—হ্যাপস্‌বার্গ বংশীয় প্রথম ম্যাক্সিমিলিয়ান (১৪৯৩-১৫১৯) পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন। এই শতাব্দীতে হ্যাপস্‌বার্গদের প্রতিপত্তি এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে জার্ম্মাণীর সম্রাট-পদ নির্ব্বাচনের দ্বারা স্থির হওয়ার কথা হইলেও হ্যাপস্‌বার্গ বংশধররাই কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এই পদ একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। সমগ্র জার্ম্মাণীতে ছোট ছোট তিন শত রাষ্ট্র ছিল। সম্রাট 'ইম্পিরিয়েল ডায়েট' বা একটি সাম্রাজ্য-পরিষদের সাহায্যে জার্ম্মাণীর বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিতেন। 'ডায়েট' ত্রিকক্ষযুক্ত পরিষদ ছিল। সাত জন নির্ব্বাচক, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাজন্যবর্গ, চার্চ্চের উচ্চপদস্থ যাজকবর্গ এবং স্বাধীন নগর সমূহ লইয়া 'ডায়েট' গঠিত ছিল। ডায়েটের সম্মতি ও অনুমোদন ব্যতীত স্বাধীনভাবে সম্রাটের কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করার উপায় ছিল না। জার্ম্মাণ সম্রাটের পূর্ব্বগৌরব মোটেই ছিল না, অস্তংগত মহিমা-র ক্ষীণ রশ্মিটুকু আকড়াইয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন।

প্রথম ম্যাক্‌সিমিলিয়ান (১৪৯৩-১৫১৯)

ম্যাক্‌সিমিলিয়ান সদাশয় নরপতি ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র সম্রাট পদের ছায়া লইয়া তৃপ্ত হইলেন না, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যযুগীয় গৌরব ফিরাইয়া আনার জন্য তিনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিলেন। জার্ম্মাণীতে সংস্কার বিধি প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি বার কয়েক ডায়েট-এর অধিবেশন আহ্বান করিলেন। কয়েকটি সংস্কৃত-বিধি গৃহীত হইল বটে কিন্তু কেন্দ্রীয় ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ দুর্ব্বল হইয়াই রহিল। সংস্কৃত বিধি সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল—একটি 'ইম্পিরিয়েল চেম্বার' বা সাম্রাজ্যিক বিচারালয় স্থাপন করা। উদ্দেশ্য ছিল আন্তঃরাষ্ট্রীক সমস্ত

এতদ্ব্যতীত ম্যাক্‌সিমিলিয়ান বিবিধ উপায়ে জার্ম্মাণ জাতির মধ্যে জাতীয় প্রেরণা সঞ্চার করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ইটালীর উপর সাম্রাজ্যের অতীত আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলেন এবং আসন্ন তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে ইউরোপকে সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই জার্ম্মাণ জাতিকে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইতে সমর্থ হইলেন না। বলা বাহুল্য, তুর্কীরা ইতিপূর্ব্বেই ১৪৫৩ খৃঃ-এ কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিয়া দানিয়ুব ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সম্রাটের নিজস্ব কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না, প্রয়োজন অনুযায়ী ইহা সংগৃহীত ও সজ্জিত হইত। জার্ম্মাণ জাতির অনিচ্ছার ফলে প্রয়োজনীয় সৈন্যসামন্ত সংগৃহীত হইল না। কাজেই সম্রাটের ইচ্ছা অপূর্ণ রহিল।

যাহা হউক, অন্যত্র ব্যর্থ হইলেও ম্যাকসিমিলিয়ান বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা সাম্রাজ্যের জন্য যে সম্পত্তি অর্জ্জনের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং বার্গাণ্ডি-র ডিউকের একমাত্র কন্যা মেরী-কে বিবাহ করিয়া নেদারল্যাণ্ডস্-এর উত্তরাধিকারী হন। তাহার পুত্র ফিলিপের সঙ্গে স্পেনের নরপতি ফার্দ্দিনাণ্ডের কন্যা জোয়ান-এর বিবাহ হয়। ফিলিপ ও জোয়ান-এর চার্ল্‌স নামে এক পুত্র হয়। স্পেনের রাজার কোন পুত্রসন্তান ছিল না—কন্যা জোয়ানই সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী

ম্যাক্‌সিমিলিয়ান = মেরী (বার্গাণ্ডি-দুহিতা)　　ফার্ডিন্যাণ্ড (আরাগান রাজ) = ইসাবেলা (কাষ্টিলের রাণী)

ফিলিপ — = জোয়ান　　ক্যাথারিণ = অষ্টম হেনরী (ইংলণ্ড)

পঞ্চম চার্ল্‌স (সম্রাট, ১৫১৯, স্পেনরাজ, ১৫১৬)　　ফার্ডিন্যাণ্ড (১ম), অষ্ট্রিয়ার সম্রাট, ১৫৫৬

দ্বিতীয় ফিলিপ (স্পেনরাজ, নেদারল্যাণ্ডস ও ইটালীয় প্রদেশ সমূহের অধিপতি) (১৫৫৬-'৯৮)

ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জোয়ানের স্বামী ফিলিপ মারা যান এবং জোয়ান উন্মাদ হন। কাজেই উভয়ের পুত্র চার্লস-ই স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরিশেষে সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান-এর মৃত্যুর পর পৌত্র চার্লস অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারী হন (১৫১৬ খৃঃ); এবং ১৫১৯ খৃঃ-এ চার্লস জার্ম্মাণীর সম্রাট নির্ব্বাচিত হন। ম্যাক্সিমিলিয়ান-এর বৈবাহিক নীতি এইভাবে হ্যাপস্বার্গ বংশের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। সম্রাট পঞ্চম চার্লস তাহার সমকালে ভূসম্পত্তির আয়তন, সম্পদ ও লোকবলের দিক দিয়া ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি হইয়াছিলেন।

(২) ইটালী

আভ্যন্তরীণ অবস্থা ঃ—মধ্যযুগের শেষভাগে জার্ম্মাণীর ন্যায় ইটালীর কাহিনীও জাতীয় অনৈক্য ও আভ্যন্তরীণ বিবাদবিসম্বাদে পরিপূর্ণ ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইটালীতে যে ভাঙ্গন ধরিল তাহা আর জোড়া লাগিল না। মাঝে মাঝে ইটালীতে ঐক্যবদ্ধ বা সংহত রাষ্ট্রে পরিণত করার কোন প্রচেষ্টা যে না হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সমুদয় প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সম্রাটগণ মাঝে মাঝে ইটালীর উপর তাহাদের আধিপত্যের দাবি করিতেন কিন্তু বাস্তবে ইটালীতে তাহাদের প্রাধান্য মোটেই ছিলনা। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইটালী পাঁচটি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল; মিলান, ভিনিস, ফ্লোরেন্স, নেপল্স ও পোপের রাজ্য। এই রাষ্ট্রপঞ্চকের মধ্যে ভিনিস ও ফ্লোরেন্স সাধারণতন্ত্র শাসিত ছিল। এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে কলহবিবাদেরও অন্ত ছিল না। কেহ অপরের প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না—অথচ সকলে একজোট হইয়া যে ইটালীতে কোন যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করিবে তাহারও কোন প্রচেষ্টা ছিল না। সীমান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র অঞ্চলের মালিকানা লইয়া তাহারা অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ করিত; স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহারা কোন প্রকার অনৈতিক কার্য্য, দুষ্ট কূটনীতি

অনৈক্য ও বিরোধ

বা হীন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় লইতে দ্বিধা করিতনা। রেনেসাঁ-র প্রভাবে উত্তর ইউরোপে দেখা যায় জাতীয় জাগরণ, আর ইটালীতে দেখা যায় যাবতীয় ঐহিক ভোগৈশ্বর্য্যের প্রাবল্য। শিল্পে, স্থাপত্যে, চিত্রকলাতে, সাহিত্যে এই ভোগব্যসনের পরিচয় দেখা গিয়াছিল। সুস্থ রাজনীতিক জীবন যাপনের জন্য ইটালিয়ানদের কোন আগ্রহ ছিল না। অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া থাকার জন্য ইটালীতে যুদ্ধব্যবসায়ীদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। অর্থের বিনিময়ে তাহারা যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ করিত; অধিক অর্থের লাভে তাহারা এক পক্ষ ছাড়িয়া অপর পক্ষে যোগদান করিতে ইতস্ততঃ করিত না। ভারতীয় চাণক্যের সমগোত্রীয় ইটালীয়ান কূটনীতিক ম্যাকিয়াভেল্লি তাহার 'প্রিন্স' নামক রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থে রাজন্যবর্গকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোন উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন। মোট কথা, ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইটালী অশান্ত রাজনীতির লীলাভূমি ছিল। ইটালীর আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার সুযোগে বিদেশী রাজ্য ইটালীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগে পাইয়াছিল।

নেপলস্-এর অধিকারের জন্য স্পেন-ফ্রান্সের যুদ্ধ

নেপলস্ ঃ— পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেন ইটালীর সার্ডিনিয়া ও সিসিলী-র মালিক ছিল; উপরন্তু স্পেন ও নেপলস্-এর রাজারা একই বংশোদ্ভূত ছিল। সুতরাং ইটালীয় ব্যাপারে স্পেনের স্বার্থ প্রবল ছিল এবং স্পেন ইটালীতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাইলে ছাড়িত না। পক্ষান্তরে ফ্রান্স ও নেপলস্-এর উপর আধিপত্য দাবি করিয়াছিল। নেপলস্-এর উপর ফ্রান্সের আঞ্জুবংশের কিছু স্বত্ব ছিল ও আঞ্জুবংশের সঙ্গে ফ্রান্সের রাজবংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আঞ্জুবংশের শেষ পুরুষ বংশধরের মৃত্যু হইলে স্বভাবতই ফরাসীরাজ সেই স্বত্বের উত্তরাধিকারী হন। ফরাসী নরপতি অষ্টম চার্লস্ ১৪৯৪ খৃঃ-এ সেই সূত্রে বলপূর্ব্বক নেপলস অধিকার করার জন্য ইটালী অভিযান করেন। স্পেন ফ্রান্সের এই উচ্চাশার প্রতিবন্ধক হয় ও ইটালীতে

ফরাসী প্রধান্য বিস্তারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ইহার ফলে ইটালীকে কেন্দ্র করিয়া ফ্রান্স-স্পেনের প্রায় পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ চলে। পরিণামে ফ্রান্সকে স্পেনের হস্তে নেপলস্ ছাড়িয়া দিতে হয় (১৫০৪ খৃঃ) এবং ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি পর্য্যন্ত প্রায় দুইশত বৎসর নেপলস্ স্পেনের অধিকারে থাকে।

অধিকার লইয়া স্পেন-ফ্রান্স যুদ্ধ

মিলানঃ—নেপলস্-এর মত মিলান-কে লইয়াও ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে বিরোধের অন্ত ছিল না। মিলান আইনতঃ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীন সামন্ত-রাজ্য ছিল কিন্তু কার্য্যতঃ মিলান সফোরজা বংশীয়দের দ্বারা স্বাধীনভাবে শাসিত হইয়া আসিতেছিল। সফোরজাদের পূর্ব্বে ভিস্কন্টি বংশ মিলানে রাজত্ব করিত। ফ্রান্সের রাজবংশ ভিস্কন্টিদেরই অন্য এক শাখা ছিল। নরপতি অষ্টম চার্লস-এর পরে যখন দ্বাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে বসিলেন তখন তিনি অকস্মাৎ ঐ সূত্রে মিলানের উপর ফ্রান্সের স্বত্বস্বামিত্ব আছে ইহা সাব্যস্ত করিয়া এবং তদনুযায়ী মিলান হইতে অনধিকারী রাজবংশ সফোরজা-দিগকে বিতাড়িত করার সঙ্কল্প করিলেন। এই সঙ্কল্পানুসারে দ্বাদশ লুই ১৪৯৯ খৃঃ-এ মিলান আক্রমণ করিয়া উহা দখল করিয়া বসিলেন কিন্তু লুই-র এই প্রভুত্ব অধিকদিন স্থায়ী হইল না। ১৫১২ খৃঃ-এ লুই-র বিরুদ্ধে পোপ, ভিনিস, স্পেন ও ইংলণ্ডের সম্মেলনে 'হোলি লীগ' বা পবিত্র সঙ্ঘ নামে এক রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি হইল। 'হোলি লীগ' ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ফরাসীদিগকে মিলান হইতে বিতাড়িত করিল এবং সফোরজা বংশকে পুনরায় :মিলানের শাসকপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। জীবিতকালে লুই আর মিলান পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী ফরাসী নরপতি প্রথম ফ্রান্সিস মিলান পুনরুদ্ধারের জন্য ইটালীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং ১৫১৫ খৃঃ-এ ম্যারিগ্নানো-র যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পুনরায় মিলান হস্তগত করেন। ইহার পর কিছুকালের জন্য ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত

হয়। ইটালীতে ফ্রান্সের প্রভাব-প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হউক ইহা স্পেন কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিতেছিল না। ১৫১৯ খৃঃ-এ স্পেনের নরপতি চার্লস যখন সম্রাট নির্ব্বাচিত হইলেন তখন তিনি পুনরায় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পক্ষ হইতে মিলানের উপর অধিকার দাবি করিলেন। বলা বাহুল্য এক সময়ে মিলান সাম্রাজ্যের অধীন-সামন্ত রাজ্য ছিল। এই পুরাতন দাবির অছিলায় চার্লস মিলান অধিকার করার জন্য ইটালীর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। পুনরায় ফরাসী-স্পেনের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল।

ম্যারিগনানো-র যুদ্ধ (১৫১৪ খৃঃ)

ভিনিস ঃ—পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রভাব প্রতিপত্তি বা ধনসম্পদের দিক দিয়া ইটালীর মধ্যে ভিনিস সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্র ছিল। ভিনিস-এ গণতান্ত্রিক শাসন-বিধি প্রচলিত ছিল কিন্তু কার্য্যতঃ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিদের দ্বারাই ইহা শাসিত হইত। সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণই ভিনিস-এর 'বৃহৎ পরিষদ' (Great Council)-এর সভ্য নির্ব্বাচিত হইতেন এবং এই পরিষদ ভিনিসীয় সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি 'ডোজ' (Doge) বা ডিউক নির্ব্বাচিত করিতেন। ভিনিস-এর প্রতিপত্তির মূলে ছিল তাহার বিরাট ব্যবসা-বাণিজ্য। উপরন্তু ভূমধ্যসাগরে, ইজিয়ান সাগরে ও আইওনিয়ান সাগরে ভিনিস-এর অধিকৃত অসংখ্য স্থান ছিল। প্রাচ্যদেশের সহিত ইউরোপের ব্যবসা বাণিজ্যের একটা বৃহৎ অংশ ভিনিসীয় বণিকদের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। ভিনিসীয় বাণিজ্যতরী উভয় মহাদেশের পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানী করার কাজে অনবরত ব্যস্ত থাকিত। এই বাণিজ্যের দৌলতেই ভিনিস অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিল। কিন্তু ভিনিসের এই প্রতিপত্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলনা। পশ্চিম এশিয়ায় তুর্কীদের অভ্যুদয়ে ভিনিসের প্রতিপত্তি খর্ব্ব হইতে থাকে। তুর্কীরা পশ্চিম এশিয়া হইতে পূর্ব্ব-ইউরোপের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে ; ইহার ফলে ভিনিস-অধিকৃত পূর্ব্ব ইউরোপের সমস্ত স্থান তুর্কীদের হস্তগত হয়। উপরন্তু উত্তমাশা অন্তরীপ

ভিনিসে-এর সাধারণ তন্ত্র

ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কৃত হওয়াতে প্রাচ্যদেশের সমস্ত ব্যবসায় বানিজ্য ভিনিস তথা ইটালীয়ান বণিকদের হাত হইতে স্খলিত হইয়া যায়। অতঃপর স্পেন ও পর্টুগাল প্রাচ্যদেশের সঙ্গে ইউরোপের সমস্ত বাণিজ্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে। ভূমধ্যসাগরের পরিবর্ত্তে আটলান্টিক মহাসাগরের গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। এই সকল ঘটনা বিপর্য্যয়ের ফলে ভিনিসএর পূর্ব্বগৌরব হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

ফ্লোরেন্স ঃ—ভিনিস-এর ন্যায় ফ্লোরেন্স সাধারণতন্ত্র শাসিত রাষ্ট্র ছিল। মধ্যযুগে ফ্লোরেন্স খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। রেনেসাঁ-র যুগে তাহার বহু শিল্পী ও লেখকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্স-এর অঙ্গে পতনের চিহ্ন দেখা দেয়। নামে সাধারণতন্ত্র হইলেও কার্য্যতঃ মেডিসি নামে ফ্লোরেন্স-এর এক অভিজাত বংশই ইহা শাসন করিত। মেডিসি-বংশীয় শাসকদের মধ্যে 'মহদাশয় লোরেঞ্জো' (Lorenzo, the Magnificent, 1469-92)-র নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। উন্নতিমূলক শাসনের জন্য লোরেঞ্জো বংশ যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহা সত্বেও ফ্লোরেন্সের জনসাধারণ সাধারণ-তন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ লোরেঞ্জো বংশের আধিপত্য হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশা মনে মনে পোষণ করিত। ১৪৯৪ খৃঃ-এ ফরাসীনৃপতি অষ্টম চার্লস ইটালী আক্রমণ করিলে ফ্লোরেন্স লোরেঞ্জো পরিবারের হস্ত হইতে উদ্ধারের সুযোগ পাইল। ফ্লোরেন্সবাসীরা সেই সময়ে অনধিকারী লোরেঞ্জো শাসক-দিগকে বিতাড়িত করিয়া পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল।

লোরেঞ্জো বংশ

লোরেঞ্জো শাসনের উচ্ছেদের পর গিরোলামো স্যাভোনারোলা (Girolamo Savonarola) নামে একজন সন্ন্যাসী ফ্লোরেন্সের রাষ্ট্রনায়ক হইলেন। তিনি ডোমিনিকান সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি রাজনীতির সংস্পর্শ হইতে দূরে ছিলেন এবং নিজের সমস্ত উত্তম তৎকালীন সমাজের নৈতিক অধোগতির

স্যাভোনারোলা

বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে দেশ অনাচারে ভরিয়া গিয়াছিল ; জনসাধারণ 'প্যাগান' বা অ-খৃষ্টানোচিত আচরণে আনন্দলাভ করিত। স্যাভোনারোলা দেশকে এই অ-ধর্ম্মের হাত হইতে উদ্ধার করার জন্য নীতি-মূলক উপদেশ ও বক্তৃতা দিতেন। তাহার ভক্ত অনুগামীর সংখ্যা যথেষ্ট হইল। কিন্তু সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার পর তাহার শত্রুসংখ্যা বাড়িয়া গেল। ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতি মিশ্রিত করার জন্য পোপ তাহার বিরুদ্ধতা করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। চার্চ্চবিরোধী কার্য্যকলাপের জন্য পোপ প্রথমে স্যাভোনারোলার উপর 'বহিষ্কার দণ্ড' প্রয়োগ করিলেন। আত্মশক্তির উপর অত্যধিক মাত্রায় বিশ্বাস করিয়া তিনি বহিষ্কারদণ্ড অগ্রাহ্য করিলেন। প্রথমে দেশবাসীর সমর্থন তিনি পাইয়াছিলেন কিন্তু পোপের আদেশ অগ্রাহ্য করাতে বহুলোক তাহার উপর বিরক্ত হইল। স্যাভোনারোলা-র শত্রুগণ একজোট হইয়া তাহাকে ক্ষমতা হইতে অপসারিত করিল। অবিলম্বে ধর্ম্মবিরোধী কার্য্যকলাপের জন্য তিনি চার্চ্চের দ্বারা অভিযুক্ত হইলেন। দেশবাসীও তাহাকে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করিল। বিচারে স্যাভোনারোলা-র প্রতি প্রাণদণ্ডের বিধান হইলে দলের কয়েকজন ব্যক্তিসহ তাহাকে জীবন্ত অগ্নিতে পোড়াইয়া মারা হইল। স্যাভোনারোলা অবিচলচিত্তে শহীদের ন্যায় মৃত্যুকে বরণ করিলেন। তিনি মাত্র চারিবৎসর ফ্লোরেন্সে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই চারি বৎসরে তিনি দেশবাসীর যথেষ্ট নৈতিক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সংস্কারকের মত মাত্র ধর্ম্মীয় ব্যাপার লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে মহাপ্রাণ স্যাভোনারোলার এই শোচনীয় পরিণতি হইত না। স্যাভোনারোলা মার্টিন লুথার বা ক্যালভিনের মত রোমান চার্চ্চ বিরোধী ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন না, সাধারণভাবে দেশবাসীকে নৈতিক অধোগতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু একাধারে রাজনীতিক ও সংস্কারক হওয়াতেই তাহার দ্রুত পতন ঘটিল।

পোপের রাজ্যঃ—ইটালীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পোপ শাসিত চার্চ্চের রাষ্ট্র মধ্যযুগে বেশ প্রতিপত্তিশালী ছিল। রোম এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। মধ্যযুগের বহু দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী পোপের শাসনকালে এই রাষ্ট্রের অধিকার যথেষ্ট বিস্তৃত হয়। পোপের পদ নির্ব্বাচনসাপেক্ষ হইলেও পঞ্চদশ শতাব্দীর কুখ্যাত বোর্জ্জিয়া বংশের কয়েকজন লোকই পোপের পদ একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। অধিকাংশ পোপের আচরণ ধর্ম্মগুরুর একান্ত অনুপযুক্ত ছিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারের পরিবর্ত্তে তাহারা ঐহিক ব্যাপারেই লিপ্ত থাকিত। ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের জন্য তাহারা নরহত্যা প্রভৃতি হীন কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। রেনেসাঁ-র যুগে পোপরা অত্যধিক ভোগবিলাস ও ইন্দ্রিয়াসক্তির পরিচয় দেয়। আধুনিক যুগের পোপদের মধ্যে বোর্জ্জিয়া-বংশীয় ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার (১৪৯২-১৫০৩)-এর নাম নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। ইহার সময়ে সমগ্র চার্চ্চের রাষ্ট্র পোপের একান্ত শাসনাধীনে আসে। অপকীর্ত্তির জন্য খ্যাত তাহার পুত্র সিজার বোর্জ্জিয়া-র চেষ্টায় পোপের রাজ্য আরও শক্তিশালী হয়। সিজার বোর্জ্জিয়া রাষ্ট্রবিরোধী কয়েকজন ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিকে বিষ প্রয়োগে বা অন্য উপায়ে হত্যা করেন। এইভাবে পোপের পরবর্ত্তী দ্বিতীয় জুলিয়াস (১৫০৩-১৩) ও দশম লিও (১৫১৩-২১) এই দুইজন পোপ নানাবিধ কার্য্যকলাপের জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন। দশম লিও বিখ্যাত মেডিসি বংশীয় ছিলেন। ইহারা সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। ইহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রোমের বিখ্যাত সেণ্ট পিটার গীর্জ্জার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় এবং বিশ্ববরেণ্য চিত্রকরদ্বয় মাইকেল এঞ্জেলো ও র‍্যাফেল রোমে নিমন্ত্রিত হন। পোপ দশম লিও-র সময়ে ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যাপারে রোম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিল। তাহার সময়েই জার্ম্মাণীতে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমতের উদ্ভব হয়।

স্যাভয়ঃ—উক্ত পাঁচটি প্রধান রাজ্য ব্যতীত ইটালীর উত্তর-পশ্চিম কোণে ফ্রান্সের ধার ঘেঁসিয়া স্যাভয় নামে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ছিল। আধুনিক

যুগে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাষ্ট্র হিসাবে ইটালীতে স্যাভয়-এর বিশেষ মর্য্যাদা ছিল না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ক্ষুদ্র স্যাভয় রাষ্ট্র সমস্ত দিক দিয়া বিশেষ উন্নত ও আকারেও বৃহৎ হয়। পরিশেষে স্যাভয় রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়াই ইটালী ঐক্যবদ্ধ হয় এবং স্যাভয়-এর রাজবংশই ঐক্যবদ্ধ ইটালীয় রাষ্ট্রের রাজবংশের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়।

(৩) ফ্রান্স

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ফ্রান্সের অবস্থা তেমন আশাপ্রদ ছিল না। নানাভাবে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন বিড়ম্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

পূর্ব্বে ফ্রান্স বিচ্ছিন্ন ছিল

ষষ্ঠ চার্লস (১৩৮০—১৪২২)-এর রাজত্বকালে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শতবর্ষীয় যুদ্ধ চলিতেছিল। এই যুদ্ধে ফ্রান্স ক্রমাগত ইংলণ্ডের হস্তে পরাজিত হইতেছিল। ফ্রান্সের প্রায় অর্দ্ধাংশ শত্রুকবলিত অবস্থায় ছিল। ফিউডাল-সামন্তদের মধ্যে গৃহবিবাদের সুযোগে ইংলণ্ডও সামন্তদের এক অংশকে হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফ্রান্সে তখন বার্গাণ্ডিয়ান, অর্লিয়েন্স ও আরমাগনাক্ দলের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। বার্গাণ্ডিয়ান দল দেশের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতেছিল।

ফ্রান্সের নৃপতিদের তালিকা

সপ্তম চার্লস,	১৪২২-'৬১
একাদশ লুই,	১৪৬১-'৮২
অষ্টম চার্লস,	১৪৮৩-'৯৮
দ্বাদশ লুই,	১৪৯৮—১৫১৫
প্রথম ফ্রান্সিস,	১৫১৫-'৪৭
দ্বিতীয় হেনরী,	১৫৪৭-'৫৯
দ্বিতীয় ফ্রান্সিস,	১৫৫৯-'৬০
একাদশ চার্লস,	১৫৬০-'৭৪
তৃতীয় হেনরী,	১৫৭৪-'৮৯
চতুর্থ হেনরী,	১৫৮৯—১৬১০

(বুরবোঁ বংশ)

এই সমস্ত সামন্তের আধিপত্যের ফলে রাজার পক্ষে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগই ছিল না। এমন কি রাজধানী প্যারিস পর্য্যন্ত শত্রুকবলিত হইয়া রহিয়াছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়

সপ্তম চার্লস (১৪২২—৬১)-এর রাজত্বকালের শেষভাগে ফ্রান্সের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়। মহীয়সী তেজস্বী নারী জোয়ান অফ আর্ক-এর অভ্যুদয়ে শতবর্ষীয় যুদ্ধের গতি ফ্রান্সের অনুকূলে প্রবাহিত হয়। জোয়ান-এর কৃতিত্বের ফলে বহুস্থান ইংরেজদের হস্তচ্যুত হয় এবং রিমস নগরের গীর্জ্জায় পূর্ব্বতন ফরাসী নরপতিদের ন্যায় সপ্তম চার্লস-এর অভিষেক উৎসব সম্পাদিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ফ্রান্সের গৃহশত্রু বার্গাণ্ডিয়ান দল জোয়ান-কে ইংরেজদের নিকট ধরাইয়া দেয় এবং ইংরেজরা জোয়ানকে ডাইনী বলিয়া পোড়াইয়া মারে। জোয়ানের আত্মোৎসর্গ ও স্বদেশপ্রেম ফরাসী জাতির মনে অদ্ভুত আত্মচেতনার সঞ্চার করিল। অবিলম্বে ফরাসীরা ইংরেজদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত করিল এবং ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে একমাত্র ক্যালে ব্যতীত ফ্রান্সে ইংলণ্ডের অধিকৃত কোন স্থান রহিল না। এইভাবে ফ্রান্স ঐক্যবদ্ধ ও জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

ফ্রান্সের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি

সপ্তম চার্লস-এর সময়ে ফ্রান্সের রাজশক্তি ফিউডাল সামন্তদের কর্তৃত্ব কাটাইয়া শক্তিমান্ হইয়া উঠে এবং ইংলণ্ডের মত ফ্রান্সেও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তম চার্লস সমস্ত সামন্তকে নিজের বশে আনিতে সমর্থ হন। সামন্ত-প্রথা অনুযায়ী রাজাকে সামরিকবলের জন্য সামন্তদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। রাজার কোন স্থায়ী সৈন্য থাকিত না, প্রয়োজনকালে সামন্তগণ রাজাকে সৈন্য জোগাইত। সপ্তম চার্লস রাজার এই অসহায় অবস্থার হাত হইতে নিষ্কৃতির জন্য স্থায়ী সৈন্যদল গঠন করেন। রাজার আর্থিক অবস্থা উন্নত করার জন্য তিনি 'টেইলি' (taille) নামক একপ্রকার ভূমি-রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করেন।

সামন্তদের ক্ষমতা হ্রাস

এতদ্ব্যতীত চার্লস ফ্রান্সের সীমানা সুরক্ষিত করার জন্য কয়েকটি প্রত্যন্ত অঞ্চল ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই নব-অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রোভেন্স এবং পূর্ব্বে বার্গাণ্ডির নাম উল্লেখযোগ্য। অষ্টম চার্লস (১৪৮৩-৯৮)-এর রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বৃটানি ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার ফলে ফ্রান্সের ভৌগোলিক ঐক্যবন্ধন প্রায় সম্পূর্ণ হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স এইরূপ সংহতিপ্রাপ্ত ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং দেশের সর্ব্বত্র রাজশক্তির প্রতাপ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর অষ্টম চার্লস ফ্রান্সের মর্য্যাদাবৃদ্ধির জন্য নেপলস-এর উপর ফরাসী অধিকারের দাবী উত্থাপন করিয়া ইটালী অভিযান করিলেন (১৪৯৪)। স্পেন ইটালীতে ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহা সহ্য করিতে পারিল না। ফলে ইটালীর অধিকার লইয়া স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মাঝে মাঝে বিরতি থাকিলেও প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। অষ্টম চার্লস যুদ্ধের প্রথমদিকে স্পেনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেও পরিণামে স্পেনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং স্পেনের হাতে নেপলস ছাড়িয়া দিলেন। অষ্টম চার্লস-এর পরে দ্বাদশ লুই (১৪৯৮-১৫১৫) ফ্রান্সের রাজা হন। দ্বাদশ লুই-এর সময়ে পুনরায় ইটালীয় ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া ফ্রাঙ্কো-স্পেনিস যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এইবার ফ্রান্সের লক্ষ্য ইটালীর মিলান রাষ্ট্র। দ্বাদশ লুই মিলান অধিকার করিয়া তথায় ফরাসী কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৫১২ খৃষ্টাব্দে স্পেনের তীব্র আক্রমণের ফলে লুইকে মিলান ছাড়িয়া দিতে হয়। পরবর্ত্তী নৃপতি প্রথম ফ্রান্সিস (১৫১৫-১৫৪৭) পুনরায় স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ম্যারিগনানো-র যুদ্ধে (১৫১৫ খৃঃ) বিপক্ষকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পুনরায় মিলান হস্তগত করেন।

স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ

(৪) স্পেন

ইউরোপের অপরাপর দেশের ন্যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনদেশেও রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছিল। বহুদিন যাবৎ স্পেন রাষ্ট্রীয়

ঐক্যের পথে অগ্রসর হইতেছিল। স্পেনের দক্ষিণাঞ্চল দীর্ঘকাল যাবৎ মুসলমানধর্ম্মী মুরদের অধিকারে ছিল। কর্ডোভা ও গ্রানাডা এই দুইটি স্থানে মুর-সভ্যতা বিকশিত হইয়াছিল। কালক্রমে কর্ডোভা মুরদের হস্তচ্যুত হয় ও মাত্র গ্রানাডা তাহাদের আয়ত্তে থাকে। ইতিমধ্যে বৈবাহিক সূত্রে স্পেনের দুইটি সুবৃহৎ রাজ্য কাষ্টিল ও আরাগণ সম্মিলিত হয়। আরাগনের উত্তরাধিকারী ফার্ডিনাণ্ড-এর সঙ্গে (১৪৭৯—১৫১৬) কাষ্টিলের উত্তরাধিকারিণী ইসাবেলার (১৪৭৪—১৫০৪) বিবাহ হওয়াতে স্পেন এক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অতীতে এই দুইটি রাজ্য মুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। সম্মিলিত হওয়ার পর পুনরায় ইহারা মুরদের রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক ১৪৯২ খৃঃ-এ মুরদিগকে স্পেনে অবশিষ্ট অধিকৃত স্থান গ্রানাডা হইতে বিতাড়িত করে। এইভাবে স্পেন হইতে অষ্ট শতাব্দীব্যাপী মুসলমান আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

স্পেনের রাষ্ট্রীয় ঐক্য

'মুর'গণ বিতাড়িত

অতঃপর স্পেনের গৌরবময় যুগের সূত্রপাত হয় এবং স্পেনের বিশাল ভৌমিক বিস্তার আরম্ভ হইতে থাকে। গ্রানাডা-র পতনের বৎসর (১৪৯২খৃঃ) স্পেনের রাজ্ঞী ইসাবেলার পৃষ্ঠপোষকতায় কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন। আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের ফলে স্পেনের ভৌমিক বিস্তৃতি ও আর্থিক প্রতিপত্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়। নূতন মহাদেশ হইতে অপর্য্যাপ্ত ধনসম্পদ স্পেনে আসিতে থাকে। নরপতি ফার্ডিনাণ্ড অতঃপর নেপলস-এর অধিকার লইয়া ফরাসী নরপতি অষ্টম চার্লস-এর বিরুদ্ধে সমরাভিযান করেন এবং ফরাসী সৈন্যকে পরাজিত করিয়া নেপলস-কে স্পেনের অধীনে আনিতে সমর্থ হন (১৫০৪ খৃঃ)। ১৫১২ খৃঃ-এ পুনরয়ে ফার্ডিনাণ্ড সীমান্তে অবস্থিত নাভারে প্রদেশ অধিকার করিয়া স্পেনের আরও বিস্তার সাধন করেন। ফার্ডিনাণ্ড ও

স্পেনের বিরাট সাম্রাজ্য

ইসাবেলার কোন পুত্রসন্তান ছিল না। ইসাবেলা ফার্ডিনাণ্ডের পূর্ব্বেই মারা যান। ফার্ডিনাণ্ডের মৃত্যুর পর তাহার দৌহিত্র হ্যাপসবার্গ বংশীয় চার্লস (১৫১৬—'৫৬) প্রথম চার্লস নাম ধারণ করিয়া স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫১৯ খৃঃ-এ চার্লস জার্ম্মাণীর সম্রাট নির্ব্বাচিত হন। সম্রাটরূপে তাহার নাম হয় পঞ্চম চার্লস। চার্লস তৎকালীন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিক দিয়া চার্লস একমাত্র বংশধর ছিলেন বলিয়া তিনি বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিপতি হইতে সমর্থ হন। হ্যাপস্‌বার্গ বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া তিনি অষ্ট্রীয়া ও ষ্টিরিয়ার আর্কডিউক; বার্গাণ্ডি-র ডিউক ও নেদারল্যাণ্ডস্-এর অধিপতি; ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলার দৌহিত্র বলিয়া আরাগন ও কাষ্টিল-এর উত্তরাধিকারী; সম্মিলিত স্পেনদেশের নরপতি; নেপলস্, সিসিলী ও সার্ডিনিয়া-র নরপতি; আমেরিকা মহাদেশের মালিক, সর্ব্বোপরি নির্ব্বাচনের ফলে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট। সুতরাং প্রতিপত্তি ও সম্মানের দিক দিয়া চার্লস বিখ্যাত নরপতি শার্লেমেন অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের অধিকারী হইলেন।

পঞ্চম চার্লস স্পেনের অধিপতি

স্পেন ও জার্ম্মাণী উভয় দেশের অধিপতি হইলেও চার্লস-কে অধিকাংশ সময় জার্ম্মাণীর ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হইত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে

হ্যাপস্‌বার্গ
ম্যাক্সিমিলিয়ান = মেরী (বার্গাণ্ডি দুহিতা)
|
ফিলিপ = জোয়ানা
|
প্রথম চার্লস (স্পেন)
পঞ্চম চার্লস (সম্রাট)
|
দ্বিতীয় ফিলিপ (স্পেন) = (১) মেরী (পর্টুগাল)
(২) মেরী (ইংলণ্ড)
(৩) এলিজাবেথ (ফ্রান্স)
(৪) এনি (অষ্ট্রিয়া)

আরাগন — কাষ্টিল
| |
ফার্ডিনাণ্ড = ইসাবেলা
|
(জোয়ানা)

জার্মাণীর প্রয়োজনে স্পেনের অর্থ ও স্বার্থ বলি দিতে হইত। উভয় দেশের সিংহাসনের একীকরণ ভবিষ্যতে স্পেনের স্বার্থের পরিপন্থী হইয়াছিল।

(৫) ইংলণ্ড

গৃহযুদ্ধের অবসান

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে 'গোলাপের যুদ্ধ' নামে পরিচিত এক গৃহযুদ্ধ চলিতেছিল। বিবদমান পক্ষদ্বয়ের নাম ছিল—ল্যাঙ্কেষ্টার ও ইয়র্ক। ল্যাঙ্কেষ্টার দলের প্রতীক ছিল লাল গোলাপ আর ইয়র্ক দলের প্রতীক ছিল সাদা গোলাপ। এই জন্যই উক্ত যুদ্ধের নাম গোলাপের যুদ্ধ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের এই গৃহযুদ্ধের অবসান হয়। ইয়র্ক বংশের শেষ নরপতি তৃতীয় বসওয়ার্থ-এর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। এই যুদ্ধে বিজয়ী (সপ্তম) হেনরী (১৪৮৫ ১৫০৯) ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। হেনরী ল্যাঙ্কেষ্টার বংশের দৌহিত্র এবং পিতৃকুলের দিক্ দিয়া টিউডর বংশীয় ছিলেন। তিনি আবার ইয়র্ক বংশের রাজকুমারী এলিজাবেথ-কে বিবাহ করেন। এইভাবে ল্যাঙ্কেষ্টার ও ইয়র্ক বংশ বিবাহ সম্পর্কের দ্বারা একসূত্রে গ্রথিত হইলে ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের অবসান হয়। পিতৃকুলের নামানুসারে সপ্তম হেনরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠীত বংশের নাম হয় টিউডর বংশ।

আধুনিক যুগের সূচনা

টিউডর বংশের রাজত্বকাল হইতে ইংলণ্ডে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। বিগত গৃহযুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের অভিজাত শ্রেণী প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। সপ্তম হেনরী নানাবিধ আইন-কানুনের সাহায্যে অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্য আরও খর্ব এবং রাজশক্তি প্রবল করার জন্য চেষ্টা করেন। সপ্তম হেনরীর নির্দ্দেশে কোন জমিদারের পক্ষে অস্ত্রধারী ও উর্দ্দীযুক্ত সৈন্য রাখা নিষিদ্ধ হয়। ইহাতে জমিদারদের সামরিক আধিপত্য হ্রাস পায়। উপরন্তু আইন

লঙ্ঘনকারী জমিদারের বিচারের জন্য হেনরী 'ষ্টার কোর্ট' নামে এক বিশেষ বিচালয়ের সৃষ্টি করেন। সাধারণ আদালতের সাহায্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বিচার করা অসুবিধাজনক বুঝিয়া হেনরী এই বিশেষ আদালতের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার সাহায্যে উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্দ্দান্ত সামন্তগণকে জব্দ করার সুবিধা হয়। রাজক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করার জন্য হেনরী বহুবিধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করেন। মর্টন, ডাডলী, এম্পসন প্রভৃতি উপযুক্ত সচিবের সাহায্যে হেনরী ধনী সামন্ত ও প্রজার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া রাজকোষ ধনপূর্ণ করেন। জবরদস্তি ঋণ, জরিমানা ইত্যাদি উপায়ে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়। রাজার হস্তে এইভাবে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইলে পরে রাজাকে টাকাপয়সা মঞ্জুরীর জন্য আর পার্লামেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইল না। হেনরীর এই সমস্ত অবৈধ আচরণের পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থনও ছিল। রাজশক্তির দুর্ব্বলতার জন্য দীর্ঘকাল ইংলণ্ড অশান্তির লীলাভূমি হইয়া পড়িয়াছিল। একমাত্র সবল রাজক্ষমতাই প্রজাগণকে সবলের উৎপীড়নের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া শান্তিপ্রদান করিতে সক্ষম—ইহাই জনসাধারণ উপলব্ধি করিয়াছিল। সুতরাং পোপের যুদ্ধকালীন অরাজক যুগের পর যখন সপ্তম হেনরী দেশে কথঞ্চিৎ শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন তখন জনসাধারণ রাজার সর্ব্ববিধ আচরণ সমর্থন করিলেন। কেবল সপ্তম হেনরী নহে, টিউডর বংশীয় সকল নৃপতিই স্বেচ্ছাচারী ও খামখেয়ালী হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের সদিচ্ছা ও সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন।

টিউডর নরপতিগণ 'ডেসপটিজম্' বা স্বেচ্ছাচারী শাসনের সূত্রপাত করেন। পার্লামেণ্টের বিনা অনুমতিতে তাহারা বহুবিধি আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু দেশের তৎকালীন ব্যবস্থায় ইহার প্রয়োজন ছিল এবং জনমতও রাজার সর্ব্ববিধ আচরণকে সমর্থন করিতে দ্বিধা করে নাই।

'টিউডর স্বেচ্ছাতন্ত্র'

এই 'স্বেচ্ছাচারিতা' প্রজাদের সকল অধিকার পদদলিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বা ইহার ফলে পার্লামেণ্টের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় নাই। প্রকৃত ঘটনা এই—টিউডর নরপতিগণ দেশবাসী মনোভাব বুঝিয়া স্বেচ্ছামতই রাজ্যশাসন করিয়াছেন এবং সমস্ত কার্য্য রাজার একান্ত বশংবদ পার্লামেণ্টকে দিয়া সমর্থন করাইয়া লইয়াছেন। তৎকালীন পার্লামেণ্ট কার্য্যতঃ রাজার হস্তক্রীড়নকে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ষ্টুয়ার্ট যুগের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় দেশবাসী পূর্ব্ববৎ রাজার স্বেচ্ছাচার সহ্য করিতে সম্মত হইল না। তখন দেশের ভিতরে শান্তিশৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইংলণ্ড বহিঃশত্রুর অক্রমণ হইতে নিরাপদ। সুতরাং রাজশক্তি পূর্ব্ববৎ স্বেচ্ছাচারী করার প্রয়োজন ছিল না। ইত্যবস্থায় ষ্টুয়ার্ট যুগে বিশেষ অধিকারভোগী রাজশক্তির সঙ্গে প্রজার অনিবার্য্য সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইল।

টিউডর যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য :—এই সময়ে ইংলণ্ডে জাতীয়' চেতনার প্রসার হয়। ফ্রান্স ও স্পেন-এর মত ইংলণ্ডও উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে যে সামগ্রিক ইউরোপীয় স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বার্থ চিন্তা করা এবং সেই স্বার্থানুযায়ী কার্য্য করাই জাতির উন্নতির পক্ষে কল্যাণকর। মধ্যযুগে পোপ ও সম্রাট ইউরোপকে এক সাধারণ ঐক্যসূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন ইউরোপ 'খৃষ্টীয়-জগৎ' (Christendom) এই নামেই পরিচিত হইত। এই ধর্ম্মরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সকল দেশ এক ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসরণ করিত এবং একই লক্ষ্যপন্থী হইয়া খৃষ্টধর্ম্মের 'যুগ্ম-তরবারি' পোপ ও সম্রাট-এর নির্দ্দেশে পরিচালিত হইত। কিন্তু রেনেসাঁ বা নবজাগরণের ফলে প্রাচীন-পন্থী আদর্শ ও চিন্তাধারায় বিপর্য্যয় আসিল। ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও পূর্ব্বযুগের ঐক্য রহিল না ; রাষ্ট্রীয় জগতেও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য ও রাষ্ট্রগত 'জাতীয়তা'র উন্মেষ হইতে লাগিল। স্বদেশকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত ও প্রসার টিউডর-যুগীয় ইংলণ্ডের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অষ্টম হেনরীর সময়ে রোমান চার্চ্চের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিলে ইংলণ্ড সম্পূর্ণ 'জাতীয়' রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

জাতীয় চেতনা (Nationalism)

———

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্ম্মসংস্কার ও জার্ম্মাণী

ধর্ম্মসংস্কার ঃ—ধর্ম্মসংস্কার বা রিফর্মেশান-কে রেনেসাঁ-র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল বলা যাইতে পারে। ১৪৫৩ খৃঃ-এ প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্য সেলজুক তুর্কীদের কবলিত হইলে গ্রীক পণ্ডিতগণ কনষ্টান্টিনোপল হইতে পলায়ন করিয়া ইউরোপের নানাস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সকল পণ্ডিত ব্যক্তি উপজীবিকা হিসাবে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ইহাদের চেষ্টায় পুনরায় ইউরোপে গ্রীসের সংস্কৃতির প্রতি লোকের আগ্রহ বর্দ্ধিত হয়। গ্রীক ভাষা ও গ্রীক-সংস্কৃতি চর্চ্চার সঙ্গে ল্যাটিন ভাষা ও রোমান সংস্কৃতি ইউরোপে আদৃত হইতে থাকে। ইহাই রেনেসাঁ বা নবজাগরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

রেনেসাঁ-র পরোক্ষ ফল রিফর্মেশান

ইটালীতেই প্রথম নবজাগরণ আরম্ভ হয়। ইটালীর নবজাগরণ মূলতঃ ক্লাসিকাল জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন ও স্থাপত্য-চিত্র-ভাস্কর্য্য প্রভৃতি শিল্পোৎকর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সময়ে ইটালীতে বহু প্রখ্যাতনামা শিল্পী ও জ্ঞানী ব্যক্তির অভ্যুদয় হয় কিন্তু সকলেই ক্লাসিকাল আদর্শের ধ্যানধারণায় বিভোর ছিলেন। এই আদর্শ অনুযায়ী বাস্তবক্ষেত্রে কিছু করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে তাহাদের কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা দেয় নাই। কাজেই ফ্লোরেন্সে যখন স্যাভোনারোলা প্রাচীন আদর্শ অনুযায়ী দেশবাসীর নৈতিক ও ধর্ম্মীয় আচরণের পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিলেন তখন ইটালীয়ানরা মোটেই তাহাতে সাড়া দেয় নাই। দেশবাসীর সক্রিয় সমর্থন হইতে বঞ্চিত হওয়ায় পোপ বিদ্রোহী স্যাভোনারোলা-কে জব্দ করার সুযোগ

ইটালী

বাস্তববিমুখিতা

পাইলেন। ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া তাহাকে পোড়াইয়া মারা হইল। এক কথায় বলিতে গেলে—বাস্তববিমুখিতাই ইটালীয় নবজাগরণের প্রকৃত স্বরূপ ছিল।

কিন্তু উত্তর-ইউরোপের দেশগুলিতে—প্রধানতঃ জার্ম্মাণীতে ও ইংলণ্ডে রেনেসাঁ-র ফল অন্য আকারে দেখা দিল। ক্লাসিকাল জ্ঞান আহরণের ফলে তাহাদের মন নিরালম্ব কল্পলোকবিহারী হইয়া রহিল না। নূতন জ্ঞানের সাহায্যে তাহারা জগৎ ও জীবনকে সত্যের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসুক হইল। অর্থাৎ তাহারা সর্ব্বপ্রকার পুরাতন বিধিব্যবস্থাকে যুক্তির মানদণ্ডে যাচাই করিয়া গ্রহণ বা বর্জ্জনের কথা ভাবিতে লাগিল। ধর্ম্মব্যবস্থা বা রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চ এযাবৎকাল ইউরোপের সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছিল বলিয়া সংস্কারকামীদের সমালোচনা ও আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হইল চার্চ্চ। এইভাবে ইউরোপে ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত পাত হইল এবং প্রধানতঃ জার্ম্মাণীতেই এই আন্দোলন প্রথম সক্রিয় আকারে দেখা দিল।

জার্ম্মাণী ও ইটালীতে বাস্তবানুগ পরিবর্ত্তন

চার্চ্চের দোষ-ত্রুটি ও চার্চ্চের বিরুদ্ধে সমালোচনা :—মধ্যযুগের প্রথমদিকে ইউরোপের জীবনে চার্চ্চের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য ছিল। কিন্তু ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতক হইতে চার্চ্চের মধ্যে যথেষ্ট গ্লানি প্রবেশ করিয়াছিল। ধর্ম্মচর্চ্চার পরিবর্ত্তে চার্চ্চ বৈষয়িক ব্যাপারেই বেশী সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল এবং ধর্ম্মগুরু পোপ হইতে আরম্ভ করিয়া চার্চ্চের নিম্নতম ব্যক্তি গ্রাম্য যাজক পর্য্যন্ত সকলেই কম বেশী বিষয়াসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন মঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিরাট সম্পত্তির মালিক হইয়া রাজোচিত আড়ম্বর ও ভোগবিলাসের মধ্যে জীবনযাপন করিত। চার্চ্চের সর্ব্বোচ্চ নায়ক পোপ ইটালীর অন্যতম রাজন্যে পরিণত হইয়া সক্রিয়ভাবে রাজনীতির চর্চ্চায় ব্যস্ত থাকিতেন। কয়েকজন পোপের ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্মের নামে চার্চ্চ জনসাধারণের নিকট হইতে বিবিধ

কর আদায় এবং বহু সুবিধা ভোগ করিত। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার পরিবর্ত্তে চার্চ্চ জনসাধারণকে কয়েকটি বাহ্যিক আচারনিষ্ঠা ও চিরাচরিত সংস্কারের প্রতি অনুগত থাকার উপদেশ দিত। ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল ল্যাটিন ভাষায় রচিত ছিল বলিয়া জনসাধারণের নিকট উহা দুরধিগম্য ছিল। চার্চ্চ নিজের সুবিধা অনুযায়ী বাইবেলের বাক্যার্থ প্রচার করিত।*

সংস্কারপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত

আধুনিক যুগের প্রারম্ভেই নানা কারণে চার্চ্চের গ্লানির বিরুদ্ধে সমালোচনা আরম্ভ হয়। নূতন শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের ফলে জনসাধারণ চার্চ্চের আভ্যন্তরীণ দোষত্রুটি সম্বন্ধে সজাগ হইয়া পড়ে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশেই অল্প-বিস্তার চার্চ্চের সংস্কার সম্বন্ধে জনমত প্রবল হয়। চার্চ্চের সংস্কার বা ধর্ম্ম-সংস্কার-এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আন্দোলন করে। আন্দোলনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে 'হিউম্যানিষ্ট', 'স্কুলমেন' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জন রিউকলিন (১৪৫৫-১৫২২), এরাস্‌মাস (১৪৬৭-১৫৩৬), হাটেন প্রভৃতি ব্যক্তির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহারা সকলেই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং চার্চ্চের অনাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। এরাসমাস গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় নিউ টেষ্টামেণ্ট-এর এক সঠিক সংস্করণ প্রকাশ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। তিনি 'মূর্খতা-প্রশস্তি' (Praise of Folly') নামে একখানা ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়া চার্চ্চও যুগের নানাবিধ অনাচার ও কুসংস্কারকে জনসমক্ষে তুলিয়া ধরেন। এই সমস্ত প্রখ্যাতনামা ব্যক্তির আন্দোলনে চার্চ্চের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা হ্রাস পায় এবং সকলেই ইহার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বলা বাহুল্য এই সমস্ত আন্দোলনকারী প্রচলিত চার্চ্চের সংস্কার কামনাই করিয়া-

*চার্চ্চের ত্রুটি সমূহের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—"The financial extortions of Rome; the misuse of spiritual weapons such as excommunications, interdict and outlawry, scandals connected with clerical privileges and immunities not a few, the evil lives of monks and clerks, the absenteeism of bishops and parish priests, the immense wealth acquired by prelates and other pluralists.

ছিলেন, রোমান চার্চ্চের উচ্ছেদ চাহেন নাই। এই আন্দোলনকারীরা বিপ্লবী ছিলেন না। তাহারা চাহিতেছিলেন—চার্চ্চের মধ্যে যে সমস্ত গ্লানি ঢুকিয়াছে তাহার অবসান হউক এবং উদারমনা হইয়া চার্চ্চ খৃষ্টবিশ্বাসী সমস্ত মতবাদকে স্বীকার করিয়া লউক। ইহাতে চার্চ্চের শক্তি ও গৌরব দুই-ই বৃদ্ধি পাইবে। বস্তুতঃ প্রথম যুগের সমালোচকগণ চার্চ্চবিরোধী পরবর্ত্তী উগ্র আন্দোলনের জন্য জনসাধারণের মানসক্ষেত্র প্রস্তুত করার কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন।

প্রথম যুগের সমালোচকগণ নরমপন্থী ছিলেন

রিফর্ম্মেশান বলিয়া পরিচিত চার্চ্চের পুনর্গঠন আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন মার্টিন লুথার। লুথার ১৪৮৩ খৃঃ-এ জার্ম্মাণীর থুরিঞ্জিয়া-তে এক কৃষক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্র আইনজীবিকা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু লুথারের ধর্ম্মপ্রবণতা অত্যধিক ছিল বলিয়া তিনি আইনব্যবসা না করিয়া অগাষ্টাইন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন এবং সন্ন্যাসী হইয়া কিছু দিন মঠে বাস করিলেন। মঠে থাকাকালীন তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিবিধ তত্ত্ব ভালরূপে অবগত হইলেন। কিন্তু ধর্ম্মের স্বরূপ কি, কিরূপ জীবন যাপন করিলে মানুষ আদিম পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সাযুজ্যলাভ করিতে পারে এ সম্বন্ধে কোন সঠিক নির্দ্দেশ তৎকালীন চার্চ্চ হইতে অবগত হইতে সক্ষম হইলেন না। ১৫১০ খৃঃ-এ তিনি ক্যাথলিক চার্চ্চের পীঠস্থান রোমে আগমন করিলেন এবং সেখানে তিনি ধর্ম্মবিষয়ে পোপের অনাচার ও ঔদাসীন্য প্রত্যক্ষ করিলেন। চার্চ্চের ধর্ম্মগুরুর এই অধঃপতিত অবস্থা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও বিচলিত হইলেন এবং ধর্ম্মকে কুসংস্কার ও দুর্নীতির হস্ত হইতে মুক্ত করার সঙ্কল্প করিলেন। রোম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি অধিকতর আগ্রহের সহিত বাইবেল পাঠে

মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫২৬)

মনোনিবেশ করিলেন এবং পরিণামে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে ভগবানের কৃপালাভ করিতে হইলে তৎকালীন চার্চ্চের বিধি অনুযায়ী অতিরিক্ত উপাসনা, মালাজপ, তীর্থযাত্রা করা ইত্যাদি বহিরঙ্গের কোন প্রয়োজন নাই—সরল বিশ্বাস ও ঐকান্তিকী ভক্তিই মানুষকে 'মুক্তি' লাভে সাহায্য করিতে পারে। ইতিমধ্যে লুথার অগাষ্টাইন সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্যাক্সনি প্রদেশের উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে থিয়োলজি বা ধর্ম্মতত্ত্বের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এযাবৎকাল লুথার চার্চ্চের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় সমালোচক ছিলেন, কিন্তু অচিরেই এক বিশেষ ঘটনায় তাহাকে চার্চ্চের বিদ্রোহীর ভূমিকায় প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইল।

'মুক্তিপত্র' (Indulgence)

খৃষ্টধর্ম্মে পাপীদের পক্ষে পাপক্ষালনের জন্য দুইপ্রকার বিধি প্রচলিত ছিল—প্রথমতঃ অনুতাপ, দ্বিতীয়তঃ কোন প্রকার দণ্ড স্বীকার রূপ প্রায়শ্চিত্ত। ক্রমশঃ অনুতাপ গৌণ ব্যাপার এবং দণ্ড গ্রহণ করাটাই পাপমোচনের প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। চার্চ্চকে কিছু অর্থ প্রদান করিলেই এই দণ্ডগ্রহণ করা হইত। পাপের গুরুত্ব অনুযায়ী অর্থদণ্ডের পরিমাণও চার্চ্চ হইতে স্থির করিয়া দেওয়া হইত। নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিলেই চার্চ্চের লোকেরা 'ইন্‌ডাল্‌জেন্স' বা পাপমুক্তির সার্টিফিকেট প্রদান করিত। এই বিধি রোমান চার্চ্চে দীর্ঘকাল চলিয়া আসিতেছিল এবং প্রতি বৎসর অগণ্য খৃষ্টান এই 'মুক্তিপত্র' ক্রয় করিত। অবশ্য এইভাবে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ ধর্ম্মকার্য্যেই ব্যয়িত হইবে ইহাই লোকের ধারণা ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইত না। বহু পোপ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন গীর্জ্জার মারফৎ এইভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেন। এই সময়ে রোমে সেন্টপিটারের গীর্জ্জা নিম্মিত হইতে ছিল।এই গীর্জ্জা নির্ম্মাণের জন্য অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় তদানীন্তন পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস চার্চ্চকে নির্দ্দেশ দিলেন যে চার্চ্চের লোকেরা যেন সর্ব্বত্র 'মুক্তিপত্র' ফিরি করিয়া বিক্রয় করে। টেট্‌জেল (Tetzel) নামে জনৈক

ডোমিনিকান সন্ন্যাসী জার্ম্মাণীতে 'মুক্তিপত্র' বিলি করার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। চার্চ্চ সমর্থিত টেট্‌জেল-এর 'মুক্তিপত্র' বিলি দেখিয়া মার্টিন লুথার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং এই ঘটনার পর চার্চ্চের অনাচার জনসাধারণের গোচরে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। লুথার দেখিলেন মুক্তিপত্রের ব্যবস্থার ফলে সাধারণ লোকে পাপ মোচনের প্রকৃত উপায় যে অনুতাপ বা আত্মগ্লানিবোধ তাহার কথা ভুলিয়া যাইবে। ইহাতে ধর্ম্মের মধ্যে ঘোরতর অনাচার প্রবেশ করিবে। তিনি ১৫১৭ খৃঃ-র ৩১শে অক্টোবর উইটেনবার্গ-চার্চ্চের দরজায় মুক্তিপত্র-এর বিরুদ্ধে ৯৫টি যুক্তি সম্বলিত এক ইস্তাহার টানাইয়া দিলেন। জার্ম্মাণীর বহু ধর্ম্মনিষ্ঠ ও যুক্তিবাদী ব্যক্তি লুথার-কে সমর্থন করিলেন। চার্চ্চের বিরুদ্ধে চারিদিকে প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হইল। উভয় পক্ষের বাদ-প্রতিবাদের মধ্যেই প্রটেষ্টান্ট চার্চ্চ জন্মগ্রহণ করিল।

উক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করার সময়ে লুথার প্রকৃত প্রস্তাবে

ব্যাবিলনিস্ ক্যাপটিভিটি (Babylonish Captivity) :—ইহুদী জাতির প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায় খৃ° পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্রোহের অপরাধে সমগ্র ইহুদী জাতিকে স্বদেশ জুডা ছাড়িয়া চালদীয় নরপতিদের রাজধানী ব্যাবিলনে বন্দীদশায় বাস করিতে হইয়াছিল। অনুরূপ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দুর্ব্বলমনা পোপের জন্য পোপকে দীর্ঘকাল পোপের স্থায়ী বাসস্থান রোমনগর পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের আভিগ্‌নন (Avignon) সহরে বাস করিতে হইয়াছিল। ১৩০৫-'৭৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ৭৩ বৎসর পোপের আভিগননে বাসকে 'ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা' বলা হয়।

১৩৭৮ খৃঃ-এ পোপের অবস্থার আরও অবনতি হয়। এই বৎসর রোমেও আভিগননে দুই স্থানেই দুইজন পোপ নির্ব্বাচিত হয়। এই যুগ্ম পোপের রাজত্ব দীর্ঘকাল (১৩৭৮-১৪১৭) থাকে। ইহা 'The Great schism' নামে খ্যাত। উক্ত দুই ঘটনায় পোপের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা যথেষ্ট হ্রাস পায়।

John Huss :—জন হাস জাতিতে চেক ছিলেন। বোহেমিয়া তাহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। 'মুক্তিপত্র' বিক্রয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। চার্চ্চের বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারের অপরাধে তিনি প্রথমে চার্চ্চ কর্ত্তৃক 'বহিষ্কৃত' হন। পরে তাহার বক্তব্য পেশ করার জন্য চার্চ্চের পক্ষ হইতে হাস-কে কনষ্টান্স সহরে ডাকিয়া পাঠানো হয়। সেই স্থানে বিধর্ম্মী এই অপরাধে চার্চ্চ কর্ত্তৃক তিনি দণ্ডিত হন। তাহাকে পোড়াইয়া মারা হয়।

চার্চ্চের হিতৈষীরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বিদ্রোহিতা করার কোন উদ্দেশ্য তাহার ছিল না। কিন্তু কোন প্রকার ত্রুটি স্বীকার করা দূরে থাকুক চার্চ্চ লুথারের কণ্ঠরোধ করার উদ্যোগ করিল। অগত্যা লুথার অধিকতর অভিনিবেশ সহকারে রোমান চার্চ্চের সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া দেখিলেন, মুক্তিপত্র' ব্যতীত চার্চ্চের মধ্যে আরও যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে। প্রকৃত খৃষ্টানের পক্ষে চার্চ্চের এই সমস্ত অপবিধি স্বীকার করা অসম্ভব। ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মুদ্রাযন্ত্র লুথারের প্রচার কার্য্যে সহায়ক হইল। ১৫২০ খৃঃ-এ লুথার ব্যাবিলনিস্ ক্যাপটিভিটি নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। এই পুস্তিকায় তিনি পোপের সমস্ত অনাচার বর্ণনা করিলেন এবং পোপ-কে অনধিকারী বলিয়া তাহার ধর্ম্মগুরু-পদের অধিকার পর্য্যন্ত অস্বীকার করিলেন। এই ঘটনায় পোপ আর নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারিলেন না। পোপ দশম লিও এক ঘোষণায় লুথারকে 'বহিষ্কৃত' বলিয়া ঘোষণা করিলেন। লুথার ইহাতে ভীত না হইয়া মহাসমারোহে বহিষ্কারদণ্ডের ঘোষণাপত্র বহু অনুগামী পরিবৃত হইয়া অগ্নিদগ্ধ করিলেন। অতঃপর চার্চ্চের সঙ্গে লুথারের কোন মিটমাট হওয়ার উপায় রহিল না।

লুথারের পোপ-বিরোধী মতবাদ

পোপের অনুরোধে নবনির্ব্বাচিত জার্ম্মাণ সম্রাট পঞ্চম চার্লস ধর্ম্ম-বিষয়ক মীমাংসার নিমিত্ত লুথারকে ওয়ার্ম্স্ নামক স্থানে আহ্বান করিলেন। সম্রাট লুথারের জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিলেও তাহার সমর্থকগণ জন হাস্-এর মত তাহার প্রাণের আশঙ্কা করিয়া লুথারকে ওয়ার্ম্স্-এ যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু লুথার নির্ভীকচিত্তে ওয়ার্ম্স-এ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি বলিলেন—I would go even if there were as many devils as there are tiles on the house-roofs.

লুথার-কে কণ্ঠরুদ্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা

লুথার ওয়ার্মস্-এ উপস্থিত হইয়া সমবেত জার্মাণীর রাজন্যবর্গ, যাজক সম্প্রদায় ও সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। স্বীয় মত প্রত্যাহারের জন্য লুথারের উপর চাপ দেওয়া হইল। কিন্তু লুথার ভীত না হইয়া জানাইলেন যে যতক্ষণ না বাইবেলের সাহায্যে তাহার মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি স্বীয় মতবাদে অটল থাকিবেন—"Here I stand. I cannot do otherwise. God help me. Amen। লুথারের বন্ধুবর্গ তাহার নিশ্চিত জীবননাশের আশঙ্কা করিলেন। পাছে চার্চ্চ লুথারের উপর কোন অত্যাচার করে তজ্জন্য লুথারের স্বরাজ্য স্যাকসনি-র নির্ব্বাচক তৎপর হইয়া গোপনে ওয়ার্মস হইতে তাহাকে ওয়াটবার্গ দুর্গে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করিলেন।

Edict of Worms, 1521
ওয়ার্মস্-এর ঘোষণা পত্র, ১৫২১

লুথারকে হাতে-নাতে ধরিতে না পারিয়া ১৫২১ খৃঃ-এ সম্রাট ও পোপ ওয়ার্মস্ হইতে এক ঘোষণাপত্র জারি করিলেন। এই ঘোষণায় লুথারকে আউট-ল বা 'আইনের আশ্রয় হইতে বহিভূ্ত' করা হইল। অতঃপর সম্রাট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইটালীতে প্রস্থান করিলেন।

নানা কারণে ওয়ার্মস্-এর ঘোষণাপত্র অবহেলিত হইয়া রহিল। জার্ম্মাণীতে লুথারের পোপ-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হইল।

প্রটেষ্টান্ট মত প্রসারের কারণ

জার্ম্মাণীর কোন রাজন্য সম্রাটের নির্দ্দেশ মান্য করিবার আগ্রহ দেখাইল না। সম্রাট যদি স্বয়ং জার্ম্মাণীতে থাকিতে পারিতেন তাহা হইলে হয়তো লুথারের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ কার্য্যকরী হইতে পারিত। কিন্তু তিনি তখন স্পেন, নেদারল্যাণ্ড, ইটালী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন সমস্যা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। কাজেই লুথারকে দমন করার জন্য তিনি পর্য্যাপ্ত সময় দিতে পারিলেন না। জার্ম্মাণীর রাজন্যবর্গও লুথার সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় রহিল।

ওয়ার্টবার্গ-এর দুর্গে থাকাকালীন লুথার জার্ম্মাণ-ভাষায় বাইবেলের

অনুবাদ করিলেন এবং পরে তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলেন। এই অনুবাদ জার্ম্মাণীতে লুথারের ধর্ম্ম-প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিল। বিনা প্রতিবন্ধকতায় লুথারের ধর্ম্ম জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্র আদৃত হইতে লাগিল। বহুলোক রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম্মে অনুরাগী হইল। প্রটেষ্টাণ্টপন্থীরা অত্যুৎসাহের সহিত জার্ম্মাণীস্থ মঠগুলি বন্ধ করিয়া দিল, অসংখ্য ধর্ম্মযাজক নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ল্যাটিন ভাষায় উপাসনার পরিবর্ত্তে সহজ ও সাধারণবোধ্য জার্ম্মাণ-ভাষায় উপাসনারীতির প্রবর্ত্তন করিল। ইতিমধ্যে জার্ম্মাণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও মধ্য অঞ্চলে এক কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দিল। সরল অশিক্ষিত কৃষকগণ ধর্ম্ম সংস্কারের কথা প্রবল করিয়া মনে করিল—এই সংস্কারের উদ্দেশ্য জমিদারের অর্থনৈতিক দাসত্ব হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করা। কাজেই কৃষক সম্প্রদায় জার্ম্মাণীর বিভিন্ন অঞ্চলে গণ-অভ্যুত্থান করিয়া বহু জমিদারকে হত্যা করিল এবং তাহাদের বাড়ীঘর খেতখামার বিনষ্ট করিয়া দিল। লুথার স্বীয় ধর্ম্মের প্রসারের জন্য এতটা আতিশয্য প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি এই বিদ্রোহের নিন্দা করিলেন। অতি নিষ্ঠুরতা ও তৎপরতার সহিত বিদ্রোহ দমন করা হইল।

জার্ম্মাণীতে প্রসারিত

কৃষক বিদ্রোহ

প্রায় দশ বৎসর বাদে সম্রাট পুনরায় জার্ম্মাণীর ব্যাপারে মনোনিবেশ করার সুযোগ পাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জার্ম্মাণীতে রিফর্ম্মেশান দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাহা হোক চার্ল্স উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার জন্য ১৫৩০ খৃঃ-এ অগস্‌বার্গে এক সভা আহ্বান করিলেন। রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টদল উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরাই এই সভায় উপস্থিত হইল। মধ্যস্থতার পরিবর্ত্তে চার্ল্স রোমান ক্যাথলিক পক্ষকে সমর্থন করিলেন। এই সভায় লুথার ও তাহার মতাবলম্বী লোকগণকে বিধর্ম্মী বলিয়া দমনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। প্রটেষ্টাণ্টগণ বিনা প্রতিবাদে এই নির্য্যাতন প্রস্তাব মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইল না। তাহারা

আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইল এবং ১৫৩১ খৃঃ-এ League of Schmalkalde নামে এক ধর্ম্মসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিল। ধর্ম্ম লইয়া জার্ম্মাণীতে গৃহযুদ্ধ আসন্ন হইল। কিন্তু তুর্কীর আক্রমণ, আফ্রিকার জলদস্যুদের উৎপাত, ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ ইত্যাদি বিবিধ কারণে সম্রাট কিছুকালের জন্য প্রটেষ্টাণ্ট বিরোধী নীতি স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলেন। কাজেই সাময়িকভাবে গৃহযুদ্ধ বন্ধ রহিল। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট বাহিরের গোলযোগ মিটাইয়া পুনরায় রিফর্ম্মেশান-এর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন। উক্ত বৎসর ট্রেণ্ট সহরে চার্চ্চের এক সাধারণ বৈঠক আহূত হইল (General Council of the Church at Trent, 1545)। প্রটেষ্টাণ্টগণকে এই বৈঠকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে বলা হইল। কিন্তু এই বৈঠকের উদ্দেশ্য অনুমান করিয়া তাহারা কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করিল না। অগত্যা সম্রাট প্রটেষ্টাণ্টগণকে দমন করার জন্য বলপ্রয়োগ করিলেন। তাহারা ইতিপূর্ব্বেই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল। তাহারাও সম্রাটের প্রচেষ্টাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। জার্ম্মাণীর গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে লুথারের মৃত্যু হয় (১৫৪৬ খৃঃ)।

ট্রেণ্ট-এর বৈঠক ১৫৪৫

ধর্ম্ম লইয়া জার্ম্মাণীর গৃহযুদ্ধঃ—গৃহযুদ্ধের প্রথমদিকে সম্রাট জয়ী হইলেন। প্রটেষ্টাণ্ট নরপতিগণ ঐক্যবদ্ধ না হওয়ায় চার্লস সুবিধা পাইলেন এবং মুহলবার্গ-এর যুদ্ধে (Battle of Muhlberg, 1547) প্রটেষ্টাণ্টদিগকে ভীষণভাবে পরাজিত করিলেন। অতঃপর চার্লস জার্ম্মাণীতে ধর্ম্মীয় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আপোষের রাস্তা ধরিলেন। কিন্তু উভয়পক্ষের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্য কোন মিটমাট হইতে পারিল না। অগত্যা চার্লস স্বয়ং অগস্‌বার্গে 'ইণ্টারিম' নামক স্ব-প্রণীত এক আপোষ-বিধি উভয়

Inlerin of Augsburg, 1648

প্রটেষ্টাণ্ট ঃ—১৫২৯ খৃঃ হইতে লুথারীয় ধর্ম্মমত 'প্রটেষ্টাণ্ট' এই নামে পরিচিত হইতে থাকে। এই বৎসর লুথারের অনুগামীদল ওয়ার্মস-এর ঘোষণাপত্র কার্য্যকরী করার বিরুদ্ধে 'প্রটেষ্ট' বা প্রতিবাদ করিয়াছিল বলিয়া সম্ভবতঃ উক্ত নামের উৎপত্তি হয়।

সম্প্রদায়কে স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। 'ইণ্টারিম' বিধি মূলতঃ ক্যাথলিকদের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও ইহার দ্বারা প্রটেষ্টাণ্টরাও যথেষ্ট সুবিধালাভ করিল। কিন্তু অচিরেই এই ইণ্টারিম দুইপক্ষের নিকটই বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। উপরন্তু চার্ল‌স স্পেনিস্ সৈন্যদলের সাহায্যে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে জার্ম্মাণীর প্রটেষ্টাণ্ট আন্দোলন দমন করিয়াছিলেন এবং জার্ম্মাণীতে কিছু সংখ্যক স্পেনিস্ সৈন্য মোতায়েন রাখিয়াছিলেন। বিদেশী সৈন্যদলের উপস্থিতি জার্ম্মাণী মোটেই সহ্য করিতে পারিল না। ইতিপূর্ব্বে স্যাক্সনি-র মরিস চার্ল‌স-এর পক্ষে যোগদান করিয়া ক্যাথলিক পক্ষের জয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি চার্ল‌সকে পরিত্যাগ করিয়া প্রটেষ্টাণ্টদলে যোগদান করিলেন এবং চার্ল‌সের শত্রু ফরাসী নরপতি দ্বিতীয় ফ্রান্সিস-এর সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে জার্ম্মাণী হইতে বিতাড়িত করার উদ্যোগ করিলেন। মরিস-এর নেতৃত্বে সমগ্র জার্ম্মাণ রাজন্য চার্ল‌স-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৫৫২ খৃঃ)। চার্ল‌স ভীত হইয়া ইটালীতে পলায়ন করিলেন। বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া তিনি অকালেই বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপারের পর তিনি প্রটেষ্টাণ্ট দমনের আশা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তাহার ভ্রাতা ফার্ডিনাণ্ড 'পাসাউ' নামক স্থানে প্রটেষ্টাণ্টদের সঙ্গে এক আপোষ মীমাংসায় উপনীত হইলেন। অতঃপর ১৫৫৫ খৃঃ-এ অগস্‌বার্গ-এর ধর্ম্মীয় শান্তি উভয়পক্ষই গ্রহণ করিল।

অগস্‌বার্গ-এর শান্তি, ১৫৫৫ ঃ—জার্ম্মাণীর ধর্ম্মবিরোধ অগস্‌বার্গ-এর শান্তি ঘোষণায় সাময়িকভাবে নিবৃত্ত হইল। এই ঘোষণার বলে লুথারের ধর্ম্মমত জার্ম্মাণীতে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করিল। ইহা দ্বারা স্থির হইল যে জার্ম্মাণীর যে কোন রাজন্য বা জমিদার স্বেচ্ছামত লুথারের মত গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে পারিবে। ইহাতে কাহারও কিছু আপত্তি থাকিতে পারিবে না।

Peace of Augsburg, 1555

যে নীতিকে ভিত্তি করিয়া এই শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল তাহা cujus regio, ejus religio (he who rules a country must settle its religion) নামে খ্যাত। অর্থাৎ নরপতির যে ধর্ম্ম রাষ্ট্রভুক্ত প্রজাবর্গকেও সেই ধর্ম্মই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু গোলযোগ বাধিল বিশপ অধিকৃত স্থান সমূহের ধর্ম্মব্যবস্থা লইয়া। প্রটেষ্টাণ্টরা চাহিল জার্ম্মাণীর রাজন্যবর্গ-কে যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এই সমস্ত বিশপদিগকেও সেই সুযোগ দেওয়া হউক। কিন্তু ইহাতে ক্যাথলিকদের ক্ষতি হইবে বলিয়া ক্যাথলিকরা আপত্তি করিল। পরিশেষে Ecclesiastical Reservation বা 'যাজকীয় বিশেষ সংরক্ষণ' নামে এক সর্ত্ত জুড়িয়া বলা হইল যে কোনও রোমান ক্যাথলিক যাজক ইচ্ছা করিলে ব্যক্তিগত ভাবে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে কিন্তু নবধর্ম্ম গ্রহণের পর তাহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ ধর্ম্মান্তরিত যাজকের এলাকাভুক্ত জনসাধারণ যাজকের ধর্ম্মগ্রহণ করার সুযোগ পাইবে না। বস্তুতঃ এই ব্যবস্থা ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের স্বার্থেই গৃহীত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ভবিষ্যৎ অশান্তির বীজ উপ্ত হইয়া রহিল। ইহার জন্যই পরবর্ত্তী কালে ত্রিশ বৎসরের ধর্ম্মযুদ্ধ জার্ম্মাণীতেই আরম্ভ হয়।

সমালোচনা :—'অগস্‌বার্গ-এর শান্তি' জার্ম্মাণীর ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই 'শান্তি'-বিধি অনুযায়ী প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম জার্ম্মাণীতে ক্যাথলিক ধর্ম্মের পাশাপাশি অবস্থান করার জন্য রাষ্ট্রীয় সমর্থন লাভ করিল। এই শান্তির দ্বারা ধর্ম্মানুসরণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বীকার করা হয় নাই। রাজার ধর্ম্মই প্রজার ধর্ম্ম হইবে এই কথা স্বীকৃত হইলেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা উদার ও সহিষ্ণু নীতির সূত্রপাত হইল। ধর্ম্ম লইয়া জার্ম্মাণীতে যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল তাহা আপাততঃ নিবৃত্ত হইল এবং প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল জার্ম্মাণী শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগ প্রাপ্ত হইল। সর্ব্বোপরি ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্ নরপতি চার্লস-এর প্রবল

প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ

বিরোধিতার মুখেও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম সাফল্য লাভ করায় ইউরোপে ইহার স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ রহিল না।

জার্ম্মাণীতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের সাফল্যলাভের কারণঃ—ক্যাথলিক ধর্ম্মের অনাচার, লুথারের ধর্ম্মমতের আভ্যন্তরীণ গুণ, লুথারপন্থীদিগকে কঠোর হস্তে দমনের জন্য সম্রাটের পক্ষে দৃঢ়তার অভাব, পোপ ও সম্রাটের মধ্যে মনোমালিন্য, জার্ম্মাণীর রাজন্যবর্গের মধ্যে পুরাতন ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য আন্তরিকতার অভাব ইত্যাদি বিবিধ কারণে লুথারের ধর্ম্ম জার্ম্মাণীতে বিস্তার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মার্টিন লুথার ল্যাটিনের পরিবর্ত্তে সাধারণবোধ্য জার্ম্মাণ ভাষায় উপাসনার ব্যবস্থা করেন; মালাজপ, তীর্থযাত্রা বা চিরকৌমার্য্যের পরিবর্ত্তে লুথার প্রধানতঃ আন্তর-শুদ্ধিকেই ধর্ম্মলাভের শ্রেষ্ঠ সোপান বলিয়া উল্লেখ করেন। এই সকল সরল বিধি-ব্যবস্থার জন্যই লুথারের ধর্ম্ম সহজেই জার্ম্মানীর জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিল। চার্লস ইটালীর দরুণ ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে জার্ম্মাণীর সমর্থন প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। এই সমর্থনলাভের জন্যই তিনি প্রটেষ্টাণ্টদিগের উপর প্রয়োজনানুরূপে কঠোর হইতে পারেন নাই। তিনি প্রটেষ্টাণ্টদের সঙ্গে আপোষরক্ষা করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার দুর্ব্বলতার সুযোগে প্রটেষ্টাণ্টরা সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সুযোগ পায়। এতদ্ব্যতীত চার্লস নানা কারণে দীর্ঘকাল একটানা জার্ম্মাণীর ধর্ম্ম-বিরোধে মনোযোগ দিতে পারেন নাই। পরিশেষে যখন বলপ্রয়োগে জার্ম্মাণী হইতে নব ধর্ম্ম উচ্ছেদ করার চেষ্টা করিলেন তখন সেস্থানে নূতন মত ভালরূপে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থায় চার্লস-এর পক্ষে নূতন ধর্ম্মকে জার্ম্মাণী হইতে উৎপাটিত করার কোন উপায় রহিল না।

নূতন ধর্ম্মমতের আভ্যন্তরীণ গুণ ও সম্রাটের অমনোযোগিতা

সম্রাট চার্লস-এর শেষজীবনঃ—আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া চার্লস জার্ম্মাণীর ধর্ম্ম-বিরোধ শান্ত করিতে পারিলেন না। উপরন্তু জার্ম্মাণীস্থ

স্যাক্সনি-র অধিপতি মরিস চার্লস-কে ব্যতিব্যস্ত করার জন্য ফরাসী নৃপতি দ্বিতীয় হেনরীর সঙ্গে যোগদান করিলেন। দ্বিতীয় হেনরী জার্মাণী আক্রমণ করিয়া মেটজ, টুলো ও ভার্দ্দুন্-এর বিশপাধিকৃত স্থানসমূহ অধিকার করিয়া লইলেন। এইভাবে নানা দিক্ দিয়া ব্যর্থ হইয়া চার্লস মনোকষ্টে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং সাংসারিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ১৫৫৬ খৃঃ-এ পদত্যাগ করিয়া শান্তিলাভের জন্য স্পেনের এক সন্ন্যাসী মঠে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৫৫৮ খৃঃ-এ তথায় তিনি মারা যান।

সিংহাসন ত্যাগ

চার্লস-এর সিংহাসন ত্যাগের পরে তাহার বিরাট সাম্রাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইজন নরপতির মধ্যে বন্টিত হইল। পুত্র ফিলিপ স্পেনের সিংহাসনে বসিলেন এবং এতৎসহ স্পেনিস্ আমেরিকা, ইটালীর নেপলস্ ও মিলান এবং নেদারল্যাণ্ডস্ পাইলেন। তাহার ভ্রাতা ফার্ডিনাণ্ড অষ্ট্রীয়ার সিংহাসন ও সম্রাট পদ লাভ করিলেন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হ্যাপস্‌বার্গ রাজবংশের দুই শাখা অষ্ট্রীয়ায় ও স্পেনে দুইস্থানে স্বতন্ত্রভাবে রাজত্ব করিয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

ইউরোপে ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনের বিস্তার ঃ ক্যাথলিক চার্চ্চের প্রতি-সংস্কার আন্দোলন

(ক) ধর্ম্মসংস্কারের বিস্তার

উত্তর ইউরোপে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম ঃ—জার্ম্মাণী হইতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের সূত্রপাত হইয়া ক্রমশঃ নূতন ধর্ম্মমত ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হয়। উত্তর সাগরের উপকূলস্থ স্কাণ্ডিনেভীয় দেশ সমূহ অতি অল্প সময়ের মধ্যে নূতন ধর্ম্মকে বরণ করিয়া লইল। ১৩৯৭ খৃঃ-র 'ইউনিয়ন অফ কালমার' অনুসারে ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন এই তিনটি স্কাণ্ডিনেভীয় রাষ্ট্র এক নরপতির দ্বারা দীর্ঘকাল শাসিত হইয়া আসিতেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই তিনটি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য হইতে সুইডেন স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া ভাসাবংশীয় নৃপতিদের দ্বারা স্বাধীনভাবে শাসিত হইতে থাকে। অবশিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয় ডেনমার্ক ও নরওয়ে পূর্ব্ববৎ এক ডেনমার্কীয় রাজার শাসনাধীনে নেপোলিয়নের সময় পর্য্যন্ত থাকে। সুইডেনের স্বাতন্ত্র্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এই তিনটি রাষ্ট্র ধর্ম্ম সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে এই রাষ্ট্রত্রয় সম্পূর্ণভাবে লুথারের ধর্ম্মমতে বিশ্বাসী হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্য হইতে বিশিষ্ট কোন ধর্ম্মাচার্য্যের আবির্ভাব না হওয়ায় ইহারা প্রতিবেশী রাষ্ট্র জার্ম্মাণীর ধর্ম্মকেই গ্রহণ করে।

ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিল

সুইজারল্যাণ্ড ঃ—ষোড়শ শতাব্দীতে সুইজারল্যাণ্ড কয়েকটি ক্ষুদ্র অর্দ্ধ-স্বাধীন 'ক্যাণ্টন' বা নগর-রাষ্ট্রের সমষ্টি ছিল। আইনতঃ সুইজারল্যাণ্ড জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তই ছিল কিন্তু কার্য্যতঃ সমস্ত

ক্যাণ্টন মিলিয়া এক দুর্ব্বল যুক্তরাষ্ট্র ছিল। এই যুক্তরাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি সাধারণতন্ত্রী।

জিঙ্গলী (১৪৮৪-১৫৩১)

১৫১৮ খৃঃ-এ সুইজারল্যাণ্ডের অন্যতম ক্যাণ্টন গ্লারাস-এর অধিবাসী উলরিখ জিঙ্গলী রোমান চার্চের 'মুক্তিপত্র'-এর অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি জুরিখে যাইয়া সংস্কার-আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন। তথায় তাহার অনুগামীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। সম্ভবতঃ জিঙ্গলী-র দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া লুথার জার্ম্মাণীতে সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেন। জিঙ্গলী লুথারের সঙ্গে এক যোগে সংস্কার আন্দোলন করার জন্য আগ্রহান্বিত হন কিন্তু উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ায় জিঙ্গলী স্বাধীনভাবে নিজস্ব সংস্কৃত ধর্ম্মমত সুইজারল্যাণ্ডে প্রচার করেন। ক্যাণ্টন সমূহের মধ্যে জুরিখ, বার্ণ, বাসল, সেণ্ট গল, সফোসেন ও আপ্পেনজেল জিঙ্গলী-র ধর্ম্ম গ্রহণ করে। কিন্তু অরণ্য-ক্যাণ্টন নামে পরিচিত কয়েকটি অনগ্রসর ক্যাণ্টন ক্যাথলিক মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল না। ফলে দুই শ্রেণীর ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে জিঙ্গলী নিহত হইলেন। রোমান ক্যাথলিক দল চ্যাপেল-এর যুদ্ধে প্রটেষ্টাণ্টদিগকে পরাজিত করিল। যুদ্ধে জয়ী হইয়াও বিজয়ী ক্যাথলিক পক্ষ প্রটেষ্টাণ্টদের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ক সন্ধি করিল (চ্যাপেল-এর সন্ধি ১৫৩১ খৃঃ)। এই সন্ধি পরবর্ত্তী কালের জার্ম্মাণীর অগস্‌বার্গ-এর সন্ধির অনুরূপ ছিল। এই সন্ধি অনুযায়ী স্থির হইল যে প্রত্যেক ক্যাণ্টন খুসীমত রোমান ক্যাথলিক বা প্রটেষ্টাণ্ট যে কোন ধর্ম্মমত গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে পারিবে। ফলে জার্ম্মাণীর মত সুইজারল্যাণ্ডেও দুই ধর্ম্মমতই পাশাপাশি রহিল।

ক্যালভিন ও তাহার মতবাদ :—প্রটেষ্টাণ্ট মতবাদ সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছিল জন ক্যালভিন-এর প্রিস্‌বিটারিয়ান

ধর্ম্মমত। লুথার-এর ধর্ম্মমত জার্ম্মাণী ও স্কাণ্ডিনেভীয় দেশসমূহ ব্যতীত অন্যত্র আদৃত হয় নাই কিন্তু ক্যালভিন-এর মতবাদ লুথারের প্রায় সমকালেই উদ্ভূত হইয়া ফ্রান্সে (হিউগিনোট নামে পরিচিত), নেদারল্যাণ্ডস্-এ, স্কটল্যাণ্ডে এবং ইংলণ্ডে (পিউরিটান নামে পরিচিত) গৃহীত হয়। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ক্যালভিন-কে লুথার অপেক্ষা উচ্চ স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

জন ক্যালভিন (১৫৫৭-'৬৪

জন ক্যালভিন জাতিতে ফরাসী ছিলেন। প্যারিস-এর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করেন ও প্রটেষ্টাণ্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই নূতন মত পোষণের জন্য তিনি স্বদেশ হইতে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং জার্ম্মাণী এবং সুইজারল্যাণ্ডে নির্ব্বাসিত জীবন স্থাপন করেন। ১৫৩৬ খৃঃ-এ মাত্র ২৬ বৎসর বয়সেই তিনি 'ইনষ্টিটিউটস্ অফ্ দি ক্রিশ্চিয়ান রিলিজিয়ান' নামে একখানা ধর্ম্মীয় মতবাদের গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অচিরে এই গ্রন্থ প্রটেষ্টাণ্ট মতবাদের সমর্থক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইল। একদা ফ্রান্সে যাওয়ার পথে তিনি এক রাত্রির জন্য জেনেভা সহরে অবস্থান করেন। জেনেভা স্বয়ংশাসিত নগর-রাষ্ট্র ছিল। ইতি-পূর্ব্বেই জেনেভা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু উপযুক্ত নেতার অভাবে এই স্থানে এই ধর্ম্ম দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। জেনেভার ধর্ম্মানুরাগী নেতাদের অনুরোধে ক্যালভিন তথায় প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কঠোর হস্তে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থা করিয়া জেনেভাকে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের আদর্শ স্থানরূপে গড়িয়া তোলেন। প্রায়

জীবনী

ইউরোপের রিফর্ম্মেশান এর ফলাফল সম্বন্ধে লর্ড এ্যক্টন-এর উক্তি প্রণিধান যোগ্য— 'The general result of what happened when the Reformation ceasing to be national, became European, was that it prevailed in the north, that it miscarried in the south, that it divided and agitated the centre.'

আটাশ বৎসর (১৫৩৬-'৬৪) কাল ক্যালভিন জেনেভার সর্ব্ববিধ ব্যাপারের একনায়ক ছিলেন। ১৫৬৪ খৃঃ-এ ক্যালভিন পরলোকগমন করেন।

ক্যালভিনের ধর্ম্মমত 'থিয়োরী অফ্ প্রিডেষ্টিনেশান' বা 'প্রাক্ নির্দ্ধারণবাদ' নামে খ্যাত। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, কাজেই মানুষের জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত কিছু তাহার নিকট জ্ঞাত। এই পূর্ব্বনির্দ্ধারিত ব্যবস্থার সম্মুখে মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা নিষ্ফল—ভক্তিবিশ্বাস, পূজার্চ্চনা, তীর্থযাত্রা বা অন্য কিছু ধর্ম্মমূলক ক্রিয়াকলাপ নিরর্থক। একমাত্র ভগবানের অনুগ্রহের উপরেই মানুষকে নির্ভর করিতে হইবে। ইহাই ক্যালভিনের প্রাক্ নির্দ্ধারণবাদ। এই ধর্ম্মমত কঠোর যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি-আশ্রয়ী বলিয়া অনেকে এই মতকে অত্যন্ত নিষ্করুণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু নিষ্করুণতার জন্যই ক্যালভিনের ধর্ম্মমত বিনা আপোষে অজস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছিল।

ধর্ম্মমত
Theory of Predestination

চার্চ্চের আভ্যন্তরীণ শাসনবিধি সম্বন্ধেও ক্যালভিন নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। চার্চ্চের উপর কেবলমাত্র যাজকদের আধিপত্য থাকিবে, বাহিরের অন্য কাহারও নহে রোমান ক্যাথলিকদের এই মত তিনি অস্বীকার করেন। ক্যালভিনের মতে চার্চ্চের যাবতীয় ব্যাপারে যাজকদের সঙ্গে বাহিরের লোকেরও কর্তৃত্ব থাকিবে। যাজক ও অ-যাজক (তাহাদিগকে প্রেস্‌বিটার্স বা প্রধান বলা হইবে) মিলিয়া চার্চ্চের উপাসনাদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। ক্যালভিনের এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক-রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রেসবিটার্স‌দের আধিপত্য আছে বলিয়া ক্যালভিনের প্রচারিত মতবাদ 'প্রেসবিটারিয়ানিজম' নামে পরিচিত।

ক্যালভিনকৃত চার্চ্চের শাসনতন্ত্র

লুথারের মতবাদ ক্যাথলিক-বিরোধী হইলেও রক্ষণশীল ছিল। কিন্তু ক্যালভিন অত্যন্ত উগ্রপন্থী ছিলেন—রোমান ক্যাথলিক বা অন্য মতবাদের

সঙ্গে আপোষ রফার বিরোধী ছিলেন। তিনি কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার উপর স্বীয় ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যাজকদের নিয়মলঙ্ঘন অণুমাত্র সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না—নিয়মভঙ্গকারীকে কঠোরভাবে শাস্তি দিতেন। এই কঠোরতার জন্য পরবর্ত্তী কালে লুথারের ধর্ম্মমত অপেক্ষা ক্যালভিনের মতবাদ প্রতিপক্ষ রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে বিরোধিতায় অধিক যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিল। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রচার ও প্রসারের কাজেও ক্যালভিনিজম লুথারিজম অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল।*

লুথার অপেক্ষা ক্যালভিনের মত বেশী প্রসার লাভ করিয়াছিল

(খ) ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি-সংস্কার আন্দোলন

ক্যাথলিক চার্চ্চের অনাচারের বিরুদ্ধে ইউরোপে দীর্ঘকাল ধরিয়া আন্দোলন চলিতেছিল কিন্তু ইহার কর্ত্তা ব্যক্তিরা বিধিব্যবস্থার সংস্কারের কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে লুথারের ধর্ম্মসংস্কারের প্রাবল্যে ভীত হইয়া পোপ ক্যাথলিক চার্চ্চের পুরাতন রীতিনীতির পরিবর্ত্তন করার কথা মনে করেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করেন।

ক্যাথলিক প্রতি-সংস্কার আন্দোলনকে মাত্র প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক আন্দোলন মনে করিলে ইহার প্রতি অবিচার করা হইবে। ক্রমবর্দ্ধমান প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মকে প্রতিহত করা এবং প্রটেষ্টাণ্ট

* ক্যালভিনের মতবাদ সম্বন্ধে প্রশংসিত উক্তি—It is easy to denounce such rule as tyrannical, but let those who would cast a stone at Calvin read Froude's essays on Caluivism, let them reflect on the contribution which the Scotch have made to the building of the British Commonwealth, and to the evangelizatiou and civilization of mankind. Calvin was a Protestant Pope.........who but Calvin nerved the Dutch burghers to resist Philip II and the Inquisition? But for the faith would the Pilgrim Fathers ever have embarked on the Mayflower? Could the Puritan colonies have come to the birth'? (Marriot)

ধর্ম্মান্তরিত ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে পুনরায় ক্যাথলিক ধর্ম্মে বিশ্বাসী করা এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সত্য কিন্তু ইহার সঙ্গে ক্যাথলিক চার্চ্চ বহুবিধ উপায়ে আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থাও করিয়াছিল।

ক্যাথলিক ধর্ম্মের আত্মশুদ্ধি

চতুর্থ পল পোপ হইয়া ক্যাথলিক চার্চ্চের ত্রুটি সংশোধনে যত্নবান্ হন এবং চার্চ্চের আচার অনুষ্ঠান বা মূলনীতি অব্যাহত রাখিয়া ধর্ম্মযাজকদের জীবনযাত্রা ও আচরণকে পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে উন্নত ও ধর্ম্মানুগ করার ব্যবস্থা করেন। পল স্বয়ং ধর্ম্মনিষ্ঠ জীবন যাপন করেন এবং যাজকগণকেও আদর্শ জীবন যাপনে উৎসাহিত করেন।

ক্যাথলিক ধর্ম্ম-সংস্কার

পলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া পরবর্ত্তী বহু পোপ ও যাজক অধঃপতিত ক্যাথলিক ধর্ম্মকে পুনরায় উজ্জীবিত করেন এবং কতকাংশে ইহার নষ্টগৌরব উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। ইহাকে ক্যাথলিক ধর্ম্ম-সংস্কার বলা যাইতে পারে।

ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ও প্রতিসংস্কারের কার্য্যে নিম্নোক্ত তিনটি ব্যবস্থা যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল--প্রথমতঃ জেসুইট সঙ্ঘের সৃষ্টি; দ্বিতীয়তঃ কাউন্সিল অফ্ ট্রেণ্ট এবং তৃতীয়তঃ ইনকুইজিসান বা বিধর্ম্মীর প্রতি দণ্ডবিধান।

প্রতি সংস্কারের সহায়ক ব্যবস্থা ত্রয়

(ক) জেসুইট সঙ্ঘ ঃ—ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের ব্যাপারে কয়েকটি ধর্ম্মসঙ্ঘ যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। এই সমস্ত সঙ্ঘ

ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের কারণ সমূহ—"The Catholic recovery was due to several converging causes, to the foundation of new religious orders, and the revival of the old ones, to the potent instrumet of the inquisition, to the reform of morals and discipline, and the redefiniton of Catholic doctrine at the Council of Trent, to the influence of a succession of great and good Popes, and not least to the weaknesses which gradually revealed themselves in the armour of Protestantism." Marriot—Evolution ef Modern Furope.

ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে উদ্ভূত হয়। ইহাদের মধ্যে ক্যাপুচিন-সঙ্ঘ, থিয়েটাইন-সঙ্ঘ, বার্ণাবাইট-সঙ্ঘ ও উরসুলিন্-সঙ্ঘের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত সঙ্ঘভুক্ত সন্ন্যাসী বা যাজকগণ শিক্ষা-বিস্তার, সেবাব্রত, প্রচারকার্য্য বা নৈষ্ঠিক চরিত্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ক্যাথলিক ধর্ম্মে লোককে অনুরক্ত করার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যে ক্যাথলিক চার্চ্চের দক্ষিণ হস্তরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল জেসুইট নামে একটি ক্যাথলিক ধর্ম্মসঙ্ঘ। ইহার কার্য্যকলাপের সম্মুখে অপরাপর ধর্ম্মসঙ্ঘের সমবেত প্রচেষ্টাও অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ইগ্‌নেটিয়াস লয়লা

জেসুইট সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতার আসল নাম ছিল ডন ইনিগো লোপেজ ডি রিকাল্‌ডি—কিন্তু তিনি ইতিহাসে ইগ্‌নেটিয়াস লয়লা নামেই খ্যাত হন। লয়লা স্পেনের অধিবাসী ছিলেন। ১৪৯১ খৃঃ-এ তিনি লয়লা-র দুর্গে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি সৈনিক ছিলেন। ১৫২১ খৃঃ সম্রাট পঞ্চম চার্লস-এর পক্ষে এক যুদ্ধে যোগদান করিয়া তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হন এবং এই আঘাতের ফলে তিনি খঞ্জ হইয়া যান। অতঃপর তিনি ধর্ম্মকার্য্যে যোগদান করেন। কথিত আছে আহত অবস্থায় থাকাকালীন লয়লা দৈবাৎ একখানি মহাপুরুষদের জীবনী (Lives of the Saints) পাঠ করেন এবং এই গ্রন্থ পাঠের পর ধর্ম্মকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করার আভ্যন্তরিক প্রেরণা অনুভব করেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব দেখিয়া কোনও ধর্ম্মসঙ্ঘ তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। অগত্যা তিনি ছয় বৎসর কাল প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাটিন ভাষা, দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্যারিসে থাকাকালীন তিনি সমধর্ম্মী কয়েকজন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন এবং ইহাদের সহযোগিতায় ১৫৩৪ খৃঃ-এ যীশু-সম্প্রদায় (Company of Jesus) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল—মুসলমানদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করা, কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতায়

এই উদ্দেশ্য সফল হইল না। অগত্যা লয়লা পোপের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করেন। পোপ তৃতীয় পল ১৫৪০ খৃঃ-এ জেসুইট সঙ্ঘকে স্বীকৃতি দান করেন এবং সঙ্ঘের নিয়মাবলী অনুমোদন করেন।

এই সঙ্ঘের নিয়মাবলী সামরিক বিভাগের আদর্শ ও নিয়মনিষ্ঠা অনুযায়ী রচিত হইয়াছিল। সঙ্ঘের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নাম হইল জেনারেল—তাহার অধীনে 'প্রভিন্সিয়েল' নামধারী কয়েকজন প্রাদেশিক অধ্যক্ষ রহিল। প্রত্যেক প্রভিন্সিয়েল আবার কয়েকজন ফাদার্স ও ব্রাদার্স নামধারী কর্ম্মচারীর সাহায্যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন। সঙ্ঘের নিম্নস্তরে কো-এডজুটর্স, স্কলাষ্টিকস্ প্রভৃতি উপাধিধারী কর্ম্মচারীরা থাকিত। এই সঙ্ঘের উচ্চস্তরের পদে আসীন হওয়ার পূর্ব্বে কমপক্ষে ষোলবৎর ধরিয়া শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইত। সামরিক বিভাগের মত নিয়মনিষ্ঠা ও অকুণ্ঠ আনুগত্য এই সঙ্ঘের বিশেষত্ব ছিল। সঙ্ঘের প্রত্যেক সভ্যকে দারিদ্র্য, সততা ও অনুজ্ঞাপালন (Poverty, chastity and obedience) এই তিনটি বিষয়ে শপথ গ্রহণ করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত সকলকেই পোপের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইত।

সঙ্ঘের গঠনবিধি

জেসুইট সঙ্ঘের অভ্যুদয়ের ফলে ক্যাথলিক ধর্ম্ম নূতন করিয়া ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। ইতিপূর্ব্বে যে সকল দেশ প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কয়েকটি আবার ক্যাথলিক ধর্ম্মে বিশ্বাসী হয়। জেসুইট প্রচারকদের আন্তরিক চেষ্টায় ইটালী, স্পেন, ফ্রান্স, পোলাণ্ড, বেলজিয়াম, বোহেমিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয় এবং ইহারা ক্যাথলিক ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করে। জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড বা স্কাণ্ডিনেভীয় প্রভৃতি প্রটেষ্টাণ্ট প্রধান দেশসমূহে পর্য্যন্ত বহু লোক ক্যাথলিক ধর্ম্মে অনুরক্ত হয়।

প্রচারের ফল

জেসুইটগণ কেবলমাত্র ধর্ম্ম বিষয়ে নহে যাবতীয় কার্য্যেই লিপ্ত থাকিতেন। তাহাদের কার্য্য প্রণালীর মধ্যে শিক্ষাদান ও সেবাকার্য্য প্রধান

ছিল। তাহারা সর্ব্বত্র বিদ্যাদানের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া যুবকদিগকে ক্যাথলিক ধর্ম্মে অনুরাগী করার চেষ্টা করিতেন। ইউরোপের শিক্ষাবিস্তারে জেসুইটদের দান অপরিসীম। প্রায় দেড় শতাব্দী ইউরোপের বিদ্যাশিক্ষা জেসুইট পাদ্রীদের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল। জেসুইট সঙ্ঘের উদ্যোগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরিত এবং প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য মোঘল-নরপতিদের রাজসভায় পর্য্যন্ত জেসুইট পাদ্রী প্রেরিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম ব্যতীত জেসুইটরা রাজনৈতিক কার্য্যেও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রসারের জন্য তাহারা কূটনীতি ও গোপন ষড়যন্ত্রে পর্য্যন্ত লিপ্ত হইতে দ্বিধা করিতেন না। জেসুইটদের এই নাশকতা কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য ইহারা সর্ব্বত্র শাসকবর্গের সন্দেহভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কার্য্যাবলী

(খ) কাউন্সিল অফ্ ট্রেণ্টঃ—রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের ত্রুটি নিরাকরণ এবং ইহার কয়েকটি মতবাদের স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দ্ধারণের জন্য কাউন্সিল অফ্ ট্রেণ্ট নামে ক্যাথলিক যাজক-মণ্ডলীর কয়েকটি বৈঠক হয়, এই বৈঠক সমূহ সম্মিলিত ভাবে কাউন্সিল অফ্ ট্রেণ্ট নামে খ্যাত। ট্রেণ্ট-এর প্রথম বৈঠক হয় ১৫৪৬ হইতে ১৫৪৯ খৃঃ পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় বৈঠক হয় ১৫৫১-৫২ খৃঃ-এ এবং তৃতীয় বৈঠক বসে ১৫৬২-৬৩ খৃঃএ। পোপের উদ্যোগে এবং সম্রাটদের আনুকূল্যে এই সমস্ত বৈঠক আহূত হইয়াছিল। ক্যাথলিক যাজকবর্গের মধ্যে অনেকেই চাহিল—প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের সঙ্গে একটা মিটমাট করা হউক; তাহা হইলেই খৃষ্টীয় চার্চ্চ পুনরায় এক হইবে। সম্রাটও পোপের পূর্ব্বতন ক্ষমতা ঈষৎ খর্ব্ব করাইয়া আপোষের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু জেসুইট দল সর্ব্বপ্রকার আপোষের বিরোধী ছিল বলিয়া উভয় মতবাদের মধ্যে পার্থক্য আগের মতই রহিয়া গেল। মাত্র ক্যাথলিক চার্চ্চের

ক্যাথলিক ধর্ম্মের মূল তত্ত্বসমূহ পুনরনুমোদিত

অখণ্ডতা ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কয়েকটী (১) নিয়ম ও নীতিমূলক কার্য্য প্রতিপালনের উপর জোর দেওয়া হইল। উপরন্তু কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট (২) ধর্ম্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে ক্যাথলিক ধর্ম্মের আবশ্যক অঙ্গ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। কাউন্সিল অফ্ ট্রেন্ট-এর গৃহীত বিধান সমূহ অদ্যাপি ক্যাথলিক ধর্ম্মের মূল অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত। কাউন্সিল অফ্ ট্রেন্টের পর মাত্র আর দুইটি নূতন ধারা ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়—প্রথমটি যিশু জননী মেরীর চির-কুমারীত্ব (Immaculate conception of the virgin Mary) দ্বিতীয়টি—পোপের অ-ভ্রান্তি-বাদ (Infallibility of the Pope)। প্রথমটি ১৮৫৪ খৃঃ-এ এবং দ্বিতীয়টি ১৮৭০ খৃঃ-এ গৃহীত হয়।

(গ) **'ইনকুইজিসান'**:—ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের অন্যতম সহায়ক ছিল—ইনকুইজিসান বা ধর্ম্মীয় আদালত। এই ধর্ম্মীয় আদালতের উদ্দেশ্য ক্যাথলিক ধর্ম্মে অবিশ্বাসীকে খুঁজিয়া বাহির করা এবং ধর্ম্মীয় আদালতের বিচারে অবিশ্বাসীকে শাস্তি প্রদান করা। অপরাধের তারতম্য অনুসারে কারাদণ্ড, নির্য্যাতনের সাহায্যে স্বীকৃতি আদায়, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা প্রাণদণ্ড প্রভৃতি শাস্তি প্রদত্ত হইত। ইনকুইজিসান ব্যবস্থা ইউরোপে একেবারে নূতন নহে—মধ্যযুগে সর্ব্বত্র ইহার ব্যবহার ছিল।

বিধর্ম্মীদের শাস্তিদানের জন্য ধর্ম্মীয় আদালত

(১) নিয়ম ও নীতিমূলক কার্য্যাবলী—The authority of the Holy See was reaffirmed, Pope was to be the sole judge in matters of discipline and in the interpretation of canon law, and infallible in matters of faith. Absenteeism and pluralities to be forbidden. The state was to be subordinated to the Church, princes to be obedient to the Papacy.

(২) ক্যাথলিক ধর্ম্মের নিম্নোক্ত আচার অনুষ্ঠান পুনরনুমোদিত হয়—The appeal from scripture to the Church, the seven sacraments, the doctrine of Purgatory, the invocation of the saints, the worship of the images, the supremacy of the Holy See.

পোপ তৃতীয় ইন্নোসেন্ট (১১৯৮-১২১৬) আলবিজেন্সেস্ নামক এক প্রেতোপাসকদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম ইহা সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। ক্যাথলিক প্রতি-সংস্কার আন্দোলনের যুগে ক্যাথলিকরা পুনরায় নবোদ্যমে ইনকুইজিসান-কে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করে। প্রধানতঃ প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যালভিনপন্থীরাই ইনকুইজিসান-এর লক্ষ্য হইল। ইনকুইজিসান ইউরোপের সকল দেশেই কার্য্যকরী করার চেষ্টা হয় কিন্তু স্পেন ও ইটালী ব্যতীত উত্তর ইউরোপের কোন দেশেই ইহার নিষ্ঠুর বিধি সমাদৃত ও সার্থক হয় নাই। বরঞ্চ দ্বিতীয় ফিলিপ নেদারল্যাণ্ডস-এ ইহা প্রয়োগ করিতে গিয়া উক্ত দেশের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। স্পেনে ইনকুইজিসান-এর ফলে মাত্র পনেরো বৎসরের মধ্যে দশ হাজার লোককে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা এবং নব্বুই হাজার লোককে অন্যবিধ শাস্তি দেওয়া দেওয়া হয়। ইনকুইজিসানের উগ্র কার্য্য-কলাপের ফলে স্পেন হইতে ইহুদী ও মুরগণ (স্পেনীয় মুসলমান) স্পেন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

ক্যাথলিক ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনের ফলাফল ঃ—ইউরোপের ক্যাথলিক ধর্ম্ম সংস্কার বা প্রতি-সংস্কার আন্দোলন কাথলিক চার্চ্চের পক্ষে একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা যে ভাবে বিভিন্ন দেশে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল ক্যাথলিক চার্চ্চের সংস্কার-আন্দোলন না হইলে ইউরোপে ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রায় উৎসাদিত হইয়া যাইত। কয়েকজন পূতচরিত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠ পোপের উদ্যমের ফলে এবং জেসুইট প্রভৃতি কয়েকটি ধর্ম্মসঙ্ঘের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় ক্যাথলিক চার্চ্চের আভ্যন্তরীণ মালিন্য বহুলাংশে দূরীভূত এবং ইহার সংহতি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে ত্রুটি মুক্ত ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ায় ক্যাথলিক চার্চ্চ প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট সুবিধা পায় এবং পথভ্রষ্ট অসংখ্য খৃষ্টানকে পুনরায় আপনার বক্ষে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হয়। বিরোধী প্রটেষ্টাণ্টগণ লুথারপন্থী, ক্যালভিনপন্থী, জিঙ্গলীপন্থী ও

য়্যাংগ্লিকান প্রভৃতি বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত ছিল এবং ইহাদের মতবাদ প্রচারের জন্য কোন আন্তঃ-ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানও ছিল না। পক্ষান্তরে ক্যাথলিক ধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্র কোন বিশেষ দেশ বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না—সর্ব্বত্র তাহাদের অবাধ প্রচার ক্ষেত্র হইল। উপরন্তু ঊর্দ্ধতন কর্তৃত্ব মাত্র একজন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকায় তাহাদের কার্য্য সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হইতে পারিত।

ইউরোপের ধর্ম্মসংস্কারের স্বরূপ ঃ—ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল সত্য কিন্তু এই আন্দোলনের মূলে সকল ক্ষেত্রেই যে ধর্ম্মের উন্নতিই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাহা নহে। ইউরোপীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ হইতে ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনকে আবাহন করিয়াছিল। প্রথমতঃ রাজন্যবর্গ ধর্ম্মসংস্কারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিল নিছক পার্থিব স্বার্থের জন্য—ধর্ম্মের উন্নতি বা অবনতি সম্বন্ধে তাহাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তাহাদের কামনা ছিল ধর্ম্মসংস্কারের নামে চার্চ্চের প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, বিপুল ধন সম্পত্তি সমস্ত হস্তগত করা। কাজেই তাহারা নিজ নিজ দেশের ধর্ম্মকে রোমান ক্যাথলিক গীর্জ্জা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি জাতীয় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন এবং পোপের স্থলে নিজেরাই জাতীয় ধর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে, উত্তর জার্ম্মাণী, বোহেমিয়া একে একে রোমান গীর্জ্জার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিল। বিদেশ হইতে আদিষ্ট ও পরিচালিত ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান দেশের লোকের যাবতীয় সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করাতে রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিঘ্ন হইতেছিল। ধর্ম্মসংস্কারের সুযোগে রাজশক্তি পোপের

(১) রাজন্যবর্গের দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধনতঃ রাজনৈতিক

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ধর্ম্মসংস্কার ও প্রতি সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস প্রত্যেক দেশের ইতিহাস বর্ণনার প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।

সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া জাতীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিল। দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণ কিন্তু ক্যাথলিক চার্চ্চের প্রভুত্ব বা ক্ষমতা প্রকাশে মোটেই আপত্তি করে নাই। বরঞ্চ তাহারা চার্চ্চের দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিল। তাহাদের মনোভাব ছিল, চার্চ্চ শক্তিমান্ হইলে তাহাই লোককে সবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারিবে ; অতএব ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা মুক্ত হইয়া চার্চ্চ পুনরায় ইহ-সর্ব্বস্বতার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মাশ্রয়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হউক।

(২) জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী-চার্চ্চ খাঁটি ধর্ম্মাশ্রয়ী হউক

"They did not want less religious control but more—but they wanted to be assured that it was religious. They objected to the Pope not because he was the religious head of the world but because he was not, because he was a wealthy earthly prince when he ought to have been their spiritual leader." ধর্ম্মসংস্কারের প্রতি সাধারণ লোকের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এই প্রকারের। চার্চ্চ যখন কোন প্রকার পরিবর্ত্তনে অস্বীকৃত হইল তখন জনসাধারণ বিরোধী পক্ষে যোগদান করিতে বাধ্য হইল। তৃতীয়তঃ, চার্চ্চের অভ্যন্তরে একশ্রেণীর ধর্ম্ম-যাজক ও সাধু-সন্ত ইহার গ্লানিসমূহ বিদূরিত করিয়া ইহাকে নিজগুণে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সেণ্ট ফ্রান্সিস্ অফ্ আসিসি এই জাতীয় ধর্ম্ম সংস্কারের উদ্যোক্তা ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে লয়লা, সেণ্ট জেভিয়ার প্রভৃতি ব্যক্তি ও বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্ঘ চার্চ্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। ইহাদের আগ্রহে ক্যাথলিক ধর্ম্মের বাস্তব সংস্কার অনুষ্ঠিত হয় এবং ক্যাথলিক চার্চ্চ তাহার বিগত মহিমা বহুলাংশে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।

(৩) ক্যাথলিক চার্চ্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কার

অবশ্য ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে কতিপয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহারা মানুষ ও ভগবানের মধ্যে পোপ বা রাজা কোন

মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিকে রাখার পক্ষপাতী ছিল না। এই সময় ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে একাধিক সম্প্রদায়কে দেখা যায়, যাহারা তাহাদের জীবনে ও ধর্ম্মবিশ্বাসে একমাত্র বাইবেলের নির্দ্দেশ ব্যতীত আর কাহাকেও মানিতে রাজি হয় নাই। দেশের রাজা যে গীর্জ্জার কর্ত্তা তাহাও তাহারা অস্বীকার করেন। এই সম্প্রদায় ইংলণ্ডে নন্‌কন্‌ফর্ম্মিষ্ট বলিয়া পরিচিত। অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে এই সম্প্রদায় ইংলণ্ডে একটি সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

অপরাপর ক্যাথলিক বিরোধী ধর্ম্ম

ইউরোপের ধর্ম্মসংস্কারের ফলাফল :—মধ্যযুগে খৃষ্টধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ইউরোপ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল। সমগ্র খৃষ্টীয়-জগৎ (Christendom) ধর্ম্মের বন্ধনের দ্বারা একটি মাত্র রাষ্ট্ররূপে থাকিবে—ইহাই ছিল মধ্যযুগীয় আদর্শ। কিন্তু ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে ইউরোপের এই সংহত ও ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা বিনষ্ট হইয়া গেল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের ভিত্তিতে বিভক্ত ও বিবদমান হইয়া পড়িল। ধর্ম্মের কারণে পরবর্ত্তী কালে বহু খণ্ড ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধও সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

(ক) পূর্ব্বতন সংহতি-শক্তি বিনষ্ট

কিন্তু অপর পক্ষে ধর্ম্ম সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা ইউরোপ লাভবান্ হইয়াছিল। ধর্ম্মের বন্ধন অপেক্ষা জাতীয়তার বন্ধন রাষ্ট্রের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর এই চেতনা ইউরোপের মনে সংক্রামিত হইল। ধর্ম্মের সর্ব্বগ্রাসী শৃঙ্খল হইতে জনসাধারণের মুক্তি ইউরোপে নবজীবনের সঞ্চার করিল। অতঃপর ইউরোপে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী যুগের সূচনা হইল।

(খ) কিন্তু জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে সাহায্য করিল

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্পেনের ইতিহাস

(১৪৫৩-১৬৪৮)

জাতীয় ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রহিসাবে স্পেনের অভ্যুদয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হয়। ইহার পূর্ব্বেকার স্পেনের ইতিহাস বিদেশীর অধিকার, বিভিন্ন নগর ও অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্য, সাধারণ ব্যক্তির দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা এবং চার্চ্চের আধিপত্যের কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

পূর্ব্ব-ইতিহাস

আফ্রিকার 'মুর' নামে পরিচিত মুসলমানগণ অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে (খৃঃ ৭১১-১৪) স্পেন অধিকার করে এবং পরবর্ত্তী প্রায় আট শতাব্দী স্পেনদেশ মুরদের দ্বারা শাসিত হয়। স্পেনের অভিজাতশ্রেণীর অধিকাংশ তাহাদের শাসন স্বীকার না করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া ক্রমশঃ তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করার চেষ্টা করে। ক্রমশঃ মুরগণ স্পেনের উত্তর-অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণে গ্রাণাডা-য় আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৪৯২ খৃঃ-এ স্পেনের রাজা ও রাণী ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলার সংযুক্ত রাজত্বকালে মুরদের শেষ আশ্রয়স্থল গ্রানাডা তাহাদের হস্তচ্যুত হয়। ফার্ডিনাণ্ড-ইসাবেলার সময়ে স্পেন দেশ এক-রাষ্ট্রের আকার ধারণ করে এবং ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাষ্ট্রদ্বয় কাষ্টিল ও আরাগণ এক শাসনাধীনে আসায় স্পেন-জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলা :—স্পেনে রাষ্ট্রীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনেক অসুবিধা ছিল। ফার্ডিনাণ্ড-ইসাবেলার সময়ে সমগ্র স্পেনদেশ এক রাষ্ট্রে পরিণত হইলেও ইহার অভিজাতশ্রেণী বা সহরগুলি পূর্ব্বে যে সকল বিশেষ অধিকার বা নিষ্কৃতি ভোগ করিত তাহা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে সম্মত

হইল না। কর্টিস বা স্পেনিস পার্লামেন্টে ইহাদের অত্যধিক আধিপত্য ছিল। ইহাদের ক্ষমতা খর্ব্ব না করিলে স্পেনের রাজশক্তি সবল হইবে না বুঝিয়া ফার্ডিনাণ্ড-ইসাবেলা পরোক্ষ উপায়ে অভিজাতগণকে নিষ্ক্রিয় করার ব্যবস্থা করিলেন। কর্টিস-এর অধিবেশন প্রায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল ও ইহার অনুমোদন ব্যতিরেকেই 'প্রাগমাটিকস্' বা রাজকীয়-অনুশাসন দ্বারা আইন-কানুন বলবৎ হইতে লাগিল। অভিজাতগণ এই প্রকারে অধিকার বঞ্চিত হইয়া কয়েকবার রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ফার্ডিনাণ্ড সুযোগ্য মন্ত্রী জিমেনিস্ (Ximenes, 1436-1517)-এর সাহায্যে সামন্তবর্গের আধিপত্য হইতে স্পেনের কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে উদ্ধার করিয়া সর্ব্বত্র রাজার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ফার্ডিনাণ্ডের সময়ে বাহিরে ইটালীর সার্ডিনিয়া, সিসিলী এবং মিলান এই কয়েকটি স্থান এবং কলম্বাস-আবিষ্কৃত আমেরিকাস্থ 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ' স্পেনের অধিকারভুক্ত ছিল। আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে স্পেনের প্রতিপত্তি ও আর্থিক সমৃদ্ধি বহুগুণে বাড়িয়া যায় এবং ফার্ডিনাণ্ড স্বীয় ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন।

জিমেনিস, (১৪৩৬-১৫১৭)

স্পেনের সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্য নীতি :—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ষোড়শ শতাব্দী স্পেনের সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে সুবর্ণযুগ বলিয়া পরিচিত। আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ কলম্বাসকর্তৃক আবিষ্কৃত এবং স্পেনের অধিকারভুক্ত হয় (১৪৯২ খৃঃ)। এতদ্ব্যতীত ১৫১৩ খৃঃ-এ হার্ণান কর্টেজ স্বর্ণ প্রাপ্তির লোভে পাঁচশত লোক লইয়া দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো আক্রমণ করেন এবং তথাকার রাজা মান্টেজুমা-কে বন্দী করিয়া তত্রত্য এজেটিক সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। ১৫৩২ খৃঃ-এ ফ্রান্সিসকো পিজয়ারো (Francisco Pizarro) মাত্র দুইশত অনুচর লইয়া আমেরিকার পেরু অধিকার

আমেরিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

করেন। পেরু অধিকার করিতে পিজয়ারোর বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। পেরু অধিকারের পর দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের সাম্রাজ্য আরও দক্ষিণে চিলি এবং আণ্ডিজ পর্ব্বতমালা পার হইয়া প্লেট নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এইভাবে ক্রমশঃ গায়না ও ব্রেজিল ব্যতীত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত ভূ-ভাগ স্পেনের করতলগত হয়।

মেক্সিকো পেরু

আমেরিকা মহাদেশ করায়ত্ত হওয়াতে স্পেনের ধন-ঐশ্বর্য্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। অর্থের লোভে স্পেন হইতে দলে দলে লোক আমেরিকায় গমন করিতে লাগিল। কিন্তু স্পেনিস উপনিবেশিকগণ অত্যধিক অর্থগৃধ্নু হইয়া দেশ শাসনের কাজে যথেষ্ট দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিতে লাগিল। অর্থের লোভে তাহারা বিজিত দেশ সমূহের অধিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ অত্যধিক উৎসাহের সঙ্গে বিধর্ম্মীদের মধ্যে খৃষ্টের সুসমাচার প্রচার করায় কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। বিধর্ম্মীদের শায়েস্তা করার জন্য স্পেন হইতে ইনকুইজিসান পর্য্যন্ত আমদানী করা হইল। স্পেনের মত 'নব্য স্পেন' (আমেরিকা মহাদেশস্থ স্পেনিস উপনিবেশ)-কে সর্ব্বতোভাবে গড়িয়া তোলার জন্য স্পেনের সামন্ত-প্রথাও তথায় প্রবর্ত্তিত করা হইল। কিন্তু বিজিত দেশের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, প্রাচীন শাসন ও সামাজিক রীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করার ফলে স্পেনের শাসনে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল প্রসব করিল। স্পেন স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুদ্রব্যকে প্রকৃত সম্পদ্ মনে করিয়া এই সমস্ত আহরণেই ব্যস্ত হইয়া রহিল—সম্পদের স্থায়ী উৎসরূপ কৃষি শিল্প প্রভৃতি কার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন করিতে লাগিল। কাজেই তাহার সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিল না।

সাম্রাজ্য সম্বন্ধে স্পেনবাসীর মনোভাব

সম্পদ্ লুণ্ঠনই একমাত্র উদ্দেশ্য

সাম্রাজ্য সম্বন্ধে স্পেনিস গভর্ণমেণ্টের নীতিও ত্রুটিপূর্ণ ছিল। উপনিবেশিকদের ত্রুটি সংশোধন করা দূরে থাকুক গভর্ণমেণ্টও উপনিবেশ হইতে যে কোন উপায়ে অর্থ-আহরণের ব্যাপারেই অধিক আগ্রহান্বিত হইয়া রহিল। উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সময়ে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কোন উৎসাহ বা সাহায্য প্রদান করা হয় নাই কিন্তু ফলভোগের সময়ে গভর্ণমেণ্ট অগ্রণী হইয়া আসিল। উপনিবেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের একচেটিয়া আধিপত্য গভর্ণমেণ্ট নিজের হাতে রাখিল। পাছে উপনিবেশ হইতে ব্যবসা সূত্রে আহৃত সম্পদ্ কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হস্তগত হয় এই ভয়ে উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্যের অধিকার মাত্র কয়েকটি জাহাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হইল এবং উপনিবেশাগত জাহাজ সমূহের অবতরণ স্থান একটি মাত্র বন্দরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হইল। গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য ও শাসননীতি বিষয়ে উপেক্ষা, উপনিবেশিক সামন্ত শ্রেণীর অর্থলোভ ও অত্যাচার, জেসুইট পাদ্রীদের উৎকট ধর্ম্মনীতি—এই তিনটি প্রধান ত্রুটির জন্য স্পেনের উপনিবেশিক-সাম্রাজ্য মোটেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিল না। সর্ব্ববিষয়ে মাতৃভূমির অধীনস্থ রাখায় সাম্রাজ্যের কোন উন্নতি হইল না, বরঞ্চ উপনিবেশ সমূহ আত্মরক্ষায় অক্ষম এবং পরিণামে স্পেনের হস্তচ্যুত হইল।

সাম্রাজ্য সম্বন্ধে সরকারী নীতি

প্রথম চার্লস (সম্রাট পঞ্চম চার্লস) ১৫১৬-'৫৬ :—ফার্ডিনাণ্ড-ইসাবেলার পরে তাহাদের দৌহিত্র প্রথম চার্লস স্পেনের অধিপতি হইলেন। তিনি পঞ্চম চার্লস নামে জার্ম্মাণীর সম্রাট পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। স্পেনের নরপতি ও জার্ম্মাণীর সম্রাট দুই দেশের অধিপতি একব্যক্তি হওয়াতে ইউরোপে তাহার প্রভাব প্রতিপত্তির সীমা রহিল না। উভয় দেশের অধীনস্থ বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ তাহার শাসনাধীনে আসিল। কিন্তু ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপান্বিত সম্রাট স্পেনের রাজা হওয়াতেও স্পেনের

স্পেনের পক্ষে শুভঙ্কর হয় নাই

দিক দিয়া মোটেই লাভ হইল না। চার্ল্স সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য ইউরোপের যত্রতত্র যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। এই সমস্ত যুদ্ধে স্পেনের কোন লাভের কথা ছিল না। তাহা সত্ত্বেও স্পেনকে অর্থ এবং লোক জোগাইয়া সম্রাটকে সাহায্য করিতে হইল। ইহাতে স্পেনের সম্পদ অযথা ক্ষয় হইতে লাগিল। উপরন্তু সাম্রাজ্যবিষয়ক কার্য্যাদিতে অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় চার্ল্স স্পেনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মোটেই মনোযোগ দিতে পারিলেন না। ফলে স্পেনের শাসনব্যবস্থা ও শান্তি শৃঙ্খলা অবহেলিত হইয়া রহিল।

প্রতিনিধি পরিষদ-এর ক্ষমতা বিনষ্ট করেন

চার্ল্স স্বৈরাচারী নরপতি ছিলেন। কাষ্টিল-এর নগরসমূহ পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ স্বায়ত্তশাসনের সুবিধা ভোগ করিত। চার্ল্স ১৫২১ খৃঃ-এ তাহাদের কতকগুলি নিজস্ব অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন। সম্রাটের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহারা বিদ্রোহ করে কিন্তু তিনি একদল সৈন্যের সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং ইহাদের সমস্ত স্বাধীনতা কাড়িয়া লন। এতদ্ব্যতীত চার্ল্স কাষ্টিলের পার্লামেণ্ট কর্টিস-এরও অধিকাংশ অধিকার খর্ব্ব করেন। এইভাবে প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ-কে ক্ষমতাবঞ্চিত করায় স্পেনবাসীর মনোভাব ব্যক্ত করার কোন সুবিধা রহিল না।

ইনকুইজিসান-এর নিষ্ঠুরতা

সর্ব্বোপরি চার্ল্স-এর সময়ে স্পেনে ইনকুইজিসান অতি উৎকটরূপে প্রযুক্ত হয়। ইনকুইজিসান- এর দণ্ড অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সহিত ইহুদী ও মুরদের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী করা হয়। বলা বাহুল্য ইনকুইজিসান-প্রয়োগের পশ্চাতে দেশবাসীরও সমর্থন ছিল। নির্য্যাতিত ইহুদী ও মুরগণ প্রাণভয়ে স্পেন হইতে অন্যত্র যাইয়া অবস্থান করে। এই দুই শ্রেণীই উন্নত প্রণালীর কৃষি-কার্য্য, দৈহিক শ্রম ও ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারা স্পেনের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছিল। ইহাদের অভাবে পরিণামে স্পেনের যথেষ্ট বৈষয়িক ক্ষতি হইয়াছিল।

রাজত্বের শেষ তেরো বৎসরকাল চার্লস জার্ম্মাণীতে অবস্থান করেন। জার্ম্মাণীর প্রটেষ্টাণ্ট আন্দোলন দমন করিতে যাইয়া তিনি ব্যর্থ হন এবং মনের দুঃখে ১৫৫৬ খৃঃ-এ সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। চার্লস স্পেনের জন্য পুত্র ফিলিপ এবং অষ্ট্রীয়ার জন্য ভ্রাতা ফার্ডিনাণ্ড-কে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

দ্বিতীয় ফিলিপ (১৫৫৬-'৯৮)—দ্বিতীয় ফিলিপ রাজা হওয়াতে স্পেনের অধিবাসীরা আনন্দিত হয়। কেননা মাত্র স্পেন ও তাহার অধীনস্থ দেশসমূহের অধিপতি হওয়ায় তাহারা মনে করিল অতঃপর স্পেনের বহির্ভূত দেশের স্বার্থের জন্য দেশের অর্থ ও সৈন্য ব্যয়িত হইবে না। দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনের জাতীয় নরপতিরূপে দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইলেন। স্পেনের অধিকারে বাহিরের রাজ্যগুলির মধ্যে আমেরিকাস্থ উপনিবেশ, নেপলস, মিলান ও নেদারল্যাণ্ডস্ রহিল।

চরিত্র

দেশবাসীর নিকট প্রিয় হইলেও অবশিষ্ট ইউরোপের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় ফিলিপ দাম্ভিক, স্বেচ্ছাচারী এবং সর্ব্বপ্রকার প্রগতি-বিরোধী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ফিলিপ নিজেকে পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতেন। এই দৈবস্বত্বের অধিকারের বলে তিনি তাহার কার্য্যে কাহারও হস্তক্ষেপ সহ্য করিতে পারিতেন না। উপরন্তু তিনি গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক ছিলেন এবং ক্যাথলিক ব্যতীত অন্য ধর্ম্মমতকে ঘৃণা করিতেন। এই স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি ও উৎকট ধর্ম্মান্ধতার জন্যই তিনি প্রগতিশীল উত্তর ইউরোপের দেশসমূহের অশ্রদ্ধা ও বিরোধিতার পাত্র হইয়াছিলেন।

নেদারল্যাণ্ডস্-এর বিদ্রোহ

দ্বিতীয় ফিলিপ ইউরোপে ক্যাথলিক ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান স্বার্থরক্ষী মুখপাত্র হইয়া উঠিলেন এবং নিজের ও স্পেনের সমস্ত শক্তি ক্যাথলিক বিরোধী প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিলেন। ফিলিপের প্রটেষ্টাণ্ট বিপক্ষতার প্রধান ক্ষেত্র হইল

স্পেনের অধীন রাজ্য নেদারল্যাণ্ডস্। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম এই দুইটি রাজ্যকে সম্মিলিতভাবে বলা হইত নেদারল্যাণ্ডস্। পঞ্চম ফিলিপের রাজত্ব কালেই তথায় প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হয় এবং হল্যাণ্ড লুথার ও ক্যালভিন উভয়ের ধর্ম্মমত গ্রহণ করে। দক্ষিণাঞ্চল বেলজিয়ম কিন্তু ক্যাথলিক ধর্ম্মকে আকড়াইয়া থাকে। পঞ্চম চার্লস নেদারল্যাণ্ডস্ হইতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম বিলুপ্ত করার জন্য তথায়ও 'ইনকুইজিসান' প্রতিষ্ঠিত এবং বিবিধ প্রকারে প্রটেষ্টাণ্টদিগকে নির্য্যাতিত ও উৎসাদিত করিতে থাকেন। কিন্তু অত্যাচারিত হইয়াও ডাচরা কিছুতেই প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল না। দ্বিতীয় ফিলিপ-এর সময়ে প্রটেষ্টাণ্ট-দলননীতি আরও উৎসাহের সহিত অনুসৃত হয় এবং অসংখ্য প্রটেষ্টাণ্ট ইনকুইজিসান-এর বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। উৎকট ধর্ম্মনীতি ব্যতীত স্পেনের বিরুদ্ধে নেদারল্যাণ্ডস্-এর শাসনসম্পর্কিত অভিযোগও ছিল। নেদারল্যাণ্ডস্-এর শাসনকার্য্য স্পেনরাজের এক প্রতিনিধি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। এই প্রতিনিধি শাসনব্যাপারে স্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর সাহায্য না লইয়া প্রধানতঃ স্পেনিস পরামর্শদাতাদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। এই সমস্ত ব্যাপারে নেদারল্যাণ্ডবাসীদের মধ্যে ভয়ানক অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। আবেদন-নিবেদনের দ্বারা কোন প্রতিকার না হওয়ায় ১৫৬৬ খৃঃ-এ নেদারল্যাণ্ডস-এ এক জাতীয় অভ্যুত্থান হয়। এই জাতীয় অভ্যুত্থানের ফলে বহু ক্যাথলিক গীর্জ্জা আক্রান্ত ও অপবিত্রীকৃত হয়। ফিলিপ এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে কঠোর সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। সেনাপতি আল্‌ভা সৈন্যদলের সাহায্যে অসংখ্য লোককে নির্ব্বিচারে হত্যা করিলেন। স্পেনিস সৈন্যদলের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত উত্তর নেদারল্যাণ্ডবাসীরা একত্রিত হইয়া ১৫৭৯ খৃঃ-এ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু নেদারল্যাণ্ডস্-এর দক্ষিণাঞ্চল বেলজিয়ম প্রধানতঃ ক্যাথলিক ছিল বলিয়া এই অঞ্চল ক্যাথলিক স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিল না। ফিলিপ উদ্ধত

উত্তর নেদারল্যাণ্ডবাসী অর্থাৎ ডাচদিগকে দমন করার জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিলেন। ডাচ-রাও প্রাণপণ করিয়া বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের জন্য ডাচরা ফ্রান্সের হিউগিনোট, জার্ম্মাণী, ও ইংলণ্ডের প্রটেষ্টাণ্টদিগের সমর্থন ও সাহায্য লাভ করিল। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ প্রকাশ্যে যুদ্ধ জাহাজ ও সৈন্য প্রেরণ করিয়া স্পেনের বিরুদ্ধে ডাচদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ডাচদের এই স্বাধীনতার যুদ্ধ চলিয়াছিল, কিন্তু ফিলিপ কিছুতেই তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারিলেন না। বরঞ্চ ডাচদিগকে দমন করিতে গিয়া তাহাকে অন্যান্য দেশের সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইল। ফিলিপের মৃত্যুর পর ১৬০৯ খৃঃ-এ ডাচদের সঙ্গে একটা আপোষমূলক সন্ধি হয়। এই সন্ধির দ্বারা প্রকারান্তরে ডাচদের স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল*। ১৬৪৮ খৃঃ-এ ওয়েষ্ট ফেলিয়ার সন্ধিতে ডাচদের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। মাত্র বেলজিয়ম ১৭০২ খৃঃ পর্য্যন্ত স্পেনের অধীনে থাকে—পরে অষ্ট্রীয়ার হস্তগত হয়।

বিদ্রোহ দমনে ফিলিপ-এর ব্যর্থতা

ডাচদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময়েই ফিলিপ প্রটেষ্টাণ্টপন্থী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অজেয় আর্ম্মাডা নামে এক নৌ-বহর প্রেরণ করেন (১৫৮৮)। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অজেয় নৌবহরের অধিকাংশ তরী বৃটিশ নৌবাহিনীর ক্ষিপ্রকারিতা ও উন্নত রণ-কুশলতার জন্য বিধ্বস্ত হয়; ঝঞ্ঝাবাতের ফলেও বহু রণতরী বিনষ্ট হইয়া যায়। অজেয় আর্ম্মাডার পরাজয়ে একদিকে যেমন ডাচদের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়—অপরদিকে স্পেনের পরিবর্ত্তে ইংলণ্ডের সামুদ্রিক আধিপত্যের সূচনা হয়।

ইংলণ্ড ও স্পেনিস আর্ম্মাডার আক্রমণ ব্যর্থতা

*হল্যাণ্ড (ডাচ) এর স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

ফিলিপের রাজত্বকালের সমগ্রটাই ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ নহে। নেদারল্যাণ্ডস্ ও ইটালীতে স্পেনের ক্ষমতা খর্ব্ব করার উদ্দেশ্যে ফরাসী নরপতি দ্বিতীয় হেনরী স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু এই যুদ্ধে ফ্রান্স সুবিধা করিতে পারিল না। ক্যাটিও ক্যাম্ব্রেসিস্-এর সন্ধি (১৫৫৯)-তে ইটালী লইয়া স্পেন-ফ্রান্সের অর্দ্ধশতাব্দীর বিরোধের পরিসমাপ্তি হইল। এই সন্ধিতে নেপলস ও মিলান-এর উপর স্পেনের অধিকার স্বীকৃত হইল।

ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ (১৫৫৬-'৫৯)

মুসলমানদের বিরুদ্ধেও ফিলিপ যুদ্ধ করেন। মুসলমানগণ ক্রমশঃ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া হাঙ্গারীর মধ্য দিয়া জার্ম্মাণীর অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতেছিল। এতদ্ব্যতীত উত্তর আফ্রিকার মুসলমান জলদস্যুগণ স্পেনের উপকূলভাগে অভিযান করিয়া লুঠতরাজ করিতেছিল। মুসলমানদের উপদ্রব দমন করার জন্য ১৫৭১ খৃঃ-এ স্পেন, ভিনিস ও পোপ সংযুক্তভাবে তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। ফিলিপের বি-পৈত্রিক ভ্রাতা অষ্ট্রীয়ার ডন জন গ্রীসে লেপাণ্টো উপসাগরে এক জলযুদ্ধে মুসলমান নৌবহরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিলেন (১৫৭১ খৃঃ)। লেপাণ্টো-র বিজয় ফিলিপের রাজত্বকালের অন্যতম গৌরব।

লেপাণ্টো-র জলযুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত

ফিলিপের সময়ে প্রতিবেশী পর্টুগাল রাজ্য স্পেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ১৫৮০ খৃঃ-এ পর্টুগালের রাজা পরলোকগমন করেন। অতঃপর রাজবংশে কোন পুরুষ বংশধর সিংহাসনে বসার মত ছিল না। ফিলিপের মাতা পর্টুগালের রাজকুমারী ছিলেন—এই সূত্রে ফিলিপ পর্টুগালের সিংহাসন দাবি করিলেন এবং পর্টুগালকে স্পেনের সঙ্গে সংযুক্ত করিলেন। অবশ্য এই একীকরণ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। পর্টুগীজ জাতি তাহাদের স্বাতন্ত্র্যের কথা মোটেই বিস্মৃত হয় নাই। ফিলিপের মৃত্যুর চল্লিশ বৎসর পরে ১৬৪০ খৃঃ-এ পর্টুগাল স্পেনের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করিয়া ব্রাগাঞ্জাবংশীয় জনৈক ব্যক্তিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

তৃতীয় ফিলিপ, (১৫৯৮-১৬২১) :—তৃতীয় ফিলিপ মোটেই যোগ্য নরপতি ছিলেন না। তিনি ডাচদের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং ১৬০৯ খৃঃ-এ তাহাদের সঙ্গে এক আপোষমূলক সন্ধি করিলেন। এই সন্ধির দ্বারা স্পেনের দুর্ব্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

চতুর্থ ফিলিপ, (১৬২১-'৬৫) :—চতুর্থ ফিলিপের সময়ে স্পেনের আরও অবনতি হয়। ১৬৪৮ খৃঃ-এ ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে স্পেন ইউরোপের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর রাজ্যে পরিণত হয়। ১৬৫৯ খৃঃ-এ পিরানিজের সন্ধিতে স্পেনের আধিপত্যের অবশিষ্ট চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সন্ধির দ্বারা নেদারল্যাণ্ডস্ ও ফ্রান্সের সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধের অবসান হয়। অতঃপর স্পেন ইউরোপের অন্যতম নগণ্য রাষ্ট্র বলিয়া পরিগনিত হইতে থাকে।

স্পেনের পতনের কারণ :—স্পেনের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি মাত্র দেড় শতাব্দী কাল স্থায়ী হয়। নানাকারণে স্পেন এই গৌরবময় স্থান হইতে চ্যুত হয়।

উৎকট ধর্ম্মমত

প্রথমতঃ, উৎকট ধর্ম্মান্ধতাকে স্পেনের অবনতির কারণ বলা যাইতে পারে। স্পেনদেশ ধর্ম্মমতে ক্যাথলিক ছিল। এই ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রসারের জন্য তাহার আগ্রহের অন্ত ছিল না। ইউরোপ হইতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম উৎসাদিত করার জন্য স্পেন উৎকটভাবে অগ্রসর হয়। বিধর্ম্মীদের উচ্ছিন্ন করার জন্য ঘরে এবং বাহিরে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ইনকুইজিসানের প্রয়োগ করে এবং নিষ্ঠুর নারকীয় লীলার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বিধর্ম্মী দলনের কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। এই ধর্ম্মান্ধতার ফলে স্পেন হইতে ইহুদী ও মুররা নির্য্যাতিত ও বিতাড়িত হয়। স্পেনের কৃষিকার্য্য ও শিল্পসমৃদ্ধি ইহাদের বুদ্ধিও কর্ম্মকুশলতার উপর নির্ভরশীল ছিল। ইহাদের অবর্ত্তমানে স্পেনের অপরিমেয় বৈষয়িক ক্ষতি হয়। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মের নামে অত্যাচারের ফলে নেদারল্যাণ্ডস-এ বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং পরিণামে নেদারল্যাণ্ডসএর উত্তরাঞ্চল হস্তচ্যুত হইয়া যায়। এই ধর্ম্মান্ধতার জন্যই স্পেন প্রগতিশীল

কোন নূতন রীতিকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় নাই। ফলে উত্তর ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ যখন জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বা উদার মতবাদে অগ্রণী হইয়া দেশকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করিতেছিল স্পেন তখনও পোপের অনুগামী থাকিয়া কেবলমাত্র ক্যাথলিক ধর্ম্মের মহিমা বিস্তারে ব্যস্ত ছিল। ইহাতে অকারণ স্পেনের অর্থ ও লোকক্ষয় হয়।

দ্বিতীয়তঃ, স্পেনের নরপতিদের বিশেষতঃ চার্লস ও ফিলিপের স্বেচ্ছাচারী শাসনরীতি স্পেনের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর হইয়াছিল। ইহারা স্পেনের সমস্ত প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য খর্ব্ব করিয়া রাজশক্তিকে প্রধান করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহার ফলে প্রকৃত জনমত অভিব্যক্ত হইবার কোন উপায় ছিল না বা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে ভ্রান্ত পথ হইতে নিবৃত্ত করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। অদূরদর্শী ও অনুদার নরপতিদের শাসনে স্পেনের পরিণাম ক্ষতিকর হইয়াছিল।

স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র

তৃতীয়তঃ, স্পেনের নরপতিরা রাষ্ট্রের আর্থিক সম্পদ্ বৃদ্ধির প্রকৃত উৎস কৃষি বা শিল্প-বাণিজ্য কোন বিষয়েই উৎসাহ প্রদান করেন নাই বা উহা উন্নত করার জন্য চেষ্টা করেন নাই। আমেরিকা মহাদেশ হইতে প্রাপ্ত অপরিমেয় সুবর্ণ ও ধনরত্নাদি স্পেনের ভাণ্ডারকে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ করিয়াছে। নরপতিরাও ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট ছিলেন—কিন্তু সম্পদের মূল উৎসকে স্থায়ী করার ব্যবস্থা করেন নাই। কি স্পেনে কি, আমেরিকার উপনিবেশসমূহে সর্ব্বত্র নরপতিরা কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলে স্বর্ণ আহরণের যুগ শেষ হইলে দেখা গেল স্পেন প্রকৃত প্রস্তাবে নিঃস্ব রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

বৈষয়িক ব্যাপারে অবহেলা

চতুর্থতঃ, উপনিবেশ হইতে প্রচুর ধনরত্ন আসায় জাতি হিসাবে স্পেনিসরা অতিরিক্ত বিলাসী ও কর্ম্মবিমুখ হইয়া পড়িয়াছিল। এই কর্ম্মবিমুখতার দৈন্য উত্তরকালের রোমানদের মত স্পেন-জাতির অনগ্রসরতা ও ক্রমাবনতির অন্যতম কারণ।

বিলাসী ও কর্ম্মবিমুখ

সপ্তম অধ্যায়

নেদারল্যাণ্ডস্-এর বিদ্রোহ : সংযুক্ত সাতটি প্রদেশের (হল্যাণ্ড) অভ্যুদয় (১৪৫৩-১৬৪৮)

ভূমিকা :—স্বাধীন হল্যাণ্ড-রাষ্ট্র বা ডাচজাতির অভ্যুদয় ইউরোপ ও পৃথিবীর ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই দেশের আয়তন ইংলণ্ডের মাত্র এক অষ্টমাংশ, লোকসংখ্যাও কয়েক লক্ষ মাত্র কিন্তু এই স্বল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা অধ্যুষিত উত্তর সাগরোপকূলবর্ত্তী দেশ কিভাবে অসাধারণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিল তাহার ইতিহাস বিস্ময়কর। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর ডাচজাতি* অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে, সুদূর প্রাচ্যে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, সিংহলে, ভারতবর্ষে এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জে সর্ব্বত্র বাণিজ্য-কেন্দ্র ও উপনিবেশ বিস্তার করে। ডাচ রিপাবলিক বা হল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্রের অভ্যুদয় ইংলণ্ডের পক্ষে শুভঙ্কর হইয়াছিল। হল্যাণ্ড প্রথমে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে একযোগে স্পেনের আধিপত্যের এবং পরে ফ্রান্সের আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এইভাবে প্রায় দুই শতাব্দীকাল ইউরোপের রাষ্ট্রীয় সমতা বা ব্যাল্যান্স অফ পাওয়ার রক্ষার কার্য্যে হল্যাণ্ডের প্রয়োজন অনিবার্য্য হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড পরস্পরের মধ্যে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্বানুবৃত্তি :—মোটামুটি বর্ত্তমান হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম রাষ্ট্র লইয়াই প্রাচীন নেদারল্যাণ্ডস্-রাজ্য গঠিত ছিল। মধ্যযুগে নেদারল্যাণ্ডস্ কয়েকটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাষ্ট্র ও স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রের সমষ্টি ছিল। এই সকল সামন্ত-রাষ্ট্র

*হল্যাণ্ডের অধিবাসী ডাচরা আমাদের দেশে ওলন্দাজ নামে পরিচিত। ওলন্দাজ শব্দ সম্ভবতঃ Hollandese শব্দ হইতে উদ্ভূত।

ডাচি বা কাউন্টি নামে অভিহিত হইত এবং ডিউক ও কাউন্টরা স্বাধীনভাবে এই সকল রাষ্ট্র শাসন করিতেন। মাঝে মাঝে ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর নরপতিরা সামন্ত প্রথার অধিকার অনুযায়ী এই সমস্ত রাষ্ট্রের উপর স্বত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেন। যাহা হৌক দীর্ঘকাল যাবৎ ইহারা এক প্রকার স্বাধীন ও বিচ্ছিন্নই ছিল। মধ্যযুগের শেষভাগে ফ্রান্সের রাজবংশের এক শাখা বার্গাণ্ডিবংশ বৈবাহিক সূত্রে নেদারল্যাণ্ডস্-এর কয়েকটি প্রদেশের মালিক হন এবং কয়েকজন বার্গাণ্ডি-র ডিউক সমস্ত বিচ্ছিন্ন প্রদেশগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা করেন। বার্গাণ্ডি-র ডিউক ফিলিপ দি গুড (১৪১৯-'৬৭)-এর সময়ে নেদারল্যাণ্ডস্-এর অধিকাংশ প্রদেশ সর্ব্বপ্রথম এক শাসনাধীনে আনীত হয়। বার্গাণ্ডিবংশের সর্ব্বশেষ ডিউক চার্লস দি বোল্ড উত্তর ও দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ড-কে সংহতি সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধি সমবায়ে 'ষ্টেটস্ জেনারেল' নামে এক প্রতিনিধি পরিষদের আহ্বান করেন। পরবর্ত্তী কালে শাসনের সুব্যবস্থার জন্য 'ষ্টেটস্ জেনারেল' রীতিমত আহূত হইত। ১৪৭৭ খৃঃ-এ চার্লস দি বোল্ড পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুর পরে কন্যা মেরী নেদারল্যাণ্ডস্-এর উত্তরাধিকারিণী হন। বলা বাহুল্য বার্গাণ্ডি-র ডাচি-র অধিকার এক সামন্ত প্রথার স্বত্ব অনুযায়ী ফ্রান্সের হস্তগত হয়। মেরী-র সঙ্গে জার্ম্মাণীর সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের বিবাহ হইলে উভয়ের পুত্র প্রথম ফিলিপ নেদারল্যাণ্ডস্-এর মালিক হন (১৪৯৪ খৃঃ)। ফিলিপ স্পেনের রাজকন্যা জোয়ানকে বিবাহ করেন। ১৫০৬ খৃঃ-এ ফিলিপের মৃত্যু হইলে পুত্র চার্লস নেদারল্যাণ্ডস্-এর উত্তরাধিকারী হন। ইনি পরবর্ত্তী কালে পিতামহ ম্যাক্সিমিলিয়ানের মৃত্যুর পর অষ্ট্রীয়ার ডিউক ও জার্ম্মাণীর সম্রাট এবং ফার্ডিনাণ্ড-ইসাবেলার মৃত্যুতে স্পেনের অধিপতি হন। চার্লস ইতিহাসে সম্রাট পঞ্চম চার্লস এই নামেই সমধিক খ্যাতি।

পঞ্চম চার্লসঃ—পঞ্চম চার্লস নেদারল্যাণ্ডস্-এর মালিক হইয়া বিচ্ছিন্ন প্রদেশগুলিকে সংহতিসম্পন্ন ও জার্ম্মান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে

সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা করিলেন। তাহার আমলে ষ্টেটস্ জেনারেল-এর অধিবেশন ঘন ঘন আহূত হইতে লাগিল; একটি কেন্দ্রীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল; বৈদেশিক নীতি, আর্থিক ব্যবস্থা এবং বিচার ও শাসনের সুব্যবস্থার জন্য তিনটি কেন্দ্রীয় পরিষদের সৃষ্টি হইল। নগরগুলির বিশেষ অধিকার খর্ব করা হইল এবং প্রত্যেক প্রদেশে সম্রাট কর্তৃক মনোনীত একজন করিয়া ষ্টাড্‌থ্‌হোল্ডার নিযুক্ত হইল। ষ্টাড্‌থ্‌হোল্ডার নামে প্রাদেশিক শাসনকর্তা হইলেও সামরিক বিভাগ ও বৈদেশিক ব্যাপারে যথেষ্ট কর্তৃত্ব করিতেন। চার্লস ১৪৭৭ খৃঃ-এ অরেঞ্জের যুবরাজ 'রেণে অফ্ স্থালন'কে হল্যাণ্ড, জিলাণ্ড এবং ইউট্রেক্ট-এর ষ্ট্যাড্‌থহোল্ডার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রেণের মৃত্যুর পর চার্লস ১৫৪৪ খৃঃ-এ নাসৌ-র উইলিয়মকে ষ্টাড্‌থ্‌হোল্ডার মনোনীত করিলেন। ইনি অরেঞ্জের উইলিয়ম নামে পরিচিত। উইলিয়ম পঞ্চম চার্লস ও তাহার পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপ উভয়েরই অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ দ্বিতীয় ফিলিপের অদূরদর্শী আচরণে উইলিয়ম দ্বিতীয় ফিলিপের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন।

নেদারল্যাণ্ডস্-কে সাম্রাজ্যের অধীন করার চেষ্টা করেন

দ্বিতীয় ফিলিপঃ—পঞ্চম চার্লস-এর মৃত্যুর পরে পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনের রাজা ও নেদারল্যাণ্ডস্-এর মালিক হন। তিনি নেদারল্যাণ্ডস্-কে সর্ব্বপ্রকারে স্পেনের অধীন সম্রাজ্যে পরিণত করার চেষ্টা করেন। স্পেনের শাসনবিধি, সামন্ত-প্রথা, স্পেনের ধর্ম্ম নেদারল্যাণ্ডস-এর প্রজাদের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করেন। নেদারল্যাণ্ডস্-এ ইতিপূর্ব্বেই প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের বিভিন্ন মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল এবং ডাচ-রা প্রটেষ্টণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ক্যাথলিক ধর্ম্মের সুযোগ্য মুখপাত্র ফিলিপ তাহার সাম্রাজ্যে কোথাও প্রটেষ্টাণ্ট মতবাদী প্রজা থাকিবে ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম দলন করিবার জন্য জেসুইট পাদ্রী ও ইনকুইজিসান নেদারল্যাণ্ডস্-এ

অদূরদর্শী আচরণে প্রজাগণ বিরক্ত

প্রেরিত হইল। ইহাদের অত্যাচারে প্রটেষ্টাণ্ট-দের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

কিন্তু ধর্ম্ম লইয়া নেদারল্যাণ্ডের সঙ্গে ফিলিপের বিরোধের সূত্রপাত হয় নাই। বিরোধ বাধিল নেদারল্যাণ্ডস্-এ অনুসৃত ফিলিপের শাসন-ক্ষমতাকে কেন্দ্র করিয়া। ১৫৫৯ খৃঃ-এ ফিলিপ শেষ-বারের মত নেদারল্যাণ্ডস্ পরিত্যাগ করিয়া স্পেনে প্রস্থান করিলেন—নেদারল্যাণ্ডস্-শাসনের ভার দিয়া গেলেন ভগিনী ডাচেস্ অফ্ পার্ম্মা মার্গারেট-কে। মার্গারেট আট বৎসর (১৫৫৯-৬৭) শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন। তাহার শাসনকালে গোলযোগের সূত্রপাত হইল। মার্গারেট ব্যক্তিগত ভাবে মোটামুটি খারাপ ছিলেন না, কিন্তু তাহার স্পেনিস কর্ম্মচারীদের অত্যাচারমূলক শাসনে লোকের মনে স্পেনের অধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব জাগ্রত হইল। অত্যাচারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অত্যধিক কর স্থাপন, স্থানীয় প্রথা ক্ষুণ্ণ করা—সর্ব্বোপরি দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের উপেক্ষা করিয়া বিদেশী লোকদিগকে রাজকার্য্যের উচ্চপদে নিয়োগ করা। এতদ্ব্যতীত ইনকুইজিসানের ফলে প্রটেষ্টাণ্টরা একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। অত্যধিক ক্যাথলিক প্রীতির বিরুদ্ধেও জনসাধারণ প্রতিবাদ জানাইতে লাগিল।

নেদারল্যাণ্ডস্ পরিত্যাগ

দেশবাসীর পক্ষ হইয়া দুইজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অরেঞ্জের উইলিয়ম ও এগমণ্ট অপরাপর অভিজাতদের সহযোগে স্পেনরাজের প্রতিনিধির নিকট দেশবাসীর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন (১৫৬৬খৃঃ)। তাহাদের অন্যতম দাবি ছিল 'ইনকুইজিসান' প্রত্যাহার করা। এই প্রতিবাদের মধ্যে বিদ্রোহের নামগন্ধও ছিল না। প্রতিবাদকারীদের অভিযোগ স্পেনরাজের বিরুদ্ধে ছিল না—তাহারা অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে নালিশ জানাইয়াছিল। স্পেনের প্রতিনিধি প্রতিবাদকারী-দিগের আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না—বরঞ্চ ভিক্ষুক বলিয়া তাহাদিগকে

প্রতিবাদ

উপহাস করিলেন। এই অবমাননায় দেশময় সক্রিয় প্রতিবাদ দেখা দিল। যাহারা রাজভক্ত ছিল তাহারাও স্পেনের বিরোধী হইল। জনসাধারণ অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া ক্যাথলিক চার্চ্চসমূহ আক্রমণ করিল এবং বহু চার্চ্চের দরজা-জানালা, মূর্ত্তি, উপাসনা-বেদী, ক্রশ ইত্যাদি নষ্ট করিয়া ফেলিল।

ফিলিপ এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়াও নরম হইলেন না, দেওয়ালের লেখন পাঠ করিতে পারিলেন না। ইনকুইজিসান প্রত্যাহার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার-নীতি ঘোষণা করিলেই জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইত। কিন্তু ক্যাথলিক ধর্ম্মের স্বয়ংসিদ্ধ রক্ষাকর্ত্তা ফিলিপ নতি স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। বিদ্রোহীদিগকে উত্তমরূপে শায়েস্তা করার জন্য তিনি সেনাপতি ডিউক অফ্ আল্‌ভা-কে নেদারল্যাণ্ডস্-এ প্রেরণ করিলেন (১৫৬৭ খৃঃ)। দশ সহস্র সৈন্য লইয়া আল্‌ভা উপস্থিত হইলেন এবং সহস্র সহস্র লোকের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া দেশময় রক্তের স্রোত বহাইয়া দিলেন। উইলিয়ম কোন মতে দেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন কিন্তু এগমণ্ট ধৃত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

ফিলিপের নিপীড়ন-নীতি অনুসরণ

আলভা

অতঃপর স্পেনিস শাসনের বিরোধী নেতারূপে উইলিয়ম স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু দেশবাসীর উপযুক্ত সমর্থন না পাইয়া তিনি সসৈন্যে আল্‌ভা-র নিকট পরাজিত হইলেন। কিন্তু উইলিয়ম এই পরাজয়েও ভগ্নোদ্যম হইলেন না, তিনি গোপনে দেশের সর্ব্বত্র বিদ্রোহ প্রচার করিয়া দেশকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আলভা-র অত্যাচারে দেশের সাধারণ শ্রেণী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। আলভা শতকরা দশ টাকা হিসাবে এক বিক্রয় কর প্রবর্ত্তন করেন (টেন্থ পেনী নামে পরিচিত)। ইহাতে বণিক শ্রেণী আলভা-র উপর অসন্তুষ্ট হয়। ১৫৭২ খৃঃ-এ একদল দেশপ্রেমিক ডাচ জলদস্যু অকস্মাৎ ব্রিল্লে সহর অধিকার করিয়া বসে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত

ইহাতে সমস্ত দেশময় উৎসাহের সঞ্চার হয়। হল্যাণ্ড ও জিল্যাণ্ড প্রদেশদ্বয় তথাকার স্পেনিস সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করে। সমগ্র দেশ উইলিয়মের নেতৃত্বে স্পেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা

উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। নিষ্ঠুরতা কিংবা বীরত্ব প্রদর্শনে উভয় পক্ষই সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিল। আলভা ছয় বৎসর ধরিয়া অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও বিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারিলেন না। অকৃতকার্য্য আলভা-কে স্পেনে ডাকিয়া পাঠানো হইল এবং আলভা-র স্থলে রিকুইসেন্স্ নেদারল্যাণ্ডের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। নব নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আসিয়াই জনসাধারণের প্রীতি অর্জ্জনের জন্য অত্যাচারমূলক বিধি প্রত্যাহার করিলেন, কিন্তু কিছুতেই দেশবাসীর বিশ্বাস লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি অসীম দক্ষতার সহিত বিদ্রোহ নিবারণ করিতে লাগিলেন ও বিদ্রোহীদের অধিকৃত লিডেন সহর পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। পরাজিত বিদ্রোহীরা পলায়নের পূর্ব্বে লিডন সহরের সমুদ্রতীরবর্ত্তী বাঁধ সমূহ কাটিয়া দিয়া সহরকে জলপ্লাবিত করিয়া রাখিয়া গেল। রিকুইসেনস্-এর অকস্মাৎ মৃত্যুতে (১৫৭৬ খৃঃ) বিদ্রোহীদের সুবিধা হইল। এযাবৎকাল মাত্র প্রটেষ্টাণ্ট প্রধান উত্তর অঞ্চলই বিদ্রোহীদের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। কিন্তু রিকুইসেনস-এর মৃত্যুতে নেতৃত্ববিহীন স্পেনিস সৈন্যদল যে ভাবে সর্ব্বত্র নিষ্ঠুর অত্যাচারমূলক কার্য্য করিতে লাগিল তাহাতে ক্যাথলিক প্রধান দক্ষিণাংশেরও রাজভক্তি বিচলিত হইল। ১৫৭৬ খৃঃ-এ উত্তর ও দক্ষিণের সতেরোটি প্রদেশ এক ঘোষণা বলে। (Pacification of Ghent, 1576) সম্মিলিতভাবে স্পেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উইলিয়ম* এই সংগ্রামের নেতা হইলেন।

Pacification of Ghent, 1576

*নেদারল্যাণ্ড-এর স্বাধীনতা-যুদ্ধের নায়ক অরেঞ্জের উইলিয়ম নীরব উইলিয়ম (William, the Silent) এই নামে সমধিক পরিচিত।

কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল সমগ্র নেদারল্যাণ্ডস্ শত্রুর বিরুদ্ধে একসঙ্গে অগ্রসর হইয়া আসিল না। আঞ্চলিক ও ধর্ম্মীয় ঈর্ষ্যা বিভেদ উত্তর ও দক্ষিণকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিল। রিকুইসেনস-এর পরবর্ত্তী দুইজন সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা অষ্ট্রীয়ার ডন জন এবং ডিউক অফ পার্ম্মা আলেকজাণ্ডার ফার্নিজ উভয় অঞ্চলের মধ্যে ধর্ম্মমতের পার্থক্যের সুযোগে উত্তর ও দক্ষিণকে পৃথক করিয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন। আলেকজাণ্ডার ফার্নিজ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়া ক্যাথলিক দক্ষিণকে স্পেনের অনুগত হইতে সম্মত করিলেন। উইলিয়ম স্বাধীনতা সংগ্রামের এই পরিণতি দেখিয়া অত্যন্ত নিরাশ হইলেন। অগত্যা তিনি দক্ষিণ-কে বাদ দিয়াই উত্তরের সাতটি প্রটেষ্টাণ্ট প্রদেশ (হল্যাণ্ড, জিল্যাণ্ড, ইউট্রেক্ট, গেল্ডারল্যাণ্ড, ওভারিসেল, গ্রানিন্‌জেন্ ও ফ্রিজল্যাণ্ড) লইয়া 'ইউনিয়ন অফ্ ইউট্রেক্ট' বা ইউট্রেক্টের যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিলেন (১৫৭৯ খৃঃ)। এই ইউনিয়নের বিধানসমূহ হইতেই 'ডাচ রিপাব্লিক' রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

উত্তর-দক্ষিণে মতভেদ

উত্তরাঞ্চলের ইউনিয়ন অফ্ ইউটে ক্ট, ১৫৭৯

এযাবৎকাল উইলিয়ম (দি সাইলেণ্ট)-ই একক প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত কিছু পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি এই সংগ্রামের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। কোন প্রকারে নেদারল্যাণ্ড এর বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিয়া ফিলিপ উইলিয়ম-কে পৃথিবী হইতে সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি উইলিয়ম কে 'আউট-ল' বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তাহার হত্যাকারীকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিবেন বলিয়া প্রচার করিলেন। বালথাসার জেরার্ড নামে জনৈক ধর্ম্মান্ধ ক্যাথলিক ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে উইলিয়মকে গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে উইলিয়মের মৃত্যুতে যথেষ্ট ক্ষতি হইল;

উইলিয়মের শোচনীয় মৃত্যু, ১৫৮৪

কেননা আলেকজাণ্ডার ফার্নিজ (ডিউক অফ পার্ম্মা) যুদ্ধের দ্বারা হল্যাণ্ড ও জিল্যাণ্ড প্রদেশদ্বয় ব্যতীত প্রায় সমগ্র দেশই বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে পুনরধিকার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীগণ ইহাতে যুদ্ধপ্রচেষ্টা মোটেই শিথিল করিল না। তাহারা উইলিয়মের সপ্তদশবর্ষীয় পুত্র মরিস্-কে সেনানায়ক করিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। মরিস সর্ব্ববিষয়ে পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন।

রাণী এলিজাবেথ কর্তৃক সাহায্য প্রেরণ

বিদ্রোহীদের এই দুঃসময়ে ইংলিশ প্রণালীর অপর পার হইতে সাহায্য আসিল। ইতিপূর্ব্বেই ইংলণ্ডের প্রটেষ্টাণ্টরা সমধর্ম্মী ডাচদিগকে অর্থ, সৈন্য ও সমরোপকরণ পাঠাইয়া সাহায্য করিয়া আসিয়াছিল। রাণী এলিজাবেথও গোপনে অর্থপ্রেরণ করিয়া উইলিয়মকে স্পেনের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন—প্রথমে প্রত্যক্ষভাবে স্পেনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন নাই। ১৫৮৫ খৃঃ-এ এলিজাবেথ প্রিয়পাত্র আর্ল অফ লিসেষ্টার কে একদল সৈন্যসহ ডাচদের সাহায্যার্থ প্রকাশ্যে প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্যদল জুটফেনের যুদ্ধে (১৫৮৬) অবতীর্ণ হয় এবং এই যুদ্ধেই স্যার ফিলিপ সিড্‌নী আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। বৃটিশ সৈন্যদলের আগমনের ফলে ডাচগণ প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ লাভবান হয় নাই সত্য কিন্তু এই যোগদানের জন্যই পরোক্ষতঃ ডাচ-দের স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর হইয়াছিল।

আর্ম্মাডা প্রেরণ

দ্বিতীয় ফিলিপ ইংলণ্ডের এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিবার জন্য ডাচ-দের ছাড়িয়া আপাততঃ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে রণসজ্জা করিলেন এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে 'আর্ম্মাডা' বা অজেয় নৌবহর প্রেরণ করিলেন (১৫৮৮ খৃঃ)।

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় ডাচদের সুবিধা

দুর্ভাগ্যক্রমে অজেয় নৌবহর পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পর বৎসর ফিলিপ ডাচ দিগকে সাহায্য করার জন্য ফ্রান্সের প্রটেষ্টাণ্ট হেনরী অফ্‌ নাভারে-র বিরুদ্ধেঅভিযান করিলেন। এই অভিযান দীর্ঘস্থায়ী (১৫৮৯-'৯৮) হইয়াছিল। এই সমস্ত ব্যাপারে লিপ্ত

থাকায় সাময়িকভাবে ডাচ-দের বিরুদ্ধে স্পেনের যুদ্ধব্যবস্থা একটু শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। ডাচ-রাও ইতিমধ্যে মরিস এর নেতৃত্বে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে এবং ক্রমশঃ একের পর আর একটি করিয়া স্পেনিস অধিকৃত স্থান দখল করিতে থাকে। দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁহার জীবিত অবস্থায় ডাচদের দমন করা বা তাহারের সঙ্গে সন্ধি করা—কোনটাই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ডাচদের ব্যাপার অনিশ্চিত রাখিয়া ফিলিপ পরলোক গমন করেন (১৫৯৮)।

তৃতীয় ফিলিপ :—তৃতীয় ফিলিপের সময়েও স্পেন ডাচদের স্বাধীনতার উদ্যমকে বিনষ্ট করিতে পারিল না। ডাচ-নাবিকগণ স্পেনের রণতরীসমূহকে হল্যাণ্ডের উপকূলভাগ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইল। অগত্যা তৃতীয় ফিলিপ সোজাসুজি ডাচদের স্বাধীনতা স্বীকার না করিয়া ১৬০৯ খৃঃ-এ ডাচদের সঙ্গে দ্বাদশ বৎসরের যুদ্ধবিরতি-র সন্ধি করিলেন। ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে ডাচদের স্বাতন্ত্র্যই স্বীকার করা হইল। এই সন্ধির সময় শেষ হইলে স্পেন পুনরায় ডাচদিগকে দমন করার জন্য চেষ্টা করিলেন। ইতিমধ্যে ত্রিংশ-বর্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে ডাচ-দিগকে দমন করা গেল না। যুদ্ধান্তে যখন ১৬৪৮ খৃঃ-এ ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি হইল তখন এই সন্ধির অন্যতম সর্ত্তরূপে ডাচদের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক সন্ধির দ্বারা ডাচ সাধারণতন্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করিল।

দ্বাদশ বৎসরের যুদ্ধ বিরতি, ১৬০৯

ওয়েষ্টফেলিয়া-র সন্ধি, ১৬৪৮ ডাচ-সাধারণতন্ত্র

ডাচদের জয়লাভের কারণ :—ইউরোপের তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘটনা-পরিবেশ ডাচদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল। রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক কারণে সেই সময়ে প্রটেষ্টাণ্ট ইংলণ্ড ক্যাথলিক স্পেনের মধ্যে যথেষ্ট বিরুদ্ধতার সৃষ্টি হইয়াছিল। ড্রেক, হকিন্স, ফ্রবিসার প্রভৃতি ইংলণ্ডের প্রখ্যাতিনামা

(১) ইংলণ্ডের সাহায্য

নাবিকগণ আটলাণ্টিক সাগরে স্পেনিস বাণিজ্যতরী সমূহ লুণ্ঠন করিয়া স্পেনের বহির্বাণিজ্য অচল করিয়া তুলিয়াছিল। তদুপরি ইংলণ্ড হইতে সৈনিক ও সমরোপকরণ আসিয়া ডাচদিগকে স্পেনের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিল। বলা বাহুল্য বৃটিশ রণতরীর অবস্থানের জন্যই জলপথে স্পেন ও নেদারল্যাণ্ডের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট বিঘ্নিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্যই ডাচদের বিরুদ্ধে স্পেন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। সর্ব্বশেষে ইংলণ্ডের প্রতি দ্বিতীয় ফিলিপের আক্রোশ এবং তাহার বিরুদ্ধে নৌ-বহর প্রেরণের জন্য ডাচদের বিরুদ্ধে আক্রমণ ব্যবস্থায় একটু শৈথিল্য আসে। এই সুযোগে ডাচরা নিজেদের অনুকূলে যুদ্ধের অবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হয়।

(২) ফ্রান্সের নিষ্ক্রিয়তা

দ্বিতীয়তঃ; ডাচরা স্বাধীনতা সমরে ফ্রান্সের সাহায্যও লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফ্রান্স ক্যাথলিক রাষ্ট্র হইলেও স্পেনের সঙ্গে হাত মিলাইয়া ডাচদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নাই। ফ্রান্সের প্রটেষ্টাণ্টধর্ম্মী বা হিউগিনোট-রা ডাচদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করে। উপরন্তু ইউরোপে রাজনৈতিক আধিপত্যকামী ফ্রান্স স্পেনের হতমান অবস্থা স্বীয় উন্নতির অনুকূল বলিয়াই মনে করিয়াছিল। হ্যাপস্‌-বার্গ-বংশের গর্ব্ব যাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় তাহাই ফ্রান্সের কামনা ছিল। ফ্রান্সের ডাচ-অনুকূলে নিরপেক্ষতা ডাচ-স্বাধীনতা যুদ্ধে রক্ষাকবচের কাজ করিয়াছিল।

(৩) ডাচজাতির স্বদেশ প্রেম

তৃতীয়তঃ, ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা ডাচদের অনুকূলে থাকিলেও ডাচ-জাতির দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতাস্পৃহা, কষ্টসহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ, জলযুদ্ধে শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্ব্বোপরি উইলিয়ম দি সাইলেণ্টের মত দূরদর্শী নেতৃত্ব না থাকিলে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

ডাচজাতির কৃতিত্ব ঃ—স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে ও স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ে ডাচরা কেবলমাত্র ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের

গৌরবের অধিকারী হয় নাই—বাণিজ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, উপনিবেশ বিস্তার প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যেও উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। আন্তর্জ্জাতিক আইনের প্রতিষ্ঠাতা হিউগো গ্রসিয়াস, দার্শনিক স্পিনোজা, চিত্রকর রেম-ব্রাণ্ড্ট ও ফ্রান্স হাল্‌স্ প্রভৃতি বহু গুণী ব্যক্তি এই সময়েই হল্যাণ্ডে থাকিয়া স্ব-স্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশেই ডাচ-উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সর্ব্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হয়। হল্যাণ্ডের আমষ্টার্ডম সহর লণ্ডনের মতই আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রে উন্নীত

অষ্টম অধ্যায়

ফ্রান্সের ইতিহাস (১৪৫৩—১৬৪৮)

ইটালীয় যুদ্ধ ঃ ধর্ম্মসংস্কার

প্রথম ফ্রান্সিস (১৫১৫-১৫৭৪) ঃ—ইটালীর অধিকার লইয়া ফ্রান্সের সহিত অষ্ট্রীয়া-স্পেনের দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ সমসাময়িক কালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রথম ফ্রান্সিসের বহু পূর্ব্বে অষ্টম চার্ল স-এর সময়ে ফ্রান্স কর্তৃক ইটালী অভিযানের সূত্রপাত হয় (১৪৯৪ খৃঃ)। কিন্তু অষ্টম চার্ল স ইটালীর ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। অতঃপর নরপতি দ্বাদশ লুই (১৪৯৮-১৫১৫)-এর সময়ে ফ্রান্স পুনরায় নবোদ্যমে ইটালী আক্রমণ করে এবং মিলান অধিকার করিয়া কিছুকালের জন্য উহা ফ্রান্সের আয়ত্তে রাখে। কিন্তু 'হোলি লীগ'-এর সংযুক্ত প্রতি-আক্রমণে দ্বাদশ লুই-কে মিলান-এর অধিকার ছাড়িয়া দিতে হয় (১৫১২)।

ইটালী অভিযান

ইটালীয় যুদ্ধ ঃ—প্রথম ফ্রান্সিস্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই পূর্ব্বগামীদের আরব্ধ ইটালী অভিযানে অগ্রসর হন। প্রথম ফ্রান্সিস্-এর নীতি ছিল—ফ্রান্সের অভ্যন্তরে রাজশক্তি সবল রাখা এবং ফ্রান্সের বাহিরে হ্যাপস্‌বংশীয়গণশাসিত অষ্ট্রীয়া-স্পেনের আধিপত্য যে কোন প্রকারে খর্ব্ব করা। এই সময়ে অষ্ট্রীয়া ও স্পেনের সিংহাসনে সম্রাট পঞ্চম চার্ল স উপবিষ্ট ছিলেন। উত্তর, পূর্ব্ব-দক্ষিণ এবং পশ্চিম-দক্ষিণ সমস্ত দিক দিয়া ফ্রান্স হ্যাপসবার্গ অধিকৃত ভূখণ্ডের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ইত্যবস্থায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ফ্রান্সের পক্ষে হ্যাপসবার্গদের সঙ্গে বৈরিতার সৃষ্টি হইয়াছিল। ফ্রান্সিস মিলান-এর ডাচির উপর ফ্রান্সের দাবি উত্থাপন করিয়া ইটালীতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সম্রাট

উদ্দেশ্য হ্যাপসবার্গ-ক্ষমতা খর্ব্ব করা

(১) প্রথম যুগ ১৫২০-২৬

পঞ্চম চার্লস স্পেন, জার্মাণী এবং সর্ব্বোপরি অটোম্যান তুর্কীদের সম্ভাব্য আক্রমণ ইত্যাদি বিবিধ ব্যাপারে অত্যধিক বিব্রত ছিলেন। ইত্যবস্থায় ফ্রান্সের ইটালী অভিযানের বিরুদ্ধে প্রথম দিকে তিনি আশানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিলেন না। কাজেই ফ্রান্সিস অল্পায়াসেই ম্যারিগনানো-র যুদ্ধে (১৫১৫) মিলানের ডিউকের সুইস-বেতনভোগী সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া মিলান অধিকার করিলেন। কিন্তু এই বিজয়গৌরব বেশী দিন স্থায়ী হইল না। সম্রাট জার্ম্মাণীর গণ্ডগোল মিটাইয়া ফ্রান্সিস-কে মিলান হইতে বিতাড়িত করার ব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন। ১৫২৫ খৃঃ-এ চার্লস-এর সৈন্য ফরাসী-দিগকে পাভিয়া-র যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত করিল। এই যুদ্ধে ফরাসী নরপতি ফ্রান্সিস বন্দী হন ও সেই বন্দী অবস্থায় মাদ্রিদে নীত হন। চার্লস অত্যন্ত অপমানজনক সর্ত্ত গ্রহণের বিনিময়ে ফ্রান্সিস-কে মুক্তিপ্রদান করেন (১৫২৬)।

ম্যারিগনানো-র যুদ্ধ, ১৫১৫ ফ্রান্সের জয়

পাভিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়, ১৫২৫

মুক্ত হইয়া ফ্রান্সিস উক্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া এবং পোপ ও ইংলণ্ডের নরপতি অষ্টম হেনরীর সঙ্গে মৈত্রীযুক্ত হইয়া স্বীয় শক্তিবৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অষ্টম হেনরী ফ্রান্সকে মোটেই সাহায্য করিলেন না। ১৫২৭ খৃঃ-এ চার্লসের সৈন্যবাহিনী ইটালীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পোপের আবাস-নগর রোম অধিকার করিয়া আট দিন ধরিয়া রোম লুণ্ঠন করিল। চার্লস-এর বিক্রমে পোপ ও প্রথম ফ্রান্সিস সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ১৫২৯ খৃঃ-এ ক্যাম্ব্রে-র সন্ধি অনুসারে ফ্রান্সিস মিলান-এর উপর চার্লস-এর আধিপত্য স্বীকার করিলেন। পর বৎসর পোপ চার্লস-কে বোলোগনা-তে সম্রাটপদে অভিষিক্ত করিলেন। আপাততঃ ফ্রান্সিস-কে ইটালীর ব্যাপারে সম্রাটের আধিপত্য মানিয়া লইতে হইল।

(২) দ্বিতীয় যুগ ১৫২৬-২৯

ক্যাম্ব্রে-র সন্ধি ১৫২৯

কিন্তু ফ্রান্সিস ক্যাম্ব্রে-র সন্ধি স্থায়ীভাবে মানিয়া লইবার পাত্র ছিলেন না; মিলান পুনরধিকার করার জন্য পুনরায় প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

(৩) তৃতীয় যুগ, ১৫৩৬-৩৮
১৫৩৬ খৃঃ-এ পুনরায়
ইটালী অভিযান

সম্রাটের বিরুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য তিনি ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট মৈত্রী প্রার্থনা করিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ডেনমার্ক, সুইডেন, জার্ম্মাণীর রাজন্যবর্গ ও মোসলেম তুর্কীদের সঙ্গে মৈত্রীযুক্ত হইলেন। ১৫৩৫ খৃঃ-এ মিলান-এর ডিউক সফোরজা বংশীয় ফ্রান্সিস্কো পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুর পর এই বংশের কোন সাক্ষাৎ পুরুষ বংশধর রহিল না। সামন্ত-প্রথানুযায়ী অতঃপর মিলান ফ্রান্সের রাজবংশের হস্তে অপবর্ত্তিত হওয়ার কথা। ফ্রান্সিস এই সুযোগে মিলান দাবি করিয়া ইটালী অভিযান করিলেন। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। তুরস্করাজ সুলেমান এই যাত্রায় ফ্রান্সিস্-এর সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হইয়া সম্রাটকে বিব্রত করার জন্য হাঙ্গারী আক্রমণ করিয়াছিলেন। দুই বৎসর বাদে উভয় পক্ষের মধ্যে দশ

নাইস-এর
যুদ্ধবিরতি, ১৫৩৮

বৎসরের যুদ্ধ বিরতি স্বাক্ষরিত হয় (নাইস-এর যুদ্ধ-বিরতি, ১৫৩৮)। এই বিরতি দ্বারা ক্যাম্ব্রের সন্ধি পুনরনুমোদিত হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্সিস-এর বিশেষ লাভ হইয়াছিল। স্যাভয় ও পীডমণ্ট ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়।

কিন্তু নাইস-এর যুদ্ধবিরতি স্থায়ী হয় নাই। ফ্রান্সিস্ কোনক্রমেই ইটালীর উপর ফ্রান্সের দাবি পরিত্যাগ করিলেন না। সম্রাট চার্লস যখন

(৪) চতুর্থ যুগ ১৫৪২-'৪৪

জার্ম্মাণীর ধর্ম্মবিরোধ নিবারণে ব্যস্ত এবং মুসলমান শক্তির আক্রমণে বিব্রত তখন ফ্রান্সিস্ এক অজুহাতে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ইটালী অভিযানের জন্য ফরাসী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই অভিযানও দুই বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। এইবার সম্রাট চার্লস ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেনরী এবং জার্ম্মাণীর রাজন্যবৃন্দের সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন; কাজেই ফ্রান্সিস্ তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে

তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন ; সুতরাং ইটালী হইতে কোন ভূ-খণ্ড লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া ক্রেস্‌পি-র সন্ধি (১৫৪৪ খৃঃ)-তে সম্মত হইলেন। ফ্রান্সকে স্যাভয় ও পীডমণ্ট ছাড়িয়া দিবেন এবং উভয়ে একত্রিত হইয়া তুর্ক-মুসলমানের আক্রমণ হইতে খৃষ্ট-জগৎ রক্ষা করিবেন ইহা স্থির হইল। কিন্তু পরবর্তী কালে এই সন্ধি কার্য্যে অনুসৃত হয় নাই। কোন এক অজুহাতে ফ্রান্সিস্ স্যাভয় ও পীডমণ্টের অধিকার পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন।

ক্রেস্‌পির সন্ধি, ১৫৪৪

অতঃপর দ্বিতীয় হেনরী ফ্রান্সের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই সময় হইতে পরবর্তী একবৎসর কাল ফ্রান্স হ্যাপ্‌সবার্গ প্রতিপত্তি ধ্বংস করার জন্য হ্যাপ্‌সবার্গ-শাসিত দেশসমূহের ক্যাথলিক-প্রটেষ্টাণ্ট বিরোধের সঙ্গে নিজেকে লিপ্ত করিয়া সর্ব্বত্র প্রটেষ্টাণ্টদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিয়া আসিতে লাগিলেন। ফ্রান্স স্বয়ং ক্যাথলিক রাষ্ট্র, স্বদেশে প্রটেষ্টাণ্টগণ রাষ্ট্রের দ্বারা নির্য্যাতিত ; অথচ রাষ্ট্রনৈতিক কারণে বিদেশে প্রটেষ্টাণ্টরা সর্ব্বত্র ফ্রান্সকর্ত্তৃক সমর্থিত হইল। ফ্রান্সের পঞ্চম ইটালীয় যুদ্ধ দ্বিতীয় হেনরীর সময়ে হয়। ভউসেলিস্-এর সন্ধিতে (Treaty of Voucelles, 1556) এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়। ফ্রান্স এই সন্ধির বলে মেটজ, টুল ও ভার্দ্দুন—সীমান্তস্থিত এই তিনটি বিশপাধিকৃত স্থান প্রাপ্ত হয়। ইহাতে ফ্রান্সের সীমান্তরক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ় হওয়ার সুবিধা হয়।

(৫) পঞ্চম যুগ, ১৫৫২-'৫৬

ভাউসেলিস্-এর সন্ধি, ১৫৫৬

ইতিমধ্যে পঞ্চম চার্লস পুত্র ফিলিপ-কে স্পেনের সিংহাসন প্রদান করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। স্পেন-রাজ দ্বিতীয় ফিলিপ-এর সঙ্গে ফরাসী নরপতির শেষ পর্য্যায়ের ইটালীয় যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দ্বিতীয় ফিলিপ তাহার স্ত্রী ইংলণ্ডেশ্বরী মেরীকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু মিলিত স্পেন

(৬) ষষ্ঠ যুগ ১৫৫৬-'৫৯

ও ইংলণ্ডের সৈন্যদল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না। বরঞ্চ এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের ক্ষতিই হইয়াছিল। ফ্রান্সের সৈন্যদল ফ্রান্সে ইংলণ্ডের শেষ অধিকৃত স্থান ক্যালে কাড়িয়া লয়।

ক্যাটিও ক্যাম্ব্রেসিস-এর সন্ধি, ১৫৫৯

১৫৫৯ খৃঃ-এ অনুষ্ঠিত *ক্যাটিও-ক্যাম্ব্রেসিস্-এর সন্ধিতে হ্যাপ্সবার্গদের সঙ্গে ফ্রান্সের অর্দ্ধশতাব্দীর বিরোধের পরিসমাপ্তি হয়। ফ্রান্স স্যাভয় ও পীডমণ্টের অধিকার ও ইটালীর উপর সমস্ত দাবি-দাওয়া পরিত্যাগ করে। ফ্রান্স মাত্র উপরোক্ত তিনটি বিশপাধিকৃত স্থানের স্থায়ী মালিকানা লাভ করে। লম্বার্ডি ও নেপলস স্পেনের আয়ত্তে থাকিবে বলিয়া স্থির হয়। উভয় পক্ষে দুইটি বিবাহ-অনুষ্ঠানের দ্বারা সন্ধির সর্ত্ত স্থায়ী করার ব্যবস্থা হয়।

ইটালীয় যুদ্ধের ফলাফল ঃ—অর্দ্ধ-শতাব্দীর অধিককাল হ্যাপ্সবার্গ বংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ফ্রান্স বিশেষ কিছু লাভবান্ হইয়াছিল কিনা সন্দেহ।

ফ্রান্সের ভৌমিক লাভ সামান্য

ফ্রান্সের স্থায়ী লাভের মধ্যে হইয়াছিল—ক্যালে-র পুনরধিকার এবং তিনটি বিশপাধিকৃত সহরের প্রাপ্তিযোগ। উপরন্তু সাময়িকভাবে ফ্রান্স হ্যাপ্স-বার্গ বংশের (স্পেন ও অষ্ট্রীয়ার) সর্ব্বগ্রাসী আধিপত্যের সম্ভাবনা হইতে ইউরোপকে রক্ষা করিয়াছিল।

ক্ষতি

কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে ইটালীয় যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের ক্ষতিই হইয়াছিল বেশী। ইটালীয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া যদি ফ্রান্স সীমান্ত সন্নিহিত রুসিলন ও ফ্রান্স-কম্‌টে অধিকারের এবং রাইন নদী বরাবর আপনা সীমানা প্রসারিত করার

*Effects of the Treaty of Cateau Cambresis :—"For Europe at large the Treaty of Cateau Cambresis was an important landmark. The threat of a Hapsburg hegemony was scotched, it was killed in the Armada fight. Half a century of wars, primarily dynastic in origin, was closed ; during the next hundred years religion was the main cause of strife."

চেষ্টা করিত তাহা হইলে সম্ভবতঃ হ্যাপ্‌সবার্গদিগকে সংযত করা যাইত; অধিকন্তু ফ্রান্সের সীমান্ত ব্যবস্থাও সুরক্ষিত হইতে পারিত।

ধর্ম্ম-সংস্কার আন্দোলনের জয়ে সাহায্য করিল

হ্যাপ্‌সবার্গ-বংশকে ইটালীর যুদ্ধের দ্বারা ব্যাপৃত রাখিয়া ফ্রান্স জার্ম্মাণীর ধর্ম্ম-সংস্কার-আন্দোলনের অবাধ জয়ে পরোক্ষ সাহায্য করিল, তুর্কীদিগকে হাঙ্গারী পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়ার সুযোগ করিয়া দিল—স্বদেশে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের বিস্তার হইল এবং সর্ব্বোপরি ফ্রান্সের অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে সামরিক মনোভাবের সৃষ্টি করিয়া ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ ধর্ম্মযুদ্ধের নিষ্ঠুরতার পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

ইটালীর যুদ্ধে লিপ্ত থাকার জন্য ফ্রান্স দীর্ঘকাল স্বদেশের শাসনব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। যুদ্ধের ফলে রাজকোষ

ফ্রান্সের ঘরোয়া বহু সমস্যার উদয় হইয়াছিল

ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং দেশে রাজনৈতিক দলাদলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই রাজনৈতিক দলাদলি ফ্রান্সের ধর্ম্মসংস্কার সংক্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহকে দীর্ঘস্থায়ী করিয়াছিল। এই সমস্ত ঘরোয়া সমস্যায় লিপ্ত থাকার জন্য চতুর্থ হেনরির সিংহাসনারোহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফ্রান্স ইউরোপীয় রাজনীতিতে স্বীয় স্বাভাবিক মর্য্যাদা অনুযায়ী উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই।

ফ্রান্সের ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনঃ—ইউরোপের অপরাপর দেশের ন্যায় রেনেসাঁ-র ফলেই ফরাসী জাতির মনে চার্চ্চ ও রাষ্ট্রবিধির সংস্কারের

প্রথম ফ্রান্সিসের সময়ে আরম্ভ হয়

কথা উদিত হয়। মার্টিন লুথারের ধর্ম্ম-সংস্কারমূলক আন্দোলনের দ্বারা ফ্রান্স মোটেই চালিত হয় নাই। ফ্রান্সেরই কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তি এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকেন এবং লুথারের সমকালেই ফরাসী জাতির মধ্যে ধর্ম্মের গ্লানি দূর করার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেন। এই সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে লেফেবার (Lefebre)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সের

নরপতি প্রথম ফ্রান্সিস ফ্রান্সের ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনকে নগণ্য বলিয়া প্রথমে উপেক্ষা করিলেন। কিন্তু ১৫২৫ খৃঃ-এ পাভিয়ার যুদ্ধে সম্রাটের হস্তে পরাজিত হওয়ার পর ফ্রান্সিস্ স্বীয় শক্তিবৃদ্ধির জন্য পোপ ও ফ্রান্সের ক্যাথলিক প্রজাবর্গের সহযোগিতার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করিয়া ইহাদের মনস্তুষ্টির জন্যই প্রটেষ্টাণ্ট আন্দোলনকারীদিগকে নির্য্যাতন করার নীতি গ্রহণ করিলেন। তাহার সময়েই প্রথম প্রটেষ্টাণ্ট 'বিধর্ম্মী' অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বলা বাহুল্য ফ্রান্সিস তেমন উগ্রপন্থী ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন না বলিয়া তাহার সময়ে প্রটেষ্টাণ্ট দলন কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।

ফ্রান্সিসের পরবর্ত্তী নৃপতি দ্বিতীয় হেনরীর (১৫৪৭-৫৯) সময়ে প্রটেষ্টাণ্টদের বিরুদ্ধে রাজকীয় শক্তি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রযুক্ত হয়।

দ্বিতীয় হেনরীর সময়ে উৎকটভাবে প্রটেষ্টাণ্ট দলন অনুসৃত

এই সময়ে প্রটেষ্টাণ্ট বিরোধী অসংখ্য আইন রচিত হয় এবং তাহার সাহায্যে অসংখ্য প্রটেষ্টাণ্টকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু দমননীতির দ্বারা প্রটেষ্টাণ্ট মতের প্রসার কিছুতেই বন্ধ করা গেল না; বরঞ্চ ধর্ম্মের জন্য প্রাণোৎসর্গকারী শহীদের দৃষ্টান্তে অধিক-সংখ্যক দেশবাসী প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মে আস্থাবান্ হইতে লাগিল। এই পর্য্যন্ত ফ্রান্সের প্রটেষ্টাণ্টরা মাত্র ধর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় হেনরীর মৃত্যুর পর ফ্রান্সে যে রাজনৈতিক বিপর্য্যয় আরম্ভ হইল তাহাতে প্রটেষ্টাণ্টগণ রাজনীতি-তে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিল না।

রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম্মনীতি বিজড়িত হইল

ক্ষমতাভিলাষী বহু ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য রাজনীতির মধ্যে ধর্ম্মনীতি আনিয়া ফেলিল। ইহাতে প্রটেষ্টাণ্ট সমর্থকদলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল সত্য কিন্তু ফ্রান্স ক্যাথলিক-প্রটেষ্টাণ্ট সঙ্ঘর্ষের ফলে অশান্তির লীলানিকেতন হইয়া দাঁড়াইল।

ফ্রান্সে রাজনৈতিক অশান্তিঃ—১৫৫৯ খৃঃ-এ দ্বিতীয় হেনরী পরলোকগমন করেন। তাহার ষোড়শবর্ষীয় পুত্র দ্বিতীয় ফ্রান্সিস ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু নাবালক ও দুর্ব্বল বলিয়া রাজ্যশাসন করিবার কোন ক্ষমতা তাহার ছিল না। দ্বিতীয় ফ্রান্সিস স্কটল্যাণ্ডের রাজকুমারী মেরীকে (ইনি স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী নামে পরিচিত; পরবর্ত্তী কালে এলিজাবেথের সময় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন) বিবাহ করেন। অল্পবয়স্কা ও অনভিজ্ঞা বলিয়া মেরীর পক্ষেও শাসন করা সম্ভব ছিল না। ফলে রাজ্যের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা মেরীর দুই খুল্লতাত—ফ্রান্সের গাইজবংশের ফ্রান্সিস ও লোবেইন নামক দুইজন সম্ভ্রান্তব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। কিন্তু গাইজদের এই প্রতিপত্তিতে ফ্রান্সের দুইটি দল বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হইল—তাহারা নিজেদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল বলিয়া মনে করিল। প্রথম দলের নেত্রী ছিলেন রাজমাতা ক্যাথারাইন দি মেডিচি। ইনি ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত মেডিচিবংশীয়া ছিলেন। তিনি উচ্চাভিলাষিণী ও রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিসম্পন্না নারী ছিলেন। স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি বিবেক-বিচারকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু গাইজদের ক্ষমতার সর্ব্বাপেক্ষা বিরোধী দল ছিল—বুরবোঁবংশীয়েরা। বুরবোঁ-বংশ ফরাসী-রাজবংশেরই অন্যতম শাখা—এই হিসাবে দেশের শাসনব্যবস্থায় তাহাদের কর্ত্তৃত্ব থাকার কথা ছিল সর্ব্বাগ্রে। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হইল। বুরবোঁ দলের নেতা ছিলেন দুইজন—নাভারে-র রাজা এণ্টনী ও কণ্ডির যুবরাজ লুই। বুরবোঁ দল এইভাবে ক্ষমতাবঞ্চিত হইয়া ফ্রান্সের রাজশক্তির বিরোধী সমস্ত দলকে একত্রিত করিয়া একটা গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করিল। উপরোক্ত দুইদল ব্যতীত রাজশক্তির বিরোধী ছিল

দ্বিতীয় হেনরীর মৃত্যুর পর শাসন ক্ষমতা লইয়া বিরোধ

গাইজবংশ

ক্যাথারাইন দি মেডিচি

বুরবোঁ বংশ

ফ্রান্সের নির্য্যাতিত প্রটেষ্টাণ্টগণ। ইহারা হিউগিনোট নামেই পরিচিত ছিল। বুরবোঁদল হিউগিনোট্‌দের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করিল এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাদের বিশ্বাস ও সাহায্য অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে বুরবোঁ দলের অধিকাংশ অভিজাত প্রটেষ্টাণ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। বলা বাহুল্য ধর্ম্মে আগ্রহ অপেক্ষা ইহাদের স্বার্থসিদ্ধিই এক্ষেত্রে প্রবল ছিল। তবে হিউগিনোটদের মধ্যে যথার্থ শক্তিমান্ ও শত্রুমিত্র সকলের শ্রদ্ধাভাজন একজন নেতা ছিলেন; তাঁহার নাম কলিগনি। ইনি উচ্চবংশোদ্ভব ছিলেন এবং তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না।

গৃহযুদ্ধ আসন্ন

এইভাবে ফ্রান্স প্রকৃত ক্ষমতাভোগী গাইজ দল, ক্ষমতাবঞ্চিত ক্ষুব্ধ রাজমাতা ক্যাথারাইন দি মেডিচি-র দল ও বুরবোঁ দল এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য নির্য্যাতিত হিউগিনোট দল এই চতুষ্কোণ সঙ্ঘর্ষের উপযুক্ত ক্ষেত্র হইয়া রহিল। আসন্ন গৃহযুদ্ধে জন্য সকল পক্ষই উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিল।

প্রথমপর্ব্ব ১৫৬২-৭০

ধর্ম্ম উপলক্ষ্য করিয়া গৃহযুদ্ধের প্রথম পর্ব্ব:—ইতিমধ্যে দুর্ব্বল ও রুগ্ন নরপতি দ্বিতীয় ফ্রান্সিস ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে গতাসু হইলেন। রাণী মেরী ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া স্কটল্যাণ্ডে প্রস্থান করিলেন কাজেই তাহার খুল্লতাতবংশ গাইজদের প্রভাব প্রতিপত্তিও অকস্মাৎ লুপ্ত হইয়া গেল। ফ্রান্সিসের ভ্রাতা দশমবর্ষীয় নবম চার্লস নূতন নরপতি বলিয়া ঘোষিত হইলেন। রাজমাতা ক্যাথারাইন নাবালক পুত্রের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এতদিনে তাহার উচ্চাশা পূর্ণ হইল। কিন্তু তাহাকেও গাইজ এবং বুরবোঁ এই দুইদলের বিপক্ষতার সম্মুখীন হইতে হইল। ক্যাথারাইন উভয় দলকে সন্তুষ্ট করার জন্য মধ্যপন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি হিউগিনোটদের সমর্থন লাভের জন্য এক রাজকীয় ঘোষণাপত্রের দ্বারা তাহাদের ধর্ম্মবিষয়ে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহার এই

ঘোষণায় প্রটেষ্টাণ্ট বা ক্যাথলিক কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হইল না। ক্যাথলিক রাষ্ট্র ফ্রান্সে 'বিধর্ম্মী'-রা কোন সুবিধা পাইবে ইহা ক্যাথলিকরা মানিতে প্রস্তুত হইল না; পক্ষান্তরে আংশিক ধর্ম্মীয় অধিকারে প্রটেষ্টাণ্টদের মন উঠিল না। ক্যাথারাইনের মধ্যম পন্থা দুইদলের মধ্যে আক্রোশ ও তীব্রতা বর্দ্ধিত করিল মাত্র। ১৫৬২ খৃঃ-এ 'ভাসি-র হত্যাকাণ্ড' উপলক্ষ্য করিয়া দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ঘটনাটি এই—একদা গাইজের ডিউক কতিপয় সশস্ত্র অনুচরসহ ভাসি অতিক্রম করিতেছিলেন। তথায় উপাসনার জন্য সমবেত একদল হিউগিনোটের সঙ্গে ডিউকের দলের লোকজনের বাদানুবাদ হয়। ডিউকের দলীয় অনুচরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে চল্লিশজন হিউগিনোটকে হত্যা এবং আরও কয়েকজনকে আহত করিয়া প্রস্থান করে। এই নৃশংস ঘটনায় প্রটেষ্টাণ্টগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হয় কিন্তু তাহাদের উত্তেজনা চরমে উঠিল—যখন তাহারা দেখিল ক্যাথারাইন অপরাধী ডিউকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন না। প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষের নেতৃদ্বয় কণ্ডি ও কলিগনি তৎক্ষণাৎ ক্যাথলিক ও রাজবংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এইভাবে ফ্রান্সের ধর্ম্ম লইয়া গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম পর্য্যায়ে এই গৃহযুদ্ধ আটবৎসর (১৫৬২-৭০) চলিয়া অবশেষে ১৫৭০ খৃঃ-এর সেণ্ট জার্ম্মাণের সন্ধিতে নিবৃত্ত হয়। এই সন্ধিতে প্রটেষ্টাণ্ট-দিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা প্রদত্ত হয়।

সেণ্ট-জার্ম্মাণের সন্ধি, ১৫৭০

মধ্যবর্ত্তী সময়ের ঘটনাবলী:—বলা বাহুল্য প্রথম পর্য্যায়ের গৃহযুদ্ধে উভয় পক্ষের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ নিহত হইয়াছিলেন। নাভারে-র এণ্টনি যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তিনি প্রটেষ্টাণ্টদের হস্তেই নিহত হন। এতদ্ব্যতীত গাইজের ডিউক ও কণ্ডি ইহারাও নিহত ছিলেন। প্রটেষ্টাণ্টপক্ষের নেতৃত্বে নাভারে-র হেনরীর যুবক পুত্র

নূতন রাজার সঙ্গে প্রটেষ্টাণ্টদের আপোষ

হেনরীর হাতে আসিল; প্রকৃত ক্ষমতা রহিল কলিগ্‌নি-র হাতে। উগ্রপন্থী নেতাদের মৃত্যুতে দুইদলের মধ্যে আপোষের সম্ভাবনা দেখা দিল।

এই আট বৎসরের গৃহযুদ্ধে অকারণ রক্তক্ষয়ে উভয়পক্ষের নেতৃবৃন্দ আপোষরফা করিয়া ফ্রান্সের রাজনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। নরপতি চার্লস ইতিমধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনিই বর্তমানে মাতা ক্যাথারাইনের পরিবর্তে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী ছিলেন; প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষে কলিগনিও আপোষের পক্ষপাতী ছিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে স্থায়ী মিত্রতার কথাবার্তা হইল। চার্লস এই মিলনকে সুদৃঢ় করার জন্য স্বীয় ভগ্নী মার্গারেট-এর সঙ্গে নাভারে-র হেনরীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ১৫৭২ খৃঃ-র ১৮ই আগষ্ট বিবাহের দিন স্থির হইল। বিবাহ দিবসে অগণিত হিউগিনোট বিবাহের আনন্দ উৎসবে যোগদান করার জন্য প্যারিসে সমবেত হইল।

এই বিবাহের দ্বারা ফ্রান্সের প্রটেষ্টাণ্ট মতের জয়ের সূচনা হইল। প্রটেষ্টাণ্ট নেতা কলিগনি সকলের শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করিলেন। কিন্তু বর্তমানে ক্ষমতাচ্যুত গাইজের দল ও তাহাদের সমর্থক উগ্র ক্যাথলিকপন্থীরা প্রটেষ্টাণ্টদের সঙ্গে মিলন এবং তাহাদিগকে অধিকার প্রদানের ব্যাপারটা মোটেই সমর্থন করিতে পারিল না। এই উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিলেন ক্যাথারাইন ডি মেডিচি। ইনি যে হিউগিনোটদের অপেক্ষা গাইজদিগকে বেশী পছন্দ করিতেন তাহা নহে। কিন্তু চার্লস-কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণের ফলে এবং প্রটেষ্টাণ্টদের সঙ্গে আপোষ হওয়ার জন্য ক্যাথারাইনের প্রভাব প্রতিপত্তি বিলুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে রাজার অন্তরঙ্গ পরামর্শদাতা হইয়া উঠিয়াছিলেন প্রটেষ্টাণ্ট কলিগনি। এই ব্যক্তিকে সরাইতে পারিলেই ক্যাথারাইনের পূর্ব্ব ক্ষমতা ফিরিয়া আসিবে

কিন্তু বিরোধীপক্ষ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইল

ইহা মনে করিয়া তিনি গাইজদের সঙ্গে যোগদান এবং কলিগনি-কে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ইহাদের গুপ্ত আক্রমণে কলিগনি নিহত না হইয়া আহত মাত্র হইলেন। এই সংবাদে নরপতি চার্লস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কলিগনির উপর আক্রমণকারীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন এবং তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

চার্লস-এর এই সঙ্কল্পে গাইজের দল ও ক্যাথারাইন ভীত হইয়া পড়িলেন। এই হুস্কৃতি চাপা দিবার জন্য এবং চার্লস-এর প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা ব্যর্থ করার জন্য পূর্ব্বাহ্লেই একটি তাহারা ভীষণ রকমের নারকীয় লীলা অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্র করিলেন; এই নারকীয় অনুষ্ঠান সেণ্ট বার্থালোমিও-র হত্যাকাণ্ড নামে খ্যাত (১৫৭২)। এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিলেন দুরাত্মা ডিউক অফ্ গাইজ-এর দল ও ক্যাথারাইন এবং ইহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল ধর্ম্মোন্মাদ প্যারিসের ক্যাথলিক নাগরিকগণ। ইহাদের আক্রমণের লক্ষ্য হইল নিরীহ প্রটেষ্টাণ্টগণ। বলা বাহুল্য এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে ইউরোপের ক্যাথলিকদের কোন সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল না। নিছক দলগত প্রতিপত্তি সিদ্ধির জন্যই অনুষ্ঠাতৃগণ এই হত্যাকাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজা চার্লস যে এই ঘটনার আভাস পূর্ব্বে পান নাই তাহা নহে, তবে দুর্ব্বলমনা চার্লসকে সম্ভবতঃ স্তোকবাক্য দিয়া বা ভয় দেখাইয়া একেবারে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখা হইয়াছিল।

সেণ্ট বার্থালোমিউ-র হত্যাকাণ্ড ১৫৭২

১৫৭২ খৃঃ-র ২৪শে আগষ্ট রবিবার 'সেণ্ট বার্থালোমিউ' দিবসে প্রাতঃকালে প্যারিসের সমস্ত গীর্জ্জা হইতে ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা সমস্ত ক্যাথলিককে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য আহ্বান করা হইল। পূর্ব্বেই প্রটেষ্টাণ্টদের বাড়ীগুলি খড়িদ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। সঙ্কেতবিধান শ্রবণ করামাত্রই ক্যাথলিক-রা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে স্ব-স্ব গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অসতর্ক প্রটেষ্টাণ্টদের আবাস গৃহসমূহ পরিবেষ্টন করিয়া তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে

হত্যা করিতে লাগিল। আক্রমণের প্রথম দিকেই কলিগনি উন্মত্ত ক্যাথলিকদের হাতে নিহত হইলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীর হত্যাকার্য্য স্বয়ং ডিউক অফ গাইজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইল। সমস্ত দিন ও রাত্রি ধরিয়া ধর্ম্মান্ধ ক্যাথলিক জনতা নির্ব্বিচারে প্রটেষ্টাণ্টদিগকে হত্যা করিল। কেবল মাত্র প্যারিসে নহে, ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশেও প্যারিসের দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইল। নাভারের হেনরি সাময়িকভাবে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। এই ধর্ম্মান্ধতার ফলে প্যারিসের দুই হাজার এবং ফ্রান্সের অন্যত্র আটহাজার প্রটেষ্টাণ্টকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে দুঃখ প্রকাশ করা দূরে থাকুক পোপ ও স্পেনের রাজা ফিলিপ উল্লসিত হইয়াছিলেন। তৎকালে দুই ধর্ম্মের লোকের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে কিরূপ নীচ মনোভাব বর্ত্তমান ছিল তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতে উপলব্ধি করা যায়।

গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব্ব ঃ—বার্থালোমিউ-র হত্যাকাণ্ডের ফলে ফ্রান্সে পুনরায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিষ্ঠুর ক্যাথলিকদের হস্ত হইতে প্রটেষ্টাণ্টদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া অনুতাপে ভগ্নস্বাস্থ্য চার্লস ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলেন। অতঃপর তাহার ভ্রাতা তৃতীয় হেনরী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তৃতীয় হেনরীর কোন পুত্রসন্তান ছিল না তাহার অবর্ত্তমানে যাহার উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা সেই এলেনকন-এর ডিউকও মারা গেলেন। কাজেই ধর্ম্ম-সমস্যার সঙ্গে ফ্রান্সের সিংহাসনের উত্তরাধিকার প্রশ্নও সংশ্লিষ্ট হইয়া সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল করিয়া তুলিল।

ফ্রান্সের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী তৃতীয় হেনরীর মৃত্যুর পর বুরবোঁ বংশের নেতা নাভারের হেনরীর সিংহাসনে বসার কথা। কিন্তু হেনরী প্রটেষ্টাণ্ট ছিলেন—কাজেই ক্যাথলিক ধর্ম্মী ফ্রান্সের প্রজাবর্গ হেনরীর রাজা হওয়ার সম্ভাবনায় বিচলিত হইল। ক্যাথলিকরা গাইজের ডিউক হেনরীর

নেতৃত্বে 'হোলি লীগ' নামে একটি প্রটেষ্টান্টবিরোধী উগ্রপন্থী দল গঠন করিল। রাজা তৃতীয় হেনরী প্রথমে হোলি লীগের সমর্থন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি যখন দেশের রাজা হিসাবে হোলি লীগ ও প্রটেষ্টান্টদের মধ্যে আপোষ করার চেষ্টা করিলেন তখন সর্ব্বপ্রকার আপোষবিরোধী হোলি লীগ ও ইহার নেতা গাইজের ডিউক তাহার পক্ষ পরিত্যাগ করিল। ফ্রান্স তিনটি পরস্পর-বিরোধী দলে বিভক্ত হইল। দুই ধর্ম্মমতের উগ্রপন্থী দুই দল—এক দলের নেতা গাইজের হেনরী, অপর দলের নেতা নাভারের হেনরী, আর রাজা হেনরীর পরিচালিত মধ্যপন্থী দল।

ফ্রান্স তিনটি দলে বিভক্ত

১৫৮৫-৮৯ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের অভ্যন্তরে এই তিন দলের যুদ্ধ 'তিন হেনরীর যুদ্ধ' নামে খ্যাত। রাজা হেনরী হোলি লীগের নেতা গাইজের হেনরীকে তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। ডিউক অফ গাইজ যদি একটু নরম হন তাহা হইলে ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু তিনি প্রটেষ্টান্টদিগকে কোন প্রকার সুবিধা দিতে প্রস্তুত হইলেন না। শান্তি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী রাজা হেনরী অগত্যা চরম পন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি গাইজের হেনরীকে মন্ত্রিসভায় পদ দিবেন বলিয়া আহ্বান করিয়া আনিলেন এবং রক্ষীদের দ্বারা তাহাকে হত্যা করাইলেন। রাজার এই বিশ্বাসঘাতকতায় ফ্রান্সের সমস্ত ক্যাথলিক ও 'হোলিলীগ' রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। হেনরী অগত্যা বাধ্য হইয়া নাভারের হেনরীর নিকট পলায়ন করিলেন এবং হেনরীও হিউগিনোট দলের সাহায্যপুষ্ট হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি এক ধর্ম্মান্ধ ডোমিনিকান সন্ন্যাসীর ছুরিকাঘাতে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন (১৫৮৯)।

তিন হেনরীর যুদ্ধ ১৫৮৫-৮৯

গাইজের হেনরী রাজার দ্বারা নিহত

রাজা হেনরী নিহত

তৃতীয় হেনরীর মৃত্যুর পরে বুরবোঁ বংশীয় নাভারের হেনরী চতুর্থ হেনরী নামে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পূর্ব্বতন ভ্যালয় (Valois) বংশের কেহ না থাকায় বুরবোঁ বংশের সিংহাসনের অধিকার ন্যায় সঙ্গত। চতুর্থ হেনরী সর্ব্বাংশে উপযুক্ত ছিলেন কিন্তু হোলি লীগ প্রটেষ্টাণ্ট হেনরীকে রাজা বলিয়া মানিতে প্রস্তুত হইল না, কাজেই ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধও স্থগিত রহিল না। হেনরীর বিরুদ্ধে হোলি লীগ যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। হেনরী হোলি লীগ-কে কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত করিলেন কিন্তু স্পেনরাজ ফিলিপের দ্বারা সমর্থনপুষ্ট হওয়ায় হোলি লীগের শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিতে পারিলেন না। অগত্যা দেশে স্থায়ী শান্তিস্থাপনের আশায় চতুর্থ হেনরী প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন (১৫৯৩ খৃঃ)। তাহার এই ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনে ক্যাথলিক প্রজারা সন্তুষ্ট হইল এবং হোলি লীগ তাহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল। যদিও হেনরী প্রকাশ্যে জানাইয়াছিলেন যে অন্তরের প্রেরণায় তিনি ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিলেন তথাপি ইহা নিশ্চিত যে ধর্ম্মনৈতিক অপেক্ষা রাজনৈতিক প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্ম বরণ করিয়াছিলেন।

অবশিষ্ট নাভারের হেনরী রাজা হইলেন

চতুর্থ হেনরী (১৫৮৯-১৬১০) :—চতুর্থ হেনরীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলে ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ স্থায়ীভাবে নিবৃত্ত হইল। প্রথমতঃ ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য ক্যাথলিকরা সন্তুষ্ট হইল; দ্বিতীয়তঃ, এডিক্ট অফ্ নান্টিস-এর অনুশাসনে-র দ্বারা তিনি প্রটেষ্টাণ্টদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিলেন। ১৫৯৮ খৃঃ-এর নান্টিস-এর ঘোষণার দ্বারা সরকারীভাবে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মকে স্বীকার করা হইল। আইনের দৃষ্টিতে উভয় ধর্ম্মের লোক সমান বলিয়া স্বীকৃত হইল। প্রটেষ্টাণ্টদিগকে ধর্ম্মানুসরণের সুবিধা দিবার জন্য ফ্রান্সের কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহারা উপাসনা করিতে পারিবে বলিয়া স্থির হইল। সর্ব্বোপরি

এডিক্ট অফ্ নান্টিস, ১৫৯৮

সংখ্যালঘু প্রটেষ্টাণ্টদের নিরাপত্তার জামিন স্বরূপ কয়েকটি সুরক্ষিত সহরের অধিকার তাহাদের হস্তে অর্পিত হইল। এই সকল সহরের মধ্যে লা রসেল (La Rachelle) ছিল সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত সুবিধা প্রদান করা হেনরীর পক্ষে অনুচিত হইয়াছে। সুরক্ষিত সহরের মালিকানা লাভ করায় ভবিষ্যতে হিউগিনোটগণ রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পুনরায় অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল।

স্পেনের সঙ্গে বিরোধিতার নিবৃত্তি

১৫৯৮ খৃঃ-এ চতুর্থ হেনরী স্পেনের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ পরিসমাপ্ত করেন। স্পেন হেনরীর বিরুদ্ধে হোলি লীগ-কে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া এই যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অকারণ হস্তক্ষেপ করার জন্য স্পেনকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছাই হেনরীর মনে ছিল। কিন্তু আপাততঃ ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দেওয়া অত্যাবশ্যক বলিয়া হেনরী স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ১৫৯৮ খৃঃ-এ পারস্পরিক বিনিময়ের চুক্তিতে ভার্ভিনস্-এর সন্ধি সম্পাদিত হইল।

আভ্যন্তরীণ উন্নতি

এইভাবে ঘরের ও বাহিরের অশান্তি নিবারণ করার পর চতুর্থ হেনরী ফ্রান্সের বৈষয়িক ব্যাপার পুনর্ব্বিন্যস্ত করার কাজে মনোনিবেশ করিলেন। সুদীর্ঘকাল যাবৎ গৃহযুদ্ধ হওয়াতে ফ্রান্সের শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল—রাজকোষ শূন্যপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। হেনরী সুযোগ্য প্রটেষ্টাণ্ট মন্ত্রী ডিউক অফ সালি-র সাহায্যে ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি বিধান করিয়া ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় হ্যাপসবার্গ বংশের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য তৎপর হইলেন। হ্যাপস্‌বার্গ বংশের পরিবর্ত্তে বুরবোঁ বংশ ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার করিবে ইহাই তাহার কামনা ছিল! ১৬১০ খৃঃ-এ জার্ম্মাণীর এক স্থানীয় গোলযোগকে

উপলক্ষ্য করিয়া হেনরী হ্যাপস্‌বার্গদের সঙ্গে বিবাদ বাধাইবার উদ্যোগ করিলেন। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করার পূর্ব্বেই হেনরী রাভাইলাক নামক জনৈক রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মোন্মাদের দ্বারা নিহত হইলেন।

চতুর্থ হেনরীর কার্য্যের সমালোচনা

চতুর্থ হেনরী জনপ্রিয় নরপতি ছিলেন। তাহার উদার ধর্ম্মমত ও রাজনৈতিক চাতুর্য্যের ফলে গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত ফ্রান্সের রাজনৈতিক জীবন পুনঃ সঞ্জীবিত হইয়াছিল; সুযোগ্য মন্ত্রী সালির সহযোগিতায় তিনি ফ্রান্সের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় করিলেন। সর্ব্বোপরি গৃহযুদ্ধের সুযোগে যে সমস্ত অভিজাতশ্রেণী আত্মপ্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া তিনি ফ্রান্সের রাজশক্তিকে পুনরায় শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য অকালে নিহত না হইলে সম্ভবতঃ চতুর্থ হেনরী হ্যাপস্‌বার্গদের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করিয়া ইউরোপে ফ্রান্সের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইতেন। আপাততঃ তাহার মৃত্যুতে এই আশঙ্কা হইতে ইউরোপ মুক্তি পাইল—সমস্ত ইউরোপে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য ফ্রান্সকে চতুর্দ্দশ লুই-র অভ্যুদয়কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। তবে এক বিষয়ে হেনরী মারাত্মক ত্রুটি করিয়াছিলেন।

ত্রুটি—নান্টিস-এর ঘোষণার একটি সর্ত্ত

এডিক্ট অফ্ নান্টিস-এর দ্বারা তিনি হিউগিনোটদিগকে যে সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি সর্ত্ত ভবিষ্যতে ফ্রান্সের বিপদের কারণ হইয়াছিল এবং রাজশক্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী হিউগিনোটরা কয়েকটি সুরক্ষিত নগরে বসবাস করার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উত্তরকালে কতকটা আত্মরক্ষার তাগিদে এবং কতকটা রাজনৈতিক প্রতিপত্তিলাভের আশায় তাহারা ঐ সমস্ত নগরকে লইয়া একটি ছোটখাটো অর্দ্ধস্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। হিউগিনোটদের এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা লইয়া পরবর্ত্তী কালে পুনরায় অশান্তির সৃষ্টি হয়।

সালি-র কৃতিত্ব ঃ—প্রায় ত্রিশ বৎসরের গৃহযুদ্ধে ফ্রান্সের ক্ষমতা একেবারে নিঃশেষিত হইয়াছিল। এই দুঃসময়ে ফ্রান্সের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ছিল ঘরে এবং বাহিরে শান্তি। চতুর্থ হেনরী ফ্রান্সে এই শান্তি স্থাপনের জন্য প্রয়াস করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—'Both France and I want a breathing space'। তিনি এই কার্য্যে সফল হইয়াছিলেন। তাহার এই উদ্দেশ্যে সফল করার জন্য যে সকল মন্ত্রী তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ডিউক অফ সালি বিজ্ঞতম ও কর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন। তাহার পুরা নাম ছিল Maximilian de Bethune Baron of Rosney—ডিউক অফ সালি এই সংক্ষিপ্ত নামেই তিনি ইতিহাসে খ্যাত।

সালি প্রথম জীবনে নামকরা সৈনিক ছিলেন—১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি চতুর্থ হেনরীর প্রধান মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হন। চতুর্থ হেনরীর মত তিনিও ফ্রান্সকে সর্ব্বপ্রকারে উন্নীত করার মহান আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ ফ্রান্সের শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করার জন্য তিনি বহুবিধ আর্থিক উন্নতিমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তিনি রাষ্ট্রের ব্যয়সঙ্কোচের জন্য নূতন কর বসাইয়া (তন্মধ্যে 'পলেট' নামক একপ্রকার করের নাম উল্লেখযোগ্য) আয়বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেন, উৎকোচগ্রহণকারী বা প্রবঞ্চক কর্ম্মচারীদের শাস্তিবিধান এবং বাণিজ্য ও শিল্পদ্রব্যের উন্নতির জন্য উৎসাহ প্রদর্শন করেন। তাহারই চেষ্টায় ফ্রান্সের সিল্ক ও কাচ শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। এতদ্ব্যতীত খাল খনন ও রাস্তাঘাটের উন্নতি সালির আগ্রহেই সম্পাদিত হয়। সালি-র সর্ব্বাধিক আগ্রহ ছিল ফ্রান্সের কৃষিব্যবস্থার উন্নতি করা। ফ্রান্স কৃষি নির্ভর দেশ, সুতরাং কৃষির উন্নতির উপর তাহার আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি নির্ভরশীল ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। সালি ইংলণ্ড ও তুরস্কের সঙ্গে বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধি করেন; তাহার সময়ে কুইবেক-এ ফরাসী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সালির পরিকল্পনা ছিল ফ্রান্সের

সর্ব্বতোমুখী উন্নতিবিধান। স্বল্পকালের মধ্যে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভব ছিল না। তথাপি সালি-র সহায়তা বা কর্ম্মকুশলতা না থাকিলে চতুর্থ হেনরী ফ্রান্সকে এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রপদে উন্নীত করিয়া যাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। পরবর্ত্তী কালে সালির পন্থা অনুসরণ করিয়াই চতুর্দ্দশ লুই-র মন্ত্রী কোলবার্ট ফ্রান্সের অর্থ নৈতিক উন্নতিবিধান করিতে সমর্থ হন।

ত্রয়োদশ লুই (১৬১০-৪৩):—চতুর্থ হেনরীর মৃত্যুর পরে তাহার নবমবর্ষীয় পুত্র ত্রয়োদশ লুই সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজমাতা মেরী ডি মেডিচি নাবালক রাজার রিজেন্সী বা প্রতিনিধিরূপে শাসনভার গ্রহণ করেন। মেরী অত্যন্ত দুর্ব্বলমনা ছিলেন কাজেই তাহাকে সহজে হস্তগত করিয়া তাহার প্রিয়পাত্রগণ, অভিজাতশ্রেণী এবং হিউগিনোটরা স্ব-স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য দরবার-চক্রান্তে লিপ্ত হইলেন। যে আভ্যন্তরীণ অশান্তি চতুর্থ হেনরীর চেষ্টায় বন্ধ হইয়াছিল তাহা পুনরায় মাথা তুলিয়া ফ্রান্সকে দুর্ব্বল ও সংহতিবিহীন করার মুখে আনিয়া ফেলিল।

কার্ডিনাল রিচল্যু (১৬২৪-৪২):—এই আসন্ন বিপৎপাত হইতে যিনি ফ্রান্সকে ত্রাণ করেন তাহার নাম কার্ডিনাল রিচল্যু। ইনি প্রথম ১৬১৬ খৃঃ-এ মাত্র পাঁচমাসের জন্য মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে পুনরায় ১৬২৪ খৃঃ-এ প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৬২৪ খৃঃ-এ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এক প্রকার ডিক্টেটররূপে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপরিচালক ছিলেন।

উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপন্থা

রিচল্যু দুইটি প্রধান লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া তাহার কর্ম্মপন্থা স্থির করিলেন। প্রথমতঃ ফ্রান্সের রাজশক্তির প্রতিকূল সমস্ত ব্যাপার কাটাইয়া রাজশক্তিকে সর্ব্বপ্রকারে অব্যাহত ও নিরঙ্কুশ করা; দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্সের শত্রু হ্যাপস্‌বার্গ বংশকে হতমান করিয়া ফ্রান্সের ভৌমিক পরিসর বৃদ্ধি করা। বলা বাহুল্য রিচল্যুর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি উভয়ের পশ্চাতে একই কামনা বিরাজ করিয়াছিল—ফ্রান্সকে

ইউরোপের কেবল প্রথম শ্রেণীর নহে, সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রের মর্য্যাদায় উন্নীত করা। বলা বাহুল্য তিনি এই কার্য্যে সফলকাম হইয়াছিলেন। যেটুকু কার্য্য তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই তাহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ম্যাজারিণ সেইটুকু সম্পাদন করেন।

রিচল্যুর আভ্যন্তরীণ নীতি ও কার্য্যাবলী :—নরপতি ত্রয়োদশ লুই নাবালকত্ব পার হইয়া যখন স্বয়ং রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন তখন ফ্রান্সের রাজক্ষমতা অত্যন্ত ক্ষীণতম পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছিল। তিনি মাতার অভিভাবকত্ব অতিক্রম করিলেন সত্য কিন্তু কোনমতেই বিভিন্ন দল উপদলের চক্রান্তজাল ভেদ করিয়া স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলেন না। মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইয়া রিচল্যু প্রথমে রাজশক্তিকে অব্যাহত করার জন্য উদ্যোগী হইলেন; তিনি উপযুক্ত লোক চিনিতেন। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে রিচল্যুর হস্তে রাজ্যের সর্ব্বময় দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রিচল্যুর আভ্যন্তরীণ নীতির মূলসূত্র ছিল—Salus Populi, supremus-rex অর্থাৎ রাজক্ষমতা অব্যাহত করিলেই প্রজার উন্নতিবিধান সম্ভব।

অব্যাহত রাজক্ষমতা প্রতিষ্ঠা

রিচল্যু-র ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অবস্থা সম্বন্ধে রিচল্যু-র নিজের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। Testament Politique নামে রিচল্যু রচিত (?) গ্রন্থের মুখবন্ধে এই কথা আছে :—"When it pleased your Majesty to give me not only a place in your Council but a large share in the conduct of your affairs it is literally true that the Huguenots shared with you the Government of the state, the great nobles behaved not as your subjects but as independent sovereigns, foreign affairs and alliances were neglected, private interests were preferred to public, in a word your authority was at that time torn to shreds—and in the confusion it was impossible to find any genuine trace of the royal power......I undertook to employ all my energy and all the authority with which it might please you to endow me in destroying the Huguenot perty, in humbling the pride of the nobles, in reducing all subjects to obedience to the Crown, and in exalting France to her true place among the nations of the world.

ফ্রান্সের ঐক্য, উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে উন্নত রাজক্ষমতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, রাজশক্তি অব্যাহত না হইলে ফ্রান্স বড় হইতে পারিবেনা ইহাই রিচল্যুর ধারণা ছিল। সুতরাং যে সকল প্রতিকূলতার ফলে ফ্রান্সের রাজশক্তি ক্ষুণ্ণ হইতেছিল রিচল্যু সেই সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার সঙ্কল্প করেন।

(ক) হিউগিনোট-দের ক্ষমতা খর্ব্ব করা :—রাজশক্তির প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল ফ্রান্সের হিউগিনোট ও অভিজাত শ্রেণী। ফ্রান্সের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাই প্রধানতঃ প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া রিচল্যু হিউগিনোট ও অভিজাতদের সম্বন্ধে একই নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

রাজ্যের মধ্যে রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা

'এডিক্ট অফ্ নান্টিস্' অনুসারে হিউগিনোটদিগকে এক প্রকার রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তি গঠন করার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। একে তাঁহারা ফ্রান্সের অভিজাতবংশীয় বলিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী; তদুপরি দক্ষিণ-ফ্রান্সের কয়েকটি সহরের অধিকার তাহাদের হাতে এক প্রকার সঁপিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফ্রান্সের শত্রু-রাষ্ট্রসমূহ—স্পেন বা ইংলণ্ডের প্রশ্রয়ে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য ইহাদের কামনা ছিল। ১৬২০ খৃঃএ রসেল-এর এক হিউগিনোট সম্মেলনে ইহারা এই প্রকার প্রটেষ্টাণ্ট সাধারণতন্ত্র গঠনের প্রস্তাব করেন এবং এই প্রস্তাব অনুযায়ী প্রটেষ্টাণ্ট-প্রধান অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া লন। এই সমস্ত অঞ্চলে ক্যাথলিকদের সম্পত্তিও ইহারা বাজেয়াপ্ত করেন। অতঃপর ১৬২৫ খৃঃ-এ হিউগিনোটরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া ফ্রান্সের কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ কাড়িয়া লন। রিচল্যু একেবারে অপ্রস্তুত ছিলেন ছিলেন তথাপি যথেষ্ট ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইয়া হিউগিনোটদিগকে দমন করেন এবং অধিক শক্তিসঞ্চয়ের অবকাশ লাভ করিবার জন্য ইহাদের সঙ্গে সম্মানজনক সন্ধি করেন (১৬২৬ খৃঃ)। অতঃপর তিনি

বিদ্রোহ

হিউগিনোটদের ক্ষমতা একেবারে চূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আঠারোমাস বাদে প্রটেষ্টাণ্টরা পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। রিচল্যু প্রটেষ্টাণ্ট-দের প্রধান সহর লা রসেল অবরোধ করিলেন। ইংলণ্ডের নরপতি প্রথম চার্লস-এর প্রিয়পাত্র বাকিংহাম বৃটিশ প্রটেষ্টাণ্টদের নিকট জনপ্রিয় হইবার আশায় কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ লইয়া লা রসেল-এর উদ্ধারের জন্য আসিলেন। কিন্তু বাহিরের সাহায্য সত্ত্বেও লা রসেল আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। রিচল্যুর সামরিক বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রটেষ্টাণ্ট-দের সমস্ত প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইল। বৃটিশ নৌবহর অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অবিলম্বে লা রসেল রিচল্যুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। লা রসেলের পতনে হিউগিনোটদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা একেবারে চূর্ণ হইল। ১৬২৯ খৃঃ-এ এলেইস-এর সন্ধিতে যে ব্যবস্থা হইল তাহাতে হিউগিনোটদিগকে ধর্ম্মানুসরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইল বটে, কিন্তু তাহাদের অধিকৃত নগরসমূহের রক্ষণব্যবস্থা বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। রিচল্যুর মতে ভিন্নধর্ম্মীর স্থান ফ্রান্সে থাকিবে কিন্তু রাজদ্রোহীকে সহ্য করা হইবে না। অতঃপর হিউগিনোটরা ফ্রান্সের অন্যতম নিরীহ ধর্ম্ম- সম্প্রদায়ে পর্য্যবসিত হইয়া রহিল।

লা রসেল অবরুদ্ধ ও পতন

রাজনৈতিক ক্ষমতা চূর্ণ

(খ) **অভিজাতশ্রেণী দমন** ঃ— সামন্ত প্রথানুযায়ী ফ্রান্সে অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা অত্যধিক ছিল। ইহারা নিজস্ব অঞ্চলের আর্থিক, বিচার সম্বন্ধীয় ও শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের মালিক ছিলেন। ইহারা নিজস্ব ক্যাসল বা দুর্গ-প্রাসাদে থাকিয়া রাজশক্তিকে অবজ্ঞা করার সুযোগ পাইতেন। রিচল্যু রাজার ক্ষমতা রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ অধিকার কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন।

ইতিমধ্যে রিচল্যুর প্রভাব প্রতিপত্তিতে বিচলিত হইয়া রাজদরবারের

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করেন। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—রাজমাতা মেরী ডি মেডিচি, রাণী অষ্ট্রীয়ার রাজকন্যা এ্যান ও রাজার ভ্রাতা গ্যাষ্টন ডু অর্লয়েন্স—এবং আরও অনেক রাজপরিবারের লোক। রিচল্যুর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইহাদের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতেছিল বলিয়া ইহারা স্থির করিয়াছিলেন—প্রথমে রিচল্যুর প্রাণনাশ করিতে হইবে। অতঃপর রাজাকে পদচ্যুত করিয়া তৎস্থলে গ্যাষ্টনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। রিচল্যু সমস্ত সংবাদ পূর্ব্বেই অবগত হইলেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের কয়েকজনকে ধরিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন ও কয়েক জনকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। এই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে ষড়যন্ত্রকারীদের নেতৃবর্গ ভীত হইলেন, রিচল্যুও ইহাদিগকে বিনষ্ট করার সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন।

দরবারী ষড়যন্ত্র বিনষ্ট করেন

অতঃপর রিচল্যু ১৬২৬ খৃঃ-এ আদেশ দিলেন—সমস্ত ক্যাসল ও নগরের রক্ষণব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হইবে, কেননা বর্ত্তমানে দেশরক্ষার জন্য এই সমস্ত রক্ষণ-সংক্রান্ত ব্যবস্থা নিষ্প্রয়োজন। পর বৎসর রিচল্যুর আদেশে ফ্রান্সে 'ড্যুয়েল' বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিষিদ্ধ হইল। কেবলমাত্র আদেশ জারি করিয়াই রিচল্যু ক্ষান্ত হইলেন না—আদেশ যাহাতে প্রতিপালিত হয় তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিলেন। তাঁহার আদেশ অমান্যকারীদিগকে—তিনি যত প্রতিপত্তিশালী হউক না কেন—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। এইভাবে অভিজাত শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা লুপ্ত করিয়া দেওয়া হইল।

জমিদারদের দুর্গাদি বিনষ্ট

দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিষিদ্ধ

রিচল্যুর শত্রুগণ সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে রাজার গুরুতর পীড়ার সময়ে তাহারা পুনরায় রিচল্যুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শক্তিমান্ রিচল্যু এবারেও তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া

দিলেন। এইবার তিনি চক্রান্তকারীদের প্রতি কোনরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেন না—কঠোর হস্তে তাহাদের উপর শাস্তিবিধান করিলেন। ইহাদের পদমর্য্যাদার কোন মূল্য দিলেন না। একজন চ্যান্সেলারকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল, রাজসভার বহু অভিজাত মহিলাকে নির্ব্বাসনে প্রেরণ করা হইল; রাজমাতা মেরী দেশ ছাড়িয়া ফ্লাণ্ডার্স-এ পলায়ন করিলেন; রাজ্ঞী এ্যান-কে স্পেনিস রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দুইবৎসর পরে পুনরায় আর একবার অভিজাতগণ বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহও দমিত হয়। রিচল্যু পাঁচজন ডিউক, চারিজন কাউন্ট ও একজন মার্শালকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। রিচল্যুর শক্তির পরিচয় পাইয়া অভিজাতগণ সন্ত্রস্ত হইল; আর বিদ্রোহ করার আশা ছাড়িয়া দিল। এইভাবে রিচল্যু অভিজাতদের রাহুগ্রাস হইতে রাজশক্তিকে মুক্ত করেন।

চক্রান্তকারীদের ক্ষমতা চূর্ণ করেন

(গ) অব্যাহত শাসনবিধি (Absolute Government)-র প্রতিষ্ঠা :—কেবলমাত্র অভিজাতশ্রেণীর ক্ষমতা লুপ্ত করিয়া রিচল্যু ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি শাসনব্যবস্থাকেও সর্ব্বতোভাবে রাজার মুখাপেক্ষী করার চেষ্টা করিলেন। ইংলণ্ডে টিউডর নরপতিগণও স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা পার্লামেন্টকে হাত করিয়া তাহার সমর্থনে স্বেচ্ছাচারিতা চালাইতেন। কিন্তু রিচল্যু ফ্রান্সে যে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র স্থাপন করিলেন তাহাতে ফ্রান্সের কোন প্রতিনিধি পরিষদের স্থান রহিল না। ইহার পূর্ব্বে ফ্রান্সের প্রতিনিধি পরিষদ ষ্টেটস্ জেনারেলর-এর অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। রিচল্যু প্যারিসের 'পার্লামেন্ট'-এর রাজনৈতিক অধিকার খর্ব্ব করেন।

রিচল্যু ফ্রান্সের প্রদেশসমূহের স্বাধীন অধিকার খর্ব্ব করেন। কর স্থাপন ও স্থানীয় শাসন বিষয়ে কয়েকটি প্রদেশ বিশেষ অধিকার ভোগ

করিত। রিচল্যু সমস্ত ফ্রান্সকে ৩২টি জেলায় বিভক্ত করিলেন এবং প্রত্যেকটি জেলায় একজন করিয়া 'ইণ্টেনডাণ্ট' নামধারী কেন্দ্রীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। এই সকল কর্ম্মচারী রাজার পক্ষ হইতে অভ্যন্তর ভাগের উপর যথেষ্ট কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে অভিজাতশ্রেণীর প্রভুত্ব একেবারে ক্ষুণ্ণ না হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় তাহারা রাজশক্তিকে একেবারে অমান্য করিয়া চলিতে পারিল না।

ইণ্টেনডাণ্ট

ফলাফলঃ—এই সকল বিধিব্যবস্থার ফলে ফ্রান্সের সামন্ত প্রথার কার্য্যকারিতা বহুলাংশে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। সামন্ত প্রথানুযায়ী অভিজাতশ্রেণী যেমন কতকগুলি সুবিধা ভোগ করিতেন তদ্রূপ বিনিময়ে তাহারা দেশের আভ্যন্তরীণ অঞ্চলের শাসনের কিছু দায়িত্বও বহন করিতেন। রিচল্যুর ব্যবস্থার ফলে তাহাদের দায়িত্বভার কমিয়া গেল কিন্তু করভার হইতে নিষ্কৃতি, সামন্ত প্রথানুযায়ী প্রাপ্য বিভিন্ন কর প্রাপ্তি, অধীন কৃষকদের নিজেদের কাজে বেগার খাটানো ইত্যাদি বহু সুবিধা তাহারা ভোগ করিতে লাগিলেন। সুবিধাভোগ করিবে অথচ দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি—ইহাই বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রহিল। এই স্ববিরোধী অবস্থার জন্য ফ্রান্সের অভিজাতশ্রেণীর বিরুদ্ধে দেশের লোকের অভিযোগ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিল এবং বিপ্লবের প্রথম ধাক্কায় ফ্রান্স হইতে সামন্ত প্রথা অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই অব্যবস্থার জন্য রিচল্যুই দায়ী।*

সৈন্যবিভাগ ও নৌবাহিনীর পুনর্গঠনঃ—রিচল্যু দেশরক্ষার কার্য্যেও অবহিত হইয়াছিলেন। তিনি সেনাবিভাগের সংস্কার সাধন করেন এবং ফ্রান্সের রণতরী ও বাণিজ্যতরীর সৃষ্টি করেন। হিউগিনোটদিগকে

*Feudalism was tolerable as leng as it was intact, to allow Privileges to survive when the duties which had justified them had disappearad was to invrite revolution. Marriot. pp. 114.

দমন করার জন্য রিচল্যুকে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের রণতরী ধার করিয়া আনিতে হইয়াছিল। কিন্তু অতঃপর তাহার উৎসাহে ফ্রান্সের রণতরী নির্ম্মিত হইতে হইতে থাকে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ভূমধ্যসাগর বাহিনীর জন্য ৩২টি এবং আটলান্টিক বাহিনীর জন্য ২৪টি রণতরী নির্ম্মিত করেন। টুলোঁ ও লা হাভার বন্দরের রক্ষণব্যবস্থা সুদৃঢ় এবং ব্রেষ্ট-এ তৃতীয় নৌ-বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। রিচল্যু বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উৎসাহ প্রদর্শন করেন এবং ঔপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য উপনিবেশিক কোম্পানীদিগকে রাজকীয় অনুমতি প্রদান করেন। অবশ্য উপনিবেশিক প্রতিষ্ঠার সম্যক উন্নতি পরবর্ত্তীকালে কোলবার্টের সময়ে হয় কিন্তু রিচল্যু ইহার সূচনা করিয়া যান।

রিচল্যুর বৈদেশিক নীতি :—এইভাবে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও শান্তিপূর্ণ করার পর রিচল্যু ফ্রান্সের বৈদেশিক নীতি পরিচালনার দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তাহার বৈদেশিক নীতির মূল কথা ছিল হ্যাপস্‌বার্গ বংশের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করা। এই সময়ে জার্ম্মাণী ত্রিংশৎ বর্ষ যুদ্ধে (১৬১৮-৪৮) জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। জার্ম্মাণী তথা ইউরোপ, রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট এই দুইদলে প্রতিপক্ষের দ্বারা বিভক্ত হইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ক্যাথলিক পক্ষ হ্যাপসবার্গ বংশীয়দের (সম্রাট ও স্পেন) দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইতেছিল। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার বলে রিচল্যু উপলব্ধি করিলেন যে যদি এই যুদ্ধে ফ্রান্স ক্যাথলিক পক্ষের পরিবর্ত্তে প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষে যোগদান করে তাহা হইলে একদিকে যেমন হ্যাপসবার্গদের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করা যাইবে অপরপক্ষে ফ্রান্সের ভৌমিক বিস্তৃতিলাভও হইবে। যুদ্ধের গতি যখন ক্যাথলিকদের অনুকূলে সেই সময় রিচল্যু ফ্রান্সকে যুদ্ধে অবতীর্ণ করান এবং ফ্রান্সের যোগদানের ফলে প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষ শক্তিশালী হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ করে। পরিণামে স্পেন ও সম্রাটকে ফ্রান্সের প্রদত্ত সন্ধির সর্ত্তাবলী মানিয়া লইতে হয় (ওয়েষ্টফেলিয়ার

রিচল্যুর ত্রিংশবর্ষের যুদ্ধ

হ্যাপসবার্গ বংশের প্রতিপত্তি খর্ব্বকৃত

সন্ধি, ১৬৪৮ খৃঃ) রিচল্যু এই সন্ধি সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব্বেই ১৬৪২ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। কিন্তু ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে ফ্রান্স ইউরোপ যে প্রতিপত্তি অর্জ্জন করে তাহার গৌরব মূলতঃ রিচল্যুর বৈদেশিক নীতির ফলেই হইয়াছে।

রিচল্যুর চরিত্র :—সৈনিক, সংস্কারক ও কূটনীতি বিশারদ রিচল্যু শিক্ষার প্রসারের দিকেও দৃষ্টিপ্রদান করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষাবিস্তারের জন্য যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন; তাঁহারই উদ্যোগে 'ফ্রেঞ্চ আকাদামী' (ফরাসী সাহিত্য পরিষৎ) ও গেজেট ডি লা ফ্রান্স প্রতিষ্ঠিত হয়।

রিচল্যুকে অনেকে ফরাসী স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। বহু পূর্ব্ব হইতেই ফরাসী রাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল; রিচলু স্বৈরতন্ত্রকে দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন—ইহাই তাহার কার্য্য। রিচল্যুর মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ফ্রান্সকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় শক্তিমান রাজতন্ত্র; ইহাতে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও বাহিরের প্রতিপত্তি দুইই আসিবে। হিসাবে রিচল্যুর ভুল হয় নাই—রিচল্যুর আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক বিধিব্যবস্থার ফলে ফ্রান্স পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সংহত হয় এবং ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের মর্য্যাদায় ভূষিত হওয়ার পথে পদার্পণ করে। কোন কোন সমালোচক মনে করেন রিচল্যু ফ্রান্সের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা কাড়িয়া ফ্রান্স-কে গণতান্ত্রিক শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা মনে রাখা দরকার যে গণতান্ত্রিক শিক্ষালাভের পূর্ব্বে প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে রাষ্ট্রীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। ফ্রান্সে এই সংহতির অভাব হইয়াছিল। রিচলু স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্পূর্ণ করেন। রিচল্যুর পক্ষে ইহা ভিন্ন অন্য পথ ছিল না। পরবর্ত্তীকালে চতুর্দ্দশ লুই যে ভ্রান্ত শাসননীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন—রাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাঁহার দায়িত্ব রিচল্যুর স্কন্ধে স্থাপন করা যায় না।

কার্য্যের মূল্য সম্বন্ধে সমালোচনা

নবম অধ্যায়

ইংলণ্ডের ইতিহাস (১৪৫৩-১৬৪৯)

টিউডর রাজবংশ

সপ্তম হেনরী,—১৪৮৫-১৫০৯

অষ্টম হেনরী,—১৫০৯-'৪৭

ষষ্ঠ এডওয়ার্ড,—১৫৪৭-'৫৩

রাণী মেরী,—১৫৫৩-'৫৮

এলিজাবেথ,—১৫৫৮-১৬০৩

ষ্টুয়ার্ট রাজবংশ

প্রথম জেমস,—১৬০৩-'২৫

প্রথম চার্লস,—১৬২৫-'৪৯

সপ্তম হেনরী, (১৪৮৫-১৫০৯)

টিউডরদের স্বেচ্ছাতন্ত্র ঃ—ল্যাঙ্কাষ্টার বংশীয় রাজারা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসন করিতেন। তাহারা সর্ব্ববিধ ব্যাপারে পার্লামেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতেন। পার্লামেণ্ট তখন পরাক্রান্ত সামন্তদের করায়ত্ত ছিল। এই সকল সামন্ত নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য এমন উচ্ছৃঙ্খলতা ও ও অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে দেশের জনসাধারণের মনে মোটেই শান্তি ছিল না। সপ্তম হেনরী অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ রাজা ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন দুই গোলাপের যুদ্ধের অরাজকতার পর দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিলে তাহার ইচ্ছামত রাজ্যশাসনে কেহই আপত্তি করিবে না। আর রাজকোষে পর্য্যাপ্ত অর্থ থাকিলে তাহাকে পার্লামেণ্টের মুখাপেক্ষীও হইতে হইবে না। এই জন্য তিনি ইংলণ্ডের সামন্তদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে দুই গোলাপের যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া

ইংলণ্ডের সামন্তশ্রেণী প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল। নানাবিধ বিধি-নিষেধের দ্বারা সপ্তম হেনরী দুর্ব্বল সামন্তগণকে একেবারে নিক্রিয় করিয়া ফেলিলেন এবং সামন্তবর্গের স্থলে নবাভ্যুদিত এক মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীকে উৎসাহ দিয়া তাহাদের হস্তে কিঞ্চিৎ রাজনৈতিক অধিকার অর্পণ করিলেন। যাহাতে রাজকোষ পরিপূর্ণ থাকে তজ্জন্য ও বহু অবৈধ কার্যের দ্বারা তিনি রাজার আর্থিক আয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাস, রাজআনুকূল্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া দেশের লোকের রাজার সর্ব্ববিধ কার্য্য সমর্থন—ইহার উপরই টিউডর স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের পশ্চাতে দেশের সমর্থন ছিল বলিয়া সপ্তম হেনরী হইতে আরম্ভ করিয়া এলিজাবেথের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত টিলডর রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন হয় নাই। টিউডর রাজারা স্বেচ্ছাচারী হইলেও কখনও পার্লামেণ্টকে বাতিল করেন নাই বা অগ্রাহ্য করেন নাই। নানাবিধ উপায়ে পার্লামেণ্টকে নরপতির মুখাপেক্ষী করিয়া তাহারা পার্লামেণ্টকে রাজার উদ্দেশ্যসিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

বৈদেশিক প্রীতিঃ—এই সময় ইউরোপে স্পেন, ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্ট্রীয়ার রাজবংশ ও স্পেনের রাজপরিবারের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অষ্ট্রীয়া-স্পেন অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়াছিল। অষ্ট্রীয়া-স্পেনের শক্তি খর্ব্ব করার জন্য ফ্রান্স স্পেনের অধিকারভুক্ত ইটালী আক্রমণ করিল। ফ্রান্সও অষ্ট্রীয়া-স্পেনের এই বিরোধ সপ্তম হেনরী কোন পক্ষে যোগদান না করিয়া সাধ্যমত নিরপেক্ষতা অবলম্বনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্কটল্যাণ্ড ইংলণ্ডের প্রতিবেশী রাজ্য হইলেও এই দেশ বরাবর ইংলণ্ডের চিরবৈরী ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতা করিত। সপ্তম হেনরী স্কটরাজ চতুর্থ জেমসের সহিত একটি কন্যার বিবাহ দিয়া স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের মধ্যে মৈত্রী

স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই বিবাহের ফলেই পরবর্ত্তীকালে রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে এক রাজা প্রথম জেমস ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড উভয় দেশের সিংহাসনে বসিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্পেনের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করার জন্য হেনরী স্পেনরাজের কনিষ্ঠা কন্যা ক্যাথারিনের সহিত জ্যেষ্ঠপুত্র আর্থারের বিবাহ দিলেন। বিবাহের অল্পদিন পরে বালক আর্থারের মৃত্যু হইলে স্পেনের সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রাখার জন্য হেনরী দ্বিতীয় পুত্র হেনরী (পরে অষ্টম হেনরী)-র সহিত বিধবা ক্যাথারিনের বিবাহ দিলেন। পোপের বিশেষ অনুমতিক্রমে এই দেবর-ভ্রাতৃবধুর বিবাহ সম্পাদিত হইতে পারিয়াছিল।

অষ্টম হেনরী (১৫০৯-১৫৪৭)

সপ্তম হেনরীর মৃত্যুর পরে পুত্র অষ্টম হেনরী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বিংশতিবর্ষীয় অষ্টম হেনরী ব্যক্তিগত বহুবিধ গুণের জন্য জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। সৌজন্যে, আড়ম্বরপ্রিয়তায় ও খেলাধূলায় তিনি সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত ক্ষমতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন; নিজের কোন কার্য্যের সমালোচনা বা বিরুদ্ধতা সহ্য করিতে পারিতেন না। যাহা মনে করিতেন তাহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া ছাড়িতেন না।

বৈদেশিক নীতিঃ—অষ্টম হেনরীর সময়ে ইংলণ্ড ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হয়। সুকৌশলী মন্ত্রী উলসি ইংলণ্ডের বৈদেশিক নীতি এমন কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করেন যে ইংলণ্ড ইউরোপীয় সকল রাষ্ট্রের দৃষ্টিগ্রাহ্য হইয়া উঠে এবং সকলেই ইংলণ্ডের মৈত্রী মূল্যবান্ বলিয়া কামনা করিতে থাকে। এই সময়ে ইউরোপের রাজনীতি দুইটি পরস্পর বিবদমান পক্ষকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছিল—স্পেন-অষ্ট্রীয়া ও ফ্রান্স। ইটালীর আধিপত্য লইয়া এই দুই দল পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। ইংলণ্ড একবার এক দলে—অপর সময়ে অন্য দলে যোগ দিয়া উভয় পক্ষের নিকট নিজেকে কাম্য করিয়া তুলিয়াছিল।

অষ্টম হেনরীর বৈদেশিক নীতি তাহার রাজত্বের প্রথমদিকে তেমন কার্য্যকরী বা ইংলণ্ডের পক্ষে লাভজনক হয় নাই। ফ্রান্সের ইটালী-অভিযানে বিব্রত হইয়া স্পেনের নরপতি ফার্ডিনাণ্ড ফ্রান্স আক্রমণ করার পরিকল্পনা করিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জামাতা অষ্টম হেনরীর সহায়তা কামনা করেন। অষ্টম হেনরী স্পেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। ১৫১০ ও ১৫১১ খৃঃ-এ স্পেন স্পারস্-এর যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু ইহাতে ইংলণ্ডের কোন লাভ বা উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। বরঞ্চ ফ্রান্সের মিত্ররাষ্ট্র স্কটল্যাণ্ড ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া ইংলণ্ডকে বিব্রত করিতে লাগিল।

প্রথম পর্ব্ব নিষ্ফল

এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে উলসি-র আবির্ভাব হয়। উলসি অষ্টম হেনরীর মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ডের বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন। উলসি বুঝিলেন—ইংলণ্ডের পক্ষে ফ্রান্সের বিরোধিতা মোটেই লাভজনক নহে। তাহার কূটনীতির ফলে ইংলণ্ডের চিরবৈরী ফ্রান্স ইংলণ্ডের মিত্ররূপে পরিগণিত হইতে লাগিল। এই মৈত্রীকে স্থায়ী করার জন্য উলসি ফ্রান্সের নৃপতি দ্বাদশ লুইর সঙ্গে অষ্টম হেনরীর ভগ্নী মেরীর বিবাহ সম্পন্ন করাইলেন। ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের ফলে অতঃপর সাম্রাজ্যকামী ও সামুদ্রিক রাষ্ট্র ইংলণ্ড ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী ও নৌবলী রাষ্ট্র স্পেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল এবং পরবর্ত্তী দীর্ঘকাল ইংলণ্ডের বৈদেশিক নীতি এই মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া অনুসৃত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পর্ব্ব সার্থক

উলসি-র বৈদেশিক নীতির ফল অবিলম্বেই দেখা গেল। ইতিমধ্যে স্পেনরাজ ফার্ডিনাণ্ড ও সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান লোকান্তরিত হইলে পঞ্চম চার্লস অষ্ট্রীয়া ও স্পেনের আধিপতি হন। ইহাতে স্পেনের আধিপত্য আরও বর্দ্ধিত হওয়ার আশঙ্কায় উলসি ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের মৈত্রী অধিকতর দৃঢ়

করার উদ্যোগ করিলেন। তিনি ফ্রান্সের যুবরাজের সহিত অষ্টম হেনরীর কন্যা মেরীর বিবাহবন্ধন সম্পন্ন করাইলেন। অতঃপর ইউরোপে 'সার্ব্বজনীন শান্তি' প্রতিষ্ঠার জন্য উলসি পোপ, সম্রাট, ফ্রান্স, স্পেন ও স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। কার্য্যতঃ উলসি এই কার্য্যের দ্বারা ইংলণ্ডকে ইউরোপের রাষ্ট্রনীতির নিয়ামকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময়ে জার্ম্মাণীর সম্রাটপদ লইয়া ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার নরপতির মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। উভয়েই এই পদের জন্য প্রার্থী হন। এবং উভয়েই এই ব্যাপারে ইংলণ্ডের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। উভয় নরপতির দ্বারাই বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া অষ্টম হেনরী দুইজনের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করেন। উলসি মনে করিতেন যে কোন পক্ষের শক্তিবৃদ্ধিই ইংলণ্ডের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল হইবে না। তাহার মত ছিল যে, দুর্ব্বল পক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়া তদানীন্তন রাজাদের শক্তি-সমতা রক্ষা করিতে পারিলেই ইংলণ্ডের সর্ব্ববিধ স্বার্থ রক্ষিত হইবে। কিন্তু অষ্টম হেনরী উলসি-র কথা শুনিলেন না, তিনি ইংলণ্ডের রাণীর সহোদরার সন্তান চার্লসের সঙ্গেই যোগদান করিলেন। কিন্তু ফরাসীদের সহিত যুদ্ধে তিনি বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

ইংলণ্ড ইউরোপের রাষ্ট্র-নীতির নিয়ন্তা

ইংলণ্ডের ধর্ম্মসংস্কার ও পোপের সঙ্গে বিচ্ছেদ :—ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় ইংলণ্ডেও চার্চ্চের অনাচারের প্রতিকূল সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। লুথার যেমন জার্ম্মাণ ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তেমনই ললার্ড সম্প্রদায়ের গুরু জন ওয়াইক্লিফ ইংরেজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিয়াছিলেন। রেনেসাঁ-র ফলে ইংলণ্ডের শিক্ষিত ব্যক্তিরা অন্ধবিশ্বাস অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। চার্চ্চের প্রচারিত বহু মতবাদই যুক্তিসহ ছিল না। সুতরাং ইংলণ্ডেও পূর্ব্ব হইতে চার্চ্চের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতেছিল। কিন্তু অষ্টম হেনরী প্রথমতঃ লুথারের মত গ্রহণ করেন নাই, বরং তাঁহার মত

প্রথমে পোপের সমর্থক

খণ্ডন করিবার জন্য তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া পোপের নিকট ধর্ম্ম-রক্ষক (Defender of faith) উপাধি পাইয়াছিলেন।

কিন্তু অকস্মাৎ হেনরীর এক ব্যক্তিগত ব্যাপারের ফলে ইংলণ্ডের সঙ্গে পোপের বিচ্ছেদ ঘটিল। হেনরী বিধবা ভ্রাতৃজায়া স্পেনের রাজকুমারী ক্যাথারিণ-কে বিবাহ করিয়াছিলেন। সতেরো বৎসর বিবাহিত জীবন যাপনের পর হেনরীর মনে হইল এই বিবাহ আইন সঙ্গত হয় নাই। সুতরাং তিনি ক্যাথারিণের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রকৃত ঘটনা এই—নানাবিধ কারণে ক্যাথারিণের উপর তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। ক্যাথারিণ হেনরী অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন; তাহার কোন পুত্র সন্তান হয় নাই—মেরী নামে একটি রুগ্না কন্যা হইয়াছিল মাত্র। তদুপরি ক্যাথারিণের অত্যধিক ধর্ম্মানুরাগ উদ্দাম চরিত্র হেনরীর মনঃপূত ছিল না। সর্ব্বোপরি হেনরী অ্যানি বোলেন নাম্নী ক্যাথারিণের এক সহচরীর প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া পুত্র-সন্তান লাভের আশায় তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ক্যাথারিণের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছিন্ন না হইলে ইহা সম্ভবপর নহে। হেনরী বিবাহবিচ্ছেদের জন্য পোপের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পোপ উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। অষ্টম হেনরীর প্রার্থনা মঞ্জুর না করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন; মঞ্জুর করিলে সম্রাট পঞ্চম চার্ল্‌সের মাতৃস্বসার অপমান হইবে। পঞ্চম চার্ল্‌সের অপ্রীতি সঞ্চারের সাহস পোপের ছিল না। সুতরাং তিনি কালহরণের উদ্দেশ্যে উলসি ও কার্ডিনাল ক্যাম্পেজিও নামক একজন ইটালীয় যাজকের উপর এই বিষয়ের বিচারের ভার অর্পন করিলেন। কিন্তু বিচার শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই পোপ অকস্মাৎ এই মোকদ্দমা রোমে তলব করিলেন। এই টালবাহানায় হেনরী ক্রুদ্ধ হইলেন এবং উলসিকে পদচ্যুত করিলেন।

বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ

উলসি পদচ্যুত

হেনরী দেখিলেন যে, পোপের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করিলে

কখনও তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তিনি পোপের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার সঙ্কল্প করিলেন। এই কার্য্যে তাহার পরামর্শদাতা হইলেন টমাস ক্রমওয়েল ও টমাস ক্রানমার। ইহাদের পরামর্শে ইংলণ্ডের চার্চ্চে পোপের পরিবর্ত্তে ইংলণ্ডের রাজার সর্ব্বময় কর্তৃত্ব স্থাপিত হইল।

সর্ব্বপ্রথমে হেনরী ইংলণ্ডের চার্চ্চকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইতে বাধ্য করিলেন। অতঃপর তিনি ক্রানমার-কে ক্যাণ্টার-বারির আর্চ্চবিশপ নিযুক্ত করিলেন। ক্রানমার বিচার করিয়া বিবাহ অবৈধ হইয়াছে এই ত্রুটিতে হেনরী ও ক্যাথারিণের বিবাহ বাতিল করিয়া দিলেন (১৫৩৩); পর বৎসর হেনরী এ্যানি বোলেনকে বিবাহ করিলেন। অতঃপর হেনরী পার্লামেণ্টের সাহায্যে বিবিধ আইন প্রণয়ন করিয়া রোমের সঙ্গে ইংলণ্ডের চার্চ্চের সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন।

১৫৩৪ খৃঃ-এ পার্লামেণ্ট পোপের সঙ্গে ইংলণ্ডের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ করার জন্য আইন-প্রণয়ন করিলেন। এই আইনের বলে ধর্ম্মযাজকদের পক্ষ হইতে পোপের নিকট কোন প্রকার আবেদন নিষিদ্ধ করা হইল। ইংলণ্ডের নরপতিই ইংলণ্ডের বিশপ নিযুক্ত করার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর পার্লামেণ্ট 'এক্ট অফ সুপ্রিমেসী' পাশ করিয়া চার্চ্চের উপর ইংলণ্ডের রাজার কর্তৃত্বের কথা ঘোষণা করিল। এই আইনে স্থির হইল যে, রাজাই চার্চ্চের সর্ব্বময় কর্ত্তা, ইংলণ্ডের ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে পোপের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নাই। হেনরীই স্বয়ং পোপের স্থান অধিকার করিলেন।

পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন, ১৫৩৪ খৃঃ

অষ্টম হেনরী কেবলমাত্র আইন-রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় চার্চ্চের ব্যাপারেও সংস্কার প্রবর্ত্তন করিলেন। ইংরেজী ভাষায় রচিত বাইবেল প্রত্যেক চার্চ্চে পঠিত হইতে লাগিল; প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তিপত্র, তীর্থ-যাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইল। চার্চ্চ হইতে অলৌকিক কাহিনীমূলক মূর্ত্তিসমূহ অপসারিত হইল। হেনরীর ধর্ম্মসংস্কার

ধর্ম্ম সংস্কারের অপরাপর বিধি-সমূহ

বিষয়ক কার্য্যবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'সঙ্ঘারামের উচ্ছেদ' (Suppression of the monasteries)। সঙ্ঘারামের সন্ন্যাসীরা পোপের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াই তাহারা রাজার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তাহাদের ভূ-সম্পত্তিও যথেষ্ট ছিল। এই ভূ-সম্পত্তির উপরও রাজা এবং জমিদারদের লোভ হইয়াছিল। ১৫৩৬ খৃঃ-এ হেনরী পার্লামেন্টে গৃহীত এক আইনের সাহায্যে সঙ্ঘারামগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া সন্ন্যাসীদের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।

ধর্ম্মসংস্কার সম্বন্ধে হেনরীর ব্যক্তিগত মতামত:—অষ্টম হেনরীর ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারাই ইংলণ্ডের ধর্ম্মসংস্কার সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু বলা বাহুল্য ইহার পশ্চাতে ধর্ম্মনৈতিক অপেক্ষা ব্যক্তিগত আগ্রহই অধিক ছিল। বিবাহ বিচ্ছেদের প্রয়োজন না হইলে ইংলণ্ডে এই সময়ে ধর্ম্মসংস্কার ঘটিত কিনা সন্দেহ। প্রটেষ্টান্ট মতবাদের উপর হেনরীর কোন আস্থা ছিল না। পাছে ইংলণ্ডের লোক প্রটেষ্টান্টপন্থী হইয়া যায় তজ্জন্য তিনি ১৫৩৯ খৃঃ-এ 'ছয়টি সংজ্ঞা' উল্লেখ করিয়া সকলকে এই কয়টিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন (Confession of Faith in Six Articles, 1539)। এই ছয়টি সংজ্ঞার সব কয়টিই ক্যাথলিক মতবাদের অন্তর্ভুক্ত। যে সমস্ত প্রটেষ্টান্টপন্থী 'ছয়টি সংজ্ঞা' মানিতে প্রস্তুত হইল না তিনি তাহাদের প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন। অষ্টম হেনরীর ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে না পারিয়া যাহারা প্রাণ দিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে হেনরীর পরামর্শদাতা ক্রমওয়েল ও সুলেখক স্যার টমাস মোর এবং সাধু জন ফিসারের নাম উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে যে সমস্ত ক্যাথলিক পোপের পরিবর্ত্তে হেনরীকে স্বীকার করিতে রাজি হইল না হেনরী তাহাদিগকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। অর্থাৎ তাহার নিজস্ব ধর্ম্মমতের সঙ্গে ঐক্য না হওয়ায় ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টান্ট উভয় মতবাদের বহুলোকই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মনৈতিক নহে, স্বার্থ-নৈতিক

Six Articles, 1539

ষষ্ঠ এডোয়ার্ড (১৫৪৭-৫৩)

১৫৪৭ খৃঃ-এ অষ্টম হেনরীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পার্লামেণ্ট-প্রদত্ত ক্ষমতার বলে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র এডোয়ার্ড রাজা হইবেন ; এডোয়ার্ডের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হইলে রাজকুমারী মেরী এবং তাহার মৃত্যুর পর অ্যানি বোলেনের কন্যা এলিজাবেথ ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসিবেন।

ধর্ম্ম-সংস্কার :—পিতার মৃত্যুর সময় ষষ্ঠ এডোয়ার্ড দশ বৎসরের বালক। স্বাস্থ্য তাহার কোন দিনই ভাল ছিল না, সেইজন্য কৈশোরেই তাহার মৃত্যু হয়। তাহার রাজত্বকালের প্রথম দিকে তাহার মাতুল ডিউক অফ্ সমারসেট এবং শেষ দিকে ডিউক অফ্ নর্দাম্বারল্যাণ্ড ইংলণ্ডের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহারা উভয়েই ইংলণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট মতবাদ প্রচলনে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

প্রটেষ্টাণ্ট মতবাদমূলক আইন

অষ্টম হেনরীর ধর্ম্মবিষয়ক ব্যবস্থায় ইংলণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট বা ক্যাথলিক কোন মতবাদই ষোল আনা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমারসেট প্রটেষ্টাণ্টপন্থী ছিলেন ; তিনি ক্যাণ্টারবারির আর্চ্চবিশপ ক্রানমার-এর সাহায্যে—(ইনিও প্রটেষ্টাণ্ট মতবাদের সমর্থক ছিলেন)—ইংলণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্যোগী হন। ক্রানমারের পরামর্শে সমারসেট ইংলণ্ডের চার্চ্চে অনেক নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন করেন। ক্যাথলিক মতানুসারে গীর্জ্জায় যীশু, মেরী ও সাধুসন্তদের মূর্ত্তির সম্মুখে ধূপপ্রদীপ ইত্যাদি জ্বালাইয়া দেওয়া হইত। সমারসেটের আদেশ গীর্জ্জা হইতে মূর্ত্তিসমূহ সরাইয়া দেওয়া হইল। ল্যাটিন ভাষায় প্রার্থনার পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষা প্রবর্ত্তিত এবং এইজন্য ইংরেজীতে প্রার্থনা-পুস্তক (Book of Common Prayer, 1549) সঙ্কলিত হইল। প্রটেষ্টাণ্ট মতবাদকে সম্পূর্ণ প্রচলিত করার জন্য ১৫৫২ খৃঃ-এ প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া "ধর্ম্মের দ্বি-চত্বারিংশৎ সংজ্ঞা"

(Forty-Two Articles of Religion) নির্দ্ধারিত হইল এবং যাজকদের চিরকৌমার্য্য বিধিও তুলিয়া দেওয়া হইল।

ষোল বৎসর বয়সে ক্ষয়রোগে ষষ্ঠ এডোয়ার্ড মারা যান।

রাণী মেরী (১৫৫৩-৫৮)

ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিক্রিয়া ঃ—মেরী ক্যাথলিক মাতা রাণী ক্যাথারিণের সন্তান ছিলেন; প্রটেষ্টাণ্ট আর্চ্চবিশপের অবিবেচনায় তাহার মাতা শেষ জীবনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন এই কথা মেরী বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং মেরীর রাজত্বকালে সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। অষ্টম হেনরী বলপূর্ব্বক ইংলণ্ডে পোপের প্রাধান্য রহিত করিয়াছিলেন, আর মেরী চাহিলেন ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে।

রাণী মেরী স্পেনের সহিত ইংলণ্ডের মৈত্রীস্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের লোকেরা এই বিবাহে সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা স্পেনকে ইংলণ্ডের শত্রু বলিয়া গণনা করিতে শিখিয়াছিল। বিবাহের পর মেরীর অনুরোধে পার্লামেণ্ট পোপের বিরোধী আইন সমূহ প্রত্যাহার এবং ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিল। এক আইনের বলে অষ্টম হেনরীর Act of Supremacy প্রত্যাহৃত হইল। পোপের প্রেরিত জনৈক ধর্ম্মযাজক ইংলণ্ডে আগমন করিয়া পুনরায় ইংলণ্ডকে পোপের আনুগত্যে দীক্ষিত করিলেন।

কিন্তু মেরীর এই উগ্রপন্থী ক্যাথলিক কার্য্যাবলী ইংলণ্ডের লোক অনুমোদন করিতে পারিল না। মেরী বলপূর্ব্বক প্রজাদের উপর ক্যাথলিক মত চাপাইবার চেষ্টা করিলেন। যাহারা ক্যাথলিক মত অস্বীকার করিল তাহাদের উপর নির্য্যাতনের অন্ত রহিল না। অসংখ্য প্রটেষ্টাণ্ট স্বীয় ধর্ম্মমতে অবিচলিত থাকার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। এই নির্য্যাতননীতি

অনুসরণের জন্য রাণী মেরী প্রটেষ্টাণ্টদের নিকট 'রক্তপিপাসু মেরী' বলিয়া পরিচিত হইলেন। মেরীর ক্রোধে যে সকল প্রটেষ্টাণ্ট যাজক জীবন আহুতি দিয়াছিল তাহাদের মধ্যে আর্চ্চবিশপ ক্রানমার, রিডলী ও ল্যাটিমারের নাম উল্লেখযোগ্য। ক্রানমার অষ্টম হেনরীর মনস্তুষ্টির জন্য ক্যাথারিনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দিয়াছিলেন। প্রাণরক্ষার জন্য তিনি প্রটেষ্টাণ্ট মত প্রত্যাহার করার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মেরী মাতার লাঞ্ছনাকারী ক্রানমারকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া ছাড়িলেন না। ক্রানমার যখন দেখিলেন কিছুতেই তাহার প্রাণরক্ষা হইবে না, তখন তিনি নির্ভীকভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হইলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি প্রটেষ্টাণ্ট মত অভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং যে দক্ষিণ হস্ত ধর্ম্মমত প্রত্যাহার-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল তাহা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রথম বাড়াইয়া দিলেন। রিডলী ও ল্যাটিমারকে অক্সফোর্ড সহরে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে ল্যাটিমার বন্ধুকে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—"Master Ridley, play the man ; we shall this day, by God's grace, light such a candle in England as I trust shall never be put out."

ফিলিপের সহিত বিবাহে মেরী সুখী হইতে পারেন নাই। ফিলিপ তাহাকে ভালবাসিতেন না, স্বার্থের খাতিরে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন মাত্র। ফিলিপের স্বার্থের জন্য মেরী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে ফরাসীরা ফ্রান্সে ইংরেজপ্রভুত্বের শেষ চিহ্ন 'ক্যালে' সহর কাড়িয়া লয় (১৫৫৮)। ক্ষুব্ধা মেরী প্রায়ই বলিতেন, "আমার মৃত্যু হইলে দেখিও—ক্যালের নাম আমার হৃদয়ে লেখা রহিয়াছে।" পাঁচবৎসর রাজত্বের পর ১৫৫৮ খৃঃ-এ মেরীর মৃত্যু হয়।

এলিজাবেথ (১৫৫৮-১৬০৩)

ইংলণ্ডের ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে রাণী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইংলণ্ডের ঘরে ও বাহিরে তখনও প্রচুর

সমস্যা সমাধানের অপেক্ষায় ছিল। স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে তখনও ইংলণ্ডের মৈত্রী স্থাপিত হয় নাই; ফরাসী যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ইংরেজরা তখনও বিস্মৃত হয় নাই। স্পেনের সহিত ইংলণ্ডের প্রকাশ্য যুদ্ধ না হইলেও স্পেনের প্রচ্ছন্ন বৈরভাবের কথা অবিদিত ছিল না। ইংলণ্ডের রাজকোষ তখন শূন্য। ইংরেজরা তখন ধর্ম্মবিরোধের অনৈক্যে দুর্ব্বল। মেরীর নিপীড়ননীতির ফলে ইংলণ্ডের প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ তখনও অনিশ্চিত। এমন কি এলিজাবেথই ইংলণ্ডের সিংহাসনের বিধিসম্মত উত্তরাধিকারীণী কিনা সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

কিন্তু এলিজাবেথ প্রখরবুদ্ধিশালিনী রমণী ছিলেন। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল তিনি এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্ত বিষয় পরিচালনা করিলেন যে তাহার সময়ে ইংলণ্ড সমস্ত প্রতিকূল ঘটনা কাটাইয়া নৌবলে, সামরিক শক্তিতে, প্রভাবপ্রতিপত্তিতে, ব্যবসাবাণিজ্যে ও সাহিত্য সৃষ্টিতে ইউরোপের দেশসমূহের মধ্যে প্রথম স্থানে উন্নীত হইল। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম ইংলণ্ডে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ধর্ম্ম লইয়া গৃহযুদ্ধের অবসান হইল, নৌবলে অপরাজেয় স্পেন ইংলণ্ডের হস্তে পরাজিত হইল এবং দেশবাসীর আর্থিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে উন্নত হইল।

এলিজাবেথের ধর্ম্মবিষয়ক সমস্যা ও সমাধানঃ—এলিজাবেথের পক্ষে বিদেশীর প্রতি অনুগত ক্যাথলিক পক্ষ ছাড়িয়া রাজভক্ত প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষ সমর্থন করাই অধিক যুক্তিগ্রাহ্য ছিল। তবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এলিজাবেথ এডোয়ার্ড বা মেরীর মত উগ্রপন্থী ছিলেন না। সুতরাং তিনি ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট উভয় সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য নীতি অবলম্বন করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন।

অষ্টম হেনরীর ন্যায় এলিজাবেথ পার্লামেণ্টকে দিয়া 'কর্তৃত্বের আইন' (Act of Supremacy) পাশ করাইয়া চার্চ্চের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন (১৫৫৯ খৃঃ)। ঐ বৎসরই তিনি 'ঐক্যমতের আইন' (Act of Uniformity) দ্বারা স্থির করিলেন যে, ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের আমলের প্রার্থনা পুস্তকে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে উপাসনাদি

চার্চ্চ সম্বন্ধে আইন

অনুষ্ঠিত হইবে। তিনি প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চের গৃহীত ধর্ম্মমত এডোয়ার্ডের সময়ের বিয়াল্লিশটির পরিবর্ত্তে উনচল্লিশটি সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। প্রটেষ্টাণ্ট যাজকদের মধ্যে বিবাহের রীতি প্রবর্ত্তিত হইল, কিন্তু পিউরিটানদের দাবি অনুযায়ী এলিজাবেথ ক্যাথলিকদের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান একেবারে বর্জ্জন করিলেন না। তিনি ক্যাথলিক আমলের মত আর্চ্চবিশপ ও বিশপের পদ অব্যাহত রাখিলেন এবং পূর্ব্বাচরিত অনুষ্ঠান, ধর্ম্মোৎসব ও চার্চ্চের আচরণাবলী অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। উপাসনার সময়ে ক্যাথলিক যাজকরা পূর্ব্বে যে সারপ্লিস (Surplice) নামে নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান বা উপাসনা বেদী সুসজ্জিত করিত তিনি তাহা বজায় রাখিলেন।

এইভাবে এলিজাবেথ উভয় ধর্ম্মের মধ্যে আপোষমূলক পন্থা অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ডের জাতীয় ধর্ম্ম—যাহা য়্যাংগ্লিকান চার্চ্চ নামে পরিচিত—প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহাতে ইংলণ্ডের উভয় সম্প্রদায়ই মোটামুটি সন্তুষ্ট হইল—কেবল উভয় মতের উগ্রপন্থীরাই বিরোধী হইয়া রহিল। কিন্তু এলিজাবেথ য়্যাংগ্লিকান মতের বিরোধীদের সম্বন্ধে নির্য্যাতন নীতি অনুসরণ করিলেন না। মাত্র যাহারা য়্যাংগ্লিকান চার্চ্চে যাইয়া উপাসনা করিতে অসম্মত হইল তাহাদিগকে এক প্রকার জরিমানা দেওয়ার আইন প্রবর্ত্তিত হইল।

উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য

এলিজাবেথের আপোষপন্থী ধর্ম্মব্যবস্থার সমাধানে কেবলমাত্র ইংলণ্ডের ধর্ম্মদ্বন্দ্বের অবসান হইল তাহা নহে, ইউরোপের ক্যাথলিক রাষ্ট্রসমূহ অথবা পোপ সকলেই এলিজাবেথের প্রতি সন্তুষ্ট হইল। কেননা য়্যাংগ্লিকান চার্চ্চের বিধিব্যবস্থা এমন সুকৌশলে রচিত হইয়াছিল যে তাহাতে স্পষ্টতঃ ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন অশ্রদ্ধার কথা বলা হয় নাই। কিন্তু নানা কারণে ক্যাথলিক জগৎ ক্রমশঃ এলিজাবেথের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইল এবং পরিণামে পোপ এলিজাবেথের বিরুদ্ধে 'বহিষ্কার দণ্ড' ঘোষণা করিলেন

ক্যাথলিক রাষ্ট্রের বিরোধিতা

(১৫৭০)। এই ঘটনার পর হইতে ইংলণ্ড বাধ্য হইয়া ইউরোপের প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল এবং অপর পক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণকারী রাষ্ট্র স্পেনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইল। ক্যাথলিক মতের 'পুনঃ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন' কাউণ্টার রিফর্মেশান নামে খ্যাত। পরবর্ত্তী কালে এলিজাবেথকে কাউণ্টার রিফর্মেশান-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

কাউণ্টার রিফর্মেশানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

এলিজাবেথের বৈদেশিক নীতি ঃ—এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ডের বৈদেশিক নীতিও খুব কৌশলের সহিত অনুসৃত হইয়াছিল। ধর্ম্মের ব্যাপারে এলিজাবেথ স্পেন ও ফ্রান্সের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন কিন্তু ইউরোপের রাজনৈতিক প্রাধান্য লইয়া আবার স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল। এলিজাবেথ স্পেনও ফ্রান্সের মনোমালিন্যের সুযোগ গ্রহণ করিলেন। উভয় রাষ্ট্রই ক্যাথলিক ছিল তথাপি ফ্রান্স স্পেনের মত কাউণ্টার রিফর্মেশানের দলভুক্ত উগ্র ক্যাথলিকপন্থী ছিল না। তদুপরি ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক, ঔপনিবেশিক বা সামুদ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতারও সম্ভাবনা ছিল না। ইত্যবস্থায় এলিজাবেথ স্পেনকে ছাড়িয়া ফ্রান্সের দিকে মৈত্রীর জন্য ঝুঁকিলেন। তিনি বুঝিলেন—যতদিন ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের মৈত্রীর সম্ভাবনা থাকিবে ততদিন স্পেন প্রকাশ্যে ইংলণ্ডের শত্রুতা করিতে সাহস করিবে না, কিন্তু একবার মৈত্রীযুক্ত হইলে স্পেন ইংলণ্ডের ঘোরতম শত্রু হইবে। কাজেই এলিজাবেথ ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে বিবাহের কথা আলোচনা করিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে নিরাশ করিলেন। বিবাহের প্রতিশ্রুতিতেই কাজ হইল। এলিজাবেথের সম্পূর্ণ রাজত্বকালে ফ্রান্স ইংলণ্ডের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়াছিল, স্পেনও দীর্ঘকাল ইংলণ্ডের প্রতি শত্রুতা হইতে বিরত ছিল।

ফ্রান্সের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা

কাউণ্টার রিফর্ম্মেশানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঃ—এলিজাবেথের রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় কাউণ্টার রিফর্মেশানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যয়িত হইয়াছিল।

কাউন্টার রিফর্মেশানের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপ হইতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম লুপ্ত করিয়া তৎস্থলে ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। এই ব্যাপারে ধর্ম্মগুরু পোপ, জার্ম্মাণ সম্রাট ও স্পেন সর্ব্বাপেক্ষা আগ্রহশীল ছিল। কাউন্সিল অফ ট্রেণ্ট (১৫৪৬-৬৩) এর অধিবেশন সমূহে ক্যাথলিক ধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ বহু ত্রুটি নিরাকৃত হয় এবং জেসুইট পাদ্রীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারের ফলে জার্ম্মাণীতে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে ক্যাথলিক ধর্ম্ম লুপ্ত প্রভাবের কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে যে ধর্ম্মসংস্কার অনুসৃত হইয়াছিল তাহাতে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের কবল হইতে ক্যাথলিক মতে পুনর্দীক্ষিত করাই কাউন্টার রিফর্ম্মেশানের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এলিজাবেথের প্রটেষ্টাণ্ট প্রীতির জন্য ইহা সম্ভব ছিল না। কাজেই ইংলণ্ডের অনুসৃত কাউন্টার রিফর্ম্মেশানের লক্ষ্য ছিল এলিজাবেথকে অপসৃত করিয়া তৎস্থলে কোন ক্যাথলিক ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই জন্য রাজত্বকালের প্রথম ত্রিশ বৎসর ইংলণ্ডে বহু ষড়যন্ত্র হইয়াছিল এবং এই ষড়যন্ত্রে পোপ, সম্রাট ও স্পেন সক্রিয়ভাবে লিপ্ত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে এলিজাবেথ সমস্ত বিপদ কাটাইয়া স্বয়ং নিরাপদ্ হন এবং ইংলণ্ডকেও বিদেশী আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করেন।

ইংলণ্ড কাউণ্টার রিফর্ম্মেশানের উদ্দেশ্য

ক্যাথলিকদের প্রথম প্রচেষ্টা হইল স্কটল্যাণ্ডের রাণী ক্যাথলিক মেরীকে এলিজাবেথের স্থলে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা। ক্যাথলিকরা অষ্টম হেনরী ও অ্যানি বোলেনের বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীকার করিতেন না; সুতরাং তাহাদের মতে মেরীর পরে সপ্তম হেনরীর প্রপৌত্রী স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরীই ছিলেন ইংলণ্ডের সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারিণী। মেরী-কে কেন্দ্র করিয়া ইংলণ্ডের ক্যাথলিকগণ ষড়যন্ত্রের জাল বুনিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মেরী স্বরাজ্য স্কটল্যাণ্ডে অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন;

স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরীকে কেন্দ্র করিয়া ষড়যন্ত্র

তিনি প্রাণভয়ে স্বরাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া এলিজাবেথের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এলিজাবেথ মেরীকে আটক করিয়া রাখিলেন। মেরীকে এলিজাবেথের কবল হইতে উদ্ধার করা ও এলিজাবেথের প্রাণ নাশ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে ইংলণ্ডে বহু ষড়যন্ত্র হয়। এই সকল চক্রান্তের মধ্যে উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহ (১৫৬৯), রিডলফি চক্রান্ত (১৫৭১), থকমর্টন চক্রান্ত, ব্যাবিংটন চক্রান্ত (১৫৮৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্পেনের সঙ্গে এই সকল চক্রান্তের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ ছিল। রাণী মেরীর সঙ্গে এই সকল চক্রান্তের যে অকাট্য সংযোগ ছিল এলিজাবেথ তাহার প্রমাণ পাইলেন। অগত্যা এলিজাবেথ সকল ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্য মেরীর প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন (১৫৮৭)।

অপরাজেয় আর্ম্মাডা-র আক্রমণ

বিভিন্ন ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইল দেখিয়া স্পেন ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়া এলিজাবেথকে শাস্তি দিবার সঙ্কল্প করিলেন। ধর্ম্মবিরোধ ব্যতীত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে স্পেনের আরও অভিযোগ ছিল। আমেরিকাস্থ স্পেনিস্ উপনিবেশে বাণিজ্য লইয়া স্পেন ও ইংলণ্ডের মধ্যে মনান্তর সৃষ্টি হইয়াছিল। স্পেনের নিষেধসত্ত্বেও ইংরেজ বণিকগণ স্পেনিস উপনিবেশের সহিত বাণিজ্য করিত; উপরন্তু ইংরেজ বোম্বেটেগণ স্পেনের সোনা বোঝাই সওদাগরী জাহাজও লুঠ করিত। স্পেনের নরপতি দ্বিতীয় ফিলিপ এক বিরাট 'আর্ম্মাডা' বা নৌবহর সজ্জিত করিয়া ১৫৮৮ খৃঃ-এ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই নৌবহর ইংলণ্ড আক্রমণে সাফল্য লাভ করিল না। দৈবদুর্ব্বিপাকে এবং ইংরেজ রণতরীর আক্রমণে 'অপরাজেয়' নৌবহরের অধিকাংশ জাহাজ বিনষ্ট হইল। ইংরেজদের নিকট পরাস্ত হইয়া তাহারা স্কটল্যাণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এইভাবে কাউন্টার রিফর্মেশানের বিপদ হইতে ইংলণ্ড পরিত্রাণ লাভ করিল।

এলিজাবেথের রাজত্বকাল ও ইংলণ্ডের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ঃ— এলিজাবেথের আমলে ইংলণ্ডের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইয়াছিল। স্পেনকে

পরাজিত করার পর সমুদ্র পথে ইংলণ্ডের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ড্রেক, ডেভিস, ফ্রবিসার প্রভৃতি বৃটিশ নাবিকগণ জলপথে পৃথিবীর নানা দেশ পরিক্রমা করেন। স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে উত্তর আমেরিকায় ভার্জিনিয়া নামে একটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এলিজাবেথের সময়ে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও ইহার সম্ভাবনা তাহার রাজত্বকালে ইংরেজদের মনে উদিত হইয়াছিল। উপরন্তু বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইংলণ্ডের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হইয়াছিল। তাহার সময়েই ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসা বাণিজ্য করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সনদ প্রাপ্ত হয় (১৬০০ খৃঃ)।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সূত্রপাত

দেশের শ্রীবৃদ্ধি

দেশবিদেশের সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্যের ফলে ইংরেজ জাতির সম্পদ ও সমৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এলিজাবেথের রাজত্বকালকে ইংরেজী সাহিত্যের স্বুবর্ণযুগ বলা যায়। মার্লো, বেন জনসন, সেক্সপীয়ার, স্পেন্সার, বেকন প্রভৃতি কবি, নাট্যকার ও নিবন্ধরচয়িতা তাহাদের অপূর্ব্ব সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা এই যুগকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন।

সাহিত্যের স্বর্ণযুগ

ষ্টুয়ার্ট যুগ

ষ্টুয়ার্ট যুগের বৈশিষ্ট্যঃ—ষ্টুয়ার্ট যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রাজশক্তির উপর প্রজাশক্তির জয়লাভ। রাজার সহিত বারংবার প্রজার প্রতিনিধি পরিষদ পার্লামেণ্টের বিরোধ হইয়াছিল। সেই বিরোধের ফলে দেশে অন্তর্বিপ্লব হইয়াছে—তাহাতে একজন রাজা প্রাণ হারাইয়াছেন, আর একজন হারাইয়াছেন সিংহাসন। পরিণামে প্রজাশক্তিই রাজশক্তির উপর জয়ী হইয়াছে।

রাজার সহিত প্রজাগণের বিরোধের কারণঃ—ষ্টুয়ার্ট যুগে রাজাপ্রজায় বিরোধের অন্যতম কারণ দেশে আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও বিদেশী

শত্রুর আক্রমণ-ভীতির অভাব। টিউডর যুগে প্রজারা বিভিন্ন অশান্তি ও বিপদ হইতে পরিত্রাণের জন্য রাজার স্বেচ্ছাচারিতা সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু ১৫৮৮ খৃঃ-এ আর্মাডা-র পরাজয়ের পরে বাহির হইতে আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হয় এবং প্রজাগণ আর টিউডর স্বেচ্ছাচারিতা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইল না। সুতরাং তাহারা রাজার অত্যধিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিল। এলিজাবেথের রাজত্বের শেষভাগেই প্রজা-পরিষদ পার্লামেণ্ট এলিজাবেথের বহু আচরণের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিয়াছিল এবং স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেতন হইয়াছিল। প্রথম জেমস-এর রাজত্বের প্রথম ভাগে পার্লামেণ্ট, দৃঢ়তার সহিত রাজার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং পার্লামেণ্টের স্বাধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বহুবার চেষ্টা করে। প্রথম চার্লসের সময়ে পার্লামেণ্ট গত্যন্তর না দেখিয়া রাজার বিরুদ্ধে উত্থিত হয়।

(১) শান্তির সময়ে রাজার স্বৈরাচার অনাবশ্যক ছিল

দ্বিতীয়তঃ এই সময়ে ইংলণ্ডে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ইহারা জাতীয় উদ্যমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট পারদর্শিতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। বাণিজ্যে, নৌদক্ষতায়, বিদ্যাবুদ্ধিতে ইহারা যথেষ্ট অগ্রণী হয়। এই আত্মনির্ভর, আত্মসচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশের শাসন নীতিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য উৎসুক হয় এবং মুখ্যতঃ ইহারাই রাজার বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের আন্দোলন পরিচালনা করে।

(২) উদ্যমী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব

এতদ্ব্যতীত রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে আদর্শগত অনৈক্য এই বিরোধের অন্যতম কারণ ছিল। রাজা মনে করিতেন তিনি দৈবস্বত্বের জোরে শাসন করেন; কাজেই ভগবান্ ব্যতীত তিনি কোন কার্যের জন্য কাহারও নিকট দায়ী হইতে পারেন না। ভগবানের বিধানের ন্যায় রাজার বিধানের কোন প্রকার

(৩) আদর্শগত অনৈক্য

সমালোচনাও অন্যায়। ভগবদ্দত্ত অধিকারের বলে রাজা দেশের সকল আইনের উর্দ্ধে ; প্রয়োজন হইলে তিনি পার্লামেণ্টের যে কোন আইন অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কিন্তু পার্লামেণ্ট রাজার দৈবস্বত্ব অস্বীকার করিল। পার্লামেণ্ট বলিল রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম শক্তির উৎস হইল প্রজাসাধারণ ; তাহাদের প্রতিনিধি পরিষদ্ পার্লামেণ্টের কৃত আইনের বলে রাজক্ষমতা ভোগ করেন। সুতরাং রাজা পার্লামেণ্টের আইন লঙ্ঘন করিয়া চলিতে পারেন না।

(৪) পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্র সম্বন্ধেও রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের মতভেদ ছিল ; পার্লামেণ্ট ষ্টুয়ার্ট রাজাদের অনুসৃত ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি ক্যাথলিক রাজ্যগুলির সহিত মৈত্রীর নীতি সমর্থন করে নাই। স্পেনের সঙ্গে ইংলণ্ডের কেবলমাত্র ধর্ম্মগত নহে, বাণিজ্যগত প্রতিযোগিতাও ছিল।

(৫) ধর্ম্মগত বিরোধ

ধর্ম্মনীতিও ষ্টুয়ার্ট রাজাদের সঙ্গে প্রজাদের বিরোধের অন্যতম কারণ। প্রজাগণ ষ্টুয়ার্ট রাজাদের ক্যাথলিকপ্রীতি মোটেই পছন্দ করিত না।

ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে রাজা এবং পার্লামেণ্টের মধ্যে অধিকারের সীমা-রেখা কখনও স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এবং এসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কোন সমস্যারও উদয় হয় নাই। কিন্তু ষ্টুয়ার্ট যুগে পার্লামেণ্টের বিনানুমতিতে রাজার অর্থ সংগ্রহ করা, বিনা বিচারে প্রজাকে কারারুদ্ধ করা বা মন্ত্রিবর্গকে কার্য্যের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য করা ইত্যাদি সমস্যা রূঢ়ভাবে উপস্থিত হইল। এই সকল ব্যাপারে কাহার অধিকার কতটুকু তাহা স্থির করার কোন আপোষজনক উপায় ছিল না। উভয়পক্ষই নিজের অধিকার সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। কাজেই তরবারির সাহায্য ব্যতীত মীমাংসার কোন উপায় রহিল না।

প্রথম জেমস (১৬০৩-১৬২৫)ঃ—এলিজাবেথের উত্তরাধিকারী জেমস ষ্টুয়ার্ট ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভের পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন। সুতরাং তাহার সময়ে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড এক রাজার অধীনে আসে।

রাজার অধিকার ও পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে তিনি অতিশয় উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি মনে করিতেন রাজা ভগবানের প্রতিনিধি, ভগবদ্দত্ত অধিকারের বলে তিনি রাজ্যশাসন করেন ; সুতরাং তাহার কার্য্যকলাপের জন্য তিনি কোন পার্থিব প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়ী নহেন। রাজা তাঁহার কার্য্যের জন্য একমাত্র ভগবানের নিকটই দায়ী। টিউডর যুগের প্রারম্ভে যখন দেশ হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী অরাজকতার স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই তখন হয়তো প্রজারা রাজার এই অধিকার মানিয়া লইতে পারিত। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্পেনীয় নৌবহর বিনষ্ট হওয়াতে স্বাধীনতা লোপের আশঙ্কা তিরোহিত হইয়াছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে, স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে পিউরিটান মতবাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তখন পিউরিটান পরিচালিত পার্লামেন্টের পক্ষে বিনা প্রতিবাদে রাজার এই সমস্ত দাবি মানিয়া লওয়া সম্ভব ছিল না।

রাজার দৈবস্বত্ব—Divine Right of Monarchy

পার্লামেন্টের সহিত বিরোধঃ—পার্লামেন্টের বিনা অনুমতিতে জেমস বিবিধ করস্থাপন করিয়া অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ এই জন্যই পার্লামেন্টের সঙ্গে জেমস-এর বিরোধ বাধিয়াছিল। তিনি অর্থাভাব মিটাইবার জন্য নিজের দায়িত্বে আমদানী শুল্ক বাড়াইয়া দিলেন। পার্লামেন্ট রাজার বে-আইনী শুল্কবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল। কাজেই ১৬১১ হইতে ১৬১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত পার্লামেন্ট আহূত হইল না। ১৬১৪ খৃঃ-এ আবার পার্লামেন্ট আহূত হইল। কমন্স সভার সদস্যেরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির করিলেন, পার্লামেন্টের বিনা অনুমতিতে কর আদায় করা রাজার পক্ষে বিধিবিগর্হিত। রাজা পার্লামেন্টের প্রতিষ্ঠাবান্ নায়কদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া ছয়বৎসরকাল জরিমানা, ফিউডাল দেয়, জবরদস্তি কর্জ্জ এবং খয়রাত (benevolence) আদায় করিয়া শাসনতন্ত্র চালাইতে লাগিলেন। এইভাবে

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক আধিপত্য কাহার হস্তে—পার্লামেণ্টের না রাজার, এই প্রশ্ন লইয়া বিরোধ চলিল। জেমস স্বীয় কার্য্যাবলী সমর্থন করার জন্য বহুবার পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিলেন কিন্তু পার্লামেণ্ট কিছুতেই রাজার নির্দ্দেশ মানিতে সম্মত হইল না।

পররাষ্ট্রনীতি ঃ—প্রথম জেমস্ শান্তিবাদী ছিলেন। তিনি সহসা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে চাহিতেন না। এতদ্ব্যতীত তিনি স্পেনের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার ধারণা ছিল ক্যাথলিক প্রধান স্পেনের সঙ্গে প্রটেষ্টাণ্ট-প্রধান ইংলণ্ডের মৈত্রীবন্ধন হইলে ইউরোপের শান্তি অব্যাহত থাকিবে। কিন্তু দেশের লোক রাজার এই শান্তি নীতি বা স্পেনের সঙ্গে মৈত্রী কোনটাই সমর্থন করিতে পারে নাই। স্পেনীয় বিগ্রহে জয়লাভ করিয়া ইংরেজরা জাতীয় গৌরব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। বিদেশে কোন কারণে ইংলণ্ডের গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয় তৎপ্রতি তাহাদের প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাহারা দেশের বৈরী এবং ক্যাথলিক রাষ্ট্র স্পেন সম্বন্ধে জেমসের প্রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল।

স্পেন প্রীতিও শান্তি সমর্থক

১৬১৮ খৃঃ-এ ইউরোপে যখন 'ত্রিংশ বৎসরের' যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন জেমসের জামাতা বোহেমিয়ার রাজা প্যালাটিনের ফ্রেডারিক এই যুদ্ধে বিপদগ্রস্ত হন। ইংলণ্ডের প্রটেষ্টাণ্ট প্রজারা রাজার প্রটেষ্টাণ্ট জামাতার এই বিপদে সাহায্য করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, অথচ জেমস ভাবিলেন স্পেনের মধ্যস্থতায় বিনা যুদ্ধেই তিনি জামাতার রাজ্য উদ্ধার করিতে পারিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ শেষ পর্য্যন্ত ফ্রেডারিক-কে রাজ্যচ্যুত হইয়া জার্ম্মাণী হইতে বিতাড়িত হইতে হইল। জেমস তথাপি কিন্তু স্পেনের সদুদ্দেশ্যে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন না। স্পেনের সহিত মৈত্রী রক্ষায় তিনি এত আগ্রহশীল ছিলেন যে বিখ্যাত বীর স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে দক্ষিণ আমেরিকায় একখানা স্পেনিস গ্রাম আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার প্রাণদণ্ড বিধানেও কুণ্ঠিত

হন নাই। ১৬২৫ খৃঃ-এ মৃত্যুর মাস তিনেক পূর্ব্বে যুবরাজের প্ররোচনায় তিনি স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের উপনিবেশ স্থাপন ঃ—জেমসের রাজত্বকালে আমেরিকায় ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৬০৭ খৃঃ-এ একদল ইংরেজ ঔপনিবেশিক ভার্জ্জিনিয়ায় বসতি স্থাপন করিলেন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে একদল পিউরিটান 'মে ফ্লাওয়ার' নামক জাহাজে করিয়া আটলাণ্টিক পার হইয়া আমেরিকায় উপস্থিত হইলেন। ইহারা ইতিহাসে 'পিলগ্রিম ফাদার্স' নামে খ্যাত। ইহারা আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস-এ যে বসতি স্থাপন করেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই উত্তরকালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ১৬১২ খৃঃ-এ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে প্রথম পদার্পণ করে। জেমসের রাজত্বকালে উত্তর আয়র্লণ্ডের আলষ্টার নামক স্থানে ইংরেজ, স্কট ও পিউরিটানদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

প্রথম চার্লস (১৬২৫-'৪৯) ঃ—প্রথম জেমসের পর যুবরাজ প্রথম চার্লস ইংলণ্ডের রাজা হইলেন। চার্লস ফ্রান্সের রাজকুমারী হেনরিয়েটাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ প্রজাদের মনঃপূত হয় নাই। হেনরিয়েটা ক্যাথলিক ছিলেন—অথচ প্রজাগণ ছিলেন প্রটেষ্টাণ্ট। তিনি মোটেই বুদ্ধিমতী ছিলেন না, অথচ অকারণ রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অশান্তি উৎপাদন করিতেন।

পার্লামেণ্টের সঙ্গে বিরোধ ঃ—চার্লসের রাজত্বকালে পার্লামেণ্টের সঙ্গে রাজার বিরোধ চরমে উঠিয়াছিল। জেমসের সময়ে এই বিরোধের সূত্রপাত হয়; কিন্তু সেই সময়ে পার্লামেণ্ট রাজার সম্মান বজায় রাখিয়া কেবল তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াই ক্ষ্যান্ত ছিল। কিন্তু পিতার ন্যায় চার্লস রাজার অধিকার সম্বন্ধে দৈবস্বত্বের ধারণা এবং প্রটেষ্টাণ্ট-বিরোধিতার দ্বারা পার্লামেণ্টকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। পরিণামে গৃহযুদ্ধ ব্যতীত এই বিরোধের মীমাংসা সম্ভবপর হইল না।

রাজত্বের প্রথম চারি বৎসর (১৬২৫-'২৯) চারিবার পার্লামেণ্ট আহূত হয় কিন্তু চারিবারই পার্লামেণ্টের সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিনি তাহার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেন। অতঃপর তিনি এগারো বৎসর (১৬২৯-'৪০) বিনা পার্লামেণ্টে স্বেচ্ছাচারিতার সহিত শাসন করেন। ইহার পর স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি দুইবার পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন—'হ্রস্ব' ও 'দীর্ঘ' পার্লামেণ্ট। দীর্ঘ পালামেণ্ট রাজার ক্ষমতা যথেষ্ট সঙ্কুচিত করায় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া পার্লামেণ্টের নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দেন। এই আদেশের ফলে প্রকাশ্য যুদ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর রহিলেন।

বিরোধের কারণ সমূহ ঃ—পার্লামেণ্টের সঙ্গে চার্লসের বিরোধের মোটামুটি কারণ এইগুলি। প্রথমতঃ জেমসের রাজত্বকালের ন্যায় ধর্ম্ম-বিষয়ক বিরোধ। চার্লস নিজে য়্যাংগ্লিকান চার্চ্চের সমর্থক, রাণী ছিলেন ক্যাথলিক, কাজেই চার্লস রাণীর ইচ্ছানুযায়ী ক্যাথলিক মতের প্রতি প্রীতি-সম্পন্ন ছিলেন। আর প্রজাগণ ও পার্লামেণ্ট ছিল পিউরিটান তথা ক্যাথলিক-বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেণ্ট রাজার মন্ত্রীদিগকে বিশ্বাস করিত না—প্রথমদিকে রাজার প্রিয়পাত্র বাকিংহামকে, শেষের দিকে ষ্টাফোর্ড ও লডকে। পক্ষান্তরে ইহারা রাজার একান্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং চার্লস ইহাদের কার্য্যের কোন সমালোচনা মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। তৃতীয়তঃ, রাজার পররাষ্ট্র নীতির পরিচালনায় পার্লামেণ্ট অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল—প্রথমদিকে পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতায় এবং শেষের দিকে পার্লামেণ্টের মতে অবাঞ্ছিত দেশগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়াতে।

সর্ব্বোপরি বিরোধের মূল কারণ—রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম অধিকার কাহার হস্তে সেই প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছিল। পার্লামেণ্ট রাজ্যশাসনে কিঞ্চিৎ অংশ দাবি করিল—আর চার্লস কোন অধিকার পার্লামেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। অবশ্য উভয় পক্ষের দাবির মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া বর্ত্তমানকালের ন্যায় রাজা ও পার্লামেণ্টের সংযুক্তভাবে শাসনব্যবস্থার বন্দোবস্ত

করিলে হয়ত ভালই হইত। কিন্তু চার্লস ও পার্লামেণ্ট উভয়েই এ সম্বন্ধে অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করায় উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধিল (১৬৪২ খৃঃ)।

প্রথম চারিবৎসর (১৬২৫-'২৯)ঃ—স্পেনের সহিত যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চার্লস প্রথম পার্লামেণ্ট আহ্বান করিলেন। পার্লামেণ্ট রাজার প্রিয়পাত্র বাকিংহামকে পছন্দ করিত না; সুতরাং বাকিংহামকে পদচ্যুত না করিলে পার্লামেণ্ট রাজাকে অধিক টাকা মঞ্জুর করিবে না বলিয়া জানাইল। যে 'টনেজ' ও 'পাউণ্ডেজ' ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেক রাজাই স্ব-স্ব জীবিতকাল পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন প্রথম চার্লসের বেলা এই কর মাত্র এক বৎসরের জন্য মঞ্জুর করা হইল। সুতরাং রাজা পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন।

প্রথম পার্লামেণ্ট, ১৬২৫

১৬২৬ খৃঃ-এ চার্লস ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের ব্যয় মঞ্জুর করার জন্য পার্লামেণ্টের দ্বারস্থ হইলেন। স্যার চার্লস ইলিয়টের নেতৃত্বে পার্লামেণ্ট তাহার ন্যায্য অভিযোগের প্রতিকার হওয়ার পূর্ব্বে এক কপর্দ্দকও মঞ্জুর করিতে রাজি হইল না, উপরন্তু সকল অনাচারের মূল বাকিংহামকে 'ইম্‌পিচ' করিতে উদ্যত হইল। বন্ধুকে বাঁচাইবার জন্য রাজা দ্বিতীয় পার্লামেণ্টও ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

দ্বিতীয় পার্লামেণ্ট, ১৬২৬

অতঃপর চার্লস বাকিংহামের পরামর্শে প্রজাদের নিকট হইতে জবরদস্তি কর্জ্জ লইতে আরম্ভ করিলেন। যাহারা ঋণ দিতে অস্বীকার করিল তাহারা ষ্টার চেম্বার আদালতের বিচারে কারাদণ্ডিত হইতে লাগিল। ডার্নেল প্রমুখ পাঁচ ব্যক্তি এই ঋণ দিতে রাজি হইলেন না; ফলে তাহারা কারারুদ্ধ হইলেন, এই অন্যায় কার্য্যের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করিয়াও ফল পাইলেন না। রাজকোষে অর্থাভাব, অথচ যুদ্ধের জন্য অর্থের প্রয়োজন। দুই বৎসর পরে ১৬২৮ খৃঃ-এ চার্লসকে আবার পার্লামেণ্ট ডাকিতে হইল। স্যার জন ইলিয়টের পরামর্শে কমন্স ভায়স

তৃতীয় পার্লামেণ্ট, ১৬২৮

অধিকারের আবেদন (Petition of Right) গৃহীত হইল। এই আবেদনে প্রজাদের কতকগুলি মৌলিক অধিকারের কথা গৃহীত হইল—রাজা কাহাকেও বিনা বিচারে বন্দী করিতে পারিবেন না, পার্লামেন্টের বিনা অনুমোদনে রাজা কোনও কর বা কর্জ্জ তুলিতে পারিবেন না, শান্তির সময়ে সামরিক আইন জারি করিতে পারিবেন না ইত্যাদি। রাজা এই আবেদনে বাধ্য হইয়া সম্মতি দিলেন, পার্লামেন্ট হইতে যুদ্ধ ব্যয়ের টাকা মঞ্জুর হইল। কিন্তু বাকিংহামকে লইয়া গোল বাধিল। পার্লামেন্ট বাকিংহামের পদচ্যুতি দাবি করিল। চার্লস ক্রুদ্ধ হইয়া পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত রাখিলেন।

চতুর্থ পার্লামেন্ট, ১৬২৯

পুনরায় ১৬২৯ খৃঃ-এ চার্লস পার্লামেন্ট ডাকিলেন। ইতিমধ্যে বাকিংহাম আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। প্রজাদের অধিকারের সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া চার্লস 'টনেজ' ও 'পাউণ্ডেজ' আদায় করিতেছিলেন; তাহার অনুসৃত ধর্ম্মনীতিও জনসাধারণের নিকট বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং নব আহূত পার্লামেন্টে রাজার অপকার্য্যের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। রাজা পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত রাখার আদেশ দিলেন। কিন্তু রাজার আদেশ কার্য্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বেই পার্লামেন্ট এই প্রস্তাব করিল যে যদি কেহ রাজাকে আইন লঙ্ঘন করার অথবা টনেজ ও পাউণ্ডেজ আদায় করার পরামর্শ দেয়, বা যদি কেহ স্বেচ্ছায় বে-আইনী কর দেয় তবে সে বা তাহারা দেশের ও স্বাধীনতার শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহার পর রাজা পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া পার্লামেন্ট ব্যতিরেকেই এগারো বৎসর শাসন করিলেন।

বিনা পার্লামেন্ট শাসন (১৬২৯-'৪০) :—এগারো বৎসর জবরদস্তি শাসনকালে আর্ল অফ্ ষ্ট্রাফোর্ড ও আর্চ্চবিশপ লড ছিলেন রাজার দক্ষিণ ও বাম হস্ত স্বরূপ। ষ্ট্রাফোর্ডের পূর্ব্ব নাম ছিল ওয়েন্টওয়ার্থ। রাজা তাহাকে আর্ল অফ ষ্ট্রাফোর্ড এই উপাধিদানে পুরস্কৃত করেন। ষ্ট্রাফোর্ড শাসন-

সম্পর্কিত ব্যাপারে এবং লড ধর্ম্মবিষয়ক ব্যাপারে রাজার মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। উভয়েই সর্ব্ববিষয়ে 'চরম' (thorough) নীতির পক্ষপাতী ছিলেন।

চার্লস বহু পুরাতন আইন পুনঃ প্রচলিত করিয়া বা ঐ সমস্ত আইনের লঙ্ঘনকারীদের উপর শাস্তি বিধান করিয়া জরিমানা স্বরূপ অর্থ আদায় করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট একটা বার্ষিক আয়ের ভূ-সম্পত্তির মালিকদিগকে নাইট পদবী গ্রহণে বাধ্য করা হইল। এই উপলক্ষ্যে রাজা প্রচুর সেলামি আদায় করিতেন। এতদ্ব্যতীত জবরদস্তি কর্জ্জ, সরকারী জমি বেদখলের জন্য জরিমানা, জাহাজের কর ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারে বে-আইনী অর্থ আদায় করা হইতে লাগিল। ষ্টার চেম্বার ও হাই কমিশন কোর্টের সাহায্যে রাজার আদেশের বিরোধীদিগকে অমানুষিক শাস্তি দেওয়া হইতে লাগিল।

অবৈধ উপায়ে অর্থ আদায়

আর্চ্চবিশপ লড রোমান ক্যাথলিকদের মত অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তাহার নির্দ্দিষ্ট উপাসনাপদ্ধতি সকলকে মানিয়া চলার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। এইজন্য পিউরিটানদের সহিত বিরোধ অনিবার্য্য হইল। স্কটল্যাণ্ডে ইংলণ্ডের ধর্ম্মপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া চার্লস বিপদে পড়িলেন। তাহারা ইংলণ্ডে প্রচলিত প্রার্থনা-পুস্তক ব্যবহার করিতে সম্মত হইল না। স্কটল্যাণ্ড-বিদ্রোহী হইল। স্কটল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য রাজার অর্থের প্রয়োজন হইল। অগত্যা চার্লস এগারো বৎসর বাদে পার্লামেণ্ট ডাকিতে বাধ্য হইলেন। ইহা তিন মাস স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া 'হ্রস্ব পার্লামেণ্ট' নামে পরিচিত। রাজা পার্লামেণ্টের নিকট টাকা চাহিলেন; পার্লামেণ্টও তাহার অভিযোগের প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত টাকা মঞ্জুর করিতে সম্মত হইল না। সুতরাং রুষ্ট হইয়া রাজা পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন।

ধর্ম্মনীতিতে স্কটল্যাণ্ডের বিদ্রোহ

হ্রস্ব পার্লামেণ্ট, ১৬৪০

কিন্তু স্কট-বিদ্রোহ তখনও শান্ত হয় নাই। রাজার পক্ষে প্রচুর অর্থের

প্রয়োজন। অগত্যা পুনরায় রাজা পার্লামেন্টের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হইলেন। ১৬৪০ খৃঃ-এ পুনরায় পার্লামেন্ট আহূত হইল; এই পার্লামেন্ট বিশ বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া ইহা দীর্ঘ পার্লামেন্ট (Long Parliament) নামে খ্যাত।

দীর্ঘ পার্লামেন্ট (১৬৪০-'৬০) :—এতদিন রাজার হস্তে ক্ষমতা ছিল। এইবার ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পাইয়া পার্লামেন্ট স্বীয় আধিপত্য প্রয়োগের চেষ্টা করিল। প্রথমেই রাজার দুই মন্ত্রণাদাতা ষ্ট্রাফোর্ড (১৬৪১) ও লডের (১৬৪৫) প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইল। অতঃপর সমগ্র শাসনপদ্ধতি সুসংস্কৃত করা হইল। নূতন ব্যবস্থায় পার্লামেন্টই সর্ব্বেসর্ব্বা হইল—রাজার নামমাত্র অধিকার রইল।

রাজার ক্ষমতা খর্ব্ব করার পর ধর্ম্মীয় ব্যবস্থা লইয়া পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। একদল চাহিল—(ইহারা এপিস-কোপালিয়ান নামে পরিচিত)—যে চার্চ্চের ব্যবস্থায় বিশপের শাসন, প্রার্থনা-পুস্তক থাকুক, কেবল লডের প্রবর্ত্তিত নূতন নিয়মগুলি উঠিয়া যাক। কিন্তু পিউরিটান সদস্যেরা চাহিল এই সমস্ত বিধি তুলিয়া দিয়া স্কটল্যাণ্ডের মত ইংলণ্ডেও প্রেসবিটারিয়ান পন্থা প্রবর্ত্তিত হউক। এই দলাদলি দেখিয়া রাজার সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি এই সুযোগে পার্লামেন্টের কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া উহার শক্তি দমন করার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলেন না। কমন্স সভা রাজার এই আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। অতঃপর যুদ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না।

গৃহযুদ্ধ (১৬৪২-'৪৯) :—রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে এই গৃহযুদ্ধ সাত বৎসরকাল চলিয়াছিল। পার্লামেন্টের পক্ষে ইংলণ্ডের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল এবং রাজার পক্ষে উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল এই যুদ্ধে যোগদান করিল। মোটের উপর ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ পার্লামেন্টের পক্ষে এবং ভূম্যধিকারীর বেশীর ভাগ রাজার পক্ষে ছিল। রাজার পক্ষীয় লোকজন

'ক্যাভেলিয়ার' বা সওয়ার এবং পার্লামেন্ট পক্ষীয়গণ 'রাউণ্ড হেড' বা নেড়া মাথা বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল।

নেড়ামাথার দল প্রথমে সওয়ারদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে নাই। ১৬৪৪ খৃঃ-র পর পার্লামেন্ট দল অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে সুসংবদ্ধ হইয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ের সূচনা করিল। পার্লামেন্টের নেতৃবৃন্দ দেখিয়াছিলেন যে বাহিরের সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধ জয়ের আশা কম। অগত্যা তাহারা স্কটল্যাণ্ডের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। স্কটল্যাণ্ড রাজার বিরুদ্ধে সৈন্য সাহায্যের বিনিময়ে ইংলণ্ডে স্কটল্যাণ্ডের মত প্রেসবিটারিয়ান পন্থা প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি লাভ করিল। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে স্কচ ও ক্রমওয়েলের নব প্রবর্ত্তিত সুগঠিত 'আয়রণ সাইডস্' বাহিনী রাজার সৈন্যদলকে মার্স্টন মুরের যুদ্ধে পরাজিত করিল। পর বৎসর নাসবির যুদ্ধে রাজসেনাদলের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। অবস্থার উন্নতির কোন আশা নাই দেখিয়া চার্লস একবৎসর কোনক্রমে আত্মরক্ষার পর ১৬৪৬ খৃঃ-এ স্কচ সৈন্যদলের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

ইতিমধ্যে বিজয়ী সৈন্যদলের মধ্যে ধর্ম্মমত লইয়া কলহ আরম্ভ হইয়া গেল। পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য স্কটল্যাণ্ডের অনুকরণে ইংলণ্ডে প্রেসরিটারিয়ান পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সেনাপতিরা এবং সৈনিকদল এই মতের পক্ষপাতী ছিল না। তাহাদিগকে বলা হইত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। ক্রমওয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মতবাদী ছিলেন। যখন স্কচদের সাহায্যের বিনিময়ে ইংলণ্ডে প্রেসবিটারিয়ান মতবাদ প্রবর্ত্তনের চুক্তি হয় তখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টগণ অসন্তুষ্ট হইলেও প্রয়োজনবোধে চুপ করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা পার্লামেন্টের প্রেসবিটারিয়ান পক্ষপাতিত্বে আপত্তি জানাইল। চার্লস দুইদলের মধ্যে মতান্তরের কথা বুঝিয়া উভয়পক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। স্কচরা অর্থের বিনিময়ে চার্লস-কে পার্লামেন্টের হস্তে সমর্পণ করিল। রাজাকে হস্তগত করিয়া পার্লামেন্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদের মতামত অগ্রাহ্য করিতে লাগিল এবং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদের বিরুদ্ধে স্কচদিগকেও দলে পাইল। কিন্তু রাজা ও পার্লামেন্ট উভয়েই

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদের প্রকৃত শক্তির কথা বুঝিতে পারেন নাই। ১৬৪৮ খৃঃ-এ প্রেসবিটারিয়ান পার্লামেণ্ট ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সেনাদলের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ (Second Civil War) নামে খ্যাত। নব আদর্শে গঠিত ও সেনাপতি ফেয়ার-ফ্যাক্স ও ক্রমওয়েল-পরিচালিত রণদক্ষ সৈন্যদল অনায়াসে পার্লামেণ্টের দলকে পরাজিত করিল। অতঃপর বিজয়ী সৈন্যদল লণ্ডন সহরে প্রবেশ করিয়া প্রেসবিটারিয়ান পার্লামেণ্ট ও রাজার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অগ্রসর হইল। এই বৎসরই কর্ণেল প্রাইড দীর্ঘ পার্লামেণ্টের ৪৫ জন সভ্যকে গ্রেপ্তার ও একশত প্রেসবিটারিয়ান সভ্যকে পার্লামেণ্ট হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। যাহারা সৈন্যদলের মন যোগাইয়া চলিতে প্রস্তুত হইল তাহারই পার্লামেণ্টের সভ্য রহিল। দীর্ঘ পার্লামেণ্টের এই ক্ষীণ অবশেষকে লোকে ঠাট্টা করিয়া বলিত Rump বা 'পুচ্ছ'।

দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ, ১৬৪৮

অতঃপর সেনানায়করা রাজার বিচার করিতে বসিল। একান্ত বশংবদ পার্লামেণ্ট রাজার বিচারের জন্য একটি বিশেষ আদালত স্থাপন করিল। রাজদ্রোহের অপরাধে রাজার বিচার হইল। বিচারে রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইল। প্রথম চার্লস এই বিচার সভার বৈধতা স্বীকার করেন নাই—তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন উত্তর দেন নাই। চার্লস প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ১৬৪৯ খৃঃ-র ৩০শে জানুয়ারী ঘাতকের কুঠারে তাহার শিরশ্ছেদ হয়। জীবনে চার্লস যতই ভুল করিয়া থাকুন, মৃত্যুকালে তিনি রাজোচিত সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

রাজার প্রাণদণ্ড

রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রেরও প্রায় অবসান হইল। সৈন্যদলের সঙ্গে যোগদান না করায় হাউস অফ্ লর্ডসকে পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কমন্স সভাও ভগ্নাবশেষে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। রাজা, হাউস অফ লর্ডস্, হাউস অফ্ কমন্স—তিনটিই অনুপস্থিত থাকায় সৈন্যদলের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা রহিল।

দশম অধ্যায়

ত্রিংশ বৎসরের যুদ্ধ, (১৬১৮-১৬৪৮)

বৈশিষ্ট ঃ—ত্রিংশ বৎসরের যুদ্ধই ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য করিয়া ইউরোপের সর্ব্বশেষে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমতের বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া জার্ম্মাণীর এক ক্ষুদ্র প্রদেশে এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। দক্ষিণ জার্ম্মাণী হইতে ক্রমশঃ রণাঙ্গণ উত্তরদিকে প্রসারিত হইতে থাকে এবং সমগ্র উত্তরাঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়। ক্রমশঃ উত্তর ইউরোপের ডেনমার্ক ও সুইডেন এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়ে। যুদ্ধের অন্তিম পর্য্যায়ে ফ্রান্স এই যুদ্ধে যোগদান করিয়া প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষকে জয়ী হইতে সাহায্য করে। বলা বাহুল্য যুদ্ধের প্রথম দিকে ধর্ম্মমতের দ্বন্দ্বই যুদ্ধের মুখ্য কারণ ছিল। কিন্তু পরিণামে দেখা গেল ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে রাজনৈতিক স্বার্থই প্রবল হইয়া যুদ্ধের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। যুদ্ধারম্ভের সময়ে হ্যাপসবার্গ বংশই ইউরোপে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী ছিল; কিন্তু ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশ হ্যাপসবার্গদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া ইউরোপে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সূচনা করিল। অতঃপর ক্ষীয়মাণ হ্যাপসবার্গদের স্থান উদীয়মান বুরবোঁ বংশ দখল করিল।

যুদ্ধের কারণ ঃ—ধর্ম্ম লইয়া জার্ম্মাণীতে যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল ১৫৫৫ খৃঃ-র অগসবার্গ-এর সন্ধিতে এই সম্বন্ধে একটা আপোষরফা হয়। আপাততঃ প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক উভয়পক্ষই পারস্পরিক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয়। ক্যাথলিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য এই সন্ধিতে Ecelesiastical Reservation নামে একটি সর্ত্ত থাকে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রটেষ্টাণ্টগণ উক্ত সর্ত্ত লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করে। এই ব্যাপারে ক্যাথলিকদের

জার্ম্মানীর ধর্ম্মদ্বন্দ্ব নিবৃত্ত হয় নাই

মনে ক্ষোভের অন্ত ছিল না। উপরন্তু উক্ত সন্ধিতে কেবলমাত্র লুথারের মতবাদকেই স্বীকার করা হইয়াছিল—ক্যালভিনের ধর্ম্মমতের কোন উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু ক্যালভিনের মতবাদই লুথারের মতবাদ অপেক্ষা জার্ম্মাণীর দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে প্রসার লাভ করিয়াছিল। এই ব্যাপারেও প্রটেষ্টাণ্টদের বিরুদ্ধে ক্যাথলিকদের যথেষ্ট অভিযোগের কারণ উপস্থিত হইয়াছিল।

উভয় ধর্ম্মমতের কর্ম্মতৎপরতা

ইতিমধ্যে প্রটেষ্টাণ্ট মত—লুথার ও ক্যালভিন উভয়েরই মতবাদই উত্তর জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্র শনৈঃ শনৈঃ প্রসার লাভ করিতে থাকে। এমন কি ক্যাথলিকদের প্রধান কেন্দ্র ব্যাভেরিয়া ও অষ্ট্রীয়ায় পর্য্যন্ত প্রটেষ্টাণ্টদের প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকে। প্রটেষ্টাণ্ট মতবাদের এই প্রসার দেখিয়া ক্যাথলিকরা খুব শঙ্কিত হয় এবং অনতিবিলম্বে তাহারা নিজেদের আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও বিবাদ মিটাইয়া অত্যধিক উদ্যমের সহিত ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রসারের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় জেসুইট সম্প্রদায়ই বেশী তৎপরতা প্রদর্শন করে। তাহারা জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্র রাজন্যবর্গের বা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির ফাদার-কনফেসার বা দীক্ষাগুরু হইয়া নিঃশব্দ অথচ স্থির পদসঞ্চারে জার্ম্মাণীর সমস্ত রাজ্যের ধর্ম্মব্যবস্থা ও তৎসঙ্গে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে। জার্ম্মাণীর সম্রাট দ্বিতীয় রুডলফ (১৫৭৬-১৬১২)-এর উৎসাহে ক্যাথলিকদের ধর্ম্মোন্মাদনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ক্যাথলিকদের এই কার্য্যকলাপে প্রটেষ্টাণ্টপক্ষও সচকিত হয় এবং ক্যাথলিকদের প্রসার রুদ্ধ করার জন্য তৎপর হয়। জার্ম্মাণীর প্রটেষ্টাণ্টরা আত্মরক্ষার জন্য ১৬০৮ খৃঃ-এ

জার্ম্মাণী দুই যুধ্যমান শিবিরে বিভক্ত

'ইউনিয়ন' গঠন করে। ক্যাথলিকরা প্রত্যুত্তরে 'হোলি লীগ' নামে নিজেদের একটি আত্মরক্ষামূলক সঙ্ঘ গঠন করিয়া ফেলে (১৬০৯)। কাজেই উভয় পক্ষের কার্য্যতৎপরতার ফলে জার্ম্মাণী পরস্পর যুযুৎসু দুইটি ধর্ম্মীয়

শিবিরে বিভক্ত হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে ক্যাথলিকরাই বেশী সংহত ও সুগঠিত ছিল। ক্যাথলিক পক্ষের নায়ক ছিলেন ব্যাভেরিয়ার ডিউক ম্যাক্সিমিলিয়ান। প্রটেষ্টাণ্টগণের মধ্যে লুথার ও ক্যালভিনের মতবাদের পরস্পর বিরোধিতার জন্য বিশেষ ঐক্য ছিল না। এই পক্ষের নায়ক ছিলেন ফ্রেডারিক, কাউন্ট প্যালাটিন অফ্ রাইন।

যুদ্ধের উপলক্ষ্য :—বোহেমিয়া নামক জার্মাণীর এক ক্ষুদ্র রাজ্যের ব্যাপার লইয়া যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। বোহেমিয়া ক্যাথলিক সমর্থক হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা লুথারের মতবাদ গ্রহণ করিলে হ্যাপসবার্গ সম্রাট বোহেমিয়ানদের উপর নির্য্যাতন নীতি গ্রহণ করে। এই নির্য্যাতনের ফলে অতিষ্ঠ হইয়া অকস্মাৎ ১৬১৮ খৃঃ-এ বোহেমিয়া হ্যাপসবার্গ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং সম্রাটের প্রতিনিধি শাসককে রাজধানী সহর প্রাগ হইতে বিতাড়িত করিয়া স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করে। বোহেমিয়ার প্রটেষ্টাণ্টগণ প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না বুঝিয়া সাহায্যের জন্য 'ইউনিয়ন'-এর নিকট আবেদন করিলে সম্রাট ক্ষুদ্র বোহেমিয়ার আস্পর্দ্ধার সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই ভাবে দুইপক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল।

বোহেমিয়ার অশান্তি

যুদ্ধের পর্ব্ববিভাগ :—ত্রিংশ বৎসরের যুদ্ধকে ঘটনার বিশেষত্ব অনুযায়ী চারিটি পর্ব্বে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) বোহেমিয়ান—প্যালাটিন পর্ব্ব, ১৬১৮-২৩ (২) ডেনিসপর্ব্ব, ১৬২৫-২৯ (৩) সুইডিস পর্ব্ব, ১৬৩০-৩৫ (৪) ফরাসী—সুইডিস পর্ব্ব, ১৬৩৫-'৪৮।

বোহেমিয়ান-প্যালাটিন পর্ব্ব, (১৬১৮-'২৩) :—শক্তিবৃদ্ধির জন্য বোহেমিয়া প্রটেষ্টাণ্ট ইউনিয়নের নেতা কাউন্ট প্যালাটিন অফ্ রাইন ফ্রেডারিককে বোহেমিয়ার রাজা নির্ব্বাচিত করিল। সম্রাট দ্বিতীয় ফাডিনাণ্ড বোহেমিয়াকে শাস্তি প্রদানের জন্য হোলি লীগের সভাপতি ম্যাক্সিমিলিয়ানকে দলে

টানিয়া লইলেন। সম্রাট ও হোলি লীগের সম্মিলিত সৈন্যদলের আক্রমণের সম্মুখে বোহেমিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। হোয়াইট হিলের যুদ্ধে (১৬২০) বোহেমিয়া পরাজিত হইল। ফ্রেডারিক বোহেমিয়া হইতে বিতাড়িত হইলেন। সম্রাট অতঃপর ফ্রেডারিকের নিজের রাজ্য প্যালাটিনেট পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া ফ্রেডারিককে আশ্রয়চ্যুত করিলেন। সম্রাটের এই শেষোক্ত আচরণে ইউরোপের প্রটেষ্টাণ্টগণ ক্ষুব্ধ হইল এবং তাহারা ফ্রেডারিকের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। ফ্রেডারিক ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের জামাতা ছিলেন—কাজেই ইংলণ্ডও এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কথা চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু ইউরোপের সকল প্রধান রাষ্ট্র ঘরোয়া সমস্যায় বিব্রত ছিল বলিয়া সহসা অগ্রসর হইয়া আসিতে পারিল না। ১৬২৫ খৃঃ-এ ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ ক্রিশ্চিয়ান জার্ম্মাণীর প্রটেষ্টাণ্টদের আকুল আবেদনে সাড়া দিলেন এবং তাহাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। রণাঙ্গণ দক্ষিন হইতে উত্তরে প্রসারিত হইল।

ডেনিস পর্ব্ব (১৬২৫-'৩০):—ডেনমার্ক ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না। কারণ ক্যাথলিকদের তুলনায় প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষের শক্তি সামর্থ্য নগণ্য ছিল। উপরন্তু ক্যাথলিকবাহিনী তখন টিলি ও ওয়ালেনষ্টিন নামক দুইজন সুদক্ষ সেনাপতির দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল। ওয়ালেনষ্টিন এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া সৈন্যদলের ব্যয়ভার লাঘবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—সৈন্যগণ জবরদস্তি আদায়ের অর্থ ও রসদের সাহায্যে নিজেরা নিজেদের ব্যয় নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করুক। রাজকোষ হইতে তাহাদিগকে বেতন দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এই জবরদস্তি রোজগারের লোভে ওয়ালেনষ্টিনের সৈন্যের অভাব হইল না। টিলি ও ওয়ালেনষ্টিনের আক্রমণে ডেনমার্কের নরপতি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে ডেনমার্ক আক্রান্ত হইলে তাহার রাজা বাধ্য হইয়া লুবেকের সন্ধি (১৬২৯) করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন এই সর্ত্তে তাহার দেশ আর আক্রমণ করা হইল না।

এতদ্ব্যতীত টিলি ও ওয়ালেনষ্টিনের চেষ্টায় জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্র ক্যাথলিকদের জয় ঘোষিত হইল। জার্ম্মাণীতে প্রটেষ্টাণ্টদের প্রতিপত্তি একেবারে নষ্ট করার জন্য সম্রাট দ্বিতীয় ফার্ডিনাণ্ড 'প্রত্যর্পণের ঘোষণাপত্র' (Edict of Restitution, 1629) দ্বারা জানাইলেন যে অগসবার্গের সন্ধিতে প্রটেষ্টাণ্টরা জার্ম্মাণীতে চার্চ্চের যে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইয়াছিল সেই সমস্ত প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এই ঘোষণা কার্য্যকরী হইলে বহু সম্পত্তি প্রটেষ্টাণ্টদের হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে। কাজেই পুনরায় জার্ম্মাণীর সকল প্রটেষ্টাণ্ট সমস্ত বিভেদ ভুলিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল। ইতিমধ্যে ওয়ালেনষ্টিনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে জার্ম্মাণীর সকল রাজন্য বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের দাবির ফলে সম্রাট ওয়ালেনষ্টিনকে পদচ্যুত করিলেন।

সুইডিস পর্ব্ব (১৬৩০-'৩৫):—ইত্যবসরে সুইডেনের নরপতি গাষ্টেভাস এডলফাস প্রটেষ্টাণ্টদের পক্ষে রণে অবতীর্ণ হইলেন এবং জার্ম্মাণীতে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষ যখন সম্পূর্ণ পরাজিত ও শক্তিহীন সেই সময়ে সুইডেন যোগদান করায় যুদ্ধের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়া গেল। সুইডেন প্রটেষ্টাণ্ট রাজ্য হিসাবে প্রটেষ্টাণ্টদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া রণে অবতরণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহা ছাড়া তাহার রাজনৈতিক স্বার্থও ছিল। সুইডেন বাল্টিকস্থ রাজ্য—সমগ্র বাল্টিক উপকূলকে সুইডিস সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা তাহার কামনা ছিল। এই উদ্দেশ্যে গাষ্টেভাস্ এডলফাস রাশিয়া ও পোলাণ্ডকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বাল্টিক উপকূল হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন এবং উত্তর জার্ম্মাণীতে প্রাশিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত সুইডেনের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু ওয়ালেনষ্টিনের উত্তর জার্ম্মাণীতে অগ্রগতি দেখিয়া সুইডিস নরপতি শঙ্কিত হইলেন এবং হ্যাপসবার্গদের পরাজয় ব্যতীত তাহার উচ্চাশা পূর্ত্তির সম্ভাবনা নাই ইহা ধারণা করিলেন। এই সমস্ত কারণেই শেষ পর্য্যন্ত সুইডেন এই যুদ্ধে যোগদান করিল।

গাষ্টেভাস এডলফাস যুদ্ধে যোগদান করায় জার্ম্মাণ রাজন্যবর্গ ও ফ্রান্স সন্তুষ্ট হইল এবং ফ্রান্স হ্যাপসবার্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য গাষ্টেভাস-কে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। ১৬৩১ খৃঃ-এ ব্রেইটেনফিল্ডের যুদ্ধে গাষ্টেভাস টিলির সৈন্যদলকে পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধে জয়ের ফলে সমগ্র জার্ম্মাণী তাহার করতলগত হইল। গাষ্টেভাস সৈন্যসহ ভিয়েনা ও ম্যুনিকের দিকে অগ্রসর হইলেন। শঙ্কিত সম্রাট ওয়ালেনষ্টিনকে পুনরায় আহ্বান করিলেন। ১৬৩২ খৃঃ-এ লুটজেনের রণক্ষেত্রে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে সুইডিস সৈন্য জয়লাভ করিল বটে কিন্তু গাষ্টেভাস রণক্ষেত্রে নিহত হইলেন। প্রটেষ্টাণ্টদের পুনঃরুদ্ধী পনের আশাভরসা বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল।

লুটজেনের যুদ্ধ ১৬৩২

ফরাসী-সুইডিস পর্ব্ব (১৬৩৫-'৪৮) :—ফ্রান্স আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে এতকাল প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধে যোগদান করিতে পারে নাই। ফ্রান্সের বিচক্ষণ মন্ত্রী রিচল্যু হ্যাপসবার্গ প্রতিপত্তি বিনষ্ট করার জন্য বহু পূর্ব্ব হইতেই এই যুদ্ধে প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সুইডেনকে যুদ্ধের জন্য অর্থসাহায্যও করিয়াছিলেন। সুইডেনের রাজার মৃত্যুতে প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষ নেতৃত্ববিহীন দেখিয়া ফ্রান্স প্রকাশ্যে রণে অবতীর্ণ হইল। অতঃপর এই যুদ্ধ হ্যাপসবার্গ-বুরবোঁ বংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুদ্ধে পর্য্যবসিত হইল। নেদারল্যাণ্ডস, ইটালী এবং জার্ম্মাণী এই তিনটি দেশই রণাঙ্গণের কেন্দ্র হইল। আরও কয়েক বৎসর যে যুদ্ধের পরমায়ু বর্দ্ধিত হইল তাহা প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষের স্বার্থরক্ষার জন্য নহে—হ্যাপসবার্গ বংশের ক্ষমতা সম্পূর্ণ নিঃশেষ করার জন্যই। রিচল্যুর ইচ্ছানুসারেই ফ্রান্সের স্বার্থের জন্য এই কাণ্ড ঘটিল।

ফ্রান্স ও সুইডেন বিপুল বিক্রমে সম্রাটকে আক্রমণ করিল। সম্রাটের শক্তি সামর্থ্য ইতিমধ্যে প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। স্পেন সম্রাটকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিল না, কেননা নেদারল্যাণ্ডস ও ইটালীর সহিত তাহার যুদ্ধ চলিতেছিল জার্ম্মাণীর রাজন্যবর্গও সম্রাটের সাহায্যের জন্য আসিল না। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে

ক্যাথলিক পক্ষের পরাজয়

লিপ্ত হইয়া তাহাদের শক্তিও ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল। কাজেই যখন খ্যাতনামা ফরাসী সেনাপতিদ্বয় টুরেন ও কণ্ডি সম্রাটের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল তখন সম্রাটের আত্মরক্ষার কোন উপায় রহিল না! দুই পক্ষের আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের ফলে জার্ম্মাণীর নগর ও জনপদ বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। লোকের দুরবস্থার সীমা রহিল না। কৃষিকার্য্য, শিল্পবাণিজ্য অবহেলিত হইতে লাগিল। লোকে জীবিকার সন্ধানে বাধ্য হইয়া সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করিল বা লুঠতরাজ আরম্ভ করিল। দেশময় অরাজকতার স্রোত বহিয়া গেল। সম্রাটের সৈন্যদল ক্রমান্বয়ে যুদ্ধে হারিয়া যাইতে লাগিল। যে জার্ম্মাণীর সম্রাট দ্বিতীয় ফার্ডিনাণ্ডের সময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হয় ইতিমধ্যে তিনি পরলোকগমন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সম্রাট তৃতীয় ফার্ডিনাণ্ড (১৬৩৭-৫৭) অগত্যা বাধ্য হইয়া শত্রুপক্ষের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে এই ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধের সমাপ্তি হইল।

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি, ১৬৪৮

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি, (১৬৪৮)ঃ—মুখ্যতঃ তিনটি প্রধান ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া এই সন্ধির সর্ত্তসমূহ গৃহীত হইয়াছিল। প্রথমতঃ, বিজয়ী ফ্রান্স ও সুইডেনকে জয়লাভের কৃতিত্বের জন্য জার্ম্মাণীতে ভৌমিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইল। দ্বিতীয়তঃ, প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে নূতন করিয়া আপোষের সর্ত্ত গৃহীত হইল। তৃতীয়তঃ, জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নূতন করিয়া বিন্যস্ত করা হইল।

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ সুইডেন জার্ম্মাণীতে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড প্রাপ্ত হইল। পমারেনিয়ার পশ্চিমার্দ্ধ ব্যতীত ষ্টেটিন, রুজেন দ্বীপ, উইসমার বন্দর ও ভার্দ্দুন ও ব্রিমেনের বিশপাধিকৃত স্থান সুইডেনের অধিকারে আসিল। এই সমস্ত ভূখণ্ড পাওয়ার ফলে এলব, ওয়েসার ও ওডার এই তিনটি জার্ম্মাণ নদীর উপর সুইডেনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

সুইডেন

ফ্রান্স সর্ব্বাধিক ভূখণ্ড লাভ করিল। ব্রেইসাক ও অষ্ট্রীয়ার আলসেস (ষ্টাসবুর্গ সহর ব্যতীত), বিশপাধিকৃত মেটজ্, টুল ও ভার্দুন এই তিনটি সহর, ফ্রান্সের অধিকারে আসিল। এতদ্ব্যতীত ফ্রান্স রাইন নদীর উপর আধিপত্য স্থাপনের অধিকার প্রাপ্ত হইল। ইহার ফলে ফ্রান্সের পূর্ব্বসীমান্ত সুদৃঢ় রাখার ব্যবস্থা হইল। এতদ্ব্যতীত ফ্রান্স ডিউক অফ স্যাভয়ের নিকট হইতে পিনোরোলো নামে একটি ক্ষুদ্র স্থান পাইল। ইহার মধ্য দিয়া ফ্রান্সের পক্ষে ইটালী যাওয়ার রাস্তা খোলা রহিল।

ফ্রান্স

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও নূতন করিয়া অগসবার্গের সন্ধিকে মূল সূত্ররূপে গ্রহণ করা হইল। স্থির হইল যে ১৬২৪ খৃঃ-র ১লা জানুয়ারী যে অঞ্চল যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধিকারে ছিল-তাহা তাহাদের হাতেই থাকিবে, জার্ম্মাণীতে ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রটেষ্টাণ্টদের সমাধিকার স্বীকৃত হইল। ক্যালভিন মতবাদকেও আইনতঃ স্বীকৃতিদান করা হইল।

ধর্ম্মব্যবস্থা

জার্ম্মাণীর রাষ্ট্র ব্যবস্থাও নূতন করিয়া বিন্যস্ত হইল। এই সন্ধির দ্বারা জার্ম্মাণীর রাজ্যসমূহকে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা অর্থাৎ পারস্পরিক সন্ধিবিগ্রহের স্বাধীন অধিকার দেওয়া হইল। বৈদেশিক নীতিতে তাহাদের স্বাধীন ক্ষমতা স্বীকার করা হইল। কার্য্যতঃ এই ব্যবস্থায় জার্ম্মাণীর বিকেন্দ্রীকরণ সম্পূর্ণ হইল। জার্ম্মাণীস্থ ব্রাণ্ডেনবার্গের নির্ব্বাচক যথেষ্ট পরিমাণে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইল। এই সকল অঞ্চল প্রাপ্ত হওয়াতে ব্রাণ্ডেনবার্গ যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া পরবর্ত্তী কালে প্রাশিয়া রাজ্যের সূচনা করিল এবং কালক্রমে জার্ম্মাণীতে অষ্ট্রীয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র হইতে সক্ষম হইল।

জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিন্যাস

এই সন্ধিতে সুইজারল্যাণ্ড ও ডাচ-নেদারল্যাণ্ডস (হল্যাণ্ড)-এর স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল।

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব :—গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের কথা বিবেচনা করিলে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিকে ইউরোপের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, এই সন্ধির ফলে জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয় জীবনে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন আসিল। দীর্ঘকাল যাবৎ যে হোলি রোমান সম্রাট ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিলেন এই সন্ধিতে সেই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। জার্ম্মাণীর অনৈক্য ও বিকেন্দ্রীকরণ সম্পূর্ণ হইল এবং জার্ম্মাণী প্রায় তিন শত স্বাধীন খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। জার্ম্মাণী হইতে সম্রাটের পূর্ব্ব ক্ষমতা প্রায় লুপ্ত হইল। উপরন্তু ব্রাণ্ডেনবার্গের নির্ব্বাচককে কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি দেওয়ায় ইহার আয়তন ও ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইল এবং জার্ম্মাণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্য প্রাশিয়ার উদ্ভবের সূচনা হইল।

দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্স প্রধানতঃ হ্যাপসবার্গ বংশের প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন করার জন্যই এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। ফ্রান্সের যোগদানের জন্যই এই যুদ্ধে প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষ জয়ী হয়। কাজেই যুদ্ধান্তে ফ্রান্সই মধ্য ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়ায়। স্পেন অবশ্য ১৬৪৮ খৃঃ-এ পরাজয় স্বীকার করে নাই, এগারো বৎসর বাদে পিরানিজের সন্ধিতে ফ্রান্সের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। রাইন অঞ্চলের সুরক্ষিত স্থানসমূহ ফ্রান্সের অধিকারে আসায় ফ্রান্সের পূর্ব্বসীমান্ত বিশেষ সুরক্ষিত হয় এবং সমস্ত দিক দিয়া ফ্রান্স ইউরোপের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হয়। শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে ফ্রান্সের উন্মেষ এই সন্ধির অন্যতম ফল।

তৃতীয়তঃ, এই সন্ধির ফলে ইউরোপের ধর্ম্মবিরোধ মোটামুটি স্থায়ীভাবে মিটিয়া যায়। রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের আধিপত্যের ক্ষেত্র স্থায়ীভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে ক্যাথলিক ধর্ম্ম ইউরোপ হইতে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল সেই ক্যাথলিক ধর্ম্ম সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেন, অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মাণীর দক্ষিণীরাষ্ট্র সমূহ, ব্যাভেরিয়া

ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইল। আর জার্মানীও সুইজারল্যাণ্ড-এর অর্দ্ধাংশে হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও স্কাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি বাল্টিক দেশসমূহ প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী হইয়া রহিল। খৃষ্ট ধর্ম্ম আইনসঙ্গত ভাবেই ইউরোপে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া রহিল।

সমালোচনা ঃ—ইউরোপ হইতে পোপ ও সম্রাটের সর্ব্বময় আধিপত্য লুপ্ত হওয়ায় ইউরোপের সম্মুখে আর একটি সমস্যা উপস্থিত হইল। এযাবৎকাল এই দুইজনই নানা প্রকারে ইউরোপের অখণ্ডতা বজায় রাখার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং ইউরোপের আন্তঃরাষ্ট্রিক বিবাদবিসম্বাদে মধ্যস্থতা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অতঃপর আন্তঃরাষ্ট্রিক বিরোধ মীমাংসার জন্য ইউরোপের সম্মুখে তরবারির আশ্রয় ব্যতীত অন্যপন্থা রহিল না। পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বাণিজ্য, উপনিবেশ বা শাসকবংশীয়দের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের উপলক্ষ্য হয়। যুদ্ধবিগ্রহ ইউরোপ হইতে লুপ্ত হইল না, মাত্র উপলক্ষ্যের পরিবর্ত্তন হইল। কিন্তু বিরোধের মীমাংসাকারী কোন আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইউরোপের সম্মুখে রহিল না।

ইউরোপের ইতিহাস

দ্বিতীয় ভাগ

(১৬৪৮-১৭১৫)

প্রথম অধ্যায়

(১) সার সঙ্কলন

(২) ত্রিংশ বর্ষযুদ্ধ ও ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি

এই সময়ের মুখ্য ঘটনা ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তিরূপে ফ্রান্সের উন্মেষ, অগ্রগতি ও ফরাসী-বিপ্লব ও নেপোলিয়ান শাসিত ফ্রান্সের ইতিহাস। মোট কথা—প্রধানতঃ ফ্রান্সের ইতিবৃত্তকেই কেন্দ্র করিয়া সমকালীন ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রের উত্থান-পতন আবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র হিসাবে সুইডেনের পতন, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার আধুনিক ইউরোপীয় শক্তিরূপে অভ্যুদয়, পোলাণ্ড-বিভাগ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ঘটনাও উপেক্ষা করিবার নহে তথাপি সমস্ত ঘটনার মধ্যমণি যেন ফ্রান্স।

প্রধান রাষ্ট্রশক্তিরূপে ফ্রান্সের উন্মেষ ও ইতিবৃত্তি মুখ্য ঘটনা

ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত ইউরোপের রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র রক্ষার ভার ছিল হ্যাপ্‌সবার্গ বংশের হাতে এবং হ্যাপ্‌সবার্গ বংশীয়েরা ফ্রান্সের উত্তরপূর্ব্বে অষ্ট্রীয়া-সাম্রাজ্যে ও দক্ষিণাঞ্চলে স্পেনে রাজত্ব করিতেছিল। অষ্ট্রীয়ার অধিপতি 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের' সম্রাটরূপে ইউরোপে জার্ম্মাণীর উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতেন এবং দক্ষিণ পশ্চিমে স্পেন, ইউরোপের নেদারল্যাণ্ডস্, লাক্সেমবুর্গ, ইটালীর উত্তরাঞ্চল এবং আমেরিকাস্থ বহু ভূখণ্ডের মালিক হওয়াতে সম্রাট ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। কোন ও স্বাভাবিক সীমানা ফ্রান্সের ছিল না—প্রায় সকল দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা লইয়া ফ্রান্সকে আশঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইত। ফ্রান্সকে এই দুরবস্থা হইতে উন্নীত করিলেন তাহার সুযোগ্য মন্ত্রী রিচলু ও পরে তাহার উত্তরাধিকারী ম্যাজারিন।

ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধের ধর্ম্ম-বিরোধের সুযোগ রিচলু্য ক্যাথলিক ফ্রান্সকে প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষে অবতীর্ণ করান এবং ম্যাজারিনের সময়ে হ্যাপ্‌সবার্গ বংশীয় অষ্ট্রীয়া ও স্পেন ফ্রান্সের হস্তে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে বাধ্য হয়। ক্যাথলিক রাষ্ট্র হওয়া সত্বেও ক্যাথলিকদের স্বার্থ অপেক্ষা রাষ্ট্রের স্বার্থকে উর্দ্ধে স্থাপিত করার নীতি রিচলু্য প্রবর্ত্তন করেন এবং 'স্বদেশে ক্যাথলিক এবং বিদেশে প্রটেষ্টাণ্ট' নীতি অবলম্বন করার দরুণ ফ্রান্স ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধের অবসানে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি অনুযায়ী কন্টিনেণ্টে স্পেন ও অষ্ট্রীয়ার স্থলে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি ও ১৬৫৯ খৃঃ পিরানিজের সন্ধির পর দেখা গেল, ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক রাজধানী ভিয়েনা বা মাদ্রিদ হইতে প্যারিসে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইউরোপের হ্যাপসবার্গ বংশের একাধিপত্যের অবসান হইয়া বুরবোঁ (ফ্রান্স) বংশের আধিপত্যের যুগ আরম্ভ হইল। অতঃপর কন্টিনেণ্টের রাষ্ট্রমঞ্চে ফ্রান্স সুদীর্ঘকালের জন্য নাম ভূমিকায় অভিনয় করিয়া চলিল—অষ্ট্রীয়া ও স্পেনের নাম অপ্রধান চরিত্রের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিল।

অতঃপর আরম্ভ হইল ফরাসী আধিপত্যের যুগ এবং ফ্রান্সের এই একাধিপত্য প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল বজায় রহিল। ১৬৬১ খৃঃ ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুই ফ্রান্সের শাসনদণ্ড স্বীয় পরিচালনাধীনে গ্রহণ করেন এবং ১৭১৫ খৃঃ মৃত্যু পর্যান্ত বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ, কূটনীতি, সন্ধি ও আপোষের মধ্য দিয়া ফ্রান্সকে ক্রমাগ্রগতির পথে উন্নীত করিয়া যান। চতুর্দ্দশ লুই ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি, কার্য্যক্ষমতা, রাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতা ও স্বীয় বংশের আধিপত্য বিস্তারের দিক্ দিয়া মোগল সম্রাট আওরংজীবের সমগোত্রীয় ছিলেন। উভয় নরপতির রাজত্বকালেই স্ব-স্ব বংশের গৌরবের চরম সীমা ও পতনের পূর্ব্বাভাস সূচনা হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ লুই সমকালীন সদাশয় স্বৈরাচারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও ক্ষমতাগর্ব্বে বিভ্রান্ত হইয়া সমস্ত ইউরোপের উপর

ফ্রান্সে চতুর্দ্দশ লুইর শাসন

ডিক্টেটারি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে যাইয়া ফ্রান্স ও স্বীয় বংশের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করিয়া গেলেন। হ্যাপসবার্গ বংশের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ফ্রান্সের অভ্যুদয় ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক সমতা আনয়নে সাহায্য করিয়াছিল এবং সর্ব্বত্র ফ্রান্সের বিজয় স্বাগত-বাণীদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু চতুর্দ্দশ লুইর পররাজলোভী আগ্রাসী-মনোবৃত্তিতে পুনরায় ইউরোপের শক্তিসমতা বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইতেই চতুর্দ্দিকে ফ্রান্সের শত্রুর সৃষ্টি হইল। এই শত্রুপক্ষের মুখপাত্র হইল ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড। দৈবযোগে ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডের সিংহাসন এক নরপতির শাসনাধীন হওয়ায় ফ্রান্সকে দারুণ বৈরিতার সম্মুখীন হইতে হইল। লুইর নিরঙ্কুশ অগ্রগতি একস্থানে স্তব্ধ ক্রমশঃ হইয়া ঈষৎ পশ্চাদ্গমনে বাধ্য হইল। স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ-দলের শক্তি বিশেষভাবে দৃষ্ট হইল এবং ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ইউট্রেক্টের সন্ধিতে ফ্রান্সের ক্ষমতা চরম সীমায় পৌছিয়া অগ্রগমনে বাধা প্রাপ্ত হইল এবং পূর্ণ অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া ফ্রান্সকে স্বদেশে নবাভ্যুদিত প্রাশিয়ার ও বিদেশে ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রতিপক্ষতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের প্রথমার্দ্ধের অন্যতম উল্লেখ্য ঘটনা আগ্রাসী ফ্রান্সের প্রতিবল হিসাবে প্রাশিয়ার অভ্যুদয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের অভ্যুদয় যেমন স্পেন অষ্ট্রীয়ার একাধিপত্য হইতে ইউরোপকে রক্ষা করিয়াছিল—তদ্রূপ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি হইতে ইউরোপকে উদ্ধার করিল ক্ষুদ্র ব্রাণ্ডেনবার্গ হইতে সামরিক শক্তিরূপে প্রাশিয়ার উন্মেষ। ফ্রান্সের বর্ত্তমান রাষ্ট্রলোলুপতাকে সংযত করিয়া প্রাশিয়া ইউরোপের শক্তি-সমতা পুনরানয়ন করিল। অতঃপর আত্মরক্ষাপরায়ণ ফ্রান্সকে একক বিরোধিতা সহ্য করিতে হইল প্রতিবেশী রাষ্ট্র অষ্ট্রীয়া-স্পেনের, প্রাশিয়ার এবং সর্ব্বোপরি ইংলণ্ডের। এই সব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফ্রান্সের অর্থ ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। ফ্রান্সের শূন্য রাজকোষ পরিপূর্ণ

করিবার কোন উপায় রহিল না। চতুর্দ্দশ লুইর পর ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে আসিলেন পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুই—কেহই ফ্রান্সের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করার মত ক্ষমতা লইয়া আসেন নাই। পঞ্চদশ লুই ফ্রান্সের আসন্ন মহা-ঝটিকার পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াও তাহা প্রতিরোধ করার জন্য সচেষ্ট হন নাই—শুধু এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন—আমার পরেই মহাপ্লাবন আসিবে। ষোড়শ লুই অপরিণত বয়স ও বুদ্ধি লইয়া রাজত্ব আরম্ভ করিলেন—মহারাণী পরিচালনার দায়িত্ব লইলেন। কিন্তু শিরে সর্পদষ্ট ফ্রান্সকে সঞ্জীবিত করার মত মহামন্ত্র তাহার জানা ছিল না। প্রায় দেড় শতাধিক বর্ষ দায়িত্বহীন রাজ্যশাসনের ফলে ফরাসী জনসাধারণের আর্থিক নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল। পররাজ্যলোভী ও আড়ম্বরপ্রিয় নরপতিবর্গ স্বীয় স্বেচ্ছাচার চরিতার্থ করার জন্য শাসনের নামে শোষণ চালাইয়া আসিয়াছেন—প্রজাবর্গের উপর কর স্থাপনকেই অর্থ সংস্থানের একমাত্র উৎস বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন—ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষির উন্নতি বা শিল্পের প্রসারকে কোন সময়েই অর্থোৎপাদনের সহায়ক বলিয়া মনে করেন নাই এবং উৎসাহ দেন নাই। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যখন অর্থের প্রয়োজন হইল তখন প্রজাদের কর প্রদানের সামর্থ্য রহিল না অথচ নব নব করভারে তাহাদের অস্তিত্ব:লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। পক্ষান্তরে ফ্রান্সের অভিজাত সামন্ত সম্প্রদায় ও চার্চ্চ সামন্ত প্রজাদের উপর যথানির্দ্দিষ্ট কর্তব্য সম্পন্ন না করিয়াও সামন্ত প্রথানুযায়ী সুযোগ সুবিধা দাবী করিতে বিস্মৃত হইলেন না। সমস্ত দিক হইতে নিপীড়িত ও শোষিত ফরাসী জনসাধারণ অসন্তোষের বহ্নি হৃদয়ে জ্বালাইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ফ্রান্সের ইন্‌টেলেকচুয়েল শ্রেণী এই সার্ব্বজনীন অশান্তিকে উপজীব্য করিয়া ফরাসী সাহিত্য সমৃদ্ধ করিতে লাগিলেন—রুশো, ভল্‌টেয়ার মণ্টেস্ক, ডিডেরট প্রভৃতি চিন্তামনীষীবর্গ এই অশান্তির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ফ্রান্সের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক

ফ্রান্সের সিংহাসনে পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই

কাঠামোকে এই অপব্যবস্থার জন্য দায়ী করিলেন। ইহাতে প্রধূমিত অশান্তির বহ্নি আরও ইন্ধন প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাত্মক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রশস্ততর করিয়া তুলিল। পঞ্চদশ লুইর সময়ে ঔপনিবেশিক আধিপত্য লইয়া ইংরাজ-ফরাসী দ্বন্দ্বে ফ্রান্স আমেরিকায়, ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র ইংরাজদের সঙ্গে পশ্চাৎপদ হইয়া পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে লাগিল। সুদীর্ঘ এক শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ফ্রান্সের আর্থিক মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। পঞ্চদশ লুই অর্থের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের করবৃদ্ধি দ্বারা কাজ চালাইয়া গেলেন। এই করবৃদ্ধির চাপ হইতে যাহারা করদানে সর্ব্বাপেক্ষা সক্ষম অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণী নিষ্কৃতি পাইল। দেশে অর্থাভাব, সাধারণ প্রজা রকমারি করভারে পিষ্ট, গভর্ণমেণ্ট শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতির প্রতি মারাত্মকরূপে উদাসীন ; অথচ রাজপ্রাসাদের বিলাস ব্যসনের জন্য যথেচ্ছ ব্যয়ের অঙ্ক অসম্ভাব্যরূপে স্ফীত হইতে স্ফীততর হইতে লাগিল—ভার্সাই প্রাসাদের আনন্দ কলরোল অনশনক্লিষ্ট প্রজাদের আর্ত্তধ্বনিতে বিঘ্নিত হইল না। পঞ্চদশ লুই "প্রাচীর লিপি"র—পাঠোদ্ধারে বোধ হয় সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি শুধু আগামী মহাপ্লাবনের ইঙ্গিতই করিয়া গেলেন। ফ্রান্সের দুর্দ্দশার প্রতিকারের কোন চেষ্টাই করিলেন না।

ষোড়শ লুই ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা হইলেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রজাদের অভাব মোচনের জন্য তাহার আন্তরিকতার এবং প্রচেষ্টার অভাব ছিল না। কিন্তু সুদীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অন্যায়ের আবর্জ্জনা দূর করার মত সাধ্য তাহার ছিল না। রাজপ্রাসাদের অপব্যয় নিরাকরণ করিতে তিনি সক্ষম হইলেন না—বরঞ্চ বিলাসবতী রাণী এণ্টয়নেটের কল্যাণে ভার্সাইয়ের ব্যয়বহুলতা উপকথার মত লোকের বিস্ময়ের খোরাক জোগাইতে লাগিল। অভিজাতশ্রেণীকে করদানে বাধ্য করিলে হয়তো ফ্রান্সের অর্থক্লেশ লাঘব হইতে পারিত, কিন্তু রাণীর প্রতিবন্ধকতায় তাহা হইল না। শাসন-ব্যবস্থাকে এই অর্থসঙ্কটের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য বহু সাময়িক প্রচেষ্টা

হইল কিন্তু কোনটাই কার্য্যকরী হইল না। চতুর্দ্দশ লুই ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভা 'ষ্টেটস্ জেনারেল' আহ্বান করিয়া জনমত লইবার চেষ্টা করিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ১৭৬ বৎসর ধরিয়া উপেক্ষিত ষ্টেটস্ জেনারেল আহূত হইল— ফ্রান্সে স্বৈরাচারী শাসনের ব্যর্থতা এই আহ্বান দ্বারা প্রমাণিত হইল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাকে মূলমন্ত্র করিয়া ফ্রান্সের ঐতিহাসিক-বিপ্লব আরম্ভ হইল।

তারপর ছায়া-ছবির মতনই আরম্ভ হইল ইউরোপের চিত্রপটের উপর ফরাসী বিপ্লবের দ্রুতায়িত দৃশ্য সম্পাত। ষ্টেটস্ জেনারেল মধ্যযুগীয় অভিজাত পরিষদ হইতে জাতীয়-পরিষদে রূপান্তরিত হইল—জাত পরিষদ সংবিধান পরিষদে পরিবর্ত্তিত হইয়া নতুন শাসনত প্রণয়নে উদ্যোগী হইল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের এই 'নতুন যুগের ভোরে' জনসাধারণও নিষ্ক্রিয় রহিল না; প্যারিসে জনতা-বিক্ষোভ মাত্র ব্যাষ্টিলের কারাগার ধ্বংস করিয়া ক্ষান্ত রহিল না—ক্ষুব্ধ মহিলা মিছিল 'রুটিওয়ালা ও রুটিওয়ালার স্ত্রী' রাজা ও রাণীকে ভার্সাই হইতে প্যারিসে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিল। প্যারিসের জনতা-বিক্ষোভ ফ্রান্সের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল এবং প্রত্যেক প্রদেশে কৃষক অভ্যুত্থানের ফলে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের আভিজাত্য ও বিশেষ সুবিধা সমূহ চিরতরে অন্তর্হিত হইল। সংবিধান পরিষদ আইন প্রণয়ন করিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিল—চার্চ্চকে রাষ্ট্রাধীন করিল এবং রাজার স্বৈরাচারকে সংযত করিল। এক কথায় ফ্রান্স হইতে অ-সমান ব্যবস্থা উঠিয়া গেল এবং সামাজিক সাম্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু ষোড়শ লুই এই নতুন শাসনতন্ত্রকে মনে প্রাণে স্বীকার করিতে পারিলেন না। ফ্রান্স হইতে অষ্ট্রীয়ায় পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া তিনি ধৃত হইলেন এবং জনসাধারণের অবিশ্বাসভাজন হইয়া রহিলেন। ফ্রান্স সমগ্র ইউরোপের নিপীড়িতজনের 'মুক্তি প্রচেষ্টায়' সহায়ক হইবেন ঘোষণায় সমগ্র স্বৈরাচারী ইউরোপ বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইল। অষ্ট্রীয়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী ফ্রান্স হইতে পলাতক অভিজাত

সম্প্রদায় (Emigres ফ্রান্স আক্রমণের জন্য বিদেশী শত্রুদের সাহায্য করিতে লাগিল। অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিল। ফ্রান্সের অভ্যন্তরেও সর্ব্বত্র এই নতুন ব্যবস্থার বিরোধীদলের রাষ্ট্রদ্রোহী কার্য্যাবলী আরম্ভ হইল। কিন্তু ফ্রান্স ঘরে-বাহিরের এই বিপদের দিনে স্থৈর্য্য ও সংযমের পরিচয় দিয়া আত্মরক্ষা করিল। বিভীষণ শ্রেণীভুক্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদিগকে নিষ্করুণভাবে নিহত করা হইল। ডুমার্জ্জের নেতৃত্বে ফরাসীবাহিনী প্রাশিয়ার আক্রমণকে প্রতিহত করিল এবং অষ্ট্রীয়াকে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে পরাস্ত করিল এবং অষ্ট্রীয়ার নিকট হইতে বেলজিয়াম, নীস ও স্যাভয় কাড়িয়া লইয়া বিপ্লবী ফ্রান্সের সামরিক সামর্থ্যের যথেষ্ট প্রমাণ দিল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে প্রাচীনপন্থীদের শাসন ও আধিপত্য অন্তর্হিত হইয়া আসিল এবং উগ্রপন্থী জনতাশাসন ফ্রান্সকে ক্রমপরিবর্ত্তনের দিকে অগ্রগামী করিল। ঘটনাচক্র এইরূপ দ্রুত বিস্ময়তার সঙ্গে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল যে বিপ্লবের প্রারম্ভ যুগের নেতৃবর্গ এই দ্রুতগতির সঙ্গে চলিতে সমর্থ না হওয়ায় তাহারা সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন হইতে অপসৃত হইলেন। নূতন যুগের পরিচালকবর্গ রাজতন্ত্রী ফ্রান্সের অবসান ঘোষণা করিয়া সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিল। রাষ্ট্র-দ্রোহীরূপে ষোড়শ লুইর বিচার ও প্রাণদণ্ড হইল। লুই ১৭৯৩ খৃঃ ফ্রান্সের বধ্যযন্ত্র গিলোটিনে মস্তক দিয়া তাহার পূর্ব্বগামীদের ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্স রাজতন্ত্র হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেও উচ্ছৃঙ্খল জনতার আধিপত্য হইতে অব্যাহতি পাইল না। ফ্রান্সের সর্ব্বত্র বিভীষিকা রাজত্ব আরম্ভ হইল এবং শোনিতপ্রবাহ বহিয়া যাইতে লাগিল। এই অশান্ত জনতাকে সংযত করার জন্য অগ্রসর হইলেন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট নামে এক তরুণ কর্পোরাল। সূচনায় এই কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ ইউরোপের সহিত যুঝিবার ভারপ্রাপ্ত হইলেন নেপোলিয়ন। অতঃপর ফ্রান্সের ও নেপোলিয়নের ইতিহাস অভিন্ন রহিল না।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপের সমস্ত দেশই তখন চারিদিক হইতে ফরাসী-জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু নবলব্ধ স্বাধীনতার সঞ্জীবনীমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ফরাসী জাতি সপ্তরথী বেষ্টিত হইয়া অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং সর্ব্বত্র প্রতিপক্ষগণ পরাস্ত হইল এবং ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইল। একমাত্র ইংলণ্ড একাকী অপরাজেয় থাকিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। নেপোলিয়ন বুঝিতে পারিলেন ইংলণ্ডের শক্তি সামর্থ্য তাহার প্রাচ্য সাম্রাজ্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং নেপোলিয়ন মিশর জয়ের পর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ইংরাজকে জব্দ করিবেন এই মতলব করিলেন। তদনুসারে নেপোলিয়ন সৈন্যদলসহ জাহাজে চড়িয়া ইজিপ্টে উপস্থিত হইলেন। স্থলযুদ্ধে সর্ব্বত্র জয়লাভ করিলেও নীলের নৌযুদ্ধে নেলসনের নিকট পরাস্ত হওয়ায় নেপোলিয়নের উচ্চাশা পূর্ণ হইল না। নেপোলিয়ন কোন প্রকারে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ফ্রান্সের নূতন শাসনতন্ত্রে প্রথম কন্সাল নাম গ্রহণ করিয়া ফ্রান্সের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন এবং ১৮০৪ খৃঃ কন্সাল উপাধি পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু ইউরোপের সকল রাজ্য নেপোলিয়নের আধিপত্য স্বীকার করিলেও ইংলণ্ডের মস্তক কিছুতেই অবনত হইল না। ট্রফালগারের জলযুদ্ধে ফরাসী নৌবাহিনী শোচনীয়রূপে পরাভূত হওয়ায় নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে অন্যভাবে পরাভূত করার পরিকল্পনা করিলেন। নেপোলিয়ন বিভিন্ন রণক্ষেত্রে অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি কন্টিনেন্টের প্রধান প্রধান ও অন্যান্য অপ্রধান রাষ্ট্রকে পরাস্ত করিয়া এবং ফ্রান্সের পক্ষে সুবিধাজনক সন্ধিসর্ত্ত আরোপ করিয়া, অথবা কোন কোন রাষ্ট্রের সিংহাসনে স্ব-মনোনীত রাজা স্থাপন করিয়া ইংলণ্ড ব্যতীত গোটা ইউরোপকে স্বীয় অঙ্গুলী হেলনের অধীনে আনয়ন করিলেন। অতঃপর তিনি বাণিজ্যনির্ভর ইংলণ্ডের সহিত ইউরোপের ব্যবসা সংযোগ নিষিদ্ধ করিয়া ঘোষণাপত্র জারি করিলেন এবং এই ব্যবস্থার ফলে

ইংলণ্ড বাধ্য হইয়া উদরান্নের জন্য ফ্রান্সের বন্দোবস্তের স্বীকৃতিতে বাধ্য হইবে মনে করিলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার মত পর্য্যাপ্ত নৌ-বলের অভাব হওয়ায় ইংলণ্ড অপরাজেয় রহিল এবং নেপোলিয়নের সুখের রাষ্ট্র-জোটে ভাঙ্গন ধরিল। ইংলণ্ডের শিল্পদ্রব্যে বঞ্চিত হইয়া নেপোলিয়নের কর্তৃত্বাধীন দেশসমূহ ইংলণ্ডের সহিত সংযোগ বন্ধ করিল না। রাশিয়া প্রকাশ্যে নেপোলিয়নের পরিকল্পনার বিরোধী হইল। নেপোলিয়ন অপরাধী রাশিয়াকে শাস্তি প্রদানের জন্য মস্কো অভিযান করিলেন। কিন্তু মস্কো অভিযান সার্থক হইলেও রাশিয়া ধরা দিল না। বহু দুর্দ্দশার মধ্যে নেপোলিয়ন অসংখ্য সৈন্য হারাইয়া মস্কো হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দুর্ভাগ্য তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াই ছিল—মস্কো অভিযানের ব্যর্থতায় অসন্তুষ্ট প্রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়া উৎসাহিত হইল এবং উভয়ের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট নেপোলিয়ন লিপিজগের রণক্ষেত্রে পরাস্ত হইলেন। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং মিত্রশক্তিগণ তাঁহাকে এলবা দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিল। 'একশত দিবস' এল্‌বা দ্বীপে নির্ব্বাসনের পর নেপোলিয়ন পুনরায় ফ্রান্সে আসিলেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভাগ্য পরীক্ষার জন্য চেষ্টা করিলেন। ১৮১৫ খৃঃ ১৮ই জুন তারিখে ওয়াটালুর রণক্ষেত্রে ওয়েলিংটন ও নেপোলিয়নের সাক্ষাৎকার হইল। ভাগ্যদোষে নেপোলিয়ন পরাজিত হইলেন। তিনি সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইলেন এবং ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবোঁ বংশায় অষ্টাদশ লুই আরোহণ করিলেন।

ইংলণ্ডের ইতিবৃত্ত

ফ্রান্সের ইতিবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের কাহিনীও ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া দ্রুতবেগে সমান্তরলতার সঙ্গে চলিয়াছে। টিউডর যুগেই ইংলণ্ড দ্বৈপায়ন মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ষ্টুয়ার্ট রাজত্বে প্রথম জেম্‌স্‌ ও প্রথম চার্লসের স্বৈরাচারী শাসনে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হইয়া রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান

করে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে ইংলণ্ডে অন্তর্বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রথম চার্লস পরাজিত হয় এবং ঘাতকের কুঠারে তাহার অত্যাচারী জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের অবসান হইয়া কমনওয়েলথ বা সাধারণ তন্ত্রের সূচনা হয় এবং ক্রমওয়েল এই নবতন্ত্রের প্রধান পরিচালক নির্ব্বাচিত হন। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ক্রমওয়েল বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারিলেও পররাষ্ট্রনীতিতে প্রতিভার পরিচয় দেন এবং তাহার সময়ে বিদেশে সর্ব্বত্র ইংলণ্ড সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। হ্যাপস্‌বার্গ-বুরবোঁ দ্বন্দ্বে অষ্ট্রীয়া-স্পেনের আধিপত্যের অবসান কামনায় ইউরোপের শক্তি-সমতা রক্ষিত হইল মনে করিয়া ইংলণ্ড আনন্দিত হয়।

কিন্তু চতুর্দ্দশ লুইর আগ্রাসী মনোবৃত্তিতে ইংলণ্ড আশঙ্কিত হয় এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ফ্রান্সের পররাজ্যলোলুপতা ও অতি-সামুদ্রিক উচ্চাশাকে দমন করিবার জন্য সর্ব্বত্র ফ্রান্সের শত্রুপক্ষে যোগদান করে। ইউরোপে, আমেরিকায় এবং ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠাকামী ও উচ্চাশী ফ্রান্স-ইংলণ্ডের দ্বৈরথ সমর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চলে এবং এই প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় সর্ব্বত্র ইংলণ্ডের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বজায় থাকে, এবং ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি চিরতরে লুপ্ত হয়। সপ্তবর্ষ যুদ্ধের অবসানে এই দ্বন্দ্বের চরম মীমাংসা ইংলণ্ডের অনুকূলে নির্ণীত হয়।

অতঃপর ফরাসী-বিপ্লব ও নেপোলিয়ানিক যুগেও ইংরাজ ফরাসী শক্তি-দ্বন্দ্ব পূর্ব্ববৎ সমভাবে চলিতে থাকে। বিপ্লবের প্রাথমিক অবস্থায় ইংলণ্ড অবশ্য উদাসীন থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ ফ্রান্সের আক্রমণাত্মক ও আগ্রাসী মনোবৃত্তিতে ইংলণ্ড সচকিত হয় এবং ফ্রান্সকে সংযত করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের কোয়ালিশন বা রাষ্ট্র-জোটের সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন সময়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করে। নেপোলিয়ন সর্ব্বত্র স্থলযুদ্ধে বিজয়ী হইয়া সমস্ত রাষ্ট্র-জোটকে পরাভূত করিতে সক্ষম হইলেও ইংলণ্ডকে কিছুতেই নতজানু করাইতে সমর্থ হইল না। নৌ-শক্তির প্রাধান্যের জন্য ইংলণ্ড নেপোলিয়নের

সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া তাঁহার দম্ভ ও উচ্চাশাকে চূর্ণ করার জন্য একক দণ্ডায়মান রহিল। চরম বিপদে মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা ইংরাজের জাতিগত বৈশিষ্ট্য এবং নেপোলিয়নের সহিত দ্বন্দ্বে ইংলণ্ড এই অত্যাশ্চর্য্য মনোবলের জন্যই শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইল। ইংলণ্ড ও ইউরোপের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্র আপাততঃ নিরাপদ হইল।

অটোম্যান সাম্রাজ্য

কিউপ্রিলিদের সময়ে অটোম্যান বা তুর্কী সাম্রাজ্যের নির্ব্বাপিত শেষ ক্ষীণ-রশ্মিটুকুর পুনর্দ্দীপনের ইতিহাসও এই যুগের অন্যতম কাহিনী। তুর্ক আক্রমণে কিছু সময়ের জন্য পোলাণ্ড ও অষ্ট্রীয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই—কিন্তু নবজাগ্রত ক্ষাত্রশক্তির বলে ইউরোপ অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত পতাকার আধিপত্য হইতে ইউরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করে। তুর্ক সাম্রাজের এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের যুগে নবজাগ্রত রাশিয়া তুরস্কের ক্ষমতা লুপ্ত করিতে অগ্রণী হয়। ক্ষীয়মাণ তুর্ক শক্তি ও রাশিয়ার তুরস্কাধিকৃত অঞ্চলে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা হইতেই নিকট-প্রাচ্য সমস্যার উৎপত্তি হয়।

প্রাশিয়ার উন্মেষ

ফ্রান্সের অভ্যুত্থান, চরমোৎকর্ষ ও ফরাসী-বিপ্লব আলোচ্য সময়ের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় হইলেও আধুনিক রাষ্ট্ররূপে মধ্য ইউরোপে প্রাশিয়ার ও পূর্ব্বাঞ্চলে রাশিয়ার অভ্যুদয়ের কথা উল্লেখ না করিলে এই যুগের ইউরোপের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। নগণ্য নগর-রাষ্ট্র ব্রাণ্ডেনবার্গ-প্রাশিয়া স্বীয় রাষ্ট্রচালকদের সামরিক প্রতিভার সাহায্যে ইউরোপকে সচকিত করিয়া স্বকীয় বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয় এবং হ্যাপসবার্গ-বুরবোঁ ক্ষমতাদ্বন্দ্বের মধ্যখানে অনিবার্য্য উপস্থিতি দ্বারা মধ্য ইউরোপের শক্তি সমতায় ধারারক্ষীর কর্ত্তব্য করিয়া যায়। সুযোগান্বেষী প্রাশিয়া ক্রমশঃ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দুর্ব্বলতার অবকাশে সামরিক বলে এবং বুদ্ধি কৌশলে স্বীয় ক্ষীণাঙ্গ স্ফীত হইতে স্ফীততর করিতে থাকে এবং ইউরোপের পরবর্ত্তী সময়ে সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রনৈতিক ভাঙ্গা-গড়ায় প্রাশিয়ার প্রাধান্য অবিসংবাদিতরূপে পরিস্ফুট হয়।

ইউরোপের পূর্ব্বাঞ্চলে ও বাল্টিক উপকূলে সুইডিস সাম্রাজ্যের স্থলাভিষিক্তরূপে আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্ররূপে রাশিয়ার অভ্যুদয় আলোচ্য সময়ের ইতিহাসকে নব রূপায়ণে সাহায্য করিয়াছে।

রাশিয়ার অভ্যুদয়

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে রাশিয়া অনগ্রসর ও প্রাচ্য মনোভাবাপন্ন বিচ্ছিন্ন-শক্তি ও অসংহত রাষ্ট্র ছিল। পিটার দি গ্রেটের সময়ে রাশিয়া পশ্চিমী সভ্যতাকে স্বকীয়করণের সার্থক চেষ্টা করে এবং শিক্ষা, সম্পদ, সমর-কৌশল, পররাষ্ট্রীয়নীতি-চাতুর্য্য সমস্ত দিক দিয়া রাশিয়া আধুনিক হয়। বল্কান অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত সুইডেনের সহিত রাশিয়ার সংঘর্ষ হয় এবং সুদীর্ঘ যুদ্ধ বিগ্রহের পর বল্কান অঞ্চলে রাশিয়া পূর্ণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর রাশিয়া বল্কান অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ক্ষীয়মাণ তুরস্ক-শক্তির সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয় এবং জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পোলাণ্ডের বিভাগে বৃহত্তম অংশ গ্রাস করিয়া রাশিয়া স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করে এবং নেপোলিয়নের প্রতিপক্ষদলের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠশক্তিরূপে তাহার ক্ষমতা স্বীকৃত হয়। নেপোলিয়নিক যুদ্ধের সময় রাশিয়ার প্রবল প্রতিপক্ষতাই নেপোলিয়নের আগ্রাসী-নীতিকে বিপর্য্যস্ত করে এবং নেপোলিয়নের শোচনীয় মস্কো অভিযানই যে তাহার পরাজয়ের অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র-রূপে রাশিয়ার উন্মেষ ও অগ্রগতি আলোচ্য যুগকে মহিমান্বিত করিয়াছে সন্দেহ নাই।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের বৈশিষ্ট্য
২। ত্রিংশ বর্ষ যুদ্ধ
৩। ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি
৪। ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির গুরুত্ব নিরূপণ

(১) ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের বৈশিষ্ট্য

(ক) ধর্ম্মদ্বন্দ্বের অবসানে বংশ দ্বন্দ্বের সূচনা

১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের ইতিহাসে এক কালান্তরের সূচনা করিয়াছে। অজস্র ঘটনাপরম্পরা ও তাহাদের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া যে ইতিহাসের উপাদান যোগায় তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু প্রত্যেক যুগেই দেখা যায়, অজস্র ঘটনার মধ্যে এক বা একাধিক ঘটনা মুখ্য হইয়া সেই যুগের রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক কাঠামো গঠনে সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। এবং দেশের সর্ব্ববিধ কার্য্যাবলী সেই ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দু করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে। এই হিসাবে ষোড়শ শতাব্দীর মুখ্য ঘটনা পোপের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের বিদ্রোহ। সুতরাং এই যুগকে ধর্ম্ম সংস্কারের যুগ বলিয়া অভিহিত করা চলে। ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্ম্ম সংস্কারের আন্দোলন শুধু ধর্ম্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে নাই—ইহার ফলাফল ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবনকেও, শুধু প্রভাবিত নহে, অভিভূত করিয়া সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ক্যাথলিকদের ধর্ম্মসংস্কারের প্রতি আন্দোলনের ফলে ক্যাথলিক প্রটেষ্টাণ্ট দ্বৈরথ-সংগ্রাম ইউরোপের রাষ্ট্রজীবনের নিরিখ হইয়া দাঁড়ায়। এই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি হয় ইউরোপের ত্রিংশবর্ষের যুদ্ধে এবং ধর্ম্ম ব্যবস্থার স্থায়ী মীমাংসা হয় ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে। প্রত্যেক

রাষ্ট্রের ধর্ম্ম ব্যবস্থা কি জাতীয় থাকিবে তাহার মীমাংসা এই যুদ্ধে নির্ণীত হইয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মদ্বন্দ্বের অবসানের পথ নির্দ্দেশক সময় হিসাবে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দকে যুগ-সন্ধি হিসাবে অভিহিত করা যাইতে পারে। অতঃপর ইউরোপের ইতিহাসের কাহিনী হইল বংশদ্বন্দ্বের এবং এই বংশদ্বন্দ্ব ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের পরে আরম্ভ হইয়া ১৭১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সন্ধিবিগ্রহের মধ্য দিয়া চলে এবং এই যুগকে বংশ-প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ বলিয়া অভিহিত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সের বুরবোঁ (Bourbon) বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্পেন অষ্ট্রীয়ার হ্যাপসবার্গ রাজবংশের সঙ্গে ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর বিভিন্ন সময়ের যুদ্ধ বিগ্রহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের পশ্চাতে কোন প্রকার জাতীয় বা রাষ্ট্রীক আকাঙ্ক্ষার পরিচয় ছিল না—ছিল স্বৈরাচারী নরপতির অহমিকা চরিতার্থ করা বা বিশেষ কোন বংশের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। স্পেনের উত্তরাধিকার যুদ্ধ এবং অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ সমস্তই এই বংশদ্বন্দ্বের দাবিতেই হইয়াছে।

(খ) ফরাসী শক্তির আধিপত্যের উন্মেষ

১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ফরাসী শক্তির আধিপত্য উন্মেষের সূচনা করিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্পেন অষ্ট্রীয়ার প্রভাবাধীন ছিল। ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধে ফ্রান্স স্পেন অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধ শিবিরে যোগদান করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভাব্য করিয়া তোলে এবং যুদ্ধান্তে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির ফলে স্পেন ও অষ্ট্রীয়ার স্থলে ফ্রান্স পশ্চিম ইউরোপের প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হয়। অতঃপর ক্ষীণবল অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধবিগ্রহ সুদীর্ঘকাল চলিতে থাকে এবং হ্যাপসবার্গ বুরবোঁ দ্বন্দ্ব সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম মুখ্য ঘটনা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং সমস্ত দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দকে ইউরোপের ইতিহাসে গতি নিয়ামক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

*(২) ত্রিংশ বর্ষ যুদ্ধ, ১৬১৮-'৪৮

এই যুদ্ধ ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে পরিসমাপ্ত হয়। জার্ম্মাণীর একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্থানীয় বিরোধ হইতে এই দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। ক্রমশঃ স্বার্থের সংঘাত ও প্রতিসংঘাতের ফলে এই সামান্য স্থানীয় বিরোধ ইউরোপীয় সুদীর্ঘকালব্যাপী মহাসমরে পরিণত হয়। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র যুযুধান পক্ষদ্বয়ে যোগদান করে। এই যুদ্ধ প্রধানতঃ ধর্ম্মযুদ্ধ এবং ধর্ম্মসংস্কার ও প্রতি ধর্ম্মসংস্কার দলের শক্তি এই যুদ্ধে পরীক্ষিত হয়। সুদীর্ঘকালের ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টের বিরোধ পর্য্যায়ের ইহাই শেষ উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ।

এই যুদ্ধ বোহেমিয়ান যুগ (১৬১৮-'২৩) ডেনিস্ যুগ (১৬২৫-'২৯), সুইডিস যুগ (১৬২৯-'৩২) ও ফরাসী যুগ (১৬৩৫-'৪৮) এই চারিটি বিভিন্ন পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরিসমাপ্ত হয়। জার্ম্মাণীর প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্র বোহেমিয়ার প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফ্যাডিনাণ্ড নামক এক উগ্র ক্যাথলিককে বোহেমিয়ার অধিপতি হিসাবে তাহাদের স্কন্ধে আরোপিত করা হয়। বোহেমিয়ানগণ ফাডিনাণ্ডকে বিতাড়িত করিয়া ফ্রেডারিককে রাজা নির্ব্বাচন করে। বিতাড়িত ফাডিনাণ্ড ইতিমধ্যে জার্ম্মাণীর সম্রাট পদাভিষিক্ত হইয়া বোহেমিয়ার এই ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করে এবং স্পেনের সহায়তায় বোহেমিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ফ্রেডারিককে শুধু বোহেমিয়া নহে, তাহার নিজ রাজ্য প্যালাটিন হইতে বহিষ্কৃত করে ফলে দক্ষিণ জার্ম্মাণীতে ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিজয় ঘোষিত হয়।

অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের এই বিজয় লাভে প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রসমূহ শঙ্কিত হয় এবং ডেনমার্কের রাজ প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের রক্ষকরূপে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্ক পরাজয় স্বীকার করিয়া সরিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

*ত্রিংশ বৎসরের যুদ্ধ, ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি ও ফলাফল সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় স্তরে সুইডেনের রাজা গাষ্টেভাস এডল্‌ফাস প্রটেষ্টাণ্টদের পক্ষ হইতে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতরণ করেন। সুইডিস্‌রাজ উত্তর জার্ম্মাণীতে ক্যাথলিক প্রাধান্য বিস্তৃতির আশঙ্কায় সসৈন্যে অষ্ট্রীয়া আক্রমণ করেন এবং ব্রিটনফেল্ড ও লুটজেনের যুদ্ধে জর্ম্মাণীবাহিনীকে পরাস্ত করেন। সাময়িক ভাবে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মপ্রসারের অগ্রগতি শুদ্ধ হয়। কিন্তু ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে গাষ্টেভাস লুটজেনের যুদ্ধে বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও নিহত হন এবং ক্যাথলিক-প্রটেষ্টাণ্ট দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি স্থগিত থাকে।

ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধের চতুর্থ এবং শেষ পর্য্যায়ে ফ্রান্স ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রটেষ্টাণ্ট-দের পক্ষ হইতে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ক্যাথলিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও প্রটেষ্টাণ্টদের পক্ষে ফ্রান্সের যোগদানের মূলে কারণ ছিল রাষ্ট্র-নৈতিক। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী রিচল্যু বুরবোঁ বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অষ্ট্রীয়ার প্রাধান্য খর্ব্ব করিতে বদ্ধপরিকর হন এবং এই "স্বদেশে ক্যাথলিক এবং বিদেশে প্রটেষ্টাণ্ট" এই নীতি গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে অষ্ট্রীয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল —সুতরাং ফ্রান্সের তীব্র আঘাতের মুখে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। তেরো বৎসর যুদ্ধের পর ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে এই সুদীর্ঘ যুদ্ধের অবসান হয় এবং অষ্ট্রীয়া ফ্রান্সের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। কন্টিনেণ্টের প্রতিপত্তি হ্যাপস্‌বার্গ বংশের হস্ত হইতে বুরবোঁ বংশের হস্তে স্থানান্তরিত হয়।

(৩) ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি—১৬৪৮

ধর্ম্ম-সমস্যার মীমাংসা—এই সন্ধির বলে ইউরোপের সুদীর্ঘকালের ক্যাথলিক-প্রটেষ্টাণ্ট বিরোধের স্থায়ী মীমাংসা হয়। জার্ম্মাণীর পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চল ক্যাথলিক ও উত্তর অঞ্চল প্রটেষ্টাণ্ট থাকিবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। চার্চ্চের সম্পত্তি সম্বন্ধে এই মীমাংসা হইল—১৬২৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম

দিবসে যে যে ভু-সম্পত্তি ক্যাথলিক বা প্রটেষ্টাণ্টের অধিকারে ছিল তাহাই স্থায়ীভাবে উভয় সম্প্রদায়ের ভোগদখলে রহিবে। অধিকন্তু ক্যালভিন-মত সম্বন্ধে ইহা স্থির হয় যে ইহা জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্যের অন্যতম ধর্ম্মরূপে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইবে।

ভৌমিক পরিবর্ত্তন—রাইন-অঞ্চলের বিশপাধিকৃত অঞ্চল মেটজ, টুলো ও ভার্দেন ফরাসীর অধিকারভুক্ত হইল এবং ষ্ট্রাসবুর্গ সহর ব্যতীত সমগ্র আল্‌সেস্ ফ্রান্সের দখলে আসিল। এই সব স্থান ফ্রান্সের দখলে আসায় রাইন অঞ্চলে ফরাসীর পাদপীঠিকা দৃঢ়তর হইল এবং রাইন অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া ভবিষ্যৎ জার্ম্মাণী-ফ্রান্সের বিরোধের বীজ উপ্ত হইয়া রহিল। অধিকন্তু নিরাপত্তার দিক দিয়া ফ্রান্সের দিক হইতে সুবিধা হইল, পক্ষান্তরে ফ্রান্স হইতে জার্ম্মাণী আক্রমণের রাস্তা উন্মুক্ত হইয়া রহিল।

ফ্রান্সের সুবিধা

ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধের অন্যতম প্রটেষ্টাণ্ট সভ্য হিসাবে সুইডেনও লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত হইল না। সুইডেন পমারেনিয়ার পশ্চিমার্দ্ধ এবং ব্রিমেন ও ভার্দ্দুনের বিশপাধিকৃত অঞ্চল লাভ করিল। উত্তর জার্ম্মাণীর এই সব স্থান সুইডেনের দখলে আসায় জার্ম্মাণীতে সুইডিস প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইল এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় শক্তিরূপে তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। অপরন্তু জার্ম্মাণীতে তাহার ভৌমিক স্বত্ব থাকায় তাহাকে জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি পরিষদ ডায়েট-এর সভ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হইল এবং বাল্টিক অঞ্চলে সুইডেনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

সুইডেনের প্রাপ্তি

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি অনুযায়ী সুইট্‌জারল্যাণ্ড ও নেদারল্যাণ্ডের (পরবর্ত্তী সময়ের হল্যাণ্ডের) স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল। অতঃপর ইহারা জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত থাকিবে বলিয়া স্থির হইল।

এই সন্ধি অনুযায়ী সর্ব্বাধিক পরিবর্ত্তন হইল জার্ম্মাণী সম্বন্ধীয় বিধি-ব্যবস্থার। ব্যাভেরিয়ার অধিপতিকে "নির্ব্বাচক"-এর ক্ষমতা সহ উচ্চ-প্যালাটিনেটের অধিকার প্রদত্ত হইল। ব্রাণ্ডেনবার্গের "নির্ব্বাচক" পমারেনিয়ার এক অংশ ও ম্যাগডেবার্গ সহর সহ অন্য ভৌমিক অঞ্চল প্রাপ্ত হইলেন।

জার্ম্মাণীর ঐক্য ও রাষ্ট্র নৈতিক সংহতি বিনষ্ট

জার্ম্মাণীকে তিন শতাধিক ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত করা হইল এবং এই সব অঞ্চলের নরপতিদিগকে স্বাধীন শাসকের মর্য্যাদা প্রদান করা হইল জার্ম্মাণ-সম্রাটের নিরপেক্ষ হইয়া অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি বা সংশ্রব করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাহাদের রহিল। এই ব্যবস্থায় জার্ম্মাণীতে সম্রাটের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ন্যূনতম সীমায় পরিণত হইল। তিনি নামমাত্র সম্রাট উপাধিতে পর্য্যবসিত হইলেন এবং উপাধিদান বা শুল্ক ব্যাপার ব্যতীত কোন বাস্তব ক্ষমতা তাহার হাতে রহিল না। জার্ম্মাণীর কোন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্রাটের প্রকৃত ক্ষমতা না থাকায় তিনি অতঃপর অ-জার্ম্মাণ ব্যাপারে লিপ্ত রহিলেন। এই ব্যবস্থায় জার্ম্মাণীর সমূহ ক্ষতি হইল। অঙ্গরাষ্ট্রের উপর কোন আধিপত্য না থাকায় জার্ম্মাণ-রাষ্ট্র দুর্ব্বল ও সংহতিবিহীন হইয়া পড়িল। ফলে জার্ম্মাণী সুদীর্ঘকাল জাতীয় চেতনা ও রাষ্ট্রীয় সংহতির অভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া রহিল। রাষ্ট্রীয় চেতনার অভাব ব্যতীত জার্ম্মাণীর ভৌমিক ক্ষতিও যথেষ্ট হইল। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধে শুধু জার্ম্মাণীর অগণিত লোক ক্ষয় হইল তাহা নহে, জার্ম্মাণীর বহু সমৃদ্ধিশালী নগর সম্পদ্ ও শ্রীভ্রষ্ট হইল এবং একদা বিখ্যাত জনাকীর্ণ সহর সমূহ ধ্বংসাবশেষে পর্য্যবসিত হইল। কৃষিকার্য্য ও শিল্পবাণিজ্য অবহেলিত হওয়ায় জার্ম্মাণীর জীবনে শোচনীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থা আসিল।

(৪) ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির গুরুত্ব নিরূপণ

ফলাফলের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিকে ইউরোপের ইতিহাসের অন্যতম দিক্‌নির্ণায়ক বলিয়া পরিগণনা করা যাইতে

পারে। এই সন্ধি দুইটি স্পষ্ট বিভিন্ন যুগাদর্শের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকিয়া উভয়ের সীমারেখা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। এই সন্ধির পূর্ব্বের যুগে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বের ইউরোপের মুখ্য রাষ্ট্রীয় সমস্যা ছিল ধর্ম্ম বিরোধ এবং এই বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপের শুধু রাষ্ট্রীয় নহে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাও উত্থানপতনের মধ্য দিয়া আবর্ত্তিত হইয়াছিল। ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধই এই ধর্ম্ম-দ্বন্দ্বের শেষ পর্য্যায়ের কাহিনী এবং ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিসর্ত্তের মধ্যেই এই ধর্ম্ম-বিরোধের একটা সন্তোষজনক নিষ্পত্তি দেখা দিল। পূর্ব্বযুগের ধর্ম্মবিরোধের স্থলে অতঃপর সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চলিল বংশ-কেন্দ্রিক-বিরোধ এবং উপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সুতরাং ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দ ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্ম-দ্বন্দ্ব এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বংশবিরোধ তথা উপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সন্ধিরেখার উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া উভয় যুগেরই নির্দ্দেশক হইয়া রহিয়াছে।

(ক) পূর্ব্ব-যুগের নিঃশেষক ও নবযুগের প্রবর্ত্তক

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিসর্ত্তের ফলে গোটা ইউরোপের এত বিভিন্ন ভৌমিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রদ-বদল হইয়াছে যে এই সন্ধিকে ইউরোপের রাষ্ট্র-সত্তার ভিত্তিস্থাপক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ, ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিসর্ত্তানুযায়ী রাষ্ট্রনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা প্রাক্-ফরাসী বিপ্লবের সময় পর্য্যন্ত ইউরোপের রাষ্ট্রতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে ; শুধু তাহাই নহে, এই সন্ধির ফলে ইউরোপের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যে যে সকল পরিবর্ত্তনের আভাস দেখা দিল তজ্জন্য ইউরোপের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের জটিলতা যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় রাইন অঞ্চলের অধিকার লইয়া জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সের দ্বন্দ্বের বীজ এই সন্ধিতেই উপ্ত হইয়াছে। অষ্ট্রীয়া জার্ম্মাণীতে প্রতিপত্তিহীন হইয়া বল্কান অঞ্চলকে তাহার ভবিষ্যৎ প্রসার ও কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করিল এবং ইহার দ্বারা রাশিয়া-অষ্ট্রীয়া বিরোধের সূচনা হইল। ব্রাণ্ডেনবার্গের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া মধ্য

(খ) ইউরোপের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রেব্যবস্থার পত্তন

ইউরোপে সামরিক ক্ষমতায় লব্ধকীর্ত্তি প্রাশিয়ার মত নবরাষ্ট্রের উন্মেষ হইল—এই প্রাশিয়াকে কেন্দ্র করিয়াই ভবিষ্যতে জার্ম্মাণরাষ্ট্র ঐক্যরূপ পরিগ্রহ করিল।

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি হইতেই ইউরোপের আন্তঃরাষ্ট্রীয় আইন-কানুন-এর গঠনব্যবস্থা প্রেরণা লাভ করিল। ইতিপূর্ব্বে ইউরোপের ধর্ম্ম ব্যবস্থার ও ধর্ম্মাতিরিক্ত বিষয়ের একেশ্বর বিধায়ক বলিয়া যথাক্রমে পোপ এবং জার্ম্মাণীর সম্রাট দাবি করিতেন এবং অংশত তাঁহারা স্বীকৃতিও পাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তাহাদের এই অসঙ্গত দাবি অতঃপর বাধা প্রাপ্ত হইল এবং ইউরোপের আন্তঃরাষ্ট্রীক ব্যবস্থা সমাধিকারের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া স্থির হইল। এতদ্ব্যতীত ত্রিংশ বর্ষ যুদ্ধের সময়ে যুযুধান পক্ষদ্বয় শত্রুপক্ষের অসামরিক লোকজন ও নগরাদির উপর এত অকারণ নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিল যে ভবিষ্যতে যুদ্ধরত রাষ্ট্রসমূহের অসামরিক লোকজনের রক্ষার নিমিত্ত আন্তর্জ্জাতিক বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়নের সমূহ প্রয়োজন হইয়াছিল। আন্তঃ-রাষ্ট্রীক নিয়মাদি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে হিউগো গ্রোসিয়াসের সুবিখ্যাত আন্তর্জ্জাতিক 'সন্ধি-বিগ্রহের রীতি-নীতি বিষয়ক' গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

(১) ফ্রান্সের ইতিহাস—ম্যাজারিনের শাসনকাল।
(২) সুইডেনের ইতিহাস।
(৩) হল্যাণ্ডের ইতিহাস।
(৪) ইংলণ্ডের ইতিহাস।

(১) ফ্রান্সের ইতিহাস—ম্যাজারিনের শাসনকাল

কার্ডিনাল রিচল্যুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্যই ক্যাথলিক ফ্রান্স প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষ অবলম্বন করিয়া ত্রিংশ বর্ষ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের ফলভোগ করিবার পূর্ব্বেই ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে রিচল্যু পরলোকগত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি ম্যাজারিন নামক একজন ধর্ম্মযাজককে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া ফ্রান্সের রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার মনোনীত করিয়া যান। রিচল্যুর মৃত্যুর এক বৎসর পরে ফরাসীরাজ ত্রয়োদশ লুইও মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং নাবালক পুত্র চতুর্দ্দশ লুইর পক্ষ হইতে রাণী অ্যান রিজেণ্টরূপে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। ম্যাজারিন শীঘ্রই রাণীর অন্তরঙ্গতা ও বিশ্বাস লাভ করিতে সমর্থ হইয়া অষ্টাদশ বৎসর ফ্রান্সের ভাগ্যবিধাতা রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন।

ম্যাজারিন রিচল্যুর উত্তরাধিকারী হইলেন

ম্যাজারিন রিচল্যুর উপযুক্ত উত্তরপুরুষ ছিলেন এবং গুরুর মৃত্যুর পর তিনি রিচল্যুর অসমাপ্ত কার্য্যভার সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। ত্রিংশ বর্ষ যুদ্ধের ফরাসী পর্য্যায় তখন চলিতেছিল এবং যথেষ্ট কৃতকার্য্যতার সহিত ম্যাজারিন হ্যাপস্‌বার্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। অষ্টীয়া পরাজিত হইয়া সন্ধিসর্ত্ত স্বীকার বাধ্য হইল এবং

ম্যাজারিনের পররাষ্ট্রনীতি—জার্ম্মাণীর পরাজয়

ম্যাজারিনের কৃতিত্ববলেই ফ্রান্স ওয়েষ্টফেলিয়ায় সন্ধিতে ফ্রান্সের পক্ষে সুবিধা-জনক সর্তসমূহ আদায় করিতে সমর্থ হইল।

অষ্ট্রীয়া পরাজয় স্বীকার করিলেও হ্যাপস্‌বার্গ বংশের অন্য শাখা স্পেন অত শীঘ্র ফ্রান্সের সহিত আপোষ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হইল না। সুতরাং আরও একাদশবর্ষ ধরিয়া স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে হইল। ম্যাজারিন আশ্চর্য্য কূটনীতি কৌশলে স্পেনকে তাহার মিত্রগোষ্ঠী হইতে বিচ্যুত করিয়া একক অবস্থায় কোণঠাসা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট লিওপোল্ড ফ্রান্সের বিপক্ষে স্পেনকে সাহায্য করিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু ম্যাজারিন সম্রাটকে তাহার সিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাইবার ভীতি প্রদর্শন করাতে তিনি আত্মরক্ষার ভয়ে নিরস্ত হন। তৎপর ম্যাজারিন ইংলণ্ডের সাহায্যের জন্য হস্ত প্রসারণ করেন। ইংলণ্ডের তৎকালীন অধিকর্তা ক্রমওয়েলের মনস্তুষ্টির জন্য ম্যাজারিন প্রটেষ্ট্যাণ্টদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেন এবং স্পেন পরাজিত হইলে ডানকার্ক বন্দর সাহায্যের পুরস্কার হিসাবে ইংলণ্ডের হস্তে অর্পণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। ক্রমওয়েল অতঃপর ফ্রান্সের সঙ্গে রক্ষাত্মক ও আক্রমণাত্মক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এইরূপে অষ্ট্রীয়া ও ইংলণ্ডের সঙ্গে কূটনীতিক বন্দোবস্ত করিয়া ম্যাজারিন সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে স্পেনকে ডিউনসের যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেন এবং ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে আবার পিরানিজের সন্ধিতে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। পিরানিজের সন্ধি অনুযায়ী স্পেন ফ্রান্সকে উত্তরে আরটয়েস ও অন্যান্য স্থান এবং পিরানিজ সীমান্তে প্রয়োজনীয় দুইটি স্থান রুসিলন ও সারডেন অর্পণ করেন। অধিকন্তু স্পেন ও ফ্রান্সের সৌহার্দ্দ দৃঢ়তর করার জন্য স্পেনের রাজকুমারী মেরিয়া থেরেসার সঙ্গে ফ্রান্সের নরপতি চতুর্দ্দশ লুইর বিবাহ বন্ধন স্থিরীকৃত হয়। অবশ্য এই বিবাহের দরুণ ভবিষ্যতে মেরিয়া থেরেসা স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের দাবি

স্পেনের সহিত পিরানিজের সন্ধি

করিতে পারিবেন না এই মর্মে স্বীকৃতি আদায় করিয়া লওয়া হয়। উত্তরাধিকারের দাবি পরিত্যাগের বিনিময়ে উপযুক্ত যৌতুক দিতে স্পেন বাধ্য থাকিবে এই মর্মে একটি সর্ত্ত স্পেনরাজের নিকট হইতেও লওয়া হয়।

পিরানিজের সন্ধির গুরুত্ব

পিরানিজের সন্ধি ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হইল। ফ্রান্সকে হ্যাপস্‌বার্গ বংশের প্রতিপত্তি ধ্বংস করিয়া ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—ইহা রিচল্যু ও তদীয় উপযুক্ত শিষ্য ম্যাজারিনের লক্ষ্য ছিল। ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে হ্যাপস্‌বার্গের অষ্ট্রীয়া শাখা পরাজয় স্বীকার করিয়া ফ্রান্সকে গৌরবের পথ ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু এযাবৎকাল হ্যাপস্‌বার্গের স্পেনীয় শাখা অপরাজেয় ছিল। পিরানিজের সন্ধিতে স্পেন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া তাহার দাবিতেই সম্মত হইতে বাধ্য হইল। এই হিসাবে পিরানিজের সন্ধিকে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির অনুপূরক বলা যাইতে পারে। এই সন্ধির বলে ফ্রান্স উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে তাহার সীমান্ত সুদৃঢ় করিবার সুযোগ পাইল এবং রুসিলন প্রাপ্তির ফলে পিরানিজ পর্ব্বতমালা ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। স্পেনের রাজকুমারীর সহিত ফ্রান্সের রাজার পরিণয়-বন্ধন ম্যাজারিনের কূটনীতি-চাতুর্য্যের অন্ততম পরিচায়ক। এই উদ্বাহসূত্রের বলে ভবিষ্যতে ফ্রান্স স্পেনের অতুল ভৌমিক সম্পত্তি কিছুটা নিজের জন্য প্রত্যাশা করিতে পারিল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভবিষ্যতে স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের দাবিকেই কেন্দ্র করিয়াই ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর পররাষ্ট্রনীতি অধিকাংশ সময়েই আবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পিরানিজ সন্ধির সমস্ত গৌরব ম্যাজারিনের প্রাপ্য এবং ফ্রান্সকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে উন্নীত করার মূলে পিরানিজ সন্ধি যে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পররাষ্ট্রনীতিতে ম্যাজারিন সর্ব্বাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

ম্যাজারিনের আভ্যন্তরীণ নীতি

ম্যাজারিন পররাষ্ট্রনীতিকুশল রাজনীতিজ্ঞ হইলেও ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে উপযুক্ত দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, বরঞ্চ নানা দিক

দিয়া তাহা ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ। ফ্রান্সকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রচক্রের মধ্যমণি করিতে যাইয়া তিনি কেবল ব্যয়বহুল যুদ্ধই করিয়াছেন, দেশের সমৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কোনই চেষ্টা করেন নাই। ফলে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, ব্যয়ভার মিটাইবার জন্য ম্যাজারিন নব নব করভার প্রজার স্কন্ধে চাপাইয়া দিলেন। ইহাতে প্রজাদের ক্লেশ ও অসন্তোষের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। দ্বিতীয়তঃ, ম্যাজারিন বিদেশী ইটালীয় হওয়া সত্ত্বেও রাণীর প্রিয়পাত্র ও আস্থাভাজন হওয়ার ব্যাপার ক্ষমতাচ্যুত রাজবংশীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের মনঃপূত হয় নাই। রিচলুর সময়েই এই সব অভিজাত শ্রেণী তাহাদের বিশেষ সুবিধাসমূহ রাজার হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ম্যাজারিনের আমলে তাহারা পূর্ব্বগৌরব ও সুবিধা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ম্যাজারিনের শাসনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিল।

দক্ষতার অভাবে পররাষ্ট্র নীতির মত কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই

ম্যাজারিনের শাসন সময়ে প্রজাবর্গের ও সামন্তচক্রের অসন্তোষ দুইবার বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; এই বিদ্রোহ ইতিহাসে 'ফ্রণ্ডি' নামে পরিচিত। প্রথম 'ফ্রণ্ডির' পশ্চাতে ম্যাজারিনের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কিছুটা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের আভাস ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বা নব ফ্রণ্ডির আন্দোলনের মূলে ছিল সামন্তদের মধ্যে ক্ষমতা লাভের জন্য ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যামূলক বিরোধ। ফ্রণ্ডি-আন্দোলনের পশ্চাতে ম্যাজারিনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ঐক্য বন্ধন বা মহত্তর উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং এই আন্দোলন সুদৃঢ় হইতে পারে নাই। ম্যাজারিন অবশ্য এই দুই ফ্রণ্ডিকেই অতি সহজে আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

'ফ্রণ্ডি' আন্দোলন সহজেই নিবারিত

প্রথম ফ্রণ্ডি—ইংলণ্ডের পিউরিটান আন্দোলনের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া প্যারিসের পার্লামেণ্ট ম্যাজারিনের এবং রাজশাসনের স্বৈরাচারের

অবসান কামনা করিয়া ফ্রান্সে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা এবং নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবি করিল। ইতিমধ্যে প্যারিসে প্রবেশগামী সমস্ত বিক্রেয়দ্রব্যের উপর একপ্রকার 'চুঙ্গী' বসাইলে বিরুদ্ধবাদীরা আন্দোলনের সূত্র পাইল। বিরোধী দলের আন্দোলনের নেতা হইল গোণ্ডি নামক একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। গোণ্ডির উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তিনি ম্যাজারিনের স্থলাভিষিক্ত হইবেন। আন্দোলনকারীরা দাবি করিল, নির্ব্বিচারে কারারুদ্ধ করা তুলিয়া দিতে হইবে, করভার লাঘব করিতে হইবে এবং করস্থাপন ও নূতন পদ সৃষ্টির ব্যাপারের সমস্ত ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। ম্যাজারিন প্রথমে তাহাদের দাবি মানিয়া লইবার মতন মনোভাব প্রদর্শন করিয়া তাহাদের বিশ্বাসভাজন হইলেন এবং পরিশেষে সুযোগমত বিরোধীদলের দুইজন নেতাকে কারারুদ্ধ করিলেন। এই ঘটনায় গোণ্ডি প্যারিসের জনতার সাহায্য লইয়া ম্যাজারিনের বিরুদ্ধে একটি সার্ব্বজনীন বিদ্রোহের সৃষ্টি করিলেন। সেনাপতি কণ্ডি গোণ্ডির সহিত যোগ দিতেই বিপক্ষতা উগ্রতর হইয়া উঠিল। ম্যাজারিন স্থির মস্তিষ্কে এই আন্দোলনের প্রকৃতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং সুকৌশলে সেনাপতি কণ্ডিকে প্রলুব্ধ করিয়া বিরোধীদল হইতে স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন। কণ্ডি প্যারিসের জনতার অভ্যুত্থান দমনের জন্য ম্যাজারিন কর্ত্তৃক ভারপ্রাপ্ত হইলেন। মাস তিনেক খণ্ড-যুদ্ধের পর প্রথম ফ্রণ্ডির অবসান হইল। ম্যাজারিন জয়লাভ করিয়া বিদ্রোহীদের প্রতি অনুগ্রহ-পরবশ হইয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং পার্লামেণ্টের হস্তে অনেক সুবিধা অর্পণ করিলেন।

নব ফ্রণ্ডি

নব ফ্রণ্ডি—কিন্তু ম্যাজারিন এবং রাজপক্ষীয়দের বিরোধীরা ইহাতে সন্তুষ্ট বা নিরস্ত হইল না। কণ্ডি ক্ষমতাগর্ব্বিত হইয়া দুর্ব্ব্যবহারের দ্বারা পুনরায় আন্দোলন জিয়াইয়া তুলিলেন। ম্যাজারিন কণ্ডি ও তাহার দলীয় কয়েকজন সামন্তকে কারারুদ্ধ করিলে পুনরায় বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। মোট কথা—অভিজাত সম্প্রদায়ের

দাবি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের জন্য নহে—তাহাদের লক্ষ্য ম্যাজারিন ও রাণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা—ইহাই এই নব ফ্রণ্ডির বিশেষত্ব। সামন্তগণ একজোট হওয়ায় সাময়িকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত ম্যাজারিন রাজপরিবার সহ প্যারিস পরিত্যাগ করিলেন এবং সামন্তপক্ষীয় সেনাপতি টুরেনকে নিজের পক্ষে আনয়ন করিয়া এই নব ফ্রণ্ডি দমন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। টুরেনের হস্তে ফ্রণ্ডি আন্দোলনকারীরা পরাস্ত হইয়া ফ্রান্স পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্পেনে পলায়ন করিল। অন্যতম নেতা গোণ্ডিও ভীত হইয়া রোমে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। নেতার অভাবে নব-ফ্রণ্ডি প্রশমিত হইল এবং ম্যাজারিন ও রাজপরিবার সগৌরবে প্যারিসে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

ম্যাজারিনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আন্দোলন

এই আন্দোলনের ফল হইল এই—ম্যাজারিন পার্লামেণ্টকে প্রদত্ত শাসন-কার্য্যের বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার এক ঘোষণাপত্র দ্বারা কাড়িয়া লইলেন, রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা রাজার হস্তে কেন্দ্রীভূত হইল এবং ফরাসী-বিপ্লবের সময় পর্য্যন্ত ফরাসী রাজার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ অবস্থায় রহিল।

ফ্রণ্ডি আন্দোলন পতনের ফলাফল

ম্যাজারিনের কৃতিত্ব নিরূপণ

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মূলে ম্যাজারিনের সুদীর্ঘ উনবিংশতিবর্ষ শাসনকালের বিবিধ অবদান উল্লেখযোগ্য। স্পেন ও অষ্ট্রীয়াকে হতমান করিয়া ইউরোপে ফ্রান্সের প্রাধান্য স্থায়ী করার মধ্যে ম্যাজারিনের নিজস্ব কোন পরিকল্পনা ছিল না সত্য। এই সম্বন্ধে আদর্শ ও পরিকল্পনার জন্য ম্যাজারিন তাহার গুরু রিচল্যুর নিকট ঋণী এবং ম্যাজারিন শুদ্ধ-রিচল্যু-পরিকল্পিত পন্থায় অগ্রসর হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ম্যাজারিন যে অকপটভাবে শুদ্ধ ফ্রান্সের স্বার্থরক্ষার জন্য সমস্ত বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইয়া সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এবং স্বদেশ ও বিদেশের সমস্ত বাধাবিপত্তি দূর করিয়া ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিধান ও গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা তাহার অসামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক বলিতে হইবে। ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে ম্যাজারিন অষ্ট্রীয়া-সম্রাটকে হতমান করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে রাইন নদী পর্য্যন্ত ফ্রান্সের সীমা প্রসারিত করিয়া দিলেন—ফলে জার্ম্মাণীকে সর্ব্বদা ফ্রান্সের আক্রমণের ভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হইল। পিরানিজের সন্ধিতে স্পেন ফ্রান্সের ক্ষমতার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। ম্যাজারিন ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্ত সুরক্ষিত ও নিরাপদ করিবার মত পর্য্যাপ্ত সুবিধা আদায় করিয়া পিরানিজ পর্ব্বতমালাকে ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্ত নির্দ্ধারিত করিয়া লইলেন। অধিকন্তু স্পেনের সহিত ফ্রান্সের বৈবাহিক বন্ধনের মূলে ম্যাজারিনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুই ম্যাজারিনের ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রেমাসক্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ম্যাজারিন ফ্রান্সের বৃহত্তর স্বার্থের অনুরোধে এই সম্বন্ধ বাতিল করিয়া লুইকে স্পেনের রাজ-কুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। এই বৈবাহিক-সম্বন্ধ হইতে স্পেনের অতুল সাম্রাজ্যের কিয়দংশ যে ফ্রান্সের ভোগ-দখলে আসিতে পারে তাহার সম্ভাবনা ম্যাজারিন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার প্রত্যাশা যে অমূলক ছিল না তাহা পরবর্ত্তী সময়েই প্রমাণিত হইয়াছে।

কূটকৌশলী হিসাবে ম্যাজারিন প্রথমশ্রেণীর রাজনীতিক ছিলেন। সুযোগান্বেষী হওয়া যে সার্থক রাজনীতির প্রধান অঙ্গ তাহা ম্যাজারিন বিভিন্ন সময়ে বহু সার্থকপ্রচেষ্টার দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার গুরু রিচলু কখনও সুযোগের অপেক্ষায় থাকিতেন না। কিন্তু ম্যাজারিন কার্য্যসিদ্ধির জন্য সহজ এবং সরল পন্থা অপেক্ষা বক্র এবং জটিল রাস্তা অনুসরণ করিতে পছন্দ করিতেন। এই জন্যই বোধ হয় বিভিন্নক্ষেত্রে তিনি রিচলু অপেক্ষা অধিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। এক কথায়, তাহার কূটনীতিতে সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ অধিক মাত্রায় ছিল।

ম্যাজারিনের ত্রুটির কথা বলিতে গেলে প্রথমতঃ তাহার নৈতিক দোষের কথা উল্লেখ করিতে হয়। তিনি অত্যধিক মাত্রায় বিত্তলোভী ছিলেন এবং চাকুরীব্যপদেশে তাহার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ইংলণ্ডেশ্বর বা স্পেনরাজ অপেক্ষা অধিক ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ম্যাজারিনের চরিত্রের মধ্যে মৌলিক সৃজনীক্ষমতার অভাব ছিল। স্বয়ং কোন পরিকল্পনা সৃষ্টি করিয়া কার্য্যে পরিণত করার মত প্রতিভা তাহার মধ্যে ছিল না। অপরের নির্দ্দেশবাহী হইয়া তিনি কাজ করিতে পারিতেন। ফ্রান্সকে বড় করার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা রিচল্যুর পরিকল্পনানুযায়ীই করিয়াছেন। সর্ব্বক্ষেত্রেই রিচল্যু বীজ উপ্ত করিয়াছেন এবং ম্যাজারিন শুধু ফসল সংগ্রহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ—তিনি ফ্রান্সের জন-কল্যাণের প্রতি একবারে উদাসীন ছিলেন। কৃষিপ্রধান ফ্রান্সের কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা বা শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য কোন পন্থা অবলম্বন করেন নাই। আর্থিক অসুবিধা দূর করিবার জন্য শুধু করভার প্রবর্ত্তনের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

*(২) সুইডেনের ইতিহাস
১৬৬০ খৃষ্টাব্দের অলিভিয়ার সন্ধি পর্য্যন্ত

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে ভাসা বংশ সুইডেনে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিল এবং উক্ত বংশের শাসনাধীনে সুইডেনের মত প্রজাবিরল এবং স্বাভাবিক-সমৃদ্ধিহীন রাষ্ট্র সুদীর্ঘকাল ইউরোপের প্রথমশ্রেণীর রাষ্ট্রের সমমর্য্যাদায় উন্নীত হইয়াছিল। ভাসা বংশের বিশেষত্ব এই ছিল, এই বংশে ক্রমান্বয়ে কয়েকজন নরপতি উল্কার মতো ক্ষণস্থায়ী প্রতিভাদ্যুতি লইয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

গাষ্টেভাস এডেলফাস :—তিনি ভাসা বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন এবং উত্তর-ইউরোপের মধ্যে সুইডেনকে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন।

*সুইডেনের ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

তাহাকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইলেও তিনি একক এইসব প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হন এবং ক্রমান্বয়ে দশবৎসর ইহাদের বিরুদ্ধে সার্থক যুদ্ধবিগ্রহ চালাইয়া ইহাদের নিকট হইতে ভুমিখণ্ড অধিকার করিয়া সুইডেনের রাজ্যবৃদ্ধি করেন। পরিশেষে ত্রিশবৎসর যুদ্ধের তৃতীয় পর্য্যায়ে গাষ্টেভাস প্রটেষ্টাণ্ট স্বার্থরক্ষা ও বাল্টিকসাগরে সুইডিস একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। সামরিক প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে তিনি ইউরোপকে সচকিত করিয়া প্রটেষ্টাণ্ট পক্ষকে পরাজয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন; কিন্তু যুদ্ধজয়ের মধ্যখানে তিনি স্বয়ং হত হন। যাহা হউক, ত্রিশবর্ষ যুদ্ধাবসানের পর ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে সুইডেনের প্রাপ্তির পরিমাণ কম হইল না। জার্ম্মাণীর পমারেনিয়ার অর্দ্ধাংশ তাহার ভাগে পতিত হওয়ায় অতঃপর সুইডেন জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিবার অবকাশ পাইল। এই সন্ধির ফলে সুইডেনের গৌরব-সূর্য্য মধ্যাহ্ন সীমায় উপস্থিত হইল।

রাণী ক্রিষ্টিনাঃ—গাষ্টেভাসের পরে তাহার কন্যা রাণী ক্রিষ্টিনা সুইডেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দশবৎসর কাল অশেষ কৃতিত্বের সহিত রাজ্যভার পরিচালনা করেন। ক্রিষ্টিনা স্বয়ং বিদ্যানুরাগিণী ছিলেন এবং তাহার সময়ে রাজধানী ষ্টকহলম জ্ঞানবত্তা ও বিদ্যানুশীলনে ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। শাসকরূপে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হন নাই। রাষ্ট্রের স্বার্থ অপেক্ষা তিনি তাহার আশ্রিত ও অনুগ্রাহকদের মনোরঞ্জনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং ইহাদের জন্য অর্থব্যয় করিতে কার্পণ্য করিতেন না। চিরকুমারী অবস্থায় তিনি তাহার জীবন কাটাইয়া দেন। রাজত্বের শেষভাগে তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগিণী হন, কিন্তু সুইডেনের মত প্রটেষ্টাণ্ট রাজ্যের রাজ্ঞী ক্যাথলিক হইলে রাষ্ট্রের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কায় তিনি জ্ঞাতি-ভ্রাতা চার্লসের অনুকূলে সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন।

রাণী ক্রিষ্টিনা, ১৬৩২-'৫৪

দশম চার্লস, ১৬৫৪-'৬০ :—তিনি ভাসা বংশের অন্যতম সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ নরপতি। মাত্র ছয়বৎসর রাজত্বের মধ্যে তাহাকে বহু যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছে এবং তিনি সর্ব্বত্র জয়লাভ করেন। বাল্টিক অঞ্চলে সুইডেনের আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড, ব্রাণ্ডেনবার্গ ও রাশিয়া চার্লসকে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করিল। তিনি প্রথমে পোল্যাণ্ডকে দুইটি যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পদানত করেন, পরিশেষে ব্রাণ্ডেনবার্গের নির্ব্বাচক-কে পূর্ব্ব-প্রাশিয়ার ঊর্দ্ধতন অধিপতিরূপে চার্লস-এর দাবি স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। ইতিমধ্যে সুইডেনের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ডেনমার্ক, ব্রাণ্ডেনবার্গ, পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রীয়া ও রাশিয়া এই পঞ্চরাজ্যের রাষ্ট্র-জোট হয় এবং ইহারা সুইডেনকে হতমান করার চেষ্টা করে। অত্যাশ্চর্য্য সমর-কুশলী চার্লস নির্ভীকভাবে প্রতিপক্ষদের সম্মুখীন হন এবং প্রথমেই ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন অবরোধ করেন। ডেনমার্কের রাজা পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন ; এই সন্ধির বলে ডেনমার্ক স্বীয় অধিকারভুক্ত স্কাণ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপ সুইডেনের হস্তে সমর্পণ করে। এই সাফল্যের অত্যল্পকাল পরেই চার্লস মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের ফলে বাল্টিকসাগরের যুদ্ধ তিনটি সন্ধির দ্বারা পরিসমাপ্ত হয়।

অলিভিয়ার সন্ধি, ১৬৬০ :—এই সন্ধি অনুযায়ী সুইডেন লিভোনিয়া প্রাপ্ত হয় এবং পশ্চিম প্রাশিয়া পোল্যাণ্ডের অধিকারে আসে। পূর্ব্বপ্রাশিয়ার সার্ব্বভৌম অধিকার ব্রাণ্ডেনবার্গের হস্তে ন্যস্ত হয়!

কোপেনহেগেনের সন্ধি :—এই সন্ধি সুইডেন ও ডেনমার্কের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই সন্ধির বলে ডেনমার্ককে সুইডিস্ রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত ডেনমার্ক-অধিকৃত সকল স্থান ছাড়িয়া দিতে হয়। সুইডেনের ভূমি হইতে ডেনরা সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হইল।

কার্ডিসের সন্ধি :—এই সন্ধি সুইডেন ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত হয়। এই সন্ধি অনুযায়ী পূর্ব্ব-বাল্টিকে রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত স্থান সমূহ

সুইডেনকে প্রত্যর্পিত হয় এবং রাশিয়াতে সুইডেন-বিজিত স্থানসমূহ সুইডেনের অধিকার বলিয়া রাশিয়া অনুমোদন করে।

এই সন্ধি সমূহের গুরুত্ব—অলিভিয়ার সন্ধি ও অপর দুই সন্ধিকে এক অর্থে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির পরিপূরক বলা যাইতে পারে। এই সব সন্ধির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাণ্টিক অঞ্চলের বিধি-ব্যবস্থা আগামী চল্লিশ বৎসর যাবৎ নিয়ন্ত্রিত হয়। ভাসা বংশের সন্তানগণই সুইডেন ও পোল্যাণ্ড উভয় দেশের নরপতি ছিলেন। সুতরাং পোল্যাণ্ডের নরপতিগণ সুযোগ পাইলেই সুইডেনের সিংহাসনের উপর দাবি করিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেন। দশম চার্লসের পরাক্রমের সম্মুখে পোল্যাণ্ড তাহার দাবি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং অলিভিয়ার সন্ধিতে পোল্যাণ্ডের এই দাবি আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিত্যক্ত হইল। সুইডেনের রাষ্ট্র-ভূমি হইতে ডেনমার্ক বিতাড়িত হইল, লিভোনিয়াতে সুইডেনের অধিকার সাব্যস্ত হইল এবং সুইডেন উত্তর জার্মাণীর উপকূল অঞ্চলে স্থানবিশেষের অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় জার্মাণ ব্যাপারে তাহার হস্তক্ষেপ স্বীকৃত হইল। উত্তর সাগরে সুইডেনের আধিপত্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। এক কথায়, এই সব সন্ধির বলে সুইডিস সাম্রাজ্যের চরম ভৌমিক বিস্তৃতি ঘটিল এবং তাহার গৌরব উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপনীত হইল। সুইডেনের ক্ষমতা এতটা খ্যাতি লাভ করিয়াছিল যে চতুর্দ্দশ লুই কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যুদ্ধবিগ্রহের সময় ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রই সুইডেনের সামরিক সহযোগিতার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল।

সুইডেনের উন্নতি সর্ব্বোচ্চ সীমায় উঠিল

যে ক্ষুদ্র ব্রাণ্ডেনবার্গ রাষ্ট্র হইতে ভবিষ্যতে খ্যাত্যাপন্ন এবং বাণ্টিকে সুইডেনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাশিয়ার উদ্ভব হইয়াছে সেই ব্রাণ্ডেনবার্গের উল্লেখযোগ্য বিস্তৃতি এই অলেভিয়ার সন্ধির বলেই হইয়াছে। ব্রাণ্ডেনবার্গকে পূর্ব্ব-প্রাশিয়ার পূর্ণ সার্ব্বভৌম অধিকার দেওয়ার ফলে উহা বিদেশীর হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে বৃহত্তর জীবন গঠনের সুযোগ প্রাপ্ত হইল।

ব্রাণ্ডেনবার্গের বিস্তৃতি প্রাশিয়ার উন্মেষ সূচনা করিল

এই সব সন্ধির ফলে ইউরোপের উত্তর অঞ্চলে ডেনমার্কের অধিকার সঙ্কুচিত হইল এবং অতঃপর ডেনমার্ক ইউরোপীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে অপ্রধান দেশ হিসাবে পরিগণিত হইতে লাগিল।

ডেনমার্কের পতন সূচিত

রাশিয়া বাল্টিক অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য প্রসারের দ্বারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। কিন্তু আপাততঃ রাশিয়াকে উচ্চাশা পরিত্যাগ করিয়া পিটার দি গ্রেটের অভ্যুদয় কাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইল।

রাশিয়ার উচ্চাশা স্থগিত রহিল

*(৩) হল্যাণ্ডের ইতিহাস

মর্ম্ম কথা—স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে হল্যাণ্ডের জন্ম ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে। হল্যাণ্ডবাসীরা ইতিহাসে ডাচ বা ওলন্দাজ নামে সুপরিচিত। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বর্ত্তমান হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম একত্রিত ভাবে নেদারল্যাণ্ডস নামে অভিহিত হইত এবং এই দেশ স্পেন সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। নেদারল্যাণ্ডস্ স্পেনের শাসনের বিরুদ্ধে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে বিদ্রোহ করে, কিন্তু অনতিবিলম্বে দক্ষিণাঞ্চল বেলজিয়াম স্পেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরত হয় কিন্তু উত্তরদিকের সাতটি প্রটেষ্টাণ্ট প্রদেশ স্বতন্ত্র-ভাবে একটি যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়া একাকী স্পেনের স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। এই সপ্ত রাজ্যের স্বাধীনতাস্পৃহাকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া স্পেনরাজ চতুর্থ ফিলিপ ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে মানষ্টারের সন্ধিতে হল্যাণ্ড নামে অভিহিত এই সম্মিলিত সপ্তরাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন। বেলজিয়াম স্পেনের অধীন হইয়া পূর্ব্ববৎ রহিল।

স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে উদ্ভব

*হল্যাণ্ডের পূর্ব্ব ইতিহাস প্রথম ভাগ সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হইলেও স্বল্প পরিসর গৌরবময় জীবনে ডাচরা ব্যবসা-বণিজ্য, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ বিস্তার, শিল্প এমন কি শিক্ষায়ও যে অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে তাহার সমকক্ষতা প্রাচীন এথেন্স ব্যতীত অন্যত্র দুর্লভ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনতি-বিলম্বেই হল্যাণ্ড বাণিজ্য এবং নৌ-দক্ষতায় পৃথিবীতে প্রায় অদ্বিতীয় হইয়া দাঁড়াইল। হল্যাণ্ডের বাণিজ্য তরী নির্ভয়ে সাত সমুদ্রে বিচরণ করিয়া এশিয়া, আফ্রিকা, এমন কি নবাবিষ্কৃত সুদূর আতলান্তিকপারস্থ দেশে পর্য্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করিল। তাহারা স্বীয় ক্ষমতা দ্বারা তাহাদের পূর্ব্বগামী পর্টুগীজদিগকে পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে বিতাড়িত করিল এবং নিজেরা সেই সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল। আফ্রিকার দক্ষিণ বিন্দুতে উত্তমাশা দ্বীপ দখল করার পর তাহাদের আধিপত্য অধিকতর বিস্তৃত হইল এবং পর্টুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ডাচরা সিংহল ও ম্যাকাসার দখলে আনিল। এই প্রকারে বাণিজ্যের সাহায্যে বিশ্বের সমস্ত অঞ্চল হইতে ধনৈশ্বর্য্য আহরণ করিয়া হল্যাণ্ড সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়াইল।

স্বল্পপরিসর হইলেও হল্যাণ্ড মনীষা ক্ষেত্রে অগ্রণী

শুধু শিল্পবাণিজ্যে এবং নৌ-বলে নহে, বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞান ভাণ্ডারেও ডাচদের দানের পরিমাণ কম নহে। ফরাসী দার্শনিক ডেকার্ত্তে (Descartes) এবং তাহার সুযোগ্য শিষ্য স্পিনোজা হল্যাণ্ডে অবস্থান করিয়াই প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থরাজি প্রণয়ন করিয়াছেন। হিউগো গ্রসিয়াস—যিনি আন্তর্জ্জাতিক আইন সম্বন্ধে প্রথম পুস্তক রচনা করিয়াছেন—জাতিতে ডাচ ছিলেন। ডাচরা সর্ব্বাধিক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে চিত্রাঙ্কনে প্রসিদ্ধ চিত্রকর রেমব্রাণ্ট, হালস ও হুগ চিত্রাঙ্কণে অপূর্ব্ব মৌলিকতা দেখাইয়া ইউরোপের চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহাদের ক্ষমতা নিষ্প্রভ হইলেও মনীষার ক্ষেত্রে তাহারা যে প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা অম্লান থাকিবে।

দর্শন ও চিত্রাঙ্কনে প্রতিভাসম্পন্ন

বহু প্রতিভার লীলা-নিকেতন হইলেও হল্যাণ্ড ঘরোয়া বিবাদ বিসম্বাদের জন্য তাহার খ্যাতি স্থায়ী করিতে পারে নাই। হল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র মূলতঃ সাধারণতন্ত্র হইলেও অরেঞ্জ বংশই রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব করিতেন। কিন্তু এই অরেঞ্জ বংশের বিপক্ষে সাধারণতন্ত্রী নামে এক দলের উদ্ভব হইল এবং এই উভয় দলের অন্তর্বিরোধই হল্যাণ্ডের ইতিহাসকে দীর্ঘকাল অশান্তির আগারে পরিণত করিয়া তাহার অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। অরেঞ্জ দলের পররাষ্ট্র-নীতি ছিল স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া এবং ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখা। কিন্তু হল্যাণ্ডের সপ্ত-প্রদেশের মধ্যে হল্যাণ্ড প্রদেশ স্পেনের সঙ্গে শত্রুতার অবসান করিয়া সন্ধির পক্ষপাতী ছিল। হল্যাণ্ডের জনসাধারণ মুখ্যতঃ ব্যবসা বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল বলিয়া বাণিজ্যিক নিরাপত্তা ও সুবিধার জন্য শান্তিকামী ছিল। কাজেই তাহারা স্পেনের সঙ্গে অবিরত বিরোধের পক্ষপাতী ছিল না। এতদ্ব্যতীত এই সাধারণতন্ত্রী দল অরেঞ্জ বংশের রাজতন্ত্রী অভিলাষকেও সুনজরে দেখিতে পারে নাই। যাহা হউক, উভয় পক্ষই অনমনীয় থাকায় হল্যাণ্ডের ঘরোয়া শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই এবং এই দলগত দ্বন্দ্ব হল্যাণ্ডের ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে।

ডাচদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ

হল্যাণ্ডের সমৃদ্ধির যুগ স্বল্পপরিসর হওয়ার জন্য অরেঞ্জবংশীয় ও সাধারণ-তন্ত্রীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব যে প্রধানতঃ দায়ী তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই বিরোধের ফলে জাতীয় সংহতি কোনদিনই স্থায়ী দানা বাঁধিতে সক্ষম হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, ডাচদের সমৃদ্ধির মুখ্য ভিত্তি ছিল একচেটিয়া উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের উপরে, কিন্তু অচিরে উপনিবেশিক ক্ষেত্রে ইংরাজের অভ্যুদয় হইল এবং তাহাদের ধীর অথচ দৃঢ় অগ্রগতির সম্মুখে প্রতিযোগিতায় ডাচরা ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। তৃতীয়তঃ, হল্যাণ্ডের মত জনসংখ্যাল্প

ডাচ সমৃদ্ধির পতনের কারণ

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে দীর্ঘকাল লোক ও অর্থক্ষয়কারী যুদ্ধ চালাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিয়া থাকা শক্ত। কাজেই পরিশেষে হল্যাণ্ডকে পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের অধিকাংশই পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে।

ইতিহাস—দ্বিতীয় উইলিয়ম ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্রের ষ্ট্যাড্‌থহোল্ডার ও সামরিক-অধিনায়ক (Stadthholder and Captain General) নিযুক্ত হইয়া স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। বিরোধীপক্ষীয় সাধারণতন্ত্রী দল যুদ্ধনীতির বিরোধিতা করিলে উইলিয়ম বিপক্ষের নেতাদের কারারুদ্ধ করিয়া প্রতিপক্ষতা দমন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে তাহার আকস্মিক মৃত্যুতে সাধারণতন্ত্রী দল অরেঞ্জের হাত হইতে শাসনভার গ্রহণ করিয়া নিজেরা পরিচালনা করার সুযোগ পাইল।

দ্বিতীয় উইলিয়ম, ১৬৪৭ ১৬৫০

ডি উইটের শাসনকাল—অরেঞ্জবংশীয় দ্বিতীয় উইলিয়মের মৃত্যুর পর এই বংশের প্রতিপত্তি ম্লান হইয়া পড়ে এবং এই সুযোগে সাধাণতন্ত্রীদল রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করে। ইহাদের নেতা ডি উইট ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের গ্রাণ্ড পেনসনারি নির্ব্বাচিত হইলেন এবং আগামী বিশ বৎসরের জন্য হল্যাণ্ডের ভাগ্যবিধাতা হইয়া রহিলেন।

ডি উইটের শাসনকালে হল্যাণ্ডের প্রতিপত্তি ও প্রভাব ইউরোপের রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। হল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক প্রতিপত্তিতে অসুবিধাগ্রস্ত হইয়া ইংলণ্ড এই প্রতিপত্তি নষ্ট করার জন্য তাহার বিরুদ্ধে বহু বাণিজ্যবিরোধী আইন কার্য্যকরী করার চেষ্টা করে। এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়াই ডাচ-ইংরাজ বিরোধ আরম্ভ হয় এবং দুইটি ইঙ্গ-ডাচ যুদ্ধের পর এই বিরোধের পরিসমাপ্তি হয়। এতদ্ব্যতীত হল্যাণ্ড স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির জন্য ফরাসী-রাজ চতুর্দ্দশ লুইর মৈত্রী ও নিরপেক্ষতা লাভে কৃতকার্য্য হয়। কিন্তু পরিশেষে চতুর্দ্দশ লুইর পররাজ্যগ্রাসী মনোবৃত্তিতে শঙ্কিত হইয়া হল্যাণ্ড ফ্রান্সের মৈত্রী

পররাষ্ট্রনীতিতে আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ

পরিত্যাগ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কোয়ালিশান বা রাষ্ট্র-জোট সৃষ্টি করে। হল্যাণ্ডের এই প্রচেষ্টায় চতুর্দ্দশ লুইর আগ্রাসী অভিলাষ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং স্পেনিস নেদারল্যাণ্ড বা বেলজিয়াম ফ্রান্সের গ্রাস হইতে রক্ষা পায়। ডি উইটের পররাষ্ট্রনীতির ফলে হল্যাণ্ডের প্রভাব সর্ব্বত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উইট পর্টুগালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সিংহল ও ম্যাকাসার হল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত করেন এবং সুইডেন কর্তৃক আক্রান্ত ডেনমার্ককে সাহায্য করিয়া ডেনরাজ্য রক্ষা করেন। প্রধানতঃ উইটের হস্তক্ষেপের ফলেই বাল্টিক অঞ্চলে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইয়া অলিভিয়া ও কোপেনহেগেনের সন্ধি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম ইঙ্গ-ডাচ যুদ্ধ

ডাচদের সহিত ইংরাজদের বিরোধের মূলে রহিয়াছে উপনিবেশ ও বাণিজ্য লইয়া উভয় জাতির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের অবসানে ক্রমওয়েলের শাসনকালে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র আকার ধারণ করে। ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের বাণিজ্য-স্বার্থের জন্য ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে নৌ-সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন প্রত্যক্ষভাবে ডাচদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হইলেও ডাচদের বাণিজ্য-জাহাজ যাহাতে ইংলণ্ডের বন্দরে প্রবেশাধিকার না পায় এই উদ্দেশ্যেই ইহা ঘোষিত হইয়াছিল। ডাচরা স্বার্থরক্ষার খাতিরে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। প্রথমদিকে ডাচরা কিছু সাফল্যলাভ করিলেও পরিশেষে তাহারা পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হয় এবং ইংলিশ চ্যানেলে ইংরাজের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লয়। এই সময়ে ক্রমওয়েল ডি উইটকে দিয়া একটি Seclusion clause বা বিযুক্তি, সর্ত্ত স্বীকার করাইয়া লয় যাহার ফলে ভবিষ্যতে অরেঞ্জ বংশীয়গণ হল্যাণ্ডের ষ্টাডথহোল্ডার বা সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইতে পারিবে না বলিয়া স্থির হয়। ডি উইটের উপর এই সর্ত্ত আরোপ করিবার যথেষ্ট কারণও বর্ত্তমান ছিল। কেননা, অরেঞ্জ বংশের তৃতীয় উইলিয়মের সঙ্গে সেই সময়ে নির্ব্বাসিত ষ্টুয়ার্ট বংশের দ্বিতীয় জেমসের

কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। ভবিষ্যতে যাহাতে ষ্টুয়ার্টবংশীয়েরা ইংলণ্ডের সিংহাসনলাভে হল্যাণ্ডের কোন সাহায্য না পায় তজ্জন্য অরেঞ্জ বংশীয়কে হল্যাণ্ডের সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যেই ক্রমওয়েল এই সর্ত্ত আরোপ করিয়াছিলেন। অবশ্য ক্রমওয়েলের এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। ভবিষ্যতে তৃতীয় উইলিয়ম ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড উভয় দেশেরই অধীশ্বর হইয়া ছিলেন। যাহা হোক, ডি উইট অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বে এই সর্ত্তে স্বীকৃত হন এবং যথাসাধ্য ইহা গোপন রাখিবার চেষ্টা করেন। অরেঞ্জ বংশীয়গণ ডাচদের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল এবং ডাচদের গৌরব বৃদ্ধির ব্যাপারে তাহাদের কৃতিত্ব কম ছিলনা। কিন্তু এই বিযুক্তি সর্ত্ত প্রকাশিত হওয়ায় ডি উইট ও সাধারণতন্ত্রীদল দেশবাসীর নিকট অত্যন্ত বিরাগভাজন হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ডাচ যুদ্ধ

ক্রমওয়েলের জীবিতকালে উভয়দেশ সম্প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের সিংহাসনে ষ্টুয়ার্টবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইলে পুনরায় বিরোধ উপস্থিত হইল। ডি উইট কোন প্রকারেই ইংলণ্ডের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বাণিজ্যিক স্বার্থ উপলক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় চার্লস পুনরায় ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে নৌ-সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ করেন। ইহাতে ডাচরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। ইতিমধ্যে ইংরেজরা আফ্রিকায় ডাচদের অধিকৃত স্থান ও উত্তর আমেরিকায় ডাচ উপনিবেশ নিউ আমষ্টার্ডম অধিকার করে। ডি উইট ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ আশঙ্কা করিয়া ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ডাচদের রণতরী টেমস' নদীর মোহনায় প্রবেশ করিয়া চেথাম পোতাশ্রয়ের অনেকগুলি জাহাজ ধ্বংস করে।

ব্রেডার সন্ধি, ১৬৭৭

ডি উইট চতুর্দ্দশ লুইর স্পেনিস নেদারল্যাণ্ড বা বেলজিয়াম আক্রমণের দুরভিসন্ধির পরিচয় পাইয়া ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ব্রেডার সন্ধি অনুসারে ইংলণ্ড

ডাচদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত নৌসংক্রান্ত আইন অনেকটা শিথিল করেন। হল্যাণ্ডও ইংরাজের হস্তে আমেরিকার নিউ আমষ্টারডম সমর্পণ করে। ইহা ভবিষ্যতে নিউইয়র্ক নামে খ্যাত হয়।

অতঃপর ডি উইটের প্রধান কর্ত্তব্য হইল চতুর্দ্দশ লুইর আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রজোট সৃষ্টি করা। তিনি ইংলণ্ড ও সুইডেনকে সম্মত করাইয়া ইংলণ্ডের যোগে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ত্রিশক্তি সংশ্রয়ের সৃষ্টি করিলেন। দ্বিতীয় চার্লস গোপনে হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে লুইর সহিত সন্ধি করেন এবং অর্থের বিনিময়ে ফরাসী নৃপতির আনুগত্য স্বীকার করিতে সম্মত হন। কিন্তু এই গোপন চুক্তি প্রকাশিত হইতেই পার্লামেণ্টের চাপে পড়িয়া চার্লস তাহা প্রত্যাহার করেন। এই ত্রিশক্তি-জোটের চাপে লুইর বেলজিয়াম অধিকারের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে এবং তিনি স্পেনের সহিত আইলা-স্যাপেলের সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

ফ্রান্সের দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হওয়া

ফরাসী ডাচ-যুদ্ধ

স্পেনিস নেদারল্যাণ্ড অধিকারে চতুর্দ্দশ লুই ডি উইটের বিরোধিতায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া হল্যাণ্ডের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ডাচদের শক্তি বিনষ্ট করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। আইল্যা-স্যাপেলের সন্ধির পর লুই ত্রিশক্তি-জোট ভাঙ্গিতে চেষ্টা করেন। তিনি সুইডেন ও ইংলণ্ডকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদিগকে হল্যাণ্ডের দল হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিলেন এবং মিত্রচ্যুত হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৬৭২ খৃঃ যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ডি উইট এই অপ্রত্যাশিত মিত্রচ্যুতি ও যুদ্ধ ঘোষণায় বিপদে পড়িলেন এবং ফ্রান্সের আক্রমণের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ডাচগণ তাহাদের পরাজয়ের গ্লানির জন্য ডি উইটকে দায়ী করিল এবং উন্মত্ত জনতার অভ্যুত্থানের ফলে সাধারণতন্ত্রীদল অপদস্থ হইয়া পড়িল। ডি উইট নিহত

হইলেন। জনসাধারণ ফরাসী আক্রমণ রুখিবার জন্য অরেঞ্জ বংশীয় উইলিয়ম-কে ষ্টাড্‌থহোল্ডার ও সামরিক অধিনায়ক নিযুক্ত করিল।

অরেঞ্জের উইলিয়ম—ডি উইট নিহত হইবার পর ফরাসী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ডাচগণ সমস্ত দায়িত্ব উইলিয়মের স্কন্ধে অর্পণ করিল। উইলিয়ম তাহার হস্তে অর্পিত দেশ রক্ষার দায়িত্ব অরেঞ্জ বংশীয় ঐতিহ্যানুযায়ী সম্পাদন করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। হল্যাণ্ড ক্ষুদ্র দেশ এবং উইলিয়মও তরুণ যুবক, তথাপি তিনি অসীম সাহসিকতার সহিত ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সামরিক শক্তির সহিত যুঝিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। চতুর্দ্দশ লুই হল্যাণ্ডকে শাস্তি দিবার জন্য বিরাট আয়োজন করিলেন। তিনি ইংলণ্ডের অধিপতি দ্বিতীয় চার্লসের সঙ্গে গোপন চুক্তি দ্বারা তাহাকে স্বপক্ষভুক্ত করিলেন এবং বিপুল বিক্রমে হল্যাণ্ডকে আক্রমণ করিলেন। উইলিয়ম হল্যাণ্ডের সামুদ্রিক বাঁধ সমূহ কাটিয়া দিয়া সমগ্র দেশ জলপ্লাবনের দ্বারা ফরাসী অগ্রগতি প্রতিহত করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি কূটনীতি বন্ধনের দ্বারা সমগ্র ইউরোপকে ফ্রান্সের বিপক্ষে দলবদ্ধ করিলেন। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট লিওপোল্ড, স্পেন, ব্রাণ্ডেনবার্গের গ্রেট ইলেক্টর, এমন কি পার্লামেন্টের চাপে পড়িয়া ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় চার্লসও হল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করিতে বাধ্য হইলেন। মোট কথা, উইলিয়মের চেষ্টার ফলে ডাচ যুদ্ধ ইউরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হইল। তীব্র বিপক্ষতার বিরুদ্ধে লুই একাকী যুদ্ধ চালাইতে অসমর্থ হইয়া ১৭৭৮ খৃঃ নিমিগুয়েনের সন্ধিতে ডাচ যুদ্ধ পরিসমাপ্ত করিতে বাধ্য হইলেন। উইলিয়াম রণক্ষেত্রে সুবিধা করিতে না পারিলেও কূটনীতি ক্ষেত্রে বিজয়ীর গৌরব প্রতিষ্ঠা করিলেন। ফরাসী আক্রমণের ফলে হল্যাণ্ডের যথেষ্ট ক্ষতি হইলেও উইলিয়ামের দৃঢ় প্রতিরোধের জন্যই চতুর্দ্দশ লুইর কবল হইতে ডাচ স্বাধীনতা রক্ষা পাইল।

১৬৭৭ খৃঃ ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় জেমসের কন্যা মেরীর সঙ্গে উইলিয়মের বিবাহ ইংলণ্ড ও তথা ইউরোপের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা

করিল। এই বৈবাহিক সম্পর্কের বলে উইলিয়ম ১৬৮৮ খৃঃ গৌরবময় বিপ্লবের পর ইংলণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। উভয় দেশের এই যোগসূত্র চতুর্দ্দশ লুইর আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তিকে প্রতিহত করার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হইল। অতঃপর উইলিয়ম ফ্রান্সকে সংযত করিয়া ইউরোপের শক্তিসমতা রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইলেন।

(৪) ইংলণ্ডের ইতিহাস, ১৬৪৮-১৭১৪

কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ ও ক্রমওয়েলের রাষ্ট্রপালকত্ব,—১৬৪৯-১৬৬০।
দ্বিতীয় চার্লস,—১৬৬০-১৬৮৫।
দ্বিতীয় জেমস,—১৬৮৫-১৬৮৮।
*উইলিয়ম ও মেরী,—১৬৮৯-১৭০২।
সম্রাজ্ঞী অ্যান,—১৭০২-১৭১৪।

কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ ও ক্রমওয়েলের রাষ্ট্রপালকত্ব, ১৬৪৯-১৬৬০ :— ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রধানতঃ পার্লামেন্ট বা প্রতিনিধি সভার রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠারই ইতিহাস। বহু বিপ্লব ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া পার্লামেন্ট পরিশেষে রাষ্ট্রের চরম প্রভুত্বের স্বীকৃতি-পত্র লাভ করিয়াছে। ষ্টুয়ার্ট যুগ এই বিবর্ত্তনের ইতিহাসেরই অন্যতম অধ্যায়। ষ্টুয়ার্ট বংশের প্রথম দুই নরপতি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে করস্থাপন বা বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় পার্লামেন্টের কোন অধিকার স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধ বাঁধিল এবং পার্লামেন্ট স্বাধিকার রক্ষার জন্য রাজার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব ঘোষণা করিল। চার্লস পরাস্ত হইয়া পার্লামেন্টকর্ত্তৃক বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং ইংলণ্ড কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ বা গণতন্ত্রী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষিত হইল। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে সেনানায়ক ক্রমওয়েল্‌-এর

*উইলিয়ম সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্ব ও ইংলণ্ডের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

হস্তে রাষ্ট্রভার অর্পণ করা হইল এবং ক্রমওয়েল্ লর্ড প্রটেক্টার বা রাষ্ট্রপালক উপাধিতে ভূষিত হইলেন। ক্রমওয়েল কিছুকাল পার্লামেণ্টের নির্দ্দেশানুযায়ী চলিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তিনি পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজের একনায়কত্বে ইংলণ্ডে বস্তুত সামরিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ক্রমওয়েলের পররাষ্ট্রনীতি—টিউডর যুগে ইউরোপের ব্যাপারে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা উপযুক্তরূপে স্বীকৃত হইলেও অন্তর্বিরোধের ফলে এই মর্য্যাদা সমধিক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অন্তর্বিরোধের পরিসমাপ্তির পর ক্রমওয়েলের সময়ে পুনরায় বৈদেশিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ড পুনরায় তাহার হৃতসম্মান গড়িয়া তুলিল। ক্রমওয়েলের পররাষ্ট্রনীতি ছিল সক্রিয় ও নিশ্চয়াত্মক এবং আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠা যাহাতে স্বীকৃতি পায় তজ্জন্য তাঁহার চেষ্টার অবধি ছিল না। ক্রমওয়েলের চেষ্টা নিস্ফল হয় নাই। ইউরোপীয় সর্ব্বব্যাপারেই ইংলণ্ডের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং তাহার গৌরব সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ১৬৫১ খৃষ্টাব্দের নৌ-সংক্রান্ত আইনের ফলে ডাচদের ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ডাচগণ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, কিন্তু ক্রমওয়েলের কৃতী-পরিচালনায় তাহারা ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। এই সন্ধি ইংলণ্ডের পক্ষে লাভজনকই হইয়াছিল এবং ইহার ফলে ইংলিশ চ্যানেলে ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। ডাচ যুদ্ধ কৃতিত্বের সঙ্গে সমাপ্ত করার পর ক্রমওয়েল ডেনমার্ক, সুইডেন ও পর্টুগালের সঙ্গে বাণিজ্য-সন্ধিতে আবদ্ধ হন।

পররাষ্ট্রনীতি
(ক) প্রটেষ্টাণ্টদের জন্য স্বীকৃতি আদায়

ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ফলে পরস্পর বিবদমান তদানীন্তন দুই রাষ্ট্রশক্তি ফ্রান্স ও স্পেন ইংলণ্ডের সহযোগিতা লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। এই দুই দেশের মধ্যে ক্রমওয়েল ফ্রান্সকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া স্পেনের ক্ষমতা খর্ব্বীকরণে ফ্রান্সকে সাহায্য করেন। ক্রমওয়েলের পররাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র ছিল দুইটি—

প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মকে স্বীকৃত করা এবং ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্ট বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা বন্ধ করা। ইহাদের সঙ্গে আর একটি উদ্দেশ্য ছিল বিদেশে ইংলণ্ডের বাণিজ্য সমৃদ্ধির বন্দোবস্ত করা। ক্যাথলিক দেশ স্পেন ক্রমওয়েলের নীতিকে অস্বীকার করিলে স্পেন ইংলণ্ড সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। ফ্রান্সের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ম্যাজারিন এই সুযোগে ক্রমওয়েলের পররাষ্ট্র-নীতিতে স্বীকৃত হইয়া ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে অগ্রসর হইলেন। ফ্রান্স ক্যাথলিক রাষ্ট্র হইলেও ম্যাজারিন ফ্রান্সের হিউগিনট বা প্রটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণকে রাষ্ট্রনীতিক সুযোগ সুবিধা দিতে এবং ষ্টুয়ার্টবংশীয়গণকে ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত করিতে স্বীকৃত হইলেন। অধিকন্তু, স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধান্তে অধিকারের পর তিনি ডানকার্ক ও মারডাইক নামে দুইটি স্থান ইংলণ্ডের হস্তে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ক্রমওয়েলের অনুরোধে ফ্রান্স ডিউক অফ্ স্যাভয়কে চাপ দিয়া পীডমণ্টে অবস্থিত প্রটেষ্টাণ্টদের উপর যাহাতে আর অত্যাচার না হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ইংলণ্ড স্পেনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দিল। স্পেন সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাসী-বাহিনীর নিকট পরাস্ত হইয়া ডানকার্ক পরিত্যাগ করিলে উহা ইংলণ্ডের হস্তে সমর্পণ করা হইল। অনতিবিলম্বে স্পেন পিরানিজের সন্ধিতে (১৬৫৯ খৃঃ) ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইল।

(খ) ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্ট বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রতিরোধ করা

ক্রমওয়েল তাহার পররাষ্ট্রনীতির বলে ইংলণ্ডের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে এক মৌলিক ত্রুটি ছিল। স্পেনের বিরুদ্ধে নবাভ্যুদিত ফ্রান্সকে সাহায্য করিয়া ক্রমওয়েল অজ্ঞাতসারে ইউরোপের শক্তিসমতা নষ্ট করিলেন। ইংলণ্ডের সহযোগিতায় ফ্রান্স স্পেনের ক্ষমতা নষ্ট করিয়া ইউরোপের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইল এবং তাহার অভ্যুদয় ভবিষ্যতে ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

পররাষ্ট্রনীতির ত্রুটি

দ্বিতীয় চার্লস, ১৬৬০-'৮৫

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র রিচার্ড ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের শাসনভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু রিচার্ডের মধ্যে পিতার মত রণপাণ্ডিত্য বা কার্য্যদক্ষতা কিছুই ছিল না। তিনি পার্লামেণ্ট ও সৈন্যদলের মধ্যে বিরোধ দূর করিতে অসমর্থ হওয়ায় ইংলণ্ডে পুনরায় অরাজকতার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য সেনাপতি মঙ্ক পার্লামেণ্টের অনুরোধে দ্বিতীয় চার্লসকে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিতে আহ্বান করেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লস ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা, ভূমিস্বত্ব সংরক্ষণ এবং অন্যান্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। ইংরেজগণ মহা উৎসাহে তাহার মস্তকে পিতৃ-পিতামহের মুকুট পরাইয়া দিল।

চরিত্র

দ্বিতীয় চার্লস ষ্টুয়ার্ট বংশের সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর রাজা ছিলেন। তিনি নিজের ক্ষমতার সীমা জানিতেন এবং কদাপি জনপ্রতিনিধিগণকে উত্যক্ত করিতেন না। মনে মনে ক্যাথলিক ধর্ম্মে বিশ্বাসী এবং ক্যাথলিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার অনুরাগী হইলেও এই চতুর কূটনীতিবিশারদ নরপতি অন্তরের ভাব মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গোপন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই নিমিত্তই তাহাকে তাঁহার অব্যবস্থিতচিত্ত পিতা এবং অপরিণামদর্শী ভ্রাতার ন্যায় সিংহাসন হারাইতে হয় নাই।

চার্লসের ক্যাথলিক প্রীতি

দ্বিতীয় চার্লস ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং পার্লামেণ্টও এই ব্যাপারে চার্লসের মতানুবর্ত্তী হইল। সুতরাং তাহার প্রধান মন্ত্রী ক্ল্যারেণ্ডনের আমলে যখন গোঁড়া প্রটেষ্টাণ্ট অর্থাৎ পিউরিটানদের বিরুদ্ধে আইন পাশ হইল (ক্ল্যারেণ্ডন কোড) তখন পার্লামেণ্ট তাহাতে আপত্তি করে নাই। কিন্তু পার্লামেণ্ট যেমন প্রটেষ্টাণ্টদের গোঁড়ামি সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না তেমনি ক্যাথলিকগণকে কোন সুযোগ দিতেও সে চায় নাই। পার্লামেণ্টের ইচ্ছা ছিল

ইংলণ্ডে অ্যাংগ্লিকান চার্চ্চের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা, চার্লস কিন্তু পার্লামেণ্টের এই মনোভাবের বিরোধী ছিলেন। ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং ধর্ম্ম বিষয়ে উদারতার আড়ালে তিনি ইংলণ্ডে সর্ব্ব-প্রকারের ক্যাথলিক বিরোধী আইনের প্রত্যাহার করার জন্য উদ্যোগী হইলেন। তিনি Declaration of Indulgence বা ক্ষমা ঘোষণা দ্বারা প্রচলিত ধর্ম্মের বিরোধী সম্প্রদায়ের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দেশের জনমত এই অনুগ্রহ ঘোষণার বিরোধী হইয়া ইহাকে কার্য্যকরী হইতে দিল না—বরঞ্চ পার্লামেণ্ট ক্যাথলিক ও গোঁড়া প্রটেষ্টাণ্টদের (পিউরিটান) বিরুদ্ধে আরও কঠোর 'প্রতীতি আইন' (Test act) বিধিবদ্ধ করিল। ইহার ফলে অ্যাংগ্লিকান চার্চ্চের বিরোধীদিগকে সরকারী পদ ত্যাগ করিতে হইল। ইংলণ্ডের জনসাধারণ চার্লসের ক্যাথলিক প্রীতির মনোভাব অবগত হইয়া দেশময় ঘোর আন্দোলনের সূত্রপাত করিল। তাহার অবর্ত্তমানে যাহাতে রাজভ্রাতা ডিউক অফ্ ইয়র্ক (ভবিষ্যতে দ্বিতীয় জেম্স) সিংহাসনের উত্তরাধিকারী না হইতে পারে তজ্জন্য পার্লামেণ্ট কোন ক্যাথলিক ইংলণ্ডে রাজা হইতে পারিবে না এই মর্ম্মে 'বহিষ্কার বিল' (Exclusion Bill) পাশ করিল। লর্ড সভায় এই বিল পাশ না হওয়ায় ইহা আইনে পরিণত হইতে পারে নাই। এই বিলের সমর্থক ও বিরোধী পক্ষকে কেন্দ্র করিয়া ইংলণ্ডে যথাক্রমে হুইগ ও টোরী দলের সৃষ্টি হয়—ইহারাই পরবর্ত্তী সময়ে যথাক্রমে লিবারেল ও কনজারভেটিভ দলে পরিণত হয়। চার্লসের সময়েই হুইগদলের চেষ্টায় হেবিয়াস্ করপাস আইন বিধিবদ্ধ হয়। বিচারক সমীপে আনয়ন না করিয়া কাহাকেও দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ রাখা এই আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইল।

পার্লামেণ্টের বিরোধিতা

হুইগ ও টোরী দল

পররাষ্ট্রনীতি ঃ—দ্বিতীয় চার্লস অত্যন্ত বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন এবং পার্লামেণ্টের সঙ্গে মতৈক্য না থাকায় তাহার অর্থের প্রয়োজন কথনও

দূর হইত না। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি গোপনে ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর দ্বারস্থ হইলেন; লুই তাহার রাজনীতিক প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য চার্লসকে অর্থ সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। পররাষ্ট্র-লোলুপ লুইর পক্ষে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের সাহায্য অথবা নিরপেক্ষতার প্রয়োজন ছিল। অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে চার্লস লুইকে প্রয়োজনীয় সাহায্য বা নিরপেক্ষতা সব কিছুই দিতে প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু ইংলণ্ডের জনসাধারণের বিরোধিতার জন্য চার্লস সকল সময়ে লুইকে সাহায্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে প্রথম ইঙ্গ-ডাচ যুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় চার্লসের সেনানীগণ ক্রমওয়েল বা ব্লেকের প্রতিভার অধিকারী ছিল না, সুতরাং এই যুদ্ধের প্রথম ভাগে ডাচগণ সাফল্য লাভ করে এবং এক সময়ে ডাচদের রণতরী টেমস নদীর মোহানায় প্রবেশ করিয়া অনেক বৃটিশ জাহাজ পর্য্যন্ত ধ্বংস করে। পরিশেষে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ব্রেডার সন্ধিতে উভয় দেশের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইংলণ্ড ক্রমশঃ ফ্রান্সের পক্ষ ত্যাগ করিয়া হল্যাণ্ডের অনুকূলে ঝুঁকিয়া পড়ে। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ লুই স্পেনিস নেদারলাণ্ড আক্রমণ করিলে ইংরাজ, ডাচ ও সুইডিসরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইর শক্তি খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু লুই ডোভারের গোপন সন্ধি দ্বারা দ্বিতীয় চার্লসকে তাহার আনুগত্য স্বীকার করাইয়া এই যুদ্ধে ইংলণ্ডকে ডাচদের বিপক্ষে যোগ দেওয়াইবার চেষ্টা করেন। এই গোপন সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে চার্লস ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন এবং ইহার ফলে ইংলণ্ডে কোন বিদ্রোহ হইলে লুই চার্লসকে সাহায্য করিবেন—এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে চার্লস ফ্রান্সের পক্ষে যোগদানের প্রতিশ্রুতি দেন। ইংলণ্ড ডাচদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে সহায়তা করিলেও ডাচগণ অরেঞ্জের উইলিয়মের অদ্ভুত রণকৌশলে পরাজয়ের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করে এবং গোপন চুক্তির মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া পড়ায় জনসাধারণ চার্লসের উপর বিরক্ত ও জনমত ডাচদের অনুকূলে সহানুভূতিশীল হয়। ফলে চার্লস ডাচদের

সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং অনতিবিলম্বে লুইও ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে নিমেগুয়েনের সন্ধিতে ডাচদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। ইংলণ্ডের জনমতের দাবিকে চর্লস আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় জেম্‌স (১৬৮৫-'৮৮)

দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পর তাহার অনুজ দ্বিতীয় জেম্‌স সিংহাসনে আরোহণ করেন। নূতন রাজা ভ্রাতা অপেক্ষা কর্ম্মঠ, রণকুশল ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু তাহার বিচক্ষণতার অভাব, ধর্ম্মসম্বন্ধে গোঁড়ামী ও রাষ্ট্র-শাসন-সংক্রান্ত স্বেচ্ছাচারের ফলে অচিরে ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের অধঃপতন হইল। জেম্‌স ক্যাথলিক ধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং রাজার দৈবস্বত্বে বিশ্বাস করিতেন। রাজত্বের প্রথম হইতেই জেম্‌স ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইলেন এবং ক্যাথলিকদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে সুবিধা দিবার জন্য পার্লামেণ্টকর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ আইন সমূহ উল্লঙ্ঘন করার প্রয়াস পাইলেন। টেষ্ট এ্যাক্ট লঙ্ঘন করিয়া তিনি ক্যাথলিকগণকে সরকারী উচ্চ-পদে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে দ্বিতীয় চার্লসের মত তিনিও ক্যাথলিক ও ডিসেণ্টারদের বিরুদ্ধে সমস্ত আইন রদ করিয়া আবার 'ক্ষমা ঘোষণা' প্রচার করিলেন। তিনি আদেশ করিলেন প্রত্যেক গীর্জ্জায় পাদ্রি-গণকে ইহা পড়িয়া শুনাইতে হইবে। কেণ্টারবারির প্রধান বিশপ প্রমুখ সাতজন বিশপ এই আজ্ঞার বিরুদ্ধে জেম্‌সের নিকট আবেদন করিলেন। রাজাজ্ঞা অমান্যের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে তাহারা অভিযুক্ত হইলেন কিন্তু আদালতের বিচারে তাহারা মুক্তি পাইলেন। ইতিমধ্যে রাজমহিষী একটি পুত্র প্রসব করেন। এইবার ইংলণ্ডবাসীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। স্বেচ্ছাচারী জেম্‌সের পরে তাহার প্রটেষ্টাণ্ট কন্যা জামাতা রাজ্যাধিকারী হইবেন এই ভরসায় ইংরেজরা বুক বাঁধিয়াছিল। রাজকুমারের জন্মে তাহাদের সে আশা নির্ম্মূল হইল। তাহারা বুঝিল যে নবজাত শিশু অবশ্যই ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী

হইয়া পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিবে! ইহার প্রতিকারের জন্য সাতজন নেতা রাজ-জামাতা অরেঞ্জের উইলিয়মকে হল্যাণ্ড হইতে সসৈন্যে আগমনপূর্ব্বক অত্যাচারী নৃপতির কবল হইতে দেশবাসীকে পরিত্রাণ করিবার উদ্দেশ্যে আহ্বান করিলেন। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর উইলিয়ম ইংলণ্ডে পদার্পণ করিলেন। জেম্‌স ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ফরাসী দেশে পলায়ন করিলেন।

অতঃপর জনপ্রতিনিধিবর্গ এক মহাসভায় (Convention) মিলিত হইয়া শূন্য সিংহাসন উইলিয়ম ও মেরীকে অর্পণ করেন। এতৎসহ পার্লামেণ্ট স্বক্ষমতা ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম অব্যাহত রাখিবার জন্য এক অধিকার-বিধি (Declaration of Rights) ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় দ্বিতীয় জেম্‌সের স্বৈরাচারী কার্য্যাবলীর নিন্দা করা হয় এবং ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের রাজার পক্ষে প্রতিপালা শাসনতান্ত্রিক নীতিসমূহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে দীর্ঘকালব্যাপী রাজা-প্রজা বিরোধের অবসান হইয়া রাজার উপর পার্লামেণ্টের অধিকার সুনির্দ্দিষ্টভাবে স্থিরীকৃত এবং ইংলণ্ডে শাসনতান্ত্রিক যুগ আরম্ভ হয়। নব-নৃপতি ইংলণ্ডের ইতিহাসে তৃতীয় উইলিয়ম বলিয়া পরিচিত হইলেন। দেশের প্রতিনিধি-সভার ক্ষমতা বলে যে নৃপ পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হইল ইহা ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দের 'যশস্কর বিপ্লব' বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। এই ঘটনার বিশেষত্ব এই যে ইহা একরূপ বিনা রক্তপাতে সংঘটিত হয়।

১৬৮৮ খৃঃ যশস্কর বিপ্লবের গুরুত্ব :—এই বিপ্লবের ফল ইংলণ্ড ও ইউরোপের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার ফলে এই নীতিই স্বীকৃত হইল যে রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম অধিকার (Sovereignty) পার্লামেণ্ট মহাসভার হস্তেই রহিয়াছে—নৃপতির হস্তে নহে। রাজ্যাধিকার দৈবস্বত্বের বলে বা কুলক্রমাগত দাবির উপর নির্ভরশীল নহে—তাহাদের নৃপ-পদবী সর্ব্বতোভাবে পার্লামেণ্ট প্রদত্ত। পার্লামেণ্টের অনুমোদন ভিন্ন রাজ-সরকারের অর্থ সংগ্রহের কোন উপায় রহিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া রাজাকে প্রতিবৎসর পার্লামেণ্ট আহ্বান করিতে হইত। রাজস্ব অনুমোদন

কার্য্যের উপক্রম কমনস্ মহাসভাতেই হইত। অতঃপর রাজা যাহাতে স্বৈরাচারী না হইতে পারে তজ্জন্য শাসনতান্ত্রিক গণ্ডীর মধ্যে তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখার বন্দোবস্ত হইল।

ইউরোপের পক্ষে এই বিপ্লব কল্যাণকর হইল। ষ্টুয়ার্টরাজ দ্বিতীয় চার্লস ও দ্বিতীয় জেম্‌সের সময়ে ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুই উভয় নৃপতিকে অর্থের প্রলোভনের দ্বারা তাহার পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধ ব্যাপারে নিরপেক্ষ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অতঃপর ইংলণ্ডের সিংহাসনে লুইর প্রবল প্রতিপক্ষ হল্যাণ্ডরাজ উইলিয়ম উপবিষ্ট হওয়াতে এবং তদ্দ্বারা ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের শক্তি এক হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ার জন্য লুইর উচ্চাশায় প্রতিবন্ধকতা আসিল। লুই তাহার উচ্চাশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইউরোপ সম্ভাব্য ফরাসী একনায়কত্বের বিভীষিকা হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে যশস্কর বিপ্লবের সমালোচনা :—দুইজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বার্ক ও মেকলে ১৬৮৮ খৃঃ-র বিপ্লবকে তত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহারা এই ঘটনাকে বিপ্লবের পরিবর্ত্তে সাধারণ পরিবর্ত্তন বলিয়া বর্ণনা করেন এবং ঘটনাটিকে অতীতের ভুল ক্রটি সংশোধন ও প্রাচীন রাজতন্ত্রের পশ্চাদপসরণ ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। এই বিপ্লবের মূলে এই স্বীকৃতিই প্রমাণিত হইয়াছে যে তৎকালীন ইংলণ্ডের পক্ষে রাজতন্ত্র অত্যাবশ্যক ছিল। এই বিপ্লবের পশ্চাতে ধর্ম্মীয় স্বার্থই প্রবল ছিল এবং ইংলণ্ডীয় চার্চ্চের ধর্ম্মবিধি অব্যাহত রাখার জন্যই দ্বিতীয় জেমসকে ইংলণ্ডের সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। রাষ্ট্র শাসনভার এই বিপ্লবের পূর্ব্বেও অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে ছিল। বিপ্লবোত্তর সময়েও ইহাদের হস্ত হইতে এই ক্ষমতা স্খলিত হইয়া জনসাধারণের হস্তে আসে নাই। বিপ্লবের ফলে যে সব উদার মতবাদ ও রীতিনীতি দেশে প্রবর্ত্তিত হয় সেই সকল কিছুই এই বিপ্লবের পরে ঘোষিত হয় নাই। ধর্ম্মের স্বাধীনতা, জাতীয় শিক্ষা, দাসমুক্তি, বাণিজ্য-স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাতন্ত্র্য

কোন উদার মতবাদই মহাসভায় (Convention) বা অধিকার সংক্রান্ত ব্যবস্থায় (Bill of Rights) উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং এই অনুদার পরিবর্ত্তনকে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া সমীচীন হয় না।

উপরোক্ত বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও যশস্কর বিপ্লব ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাসে অগ্রগতির স্চনা করিয়াছে। এই বিপ্লবের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসন দৈবশক্তির উপর নহে—পার্লামেন্টের উপর নির্ভরশীল। সিংহাসনে রাজস্বত্ব প্রজার সঙ্গে সর্ত্তাধীন। সুশাসনের সর্ত্তে রাজা শাসন করিবেন এবং কুশাসন হইলেই পার্লামেন্টের পক্ষে রাজাকে অপসারিত করিবার অধিকার রহিল। রাজার প্রতি নিষ্ক্রিয় আনুগত্য এতাবৎকাল প্রজার পক্ষে অবশ্যপালনীয় ছিল—তৎস্থলে অতঃপর সর্ত্তাধীন আনুগত্য ও কুশাসনে আনুগত্য প্রত্যাহার এই রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত হইল। এই বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য হইল বিনা রক্তপাতে, বিনা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থায় ও কোনও রাজনৈতিক দলকে বহিষ্কৃত না করিয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সংসাধিত করা। সাধারণ প্রজার জীবনে কোনই পরিবর্ত্তন এখন পর্য্যন্ত আসে নাই। পূর্ব্ববৎ রাষ্ট্রের মাধ্যমে এক শ্রেণী দ্বারা অপর শ্রেণীর শোষণ অব্যাহত ভাবেই চলিল।

উইলিয়ম ও মেরী (১৬৮৯-১৭০২)

শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি

তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বের আরম্ভে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে অধিকার সংক্রান্ত একটি ব্যবস্থা (Bill of Rights) বিধিবদ্ধ হয়। এতদ্বারা ক্যাথলিকগণ সিংহাসনের অধিকার হারাইল এবং রাজশক্তির সীমা অনেকটা সীমাবদ্ধ করা হইল। কোনও আইনের প্রচলন সম্পূর্ণ স্থগিত রাখা (suspending power) বা বাতিল করা (dispensing power), হাই কমিশন ও তৎসদৃশ অত্যাচারী আদালত পুনঃপ্রতিষ্ঠা—এ সমস্তই নিষিদ্ধ হইল। স্থির হইল পার্লামেন্টের সদস্য

নির্ব্বাচন অবাধে সাধিত হইবে, পার্লামেন্টের সদস্যগণ নির্ভয়ে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে পারিবেন, পার্লামেন্ট নিয়মিতভাবে আহূত হইবে এবং তাহার অনুমোদন ব্যতীত কর ধার্য্য হইবে না। স্থায়ী বেতনভোগী সৈন্যদল সংগঠন এবং রক্ষণও রাজার পক্ষে অবৈধ বলিয়া বর্ণিত হইল। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে উত্তরাধিকার নির্দ্দেশক আইন (Act of Settlement) বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে ভাবী সিংহাসনাধিকার নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজার ক্ষমতা আরও হ্রাস করা হইল। রাজার হস্তে আর বিচারকদের পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা রহিল না। কমন্স্ সভা লর্ডদের দরবারে কোন অমাত্যকে অভিযুক্ত করিলে তাহাকে ক্ষমা করিবার অধিকারও রাজার রহিল না। প্রথমে রাণী মেরীর ভগিনী অ্যান এবং তাহার পরে প্রথম জেম্সের দৌহিত্রী প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী রাজপুত্রী সোফিয়া ও তদ্বংশীয়গণ ইংলণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবেন বলিয়া স্থির করা হইল।

পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্ত্তন

উইলিয়মের ইংলণ্ডের সিংহাসনারোহণের ফলে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতিতে এক পরিবর্ত্তন আসিল। এতাবৎকাল হল্যাণ্ড বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রবল নৌ-শক্তি হিসাবে ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল এবং ফ্রান্স ইংলণ্ডের শত্রু বলিয়া হল্যাণ্ডের নিকট মিত্ররূপে আদৃত হইত। বর্ত্তমানে হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড এক নরপতির শাসনাধীনে আসায় ইঙ্গ-ডাচ বৈরিতার অবসান হইল এবং ফ্রান্স হল্যাণ্ডের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের সম্মিলিত শক্তি ফ্রান্সের স্বৈরাচারিতা হইতে ইউরোপকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল।

সিংহাসনারোহণের পর দ্বিতীয় জেম্সকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ড ষ্টুয়ার্টবংশীয়গণের পক্ষে বিদ্রোহ করে। কিন্তু সর্ব্বত্র বিদ্রোহীরা পরাস্ত হইয়া বিফল মনোরথ হয়। দ্বিতীয় জেম্স চতুর্দ্দশ লুইর সাহায্যে আয়ার্ল্যাণ্ডে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে বয়েনের যুদ্ধে উইলিয়ম কর্তৃক পরাস্ত হন।

উইলিয়মের পররাষ্ট্রনীতি ঃ—উইলিয়মের পররাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র ছিল চতুর্দ্দশ লুইর আগ্রাসী মনোবৃত্তিকে প্রতিহত করিয়া ইউরোপের শক্তি-সমতা প্রতিষ্ঠিত করা। দ্বিতীয় চার্লস ও দ্বিতীয় জেমসের সময়ে ইংলণ্ড পর-রাষ্ট্রনীতিতে চতুর্দ্দশ লুইর উচ্চাশাকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে এবং ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইংলণ্ডের স্বাধীন সত্তার কোন প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই। উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজা হইলে চতুর্দ্দশ লুইর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সৃষ্টি করিয়া তাহার উচ্চাশাকে প্রশমিত করিতে বাধ্য করেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লীগ অফ অগ্‌সবার্গ ও গ্র্যাণ্ড এলায়েন্স সৃষ্টি করার কৃতিত্বও উইলিয়মের প্রাপ্য। অতঃপর ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে দীর্ঘকালব্যাপী বৈরিতা আরম্ভ হইল তাহাকে দ্বিতীয় শতবর্ষ যুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বৈরিতার কার্য্যক্ষেত্র শুধু ইউরোপখণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে নাই—বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক স্বার্থ লইয়া সমগ্র বিশ্বে এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র প্রতি-দ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। এই দ্বন্দ্বের অবসানে ইংলণ্ড এই উভয় ক্ষেত্রেই ফ্রান্স অপেক্ষা অধিক প্রাধান্য লাভ করে।

রাজ্ঞী অ্যান, (১৭০২-'১৪)

উইলিয়মের মৃত্যুর পর ১৭০২ খৃষ্টাব্দের উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশক আইন অনুযায়ী জেম্‌সের অন্যতমা কন্যা অ্যান ইংলণ্ডের রাজ্ঞী হন। তাহার সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্পেনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ (War of the Spanish Succession)। বিখ্যাত সেনাপতি মার্লবরোর অপূর্ব্ব রণ-কৌশলে ফরাসী সৈন্য ব্লেনহিম, রামিলিজ, ওডেনার্ডে ও মালপ্লাকেটের যুদ্ধে পরাভূত হয় এবং ইউরোপে সর্ব্বত্র ফ্রান্সের আধিপত্য পরিস্ফুট হয়। এই যুদ্ধের সময়ে ইংরাজ সৈন্য জিব্রাল্টার ও মিনর্কা দ্বীপ দখল করিয়া লয়, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে হুইগ দলের স্থলে টোরীদলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহারা যুদ্ধবিরোধী হওয়ার ফলে অনতিবিলম্বে যুদ্ধ সমাপ্ত

করিতে হয়। অবশেষে ইউট্রেক্ট নামক স্থানে সন্ধি হইয়া (১৭১৩ খৃষ্টাব্দ) স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

অ্যানের সময়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্কটল্যাণ্ডের স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট বিলুপ্ত করা এবং সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনকে এক পার্লামেণ্টের অধীনে আনয়ন করা। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের সম্মিলন আইনের বলে (Act of Union) এই একত্রীকরণ সম্পাদিত হয়। এই মিলন ইংলণ্ডের পক্ষে পরিণামে শুভপ্রদ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ফ্রান্সের ইতিহাস

চতুর্দ্দশ লুই, ১৬৪৩-১৭১৫

সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন—প্রায় পৌনে এক শতাব্দী চতুর্দ্দশ লুই ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এত দীর্ঘকাল রাজত্ব সম্ভবতঃ আমাদের পরিচিত কোন রাজার অদৃষ্টে ঘটে নাই, অন্ততঃপক্ষে লিপিবদ্ধ ইতিহাসে কোথায়ও এ রকম দৃষ্টান্ত নাই। তাহার ৭২ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে ৫৪ বৎসর চতুর্দ্দশ লুই স্বয়ং রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। এই একক শাসন সময়ে ফ্রান্স ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব্ববিধ ক্ষেত্রে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে—এই সুদীর্ঘকাল ফ্রান্স ছিল ইউরোপের শিক্ষা দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, ও রাষ্ট্রনীতি সমস্ত বিষয়ের পথপ্রদর্শক। ফ্রান্সের শিল্পকলা সাহিত্য, বিজ্ঞান, পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই ইউরোপের অনুকরণীয় আদর্শ ছিল। এমন কি ফরাসী ভাষাই ইউরোপের শিক্ষিত শ্রেণীর উপযুক্ত কথাভাষা বলিয়া বিবেচিত হইত। কূট-নীতিতেও ফরাসীভাষা ভাবের উপযুক্ত প্রকাশযোগ্য বাহন বলিয়া সর্ব্বজন-স্বীকৃত হইয়াছিল। এক কথায়, ফ্রান্স পূর্ব্ব দিবস যাহা চিন্তা করিত ইউরোপের পক্ষে আগামী দিবস তাহা চিন্তার বিষয় বলিয়া গৃহীত হইত। এই সর্ব্বাত্মক আধিপত্যের মূলে ছিল চতুর্দ্দশ লুইর অসামান্য প্রতিভা। এই জন্যই চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বকাল 'চতুর্দ্দশ লুইর যুগ' বলিয়া অভিহিত হয়।

চতুর্দ্দশ লুইর ৭২ বৎসর রাজত্বকালের প্রথম ১৮ বৎসর রিচল্যুর সুযোগ্য শিষ্য ও উত্তরাধিকারী ম্যাজারিন ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ামক ছিলেন। ম্যাজারিন্-এর মৃত্যুর পর ১৬৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐই একক রাজ্যশাসন করেন এবং এই সময় কোলবার্ট, ল্যুভয়, লিয়ন, টুরেন, ভবান ও কণ্ডির মত সুযোগ্য সচিবদের সাহায্যে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ শান্তি, সমৃদ্ধি

বিধান ও বিদেশে মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া ফ্রান্সকে ইউরোপের মধ্যমণিতে উন্নীত করেন। তাহার একক রাজত্বের সুদীর্ঘকাল (১৭৬১-১৬৮৮) ফ্রান্সের সর্ব্ববিধ আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বিধান ও আর্থিক সমৃদ্ধির যুগ। কোলবর্টের আর্থিক সুবন্দোবস্তের জন্য ফ্রান্সের শূন্য রাজ-কোষাগার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—প্রদেশের শাসন শৃঙ্খলা ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায়ের খেয়াল খুসীর স্তর হইতে বিধিবদ্ধ অবস্থায় রাজার নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিল, রাজস্ব-নীতি সংশোধিত হওয়ায় দেশের আর্থিক ক্ষমতা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল, দেশীয় শিল্প-উৎপাদন রাষ্ট্রকর্তৃক উৎসাহিত হওয়ায় আশাতীত মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা আর্থিক সম্পদশালী এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টির ফলে ফ্রান্স ফিউড্যাল যুগ হইতে আধুনিক যুগের দিকে অগ্রসর হইল।

এই প্রকার সর্ব্ববিধ শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতি ও পরম গৌরব ও সার্থকতার সঙ্গে পরিচালিত হইয়া উঠিল। লুই চাহিতে ছিলেন ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ফ্রান্সকে অগ্রগণ্য করিয়া তুলিতে, ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাও সেই সময়ে লুইর উচ্চাশার অনুকূল ছিল। পিরানীজের সন্ধির পর স্পেনের ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় চার্লস বা দ্বিতীয় জেম্‌সের শাসনাধীনে ইংলণ্ড লুইর উচ্চাশায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা দূরে থাকুক বরঞ্চ সহায়কই হইয়াছিল। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের সেই পূর্ব্বতন সংহতিশক্তি ছিল না; অধিকন্তু জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের নৃপতিবর্গ সম্রাটের আধিপত্যের পরিবর্ত্তে ফ্রান্সের অভ্যুদয়ই অধিকতর কামনা করিতেছিল। অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের বিরোধিতা করার বাসনা থাকিলেও সাম্প্রতিক তুর্ক আক্রমণের বিভীষিকা ও আঘাত সম্পূর্ণ সামলাইয়া উঠিয়া সম্রাট ফরাসী-শক্তিকে বাধা দিয়া উঠিতে পারে নাই। চতুর্দ্দশ লুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের এই দুর্ব্বলতার সুযোগে নিজের আগ্রাসী মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার চেষ্টা করিলেন। তাহার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হইল স্পেন এবং স্পেনাধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ। ফ্রান্সের পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত বেলজিয়াম (স্পেনিস্ নেদারল্যাণ্ডস্), লাক্সেমবুর্গ

ও ফ্রান্স-কম্‌তে স্পেনের অধিকারে থাকিলেও দুর্ব্বল স্পেন তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অপারগ ছিল। লুই সুযোগ বুঝিয়া একের পর অন্য অজুহাত সৃষ্টি করিয়া স্পেনের উপর আঘাত হানিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি তাহার স্ত্রী স্পেনীয় রাজকন্যা মেরিয়া থেরেসার স্বত্বে স্পেনের সিংহাসন দাবি করিয়া স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধ উত্তরাধিকার সূত্রের যুদ্ধ (War of Devolution) নামে খ্যাত। আয়লা-স্থাপেলের সন্ধিতে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয় এবং স্পেনের সিংহাসন না পাইলেও লুই নেদারল্যাণ্ডস্ অঞ্চলে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দুর্গ পাইয়াই সন্তুষ্ট হইতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধে এবং তাহার পরবর্ত্তী আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যিক সকল উচ্চাশায় তাহার প্রধানতম প্রতিবাদী ছিল হল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড। সুতরাং হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তাহার দ্বিতীয় যুদ্ধাভিযান আরম্ভ হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে হল্যাণ্ড লুইর বিরুদ্ধে এমন উগ্র জনমত সৃষ্টি করিয়া তুলিল যে কয়েকটি ইউরোপায় শক্তি লুইর উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র-জোটের সৃষ্টি করিল। অধিকন্তু ডাচদের দৃঢ় স্বদেশপ্রেমের বিরুদ্ধে লুইর বাহিনী তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। এ যাত্রাও হল্যাণ্ডের বিরোধিতায় লুইকে তাহার স্পেনীয় নেদারল্যাণ্ডস্ অধিকারের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল এবং নিমোজেনের সন্ধিতে (১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ) উভয় পক্ষ যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। লুইর মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত না হইলেও স্পেনের অধিকৃত বহু অঞ্চল ফ্রান্সের আয়ত্তে আসিল; ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অঞ্চল ফ্রান্স-কম্‌তে ও আল্‌সেস। ইহার পরও লুই অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং ফ্রান্স সংলগ্ন বহু অঞ্চল অধিকার করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে ফ্রান্সের পরিধি বহুদূর প্রসারিত করিলেন। হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ ব্যাপারে অষ্ট্রীয়া ব্যাপৃত থাকায় কোন সক্রিয় প্রতিবাদ উত্থিত হইল না। অন্য কোন রাষ্ট্র ফ্রান্সের সামরিক ক্ষমতার সম্মুখীন হইয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার করিতে পারিল না।

কিন্তু লুইর পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যর্থতা আসিল তাহার তৃতীয় সংখ্যক

অগস্‌বার্গ-লীগের যুদ্ধে। ইতিমধ্যেই লুইর মনোবৃত্তির স্বরূপ ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং শীঘ্রই হল্যাণ্ড, স্পেন, সুইডেন ও অষ্ট্রীয়ার সম্রাট লুইর সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কায় লীগ অফ্ অগস্‌বার্গ নামে এক রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিয়া লুইর অবৈধ অধিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইতিমধ্যে হল্যাণ্ডের অধিপতি অরেঞ্জের উইলিয়ম ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের সিংহাসনেরও উত্তরাধিকারী হওয়ায় লুইর প্রতিপক্ষদল অধিকতর সুবিধাপ্রাপ্ত হইল। এই যুদ্ধেই লুই প্রথম তাহার উচ্চাশার দৃঢ় বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং রাইসুইকের সন্ধিতে (১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে) ইতিপূর্ব্বে যাহা অবৈধভাবে অধিকার করিয়াছিলেন তাহা উদ্গীরণ করিয়া দিলেন। সুদীর্ঘকালের মধ্যে এই প্রথম দেখা গেল, যুদ্ধের পর ফ্রান্সের অদৃষ্টে কোন প্রাপ্তিযোগ ঘটে নাই। ফ্রান্সের জীবনে ফসল তোলার যুগ শেষ হইয়া আসিল—অতঃপর শুধু সঞ্চিত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের পালা। তাহার রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গে ক্লান্তির ছায়া পরিস্ফুট হইল।

অতঃপর লুই তাহার অবশিষ্ট রাজত্বকালে কোন দিকেই কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই—না স্বরাষ্ট্রনীতিতে, না বৈদেশিক ব্যাপারে। ইতিপূর্ব্বেই লুই ধর্ম্মের ব্যাপারে রিচল্যু ও ম্যাজারিন অনুষ্ঠিত উদারনীতিকে অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ফরাসী প্রটেষ্ট্যাণ্ট বা হিউগিনোট সম্প্রদায় বহুকাল হইতে রাজ আনুকূল্য পাইয়া বিনা বাধায় ধর্ম্মাচরণ করিয়া আসিয়াছে। প্রধানতঃ শিল্পাশ্রয়ী ও উদ্যোগী বলিয়া ফ্রান্সের শ্রীসম্পদ্ বৃদ্ধির ব্যাপারে হিউগিনোট সম্প্রদায়ের অবদান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু লুই অকস্মাৎ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হিউগিনোট সম্প্রদায়কে বহু কাল পূর্ব্বে প্রদত্ত নান্তিসের নির্দ্দেশ হইতে বঞ্চিত করিলেন (Revocation of the Edict of Nantes) এবং এই সম্প্রদায় সরকারী চাকুরী, অবাধ ধর্ম্মাচরণ ইত্যাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া দলে দলে ফ্রান্স হইতে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ

করিল। ইহাদের শিল্প দক্ষতা হইতে বঞ্চিত হইয়া ফ্রান্স যেমন একাধারে শিল্পসামর্থ্যে দরিদ্র হইল, অন্যদিকে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড বা জার্ম্মাণীর যে সকল প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্র লুইর আচরণকে এতকাল প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছে তাহারা এই নির্দ্দেশ প্রত্যাহারের দরুণ তাহার প্রতি তাহাদের সমস্ত সমর্থন প্রত্যাহার করিল।

লুইর রাজত্বের শেষ যুদ্ধ স্পেনীয় উত্তরাধিকারের সমস্যা লইয়া। ১৭০১ হইতে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের এই সুদীর্ঘ যুদ্ধে ফ্রান্সকে সম্মিলিত ইউরোপীয় রাষ্ট্র জোটের সম্মুখীন হইয়া অগণিত অর্থ ও লোকক্ষয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু লুইর ফ্রান্স ও স্পেনের সিংহাসনকে একীকরণ করার স্বপ্ন সফল হয় নাই। সন্ততি বিয়োগ, অপূর্ণ উচ্চাশা ও হতাশাক্লিষ্ট মন ও দেহ লইয়া ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে লুই শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন—উত্তরাধিকারী পঞ্চবর্ষীয় প্রপৌত্রের জন্য রাখিয়া গেলেন দারিদ্র্যাখিন্ন ক্ষুব্ধ প্রজা ও ঋণগ্রস্ত রাজ্য। রিচলু ও ম্যাজারিনের প্রচেষ্টা লুইর অদূরদর্শিতা ও অসংযত দুরাকাঙ্ক্ষার ফলে সার্থকতার ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিল না।

চতুর্দ্দশ লুইর শাসননীতি ও বিধিব্যবস্থা

শাসনভার গ্রহণের প্রাক্কালে ফ্রান্স ঃ—ম্যাজারিনের মৃত্যুর পর যখন চতুর্দ্দশ লুই ফ্রান্সের শাসনভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিলেন তখন ফ্রান্স ঘরের এবং বাহিরের সকল প্রকার বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া স্বীয় ক্ষমতায় নির্ভরশীল হইবার মত উপযুক্ত হইয়াছে। বাহিরে ইউরোপের সকল রাষ্ট্রের নিকট হইতে যেমন ফ্রান্স স্বীকৃতি আদায় করিয়াছে তেমনি স্বরাষ্ট্রে সকল শ্রেণীর নিকট হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া রাজসিংহাসনের পশ্চাতে রাজ-আধিপত্য কেন্দ্রীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ফ্রণ্ডি আন্দোলনের ফলে জনসাধারণ ফ্রান্সের পার্লামেণ্ট ও অভিজাত শ্রেণীর স্বরূপ চিনিতে পারিল এবং একমাত্র সবল রাজশক্তিই দেশের শান্তিশৃঙ্খলার বিধান ও শ্রীসম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ, এই প্রত্যাশা করিয়া তাহারা সাগ্রহ দৃষ্টি ফ্রান্সের রাজার প্রতি একাগ্রনিবদ্ধ করিল।

রাষ্ট্র শাসকরূপে চতুর্দ্দশ লুইর চরিত্র ঃ—চতুর্দ্দশ লুই অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। লর্ড এ্যাক্টন তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তিনি আধুনিক যুগের সিংহাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। যিনি ইউরোপের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র পঞ্চপঞ্চাশৎ বৎসরকাল একক শাসন করিয়া গিয়াছেন, বহু সময়ে বিজয়ী হইয়াছেন, বিপদের বা পরাজয়ের সম্মুখীন হইয়া স্থৈর্য্য হারান নাই, তাহার প্রতিভাকে লোকোত্তর না বলিলে অবিচার করা হইবে। তাহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল স্থৈর্য্য, শ্রমশীলতা ও অপূর্ব্ব কর্ম্মপদ্ধতি। লুই স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন—রাজত্ব করিতে গেলে কঠোর পরিশ্রমী হওয়া প্রয়োজন; বিনা পরিশ্রমে রাজত্ব করার অর্থ ভগবানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও স্পর্দ্ধা প্রকাশ ও মানুষের প্রতি অবিচার ও স্বৈরাচরন করা। ব্যক্তিগত সুখসম্ভোগ বা পারিবারিক কোন অসুবিধা তাহাকে নির্দ্দিষ্ট রাজকর্ত্তব্য পালনে শ্রমবিমুখ করিতে পারে নাই। 'বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষা চরিত্রগুণই অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য' মণ্টেস্ক এই উক্তি ফ্রান্সের এই মহান্ নরপতি (Grand Monarque) সম্বন্ধে যথাযথভাবেই প্রয়োগ করিয়াছেন। পররাষ্ট্রনীতি এবং কেন্দ্রীয় শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি সত্যই কুশলী ছিলেন, কিন্তু ফ্রান্সের সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক বা প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে তিনি তেমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন রাজার দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী। রাজা ভগবানের প্রতিনিধি; সুতরাং তিনি কোন ভুল করিতে পারেন না। তাহার এই ধারণা দৃঢ় ছিল।

শাসক হিসাবে দোষ ত্রুটি

রাষ্ট্রসত্তার স্থিতির জন্য সমস্ত অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ও জাতির মুখপাত্র হওয়া রাজার উচিত ছিল। তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ের কবল হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষণার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং প্রজার আনুগত্য কোনও দিন রাজশক্তির পশ্চাতে শক্তি সঞ্চার করে নাই। তাহার রাজত্বে রাষ্ট্রের সংহতিশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য এই নীতির অভাব হওয়াতেই পরবর্ত্তী সময়ে ফরাসী বিপ্লব সম্ভবপর হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ লুইর রাষ্ট্রশাসন নীতি বিধি-ব্যবস্থা ঃ—ইতিপূর্ব্বেই রিচল্যু ও ম্যাজারিন্-এর শাসন সময়ে রাজশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিপক্ষ শক্তির হস্ত হইতে ক্ষমতা অপসারিত করিয়া রাজসিংহাসনে কেন্দ্রীভূত করা হয়। চতুর্দ্দশ লুই ব্যক্তিগত শাসনবিধি প্রবর্ত্তন করিয়া রাজার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে আরও দৃঢ় করেন। বাহ্যতঃ ফ্রান্সের পূর্ব্বতন কোন প্রতিষ্ঠানকেই বিলুপ্ত করা হয় নাই। পার্লামেণ্ট, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ (Estates) বা মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ ঠিকমত কাজ করিয়া যাইতেছিল। চার্চ্চের অধিবেশনও যথারীতি চলিতেছিল। কিন্তু সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকারিতার পশ্চাতে ছিল রাজার ইচ্ছাশক্তি। 'রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা নরপতির নিকট হইতে উদ্ভূত', এই নীতি তিনি সকল প্রতিষ্ঠান ও রাজকর্ম্মচারীকে স্মরণ রাখিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন এবং যত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীই হউক না কেন, কাহারও কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত মীমাংসা করার অধিকার ছিল না। নরপতি স্বয়ং সকলকে কর্ম্মের নির্দ্দেশ প্রদান করিবেন এবং তাহারাও রাজার ব্যক্তিগত ভৃত্যের মত আজ্ঞাপালন করিয়া যাইবেন মাত্র।

লুই শাসনকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করার জন্য কয়েকটি ক্ষুদ্র পরিষদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। লুই ব্যক্তিগতভাবে গুণানুসারে এই সব পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচন করিতেন। জন্মকৌলীন্য বা পদকৌলীন্যের বলে কেহ এই সভ্যপদের অধিকারী হইতে পারিতেন না। তিনি সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতেই এই সব সভ্য সংগ্রহ করিয়া নিযুক্ত করিতেন। অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণকে সযত্নে এই সব পরিষদের সভ্যপদ হইতে বঞ্চিত করা হইত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক হওয়ার জন্যই সভ্যগণ সাধারণতঃ অনুগত ও রাজমুখাপেক্ষী থাকিত।

ফ্রান্সে প্রধানতঃ এই শ্রেণীর চারিটি পরিষদ্ ছিল—স্বরাষ্ট্র পরিষদ্, আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা পরিষদ্, অর্থ পরিষদ্ ও বিচার পরিষদ্। প্রত্যেকটি পরিষদের অধিবেশন রাজার উপস্থিতিতে হইত এবং নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের

আলোচনার পর রাজার ইচ্ছানুসারে চূড়ান্ত নির্দ্দেশ গ্রহণ করা. হইত। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্ম, হিউগিনোট ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অপ্রধান পরিষদ্ সৃষ্ট হইয়াছিল। লুই সকল পরিষদের উপরেই কর্তৃত্ব করিতেন এবং পরিষদের সভ্যদের মতামত শ্রবণ করিয়া স্বীয় বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী নির্দ্দেশ দিতেন।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাতেও লুই নূতন রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পুরাতন পদ্ধতি অনুযায়ী ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে পার্লামেন্ট, স্থানীয় 'এষ্টেট' ও মিউনিসিপ্যালিটি ছিল এবং প্রত্যেক প্রদেশেই অভিজাতবংশীয় এক একজন গভর্ণর বা শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। প্রদেশের এই সব প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল কেন্দ্রীয় অধিকারের বহির্ভূত বহু সুযোগ ভোগ করিয়া আসিতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রদেশ সমূহ অনেকাংশে কেন্দ্রীয় শাসন নিরপেক্ষ হওয়ায় ফ্রান্সের রাজশক্তি ইহাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে গ্রাহ্য করিয়া চলিতেন। লুই প্রদেশের উপর রাজ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রত্যেক প্রদেশের জন্য ইণ্টেণ্ডাণ্ট (Intendant) নামীয় এক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। প্রদেশের সকল বিষয়ে ইহাদের অব্যাহত ক্ষমতা দেওয়া হইল এবং ইহাদের কর্ত্তব্য হইল প্রদেশকে রাজানুগত ও রাজমুখাপেক্ষী করিয়া তোলা। সমাজের অতি সাধারণ শ্রেণী হইতে এই সকল রাজপুরুষ নির্ব্বাচিত হইত, সুতরাং ইহারা প্রদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের একাধিপত্য বিনষ্ট করার জন্য বিশেষ যত্ন নিতেন।

চতুর্দ্দশ লুই পূর্ব্বতন যুগের বিধি ব্যবস্থা একেবারে অচল করিয়া নূতন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই ব্যবস্থায় অভিজাত সম্প্রদায়ের হাত হইতে সমস্ত শাসনাধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল; প্রাদেশিক পরিষদ্ বা পৌরসভার আয়ত্তাধীন করার সকল বিশেষ অধিকার প্রত্যাহৃত হইল, ফ্রান্সের রাষ্ট্রসভা ষ্টেটস্ জেনারেলকে একেবারে উপেক্ষা এবং সর্ব্বত্র রাজক্ষমতা ও আধিপত্য সুষ্ঠুভাবে বিস্তারের বন্দোবস্ত হইল। অতঃপর অভিজাত সম্প্রদায় সকল শাসনক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়া রাজ-পরিষদরূপে ভার্সাই প্রসাদের

জাঁকজমকের মধ্যে নিমগ্ন রহিলেন। এইসব পরিবর্তন ফ্রান্সের পক্ষে শুভপ্রদই হইল। রাজ্যশাসনে প্রজার কোন অধিকার না থাকিলেও সর্ব্বত্র কর্ম্মকুশলতার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। স্বয়ং নরপতি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন এবং রাজপুরুষগণও যাহাতে কর্ম্মঠ ও তৎপর হয় তৎপ্রতি তাঁহার সজাগ দৃষ্টি থাকিত। লুইর কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। প্রতি কার্য্যের জন্য তিনি উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিতেন এবং তাহার নির্ব্বাচন যে অসঙ্গত হয় নাই তাহা ফলাফলের দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। কোলবার্ট রাজস্ব বা আর্থিক ব্যাপারে এবং লুভয় সৈন্য গঠন কার্য্যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে সচিববর্গ লুইর সহকারী পরামর্শদাতা ছিলেন। অধিকাংশ ব্যাপারেই তিনি স্বয়ং পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতেন। 'আমি স্বয়ং রাষ্ট্র' লুইর এই উক্তি সম্ভবতঃ ভলতেয়ারের আবিষ্কার। ইহা লুইর স্বমুখ হইতে নিঃসৃত না হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতি অনুযায়ী ফ্রান্সের রাষ্ট্রশাসন অনুসৃত হইত। তৎকালীন ফ্রান্সের পক্ষে এই নীতিরই প্রয়োজন ছিল এবং এই নীতি কার্য্যকারী করার পক্ষে লুইর মত দ্বিতীয় লোক ফ্রান্সে ছিল না বলিলেই হয়।

কোলবার্ট ও ফ্রান্সের আর্থিক সংবিধান

আভ্যন্তরীণ সংস্কার ব্যাপারে চতুর্দ্দশ লুই জিন কোলবার্ট নামক এক ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন এবং পরিশেষে আর্থিক সংস্কার কার্য্যে তাহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাহাকে অর্থসচিবের পদে নিযুক্ত করেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে সুদীর্ঘ একাদশ বৎসরকাল কোলবার্ট এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজস্ব, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক বিবিধ উন্নতি বিধান করিয়া ফ্রান্সকে সম্পদশালী করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব কোলবার্টের।

কোলবার্টের কর নীতিঃ—ফ্রান্সের সর্ব্বপ্রকার করনির্দ্ধারণ ও কর আদায় পদ্ধতি ভয়ানক অব্যবস্থার মধ্যে ছিল। শ্রেণী বিশেষকে কর সম্বন্ধে

সুবিধা প্রদান, নির্ব্বিচারে কর ধার্য্য করা এবং উৎপীড়ন করিয়া কর আদায় করা ইহাই এই বিভাগের বিশেষত্ব ছিল। কর ধার্য্য করা সম্বন্ধে যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব ছিল। অভিজাত সম্প্রদায়, ধর্ম্মযাজক, বিচার-বিভাগীয় ও সরকারী কর্ম্মচারীদের কর প্রদান করিতে হইত না। দরিদ্র কৃষকদের উপর নির্ব্বিচারে করভার চাপান হইত এবং করপ্রদানে অক্ষম হইলে তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া কর আদায় করা হইত। আদায়কারিগণ প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কর আদায় করিতে না পারিলে তাহাদের নিজস্ব রোজগার হইতে তাহা পূরণ করিতে হইত, অন্যথায় তাহারা কারারুদ্ধ হইত। এই সকল অ-ব্যবস্থার জন্য যেমন কর আদায়ের ব্যাপারে নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে হইত তেমনি দুর্নীতিরও যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কোলবার্ট অবশ্য করদান হইতে নিষ্কৃতির বিশেষ সুবিধা প্রত্যাহার করিলেন না। তিনি প্রথমতঃ যাহারা নানা অজুহাতে করদান এড়াইয়াছিল তাহাদের অধিকাংশকে করদানে বাধ্য করিলেন। দ্বিতীয়তঃ—দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন এবং তৃতীয়তঃ আদায়কারিগণকে কর আদায় সম্বন্ধে উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। বিবিধ পণ্য-শুল্ক ও আবগারী-শুল্ক আদায় ব্যাপারেও বহুবিধ অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও উৎপীড়ন ছিল। এই সব শুল্ক সরকার হইতে প্রত্যক্ষভাবে আদায়ের বন্দোবস্ত না থাকায় সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ তহশীলদার শ্রেণী স্বেচ্ছামত শুল্ক আদায় করিতেন। তাহাদের আদায়ীকৃত শুল্কের কম পরিমাণই কোষাগারে জমা হইত, অথচ করদাতাগণের নিগ্রহের অন্ত ছিল না। কোলবার্ট এ বিষয়েও মনোনিবেশ করিয়া দুর্নীতি ও অব্যবস্থার অবসান করেন।

কোলবার্টের শিল্প ও বাণিজ্য নীতি :—ফ্রান্সের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি করার প্রতি কোলবার্টের প্রখর লক্ষ্য ছিল। তাহার কামনা ছিল ফ্রান্সের সর্ব্ববিষয়ক শিল্পের এত উন্নতি করিতে হইবে যাহাতে ফ্রান্স বিদেশী পণ্যের উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য সফল

করিতে হইলে সরকারী সাহায্য প্রদান করিয়া শিল্পকে উৎসাহ দিতে হইবে, এবং উৎকৃষ্টতর বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষার জন্য বিদেশী পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, বহির্ব্বাণিজ্য প্রসারের জন্য উপনিবেশ স্থাপন, নৌ-বাহিনীর বৃদ্ধি সাধন ইত্যাদি ব্যাপারে তৎপর হইতে হইবে। ইহাই ছিল কোলবার্টের শিল্প ও বাণিজ্য নীতির মূল কথা।

শিল্পের প্রসারের জন্য কোলবার্ট বহু বিদেশী পণ্যের আমদানী বন্ধ করিয়া দিলেন এবং সেই সব দ্রব্য ফ্রান্সে প্রস্তুত করার জন্য সচেষ্ট হইলেন। বিদেশ হইতে শিল্পী আনাইয়া তিনি বহু নূতন পণ্যের কারখানা সৃষ্টি করিলেন। বহু শিল্প সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতে লাগিল এবং সরকারী কারখানার আদর্শে যাহাতে অন্যান্য শিল্প উৎসাহিত হয় তজ্জন্য বিবিধ উপায়ে সরকারের তরফ হইতে প্রচেষ্টা চলিল।

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ শুল্কবিধিও শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির অন্তরায় ছিল। কোন পণ্য দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে চলাচল করিতে গেলে উহার জন্য প্রত্যেক প্রদেশস্থ নির্দ্দিষ্ট আঞ্চলিক শুল্ক প্রদান করিতে হইত। ফলে সকল পণ্যের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। কোলবার্ট এই সমস্ত আঞ্চলিক শুল্ক তুলিয়া দিয়া পণ্য দ্রব্যের উপর মাত্র একবার শুল্ক দেওয়া হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ইহাতে আভ্যন্তরীণ ব্যবসার যথেষ্ট প্রসার হইল।

বহির্ব্বাণিজ্যের বিস্তৃতির জন্য ফ্রান্সের নিজস্ব উপনিবেশ থাকার প্রয়োজন অনুভব করিয়া কোলবার্ট ফ্রান্সের বিদেশস্থ ব্যবসাকেন্দ্র সমূহের সুব্যবস্থা করার জন্য যত্নবান্ হইলেন। তিনি কানাডা, লুসিয়ানা, মাদাগাস্কার, সিংহল, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থান সমূহে যাহাতে শুধু বাণিজ্যবিপণি না থাকিয়া ফ্রান্সের উপনিবেশ স্থাপিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু এই বিষয়ে তাহার

সদিচ্ছা বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। কোলবার্ট বিদেশস্থিত বাণিজ্য কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অত্যধিক হস্তক্ষেপ করায় ইংলণ্ড বা হল্যাণ্ডের কোম্পানী সমূহের মত ইহারা স্বাধীন ও স্বতস্ফূর্ত্তভাবে উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই।

কোলবার্টের শিল্প ও বাণিজ্য নীতির সমালোচনা:— কোলবার্টের বাণিজ্যনীতি ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় তাহা ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে আশানুরূপ কার্য্যকরী হয় নাই। প্রথমতঃ কোলবার্টের ধারণা ছিল, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আর্থিক প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ না করিলে ফ্রান্সের আর্থিক সম্পদ্ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না অতএব ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড যে সকল শিল্পে অগ্রসর হইয়াছে ফ্রান্সের সেই সকল শিল্পের উন্নতি করা প্রয়োজন এবং দেশীয় শিল্প-দ্রব্যকে বিদেশীয় উৎকৃষ্টতর পণ্যের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষার জন্য উচ্চহারে আমদানী শুল্ক স্থাপন করা উচিত। কোলবার্ট রপ্তানী দ্রব্যের উপর অত্যধিক শুল্ক স্থাপন করাতে হল্যাণ্ড অত্যন্ত রুষ্ট হইল, ফলে এই শুল্কনীতিকে কেন্দ্র করিয়া ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ডাচদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দ্বিতীয়তঃ শিল্প-বাণিজ্যকে অত্যধিক সরকারের অনুগত করার ফলে দেশীয় শিল্প বা বহির্বাণিজ্য যথোপযুক্ত বিকাশ লাভ করে নাই। স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত প্রেরণা সাধারণতঃ বাণিজ্য ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির মূল কিন্তু কোলবার্টের ব্যবস্থায় ফ্রান্স এই দুইটি সুবিধা হইতে বঞ্চিত হওয়ায় ইংলণ্ড বা হল্যাণ্ডের মত ব্যবসা ও শিল্পে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ, স্বভাবতঃ কৃষিপ্রধান ফ্রান্সকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করিতে গিয়া কোলবার্ট ফ্রান্সের কৃষির উন্নতিতে অবহেলা করিলেন। শিল্পপ্রসারে একদল মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর্থিক উন্নতি লাভ করিল, কিন্তু কৃষককুলের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। কৃষকদের এই দুরবস্থার কোনও প্রতিকার না হওয়ায় তাহারা উচ্চশ্রেণীর উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া রহিল। কৃষকদের এই অসন্তুষ্ট মনোভাব যে ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

ত্রুটি

কোলবার্টের রাজস্ব বা শিল্পবাণিজ্য নীতির পশ্চাতে কোন সর্ব্বজনীন আদর্শ ছিল না এবং তাহার প্রচেষ্টার মধ্যে অধস্তন সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নয়নের কথা উল্লিখিত থাকিলেও তিনি বাস্তবপক্ষে তাহাদের জন্য কিছুই করিয়া যান নাই। ফ্রান্সকে ভয়াবহ আর্থিক দুর্গতি হইতে ত্রাণ করার জন্যই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে যথেষ্ট কৃতকার্য্যও হইয়া ছিলেন। আর্থিক দেউলিয়া হইতে রক্ষা করিয়া তিনি ফ্রান্সের শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করেন। ফ্রান্সের অর্থোৎপাদনের স্থায়ী উৎস কি তাহা তাহার ধারণার মধ্যে ছিল না এবং এ সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত তিনি করেন নাই। তাঁহার আমলে সাময়িকভাবে ফ্রান্স ঐশ্বর্য্যশালী হওয়াতে লুইর মনে এই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল যে ফ্রান্সের অর্থভাণ্ডার অফুরন্তই থাকিবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লুই ফ্রান্সের ভৌমিক বিস্তৃতির জন্য বহু অর্থক্ষয়ী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং অন্য বিলাসব্যসনেও দুই হাতে অর্থের অপব্যয় করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফল ফ্রান্সের পক্ষে মোটেই শুভঙ্কর হয় নাই, বরঞ্চ আত্মঘাতীই হইয়াছিল। এজন্যই উক্ত হইয়াছে যে কোলবার্ট না থাকিলে আমাদের পরিচিত চতুর্দ্দশ লুইকে জানা অসম্ভব হইত।

চতুর্দ্দশ লুইর পররাষ্ট্রনীতি

ইউরোপের তদানীন্তন রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা লুইর উচ্চাশা পরিপূর্ত্তির সহায়ক ছিল। ত্রিংশৎ বর্ষীয় যুদ্ধের অবসানে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের সংহতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ায় জার্ম্মাণী আত্মরক্ষায় অক্ষম কতকগুলি খণ্ড রাষ্ট্রের সমষ্টিতে পরিণত হইয়াছিল। এই সব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে বেলজিয়াম, লীজ, লাক্সেমবুর্গ, আল্সাস, লোরেন ও ফ্রান্স-কম্‌তে উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সের পূর্ব্বপ্রান্তিক এই সমস্ত রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার মত উপযুক্ত ক্ষমতা জার্ম্মাণ সম্রাটের ছিল না। রাষ্ট্র ও জাতি হিসাবে স্পেনও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। স্পেনের এই দুর্ব্বলতার ছিদ্র পাইয়া চতুর্দ্দশ লুই ষোলআনা ফ্রান্সের অনুকূলে

প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিলেন এবং তাহার অধিকারভুক্ত বেলজিয়াম (স্পেনিশ নেদারল্যাণ্ডস্), লাক্সেমবুর্গ ও ফ্রান্স-কমতের উপর লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। জার্ম্মাণ সম্রাট এই সময়ে ঘরে হাঙ্গারীর বিদ্রোহ ও বাহিরে তুরস্কের আক্রমণের ফলে ব্যতিব্যস্ত হওয়ায় চতুর্দ্দশ লুইকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড বাণিজ্য ও সামুদ্রিক আধিপত্য লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যস্ত থাকায় লুই এই দুই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ হইতে নিশ্চিন্ত ছিলেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বেলজিয়াম ফ্রান্সের কুক্ষিগত হইতে দেখিলে হল্যাণ্ড হয়তো বাধা দিতে পারে, কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতাকে লুই মোটেই গ্রাহ্য করিলেন না। আর অপব্যয়ী ও ধনলোভী দ্বিতীয় চার্লস কিঞ্চিৎ কাঞ্চন-দক্ষিণার বিনিময়ে ইংলণ্ডকে লুইর অনুকূলে নিরপেক্ষ রাখিবেন চতুর্দ্দশ লুইর বরাবর এই ভরসা ছিল। স্পেনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের অভিযানে যাহাতে স্পেন ঘরোয়া ব্যাপারে বিব্রত থাকিতে পারে তজ্জন্য লুই স্পেনের অধীন পর্টুগালকে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য উৎসাহ দিলেন ও সাহায্য করিলেন। লুইর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার ব্যাপার হইল যে, যে স্পেন পঞ্চম চার্লস ও তাহার বংশধরগণের সময়ে ইউরোপে একদা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল সেই স্পেন সাম্রাজ্যের হঠাৎ অবনতি আসিয়া গিয়াছিল। সুতরাং ইউরোপে বিলীয়মান হ্যাপসবার্গ প্রতিপত্তির স্থলে বুরবোঁ প্রতিপত্তির অভ্যুদয়কে সংযত করার মত কোন শক্তি ইউরোপে ছিল না। লুইর পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইহাই এবং স্পেন রাজকুমারীর সঙ্গে লুইর পরিণয় সম্পাদন করিয়া ম্যাজারিন বহুপূর্ব্বেই স্পেনের সম্পত্তিতে ফ্রান্সের দাবির বীজ উপ্ত করিয়া গিয়াছিলেন। শুধু স্পেনের বহিঃ-সাম্রাজ্য অধিকারের উচ্চাশা লইয়াই লুই সন্তুষ্ট থাকেন নাই; স্পেনের সিংহাসনে একজন বুরবোঁ বংশীয়কে উপস্থাপিত করাও তাহার কাম্য ছিল। লুইর যুদ্ধ বিগ্রহ এই স্পেনীয় সাম্রাজ্য অধিকারের উচ্চাশাকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত

স্পেনের আধিপত্যের স্থলে ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠা

হইয়াছে। হল্যাণ্ড স্বরাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য লুইকে বাধা দিয়াছে এবং তাহার উচ্চাশাকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়াই লুইকে ডাচদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইয়াছে। লুই প্রথম দিকে শুধু স্পেনের বহিঃ-সাম্রাজ্যের উপর দাবি করিয়া যুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে সুযোগ বুঝিয়া স্পেনের সিংহাসনই দাবি করিয়া বসিলেন। এই পররাষ্ট্রনীতি কার্য্যকরী করার জন্য লুইকে চারিটি যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ লুইর যুদ্ধ বিগ্রহ

(ক) **ডিভল্যুশানের যুদ্ধ**ঃ—১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনরাজ চতুর্থ ফিলিপ মৃত হইলে তাহার দ্বিতীয় স্ত্রীর শিশুপুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে স্পেনের সিংহাসনে উপবিষ্ট করানো হইল। প্রথমা স্ত্রী মৃতা হইলে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং দ্বিতীয় চার্লস এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। লুই ফিলিপের প্রথমা স্ত্রীর কন্যা মেরিয়া থেরেসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চতুর্থ ফিলিপের মৃত্যুর পর লুই ডিভল্যুশান বা উত্তরাধিকার সঞ্চালন আইনের বলে স্ত্রী মেরিয়া থেরেসার স্বত্ব হিসাবে স্পেনিস নেদারল্যাণ্ড (বেলজিয়াম) দাবি করিলেন। নেদারল্যাণ্ডে প্রচিলিত ডিভল্যুশান আইনের মর্ম্ম হইতেছে এই যে, কোন ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে প্রথমা স্ত্রীর সন্তান-সন্ততি সেই ব্যক্তির সম্পত্তিতে স্বত্ববান হইবে এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর বংশধরগণ সেই সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে। এই আইন প্রধানতঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রেই সামন্ত প্রথা অনুসারে প্রযুক্ত হইত, কিন্তু রাজসম্পত্তির বেলা প্রযোজ্য ছিল না। লুই প্রচলিত বিধি অগ্রাহ্য করিয়া চতুর্থ ফিলিপের দ্বিতীয়াস্ত্রীর পুত্র দ্বিতীয় চার্লসের দাবি অস্বীকার করিলেন এবং প্রথমা স্ত্রীর কন্যা ফরাসী মহিষী মেরিয়া থেরেসার স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য স্পেনের উপর চাপ দিলেন। স্পেন এই দাবি অস্বীকার করিতেই লুই স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নেদারল্যাণ্ডস দখল করিতে অগ্রসর হইলেন। ফরাসী

সেনাপতি কণ্ডি ফ্রাণ্ডার্স আক্রমণ করিয়া কতিপয় দুর্গ ও ফ্রান্স-কম্‌তে অধিকার করিলেন।

ফরাসীবাহিনীর এই অগ্রগতিতে হল্যাণ্ড আশঙ্কিত বোধ করিলেন এবং স্বরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ইংলণ্ড ও সুইডেনের সঙ্গে ত্রি-শক্তির রাষ্ট্রজোট সৃষ্টি করিয়া ফরাসী বাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা দিল। লুইর পরাক্রম প্রতিরুদ্ধ করা তদানীন্তন কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের একক সামর্থ্যের মধ্যে ছিল না, প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্রজোটই লুইর আক্রমণাত্মক শক্তিকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইল। রাষ্ট্রজোট যাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ উচ্চাশার পথে কণ্টক না হইয়া দাঁড়ায় তজ্জন্য লুই অগৌণে আপোষে রাজি হইয়া আইলা-স্থাপেলের সন্ধিতে সম্মত হইলেন। লুইর আশঙ্কা ছিল বিলম্ব করিলে এই রাষ্ট্রজোট দানা বাঁধিতে পারে। এই জোট ভাঙ্গিবার মানসেই তিনি এই সন্ধিতে সম্মত হইলেন। অধিকন্তু লুই অষ্ট্রীয়ার লিওপোল্ডের সঙ্গে গোপনে যে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহার বলে ভবিষ্যতে নেদাল্যাণ্ডস এবং ফ্রান্স-কম্‌তে ফ্রান্সের অধিকারে আসার কথা ছিল। কাজেই ভবিষ্যতের আশায় লুই বর্তমানে একটু নত হইলেন। সন্ধি অনুসারে লুই ফ্রান্সের উত্তরপূর্ব্ব সীমানায় স্পেনিস নেদারল্যাণ্ডের কতকগুলি সুদৃঢ় দুর্গ পাইলেন। ফ্রান্সকে ফ্রান্স-কম্‌তে, ক্যাম্ব্রে, সেন্টি ওমেব প্রভৃতি সম্প্রতি যুদ্ধে অধিকৃত স্থান ছাড়িয়া দিতে হইল।

(খ) হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঃ—একমাত্র হল্যাণ্ডের দৃঢ় বিরোধিতার জন্য লুই স্পেনীয় নেদারল্যাণ্ড অধিকারে ব্যর্থ মনোরথ হন। সুতরাং অনতি-বিলম্বে তিনি ডাচদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ডাচদের বিরুদ্ধে অভিযান করার অন্যবিধ কারণও ছিল। প্রথমতঃ, ডাচরা ছিল ধর্ম্মে প্রটেষ্টাণ্ট ও রাষ্ট্রনীতিতে সাধারণতন্ত্রী—এই উভয় ব্যাপারেই লুইর আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল। দ্বিতীয়তঃ, লুই কর্তৃক নির্য্যাতিত হিউগিনোট বা ফরাসী প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় হল্যাণ্ডে সাদরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই

হিউগিনোটরা হল্যাণ্ডে বসিয়া লুইর বিরুদ্ধে কুৎসা-রটনা করিয়া ফ্রান্সকে ইউরোপের দৃষ্টিতে হেয়, করিয়া তুলিতেছিল। তৃতীয়তঃ, বহির্বাণিজ্য ও উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠাকামী ফ্রান্সের পক্ষে উক্ত দুই বিষয়ে অগ্রগামী হল্যাণ্ডের শক্তি নষ্ট করাও লুইর কাম্য ছিল।

ডাচদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বের লুই কূটনীতি দ্বারা হল্যাণ্ডকে মিত্রচ্যুত ও একক অবস্থায় রাখিবার কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ডিভল্যুশানের ত্রিশক্তির রাষ্ট্রজোটের অন্যতম সদস্য সুইডেনকে পর্য্যাপ্ত অর্থদ্বারা ডাচদের সাহায্য করা সম্বন্ধে নিরস্ত ও নিরপেক্ষ করা হইল। ডোভারের গোপন চুক্তির ফলে ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় চার্লস্ ডাচদের বিপক্ষে অবতীর্ণ হইতে সম্মত হইলেন। এইরূপে রাষ্ট্রজোট বিচ্ছিন্ন করা ব্যতীত লুই জার্ম্মাণ সম্রাট লিওপোল্ডকে আসন্ন স্পেন সাম্রাজ্যের বাঁটোয়ারা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অংশের প্রতিশ্রুতি দিয়া সম্ভাব্য যুদ্ধে সম্রাটের সাহায্য ডাচদের পক্ষে অসম্ভব করিয়া ফেলিলেন। এতদ্ব্যতীত লুই কয়েকটি জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন সন্ধি বন্ধনের দ্বারা সম্রাটকে স্বরাষ্ট্রের রক্ষা সম্বন্ধে এমনভাবে ব্যাপৃত রাখিবার বন্দোবস্ত করিলেন যাহাতে তিনি ইচ্ছুক হইলেও লুইর ডাচ আক্রমণের প্রচেষ্টাকে বাধা প্রদান না করিতে পারেন। এইরূপ চারিবৎসর কূটনীতিক আয়োজন ও প্রয়োজনীয় রণসম্ভার সম্পূর্ণ করিয়া লুই ডাচদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

ডাচদের বিছিন্ন করার নীতি সম্পূর্ণ করিলেন

সেনাপতি টুরেন ও কণ্ডি-র ফরাসী বাহিনী ডাচদিগকে স্থল যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিলেও ফরাসী নৌ-বাহিনী নৌ-যুদ্ধে তেমন সুবিধা করিতে পারিল না। ফরাসীবাহিনী হল্যাণ্ডের বহু প্রদেশ অধিকার করিয়া প্রধান সহর আমষ্টারডম বিপন্ন করিয়া ফেলিল। এই বিপর্য্যয়ে ডাচগণ সাধারণতন্ত্রী নেতা ডি উইটকে সমস্ত দুর্গতির জন্য দায়ী করিয়া তাহাকে হত্যা করিল এবং তাহার

প্রধান ঘটনা

স্থলে অরেঞ্জবংশীয় তৃতীয় উইলিয়মকে হল্যাণ্ডের ষ্টাডথহোল্ডার নিযুক্ত করিল। তৃতীয় উইলিয়ম দেশ রক্ষার জন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া সমুদ্রের বাঁধ কাটিয়া দেশ জলমগ্ন করিলেন। এই উপায়ে ফরাসী বাহিনীর অগ্রগতি মন্দীভূত হইল।

হল্যাণ্ড বাঁধ কাটিয়া আত্মরক্ষা করিল

ইতিমধ্যে লুইর রাজ্যগ্রাসী মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া সমস্ত ইউরোপ সচকিত হইয়া তাহাকে বাধা প্রদান করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিল। সম্রাট স্বয়ং অগ্রণী হইয়া লুইর বিরুদ্ধে ইউরোপের জনমত সৃষ্টি করিলেন এবং জার্ম্মাণ রাষ্ট্রসমূহকে লুইর বিপক্ষে একত্রিত করিলেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণও দ্বিতীয় চার্লসের গোপন চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করাতে চার্লস ফ্রান্সের বিপক্ষে ডাচদের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। ডাচরাও হতোদ্যম না হইয়া বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিল। এত বিপক্ষতা সত্ত্বেও ফরাসী বাহিনী একাকী সমস্ত রণাঙ্গণে বিজয়ী হইল ও পুনরায় ফ্রান্স-কম্‌তে ফরাসীর দখলে আসিল। ভূমধ্যসাগরের নৌ-যুদ্ধে মোধামুটি ফরাসীরাই জয়লাভ করিল। স্পেনিস নেদারল্যাণ্ডের বহু দুর্গ ফরাসীর অধিকারে আসিল। যাহা হৌক, দীর্ঘ ছয়বৎসরের যুদ্ধের পর উভয় পক্ষ ক্লান্ত হইয়া পড়িতে ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দের নিমেজেনের সন্ধিতে উভয় পক্ষ রণনিবৃত্ত হইল। এই সন্ধিতে ফ্রান্স-কমতে পাকাপাকি ভাবে ফ্রান্সের অধিকারে আসিল এবং স্পেনের নিকট হইতে নেদারল্যাণ্ডের কয়েকটি দুর্গ ফ্রান্স প্রাপ্ত হইল। ফ্রান্স আলসেস্ ব্যতীত সম্রাটের অধিকারভুক্ত কয়েকটি স্থান নিজ দখল হইতে প্রত্যর্পণ করিল। হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রভূমি অটুট রাখা হইল, কিন্তু হল্যাণ্ডকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত শুল্ক-নীতি কিয়দংশ শিথিল করিতে হইল। এই যুদ্ধের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল্যাণ্ডের শক্তি খর্ব্ব করা সাধিত না হইলেও ফ্রান্সের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, বরঞ্চ স্পেন ও অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের নিকট হইতে উল্লেখযোগ্য অঞ্চল ফ্রান্সের অধিকারে আসায় ফ্রান্স লাভবান্ হইল।

লুইর বিপক্ষে ইউরোপ সারিবদ্ধ হইল

ডাচ যুদ্ধের ফল ঃ—লুই ডাচদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া মারাত্মক ভুল করেন। কেননা এই যুদ্ধে হল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্রীদল লুইর বিপক্ষে তেমন সুবিধা করিতে না পারায় দেশে অত্যন্ত নিন্দিত এবং রাষ্ট্রের আধিপত্য হইতে বিতাড়িত হয়। সাধারণতন্ত্রীদলের নেতা ডি উইট জনগণের হস্তে নিহত হন। অথচ এই দল বরাবর লুইর উচ্চাশাকে সমর্থন করিয়া আসিতেছিল এবং এই দলের অভাবে লুইর বিরোধী উইলিয়মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উইলিয়মের প্রচেষ্টার ফলেই লুইর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্র-জোটের গঠন হইতে থাকে। অধিকন্তু হল্যাণ্ডের প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্র আক্রমণ করিয়া লুই জার্ম্মাণীর প্রটেষ্টাণ্ট রাজন্যবর্গের সহানুভূতি ও সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। সহধর্ম্মী প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্র হল্যাণ্ডের বিপদে এই প্রটেষ্টাণ্ট রাজন্যবর্গ সমবেত ভাবে লুইর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ লুইর 'রি-ইউনিয়ান' নীতি ঃ—নিমেজেনের সন্ধির পর লুইর প্রতিপত্তি ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইল। স্পেনিস নেদারল্যাণ্ডের সবখানি ফ্রান্সের আয়ত্ত না হইলেও, বা ডাচ-সাধারণ-তন্ত্রের ধ্বংস সাধন না হইলেও ফ্রান্সের সীমানা রাইন নদীর দিকে যথেষ্ট সম্প্রসারিত হইল, স্পেনিস নেদারল্যাণ্ডের ষোলটা দুর্গ ফ্রান্সের দখলে আসিল এবং ফ্রান্স-কমতের উপর ফরাসী অধিকার পাকাপাকি ভাবে স্বীকৃত হইল। লুইর উচ্চাশাকে প্রতিরোধ করার মত কোন শক্তি ইউরোপে দেখা গেল না। ইউরোপে হ্যাপস্‌বার্গ প্রাধান্যের স্থলে বুরবোঁ প্রাধান্য অবিসংবাদিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইংলণ্ড তাহার শক্তি ও প্রভাব সাময়িক ভাবে বিস্তার করিতে পারিল না। নিমেজেনের সন্ধির পর স্পেন কোনরূপেই মস্তক উন্নত করিতে পারিল না। জার্ম্মাণীর রাজন্যবর্গ পুনরায় তাহাদের সংহতি হারাইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সুযোগের জন্য তৎপর হইয়া রহিল। জার্ম্মাণ সম্রাট তুর্কীর আক্রমণের ফলে

বিব্রত থাকায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কোন কিছু পরিকল্পনা করার সুযোগ পাইলেন না। "ভূমধ্যসাগর বলিতে গেলে ফরাসী সাগরে পরিণত হইল ; দ্বিতীয় চার্লস ও দ্বিতীয় জেমসের শাসনাধীন ইংলণ্ড লুইর উচ্চাশার বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিবেন না তাহা এক প্রকার প্রত্যাশিত ; মধ্য-ইউরোপ বিভক্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত ; সম্রাট লিওপোল্ডের কোন কিছু করার মত সামর্থ্যের অভাব ; এদিকে তুর্কী বাহিনীর দ্বারা ভিয়েনা আক্রমণ আসন্ন।"

ইউরোপের এই সার্ব্বজনীন অসুবিধার মধ্যে লুই স্বীয় উচ্চাশাকে কার্য্যকরী করার সঙ্কল্প করিলেন। তাহার কামনা ছিল লিওপোল্ডের মৃত্যুর পর ফরাসীরাজকে সম্রাটরূপে নির্ব্বাচিত করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাভেরিয়া, ব্রাণ্ডেনবার্গ প্রভৃতি প্রধান নির্ব্বাচকবর্গকে সম্রাট পদের জন্য ফরাসী রাজবংশীয়ের অনুকূলে হাত করিলেন। অতঃপর তিনি এক অজুহাতের সৃষ্টি করিয়া ফ্রান্সসংলগ্ন জার্ম্মাণীর কিয়দংশ হস্তগত করার উদ্যোগ করিলেন। ওয়েষ্টফেলিয়া ও নিমেজেনের সন্ধি অনুযায়ী রাইন সংলগ্ন কয়েকটি অঞ্চল তাহাদের অধীনস্থ স্থানসহ ফ্রান্সের অধিকারে অর্পিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে লুই উপরোক্ত অধীনস্থ স্থান স্থির করিবার জন্য কয়েকটি নিষ্পত্তি আদালতের সৃষ্টি করিলেন। এই সব আদালত 'চেম্বার্স অফ্ রি-ইউনিয়ান' নাম পরিগ্রহ করিয়া লুইর দাবি কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা বিচারের ভাণ করিল। এই সব আদালতের বিচারক ও প্রার্থী উভয়ের ফ্রান্সের লোক হওয়ায় বিচারকের রায় ফ্রান্সের অনুকূলে যাইবে ইহা এক প্রকার নির্দ্ধারিত ছিল। উপরোক্ত দুইটির বিভিন্ন সন্ধি সর্ত্তের অপব্যাখ্যার ফলে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অন্যূন কুড়িটি সহর ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহাদের মধ্যে লাক্সেমবুর্গ ও ষ্ট্রাসবুর্গ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় চারিটি নির্ব্বাচকের সহর ফ্রান্সের অধিকারে আসিল এবং ফ্রান্সের স্বাভাবিক সীমানা ফ্রান্সের অধিকারে ফিরিয়া আসার উপক্রম হইল। পরিশেষে অবশ্য ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের সক্রিয় প্রতিবাদে লুই লার্গ অধিকারে না করিয়া ইউরোপের জনমতকে সন্তুষ্ট করিল।

(গ) অগ্‌স্‌বার্গের লীগের যুদ্ধ, ১৬৮৮-'৯৭

চতুর্দ্দশ লুইর স্বৈরাচারী আচরণে সমগ্র ইউরোপে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল। চেম্বার্স অফ্‌ রি-ইউনিয়নের মারফতে ষ্ট্রাসবুর্গসহ জার্ম্মাণীর অংশবিশেষ অবৈধভাবে অধিকার করায় সমস্ত রাষ্ট্র লুইর প্রতি বিরূপ হইল। প্রটেষ্টান্টদের সুবিধাজনক নান্টিসের অনুশাসন প্রত্যাহার করায় (পরে দ্রষ্টব্য) প্রটেষ্টান্ট রাষ্ট্রবর্গ ক্ষুণ্ণ হইল—অন্যদিকে ধর্ম্মযাজক নির্ব্বাচন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় পোপ ও তৎসহ ক্যাথলিক রাষ্ট্র সমূহ ফ্রান্সের বিপক্ষে গেল। কোলন ও প্যালাটিনেটের 'নির্ব্বাচক' পদের প্রার্থী বিষয়ে লুই অত্যধিক আগ্রহশীল হওয়াতে সম্রাট লিওপোল্ড লুইর প্রতি বিরক্ত হইলেন। সর্ব্বোপরি হল্যাণ্ডের নেতা উইলিয়ম লুইর স্বৈরাচারী আচরণ প্রধানতঃ ডাচদের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে জানিয়া তাঁহার বিপক্ষে লীগ অফ্‌ অগ্‌স্‌বার্গ নামে এক রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিলেন (১৬৮৬ খৃঃ)। স্পেন, সুইডেন, হল্যাণ্ড ও সম্রাট এই লীগের সভ্য হইল এবং ইহার উদ্দেশ্য ওয়েষ্টফেলিয়া ও নিমেজেনের সন্ধিসর্ত্তকে অক্ষুণ্ণ রাখা। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে গৌরবময় বিপ্লবের অবসানে যখন অরেঞ্জের তৃতীয় উইলিয়ম ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন হইতে এই লীগের বিরোধিতার শক্তি বহু গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

লুইর অবৈধ আচরণে ইউরোপে প্রতিক্রিয়া ও রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি

সুদীর্ঘ নয় বৎসর যাবৎ এই লীগের যুদ্ধ চলিল। প্রধানতঃ নেদারল্যাণ্ডেই এই যুদ্ধ কেন্দ্রীভূত হয় এবং ফরাসী বাহিনী সমগ্র ইউরোপের সম্মিলিত বিপক্ষতা সত্ত্বেও স্থলে এবং জলপথে শত্রুবাহিনীকে বহু যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। লীগের পক্ষে দুইটি উল্লেখযোগ্য বিজয়লাভ হইয়াছিল—প্রথমতঃ, উইলিয়ম কর্ত্তৃক মিলিত আইরিশ ও ফরাসী বাহিনীকে বয়নের যুদ্ধে পরাজিত করা এবং দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজ নৌ-বাহিনী কর্ত্তৃক লা-হগের নৌযুদ্ধে ফরাসী বাহিনীর উপর বিজয়লাভ করা। যুদ্ধে কোন চূড়ান্ত

মীমাংসা না হওয়ায় উভয় পক্ষই রণক্লান্ত হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের সমস্যা আসন্ন হওয়ায় লুই সত্বর সন্ধি করিতে ব্যগ্র হইলেন। অবশেষে ১৬৯৭ খৃঃ রাইস্‌উইকে-র সন্ধিতে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। এই সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী লুই নিমেজেনের সন্ধির পর 'রি-ইউনিয়ান' আদালতের নামে যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ষ্ট্রাসবার্গ ব্যতীত সেই সকল স্থান প্রত্যর্পণ করিলেন। ডাচগণ নেদারল্যাণ্ডের সীমান্তিক প্রধান দুর্গ-সমূহ সুরক্ষিত করিবরে অধিকার প্রাপ্ত হইল। ফ্রান্স অরেঞ্জের উইলিয়মকে ইংলণ্ডের রাজা বলিয়া স্বীকার করিল।

রাইস্‌উইকের সন্ধির ফলাফল

রাইস্‌উইকের সন্ধি চতুর্দ্দশ লুইর অসংযত উচ্চাশার উপর প্রথম সীমা-রেখা টানিয়া দিল। ইতিপূর্ব্বে অবৈধ উপায়ে তিনি যে সমস্ত স্থান ফ্রান্সের কুক্ষিভুক্ত করিয়াছিলেন এই সন্ধির ফলে তাহার অধিকাংশই প্রত্যর্পণ করিত এবং তাহার উচ্চাশা পরিপূর্ত্তির প্রধান শত্রু উইলিয়মকে ইংলণ্ডের রাজা রূপে স্বীকার করিতে হইল। বিগত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে ফ্রান্সের রাজকোষ নিঃশেষিতপ্রায় হইয়াছে—ফরাসী নৌ-বাহিনী-বিনষ্ট হইয়াছে, অথচ প্রাপ্তি-যোগের বেলা একেবারে শূন্যাঙ্কে নামিয়া আসিয়াছে। এতকাল চতুর্দ্দশ লুই সর্ব্বত্র লাভের কড়ি গণিয়া আসিয়াছেন, অতঃপর তাঁহার লোকসানের পালা আরম্ভ হইল।

(ঘ) স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধ, ১৭০১-'১৪

স্পেনরাজ দ্বিতীয় চার্লস স্বাস্থ্যবান্ ছিলেন না এবং তাহার শেষের দিন যে আসন্ন হইয়া আসিতেছে তাহা ইউরোপে অজ্ঞাত ছিল না। চার্লস নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং তাহার অবর্ত্তমানে স্পেনের সিংহাসন ও ইউরোপে ও আমেরিকায় স্পেনের অধিকারভুক্ত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী কে হইবে তাহা লইয়া বিরাট সমস্যা উপস্থিত হইল।

চার্লসের অবর্ত্তমানে স্পেনের উত্তরাধিকারী হিসাবে চারিজন প্রার্থীর দাবি উল্লেখযোগ্য।

(১) ডফিন বা ফ্রান্সের যুবরাজ। ডফিন স্পেনরাজ দ্বিতীয় চার্লসের জ্যেষ্ঠা ভগিনী মেরিয়া থেরেসা ও চতুর্দ্দশ লুইর পুত্র। বিবাহের সময় চতুর্দ্দশ লুই উপযুক্ত যৌতুকের বিনিময়ে স্পেনের সিংহাসনের উপর তাহার স্ত্রীর স্বত্ব ত্যাগ করেন। কিন্তু সম্প্রতি লুই প্রকাশ করিলেন যে প্রতিশ্রুত যৌতুক না দেওয়াতে স্ত্রীর স্বত্ব প্রত্যাহৃত হইতে পারে না। অতএব চার্লসের জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর পুত্র ডফিনই স্পেনের সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী।

(২) ব্যাভেরিয়ার নির্ব্বাচক যুবরাজ জোসেফ ফার্ডিনাণ্ড। স্পেনের রাজা চার্লসের কনিষ্ঠা ভগিনী মার্গারেট থেরেসার বিবাহ জার্ম্মাণ সম্রাট লিওপোল্ডের সহিত হইয়াছিল। জোসেফ ফার্ডিনাণ্ড মার্গারেট থেরেসার কন্যা মেরিয়া এন্টোনিয়ার পুত্র।

(৩) ও (৪) জার্ম্মাণ সম্রাট প্রথম লিওপোল্ড অথবা তাহার পুত্র আর্চ ডিউক চার্লস। লিওপোল্ডের মাতা মেরিয়া ছিলেন স্পেনরাজ দ্বিতীয় চার্লসের পিতৃষ্বসা। লিওপোল্ড তাহার মাতার স্বত্বে স্বয়ং অথবা নিজের পুত্র আর্চডিউক চার্লসের জন্য স্পেনের সিংহাসনের দাবিদার ছিলেন। লিওপোল্ড তাহার প্রথমা স্ত্রী মার্গারেট থেরেসার স্বত্বে স্পেনের সিংহাসন দাবি করেন নাই, বরঞ্চ মার্গারেট থেরেসার গর্ভজাত কন্যা মেরিয়া এন্টোনিয়া বা তাহার পুত্র ব্যাভেরিয়ার যুবরাজ জোসেফ ফার্ডিনাণ্ডে-কে সিংহাসনের উপর দাবি পরিত্যাগ করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই।

উত্তরাধিকার সমস্যার গুরুত্ব

স্পেনের সিংহাসনের প্রধান দুই দাবিদারের মধ্যে ফ্রান্স বা জার্ম্মাণী কাহাকেও বিশাল সাম্রাজ্যসহ স্পেনের সিংহাসন অর্পণ করা অসুবিধাজনক ছিল।

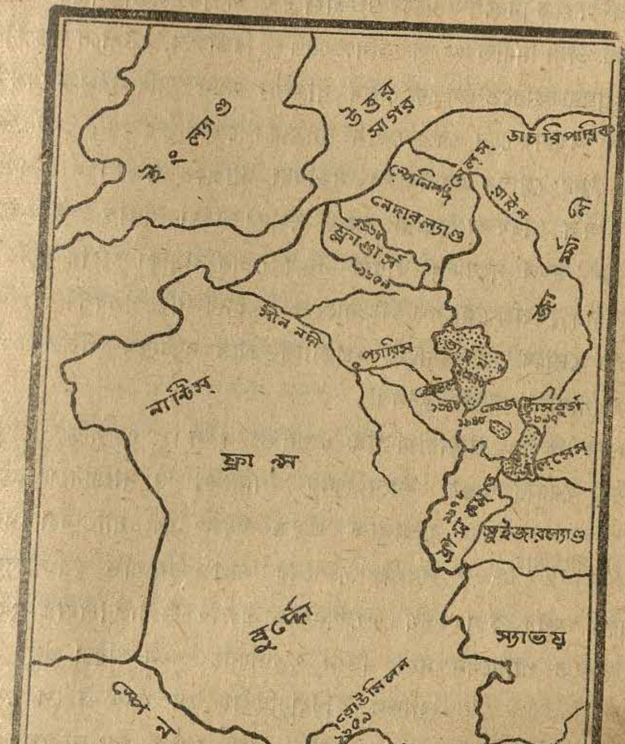
অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে স্পেনের সিংহাসন যুক্ত করিলে পুনরায় পঞ্চম চার্লসের যুগের মত ইউরোপে হ্যাপস্‌বার্গ আধিপত্য আশঙ্কার সৃষ্টি করিবে। পক্ষান্তরে ফ্রান্স ও স্পেনের সিংহাসন একীকৃত হইলে বুরবোঁ শক্তি ইউরোপে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পড়িবে। এই উভয় ক্ষেত্রেই ইউরোপের শক্তি-সমতা পুনরায় বিপন্ন হইয়া পড়িবে। ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড উভয় রাষ্ট্রই স্পেনের সিংহাসনের সঙ্গে ফ্রান্স বা জার্ম্মাণীকে যুক্ত করিতে চাহে নাই কেননা, উভয় রাষ্ট্রই আমেরিকাস্থ স্পেনের উপনিবেশে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়া যাইতেছিল যদি স্পেন জার্ম্মাণী বা ফ্রান্সের মত শক্তিশালী রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয় তাহা হইলে এই সব অঞ্চলে ইংরাজ ও ডাচদের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি বহুলাংশে ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। বরঞ্চ অন্য কোন দুর্ব্বলতর রাষ্ট্রের হস্তে আমেরিকার উপনিবেশ থাকিলে শিথিল কেন্দ্রীয় শাসনের সুযোগে ডাচ ও ইংরাজরা অব্যাহতভাবে সেখানে ব্যবসা চালাইয়া যাইতে পারিবে। ইউরোপের শক্তিসমতা ও বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা এই উভয় কারণেই স্পেনের উত্তরাধিকারের সমস্যা বিশেষ কোন রাষ্ট্রের সমস্যা না হইয়া ইউরোপের সাধারণ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

শক্তি সমতা ও বাণিজ্য স্বার্থ

বাঁটোয়ারা সন্ধি ঃ—উপরোক্ত পরিস্থিতিতে বিনা যুদ্ধে যাহাতে উত্তরাধিকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয় তজ্জন্য স্পেনরাজ দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পূর্ব্বেই লুই ও উইলিয়ম বিভিন্ন প্রার্থীদের মধ্যে স্পেন ও তাহার অধীনস্থ অঞ্চল সমূহ ভাগবণ্টন করার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে লুইর উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে স্পেন ও অষ্ট্রীয়ার সিংহাসন পুনরায় এক হস্তে পড়িয়া পূর্ব্বতন হ্যাপস্‌বার্গ প্রতিপত্তি ইউরোপে প্রবর্ত্তিত না হয়। পক্ষান্তরে ফ্রান্স ও স্পেন যুক্ত হওয়া ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের স্বার্থবিরোধী—ইহাও উইলিয়মের কাম্য ছিল না। যাহা হোক, প্রথম বাঁটোয়ারা সন্ধিতে স্থির হইল যে

প্রথম বণ্টন সন্ধি

নেদারল্যাণ্ড ও আমেরিকাস্থ উপনিবেশ সহ স্পেনের সিংহাসন দ্বিতীয় চার্লসের অবর্ত্তমানে ব্যাভেরিয়ার জোসেফ ফার্ডিনাণ্ড পাইবে—অবশিষ্ট :



সম্পত্তির মধ্যে অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ আর্চডিউক পাইবে মিলান এবং ইটালীর অবশিষ্ট স্পেনিস সম্পত্তির মালিক হইবে ফরাসী যুবরাজ ডফিন।

স্পেনরাজ দ্বিতীয় চার্লস এবং স্পেনবাসীদের নিকট এই বন্টন ব্যাপার মোটেই মনঃপুত হইল না। প্রথমতঃ তাহারা এই ভাবিয়া রুষ্ট হইল যে তাহাদের সম্মতি-নিরপেক্ষভাবে ও তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে স্পেন সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ণীত হইতে চলিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানে হৃতগৌরব স্পেন কামনা করিতেছিল যে স্পেন সাম্রাজ্য সমস্ত অধিকারভুক্ত দেশ সহ অবিভক্ত অবস্থায় যেন একক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হয়; সেই ক্ষেত্রে স্পেনের পূর্ব্ব গৌরব উজ্জীবনের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। ইত্যবস্থায় দ্বিতীয় চার্লস প্রথম বাঁটোয়ারা সন্ধির সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং এক উইল সম্পাদন করিয়া সমগ্র স্পেন সাম্রাজ্য তাহার মৃত্যুর পর ব্যাভেরিয়ার যুবরাজ জোসেফ ফার্ডিনাণ্ডের উত্তরাধিকারিত্বে সমর্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে জোসেফ ফার্ডিনাণ্ড অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় পুনরায় গোলযোগের সৃষ্টি হইল।

দ্বিতীয় বাঁটোয়ারা

পুনরায় দ্বিতীয় বাঁটোয়ারা-সন্ধি সম্পাদিত হইল। এই সন্ধিতে স্পেনের সিংহাসন, নেদারল্যাণ্ডস, আমেরিকার উপনিবেশ ও সার্ডিনিয়া অষ্ট্রীয়ার যুবরাজকে প্রদত্ত হইল এবং সার্ডিনিয়া ব্যতীত ইটালীস্থ স্পেনের অন্যান্য ভূসম্পত্তি ফরাসী যুবরাজ ডফিনকে অর্পণ করা হইল। স্পেনরাজ এই দ্বিতীয় বাঁটোয়ারার সংবাদেও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া প্রথম উইল বাতিল করিয়া দ্বিতীয় এবং শেষ উইলে স্পেনের সাম্রাজ্য চতুর্দ্দশ লুইর পৌত্র এবং ডফিনের দ্বিতীয় পুত্র আঞ্জুর ফিলিপকে সমর্পণ করিলেন। অষ্ট্রীয়া অপেক্ষা ফ্রান্স ক্ষমতাশালী বেশী, সুতরাং চার্লস এই ভাবিয়া স্পেনের সিংহাসন ফ্রান্সের হস্তে সমর্পণ করিলেন যে ফ্রান্সের হাতে থাকিলে স্পেনের বন্টনকার্য্য হয়তো সম্ভব হইবে না। যাহাতে স্পেন ও ফ্রান্সের সিংহাসন এক নরপতির অধীনে না আসিতে পারে তজ্জন্য উইলে

দ্বিতীয় চার্লসকর্ত্তৃক লুইর পৌত্রকে স্পেন সাম্রাজ্য অর্পণ

এই সর্ত্ত ছিল যে ফিলিপ যদি ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন তাহা হইলে তিনি স্পেনের সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইবেন, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্পেন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে। মোট কথা, স্পেনের জন্য অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত একজন স্বাধীন নরপতি হওয়া চাই। এই উভয় ফরাসী প্রার্থী অনুপযুক্ত বা অসম্মত হইলে আর্চ্চডিউক চার্লস স্পেনের সিংহাসন পাইবেন ইহাও চার্লসের চরমপত্রে নির্দ্দিষ্ট ছিল।

স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধের কারণ ঃ— স্পেনরাজের সর্ব্বশেষ চরমপত্রানুযায়ী লুইর পৌত্রের হস্তে স্পেন সাম্রাজ্য অর্পণের সংবাদ লুইর কর্ণগোচর হইলে বাঁটোয়ারা সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া তাহার পৌত্রের স্পেন এবং ফ্রান্সের উভয় দেশের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার অধিকার আছে ইহা ঘোষণা করিলেন। ফ্রান্স ও স্পেনের সিংহাসন একীকরণ স্পেনরাজের অনিচ্ছা ছিল, অধিকন্তু ইহার দ্বারা ইউরোপের শক্তি সমতা বিপর্য্যস্ত হইবে এই আশঙ্কা সর্ব্বত্র অনুভূত হইল। লুই সত্বর নিজের অভিপ্রায় কার্য্যকরী করার জন্য স্পেনিস নেদারল্যাণ্ড সীমান্তের দুর্গ সমূহ হইতে ডাচ সৈন্যদল বিতাড়িত করিয়া ফরাসী সৈন্যদ্বারা তাহা সুরক্ষিত করিলেন এবং ঘোষণাপত্র দ্বারা স্পেনিস আমেরিকায় ইংরাজ ও ডাচদের ব্যবসাবাণিজ্য নিষিদ্ধ করিলেন। অতঃপর লুই আর একটি বিরাট রাজনৈতিক ভুল করিয়া বসিলেন। রাইসুইকের সন্ধি অনুযায়ী ইংলণ্ডের সিংহাসনে উইলিয়মকে রাজা বলিয়া লুইর স্বীকার করার কথা। তিনি সম্প্রতি উইলিয়মকে অস্বীকার করিয়া তৎস্থলে ষ্টুয়ার্টরাজ দ্বিতীয় জেমসের পুত্রকে ইংলণ্ডের বৈধ রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সকল স্বৈরাচারী ব্যাপারে সমগ্র ইউরোপ লুইর দুরভিসন্ধির পরিচয় পাইয়া

লুই তাঁহার পৌত্রের জন্য স্পেন ও ফ্রান্সের সিংহাসন দাবি করিলেন

তদনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিলেন

তাঁহার বিরুদ্ধে বিরাট রাষ্ট্রজোট

সন্ত্রস্ত এবং তৃতীয় উইলিয়মের উদ্যোগে জার্ম্মাণ সম্রাট, হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের এক বিরাট রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি হইল। এই রাষ্ট্রজোটের উদ্দেশ্য হইল স্পেন ও ফ্রান্সের একীকরণ বন্ধ করা, স্পেনিস নেদারল্যাণ্ডের সীমান্ত সন্নিহিত দুর্গসমূহের অধিকার ডাচদের হস্তে প্রত্যর্পণ করা এবং স্পেনিস আমেরিকায় ডাচ ও ইংরাজের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত করা।

লুইর স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের জনমতকে স্বীয় পক্ষভুক্ত করিতে উইলিয়ামকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় বাঁটোয়ারা ইংরাজদের মনঃপূত হয় নাই। কেননা, ইহার ফলে ভূমধ্যসাগরের একাধিপত্য ফ্রান্সের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল—ইহা ইংরাজদের স্বার্থবিরোধী ছিল। কিন্তু ইহাতে রাষ্ট্রগত স্বার্থ কিছু না থাকায় ইংলণ্ড ডাচদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে স্বীকৃত হয় নাই। বরঞ্চ স্পেনরাজের চরমপত্রানুযায়ী স্পেন সাম্রাজ্যের বিলিব্যবস্থায় ইংরাজরা অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়াছিল। এদিকে হল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্রী দল অরেঞ্জ বংশের প্রতি বিরূপ থাকায় স্পেনরাজের চরমপত্রে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। কেননা, এই চরমপত্রে উইলিয়মের প্রতিপত্তি অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু লুই দুইটি ভুল করিয়া ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডকে তাহার বিরুদ্ধে সম্মিলিত করিলেন। তাহার প্রথম ভুল, দ্বিতীয় জেম্‌সের পুত্রকে ইংলণ্ডের রাজা বলিয়া স্বীকার করা। ইহার ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিতাড়িত রাজবংশকে তাহাদের স্কন্ধে আরোপিত করার চেষ্টায় উত্তেজিত হইল। দ্বিতীয় ভুল, নেদারল্যাণ্ড সীমান্তের দুর্গগুলি ডাচদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অধিকার করা। এই ঘটনায় ডাচগণ মাতৃভূমির বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া লুইর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। লুইর এই দুই ভুলের সুযোগে উইলিয়াম তাহার বিরাট রাষ্ট্রজোট লুইর বিপক্ষে কার্য্যকরী করিতে সমর্থ হইলেন।

লুইর ত্রুটিপূর্ণ কার্য্যের ফলে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের জনমত তাহার বিপক্ষে গেল

লুইর কার্য্যের সমালোচনা ঃ—দ্বিতীয় বাঁটোয়ারা সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া চার্লসের চরমপত্রানুযায়ী নিজের পৌত্রকে স্পেনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা অবশ্য লুইর পক্ষে অন্যায় হইয়াছে। প্রথমতঃ, তিনি স্বয়ং যে সন্ধি পত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী স্বার্থবোধে সেই পত্রকে অস্বীকার করা নীতিদুষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, স্পেন ও ফ্রান্সের সিংহাসন মিলিত হইলে হ্যাপ্‌সবার্গ আধিপত্যের যুগে যেমন সমগ্র ইউরোপ শক্তি-সমতা বিপর্য্যস্ত হইবার ভয়ে একত্রিত হইয়াছিল বর্ত্তমানেও তদ্রূপ হওয়ার আশঙ্কা পূর্ণমাত্রায় ছিল। কিন্তু লুইর স্বপক্ষেও চার্লসের চরমপত্রানুযায়ী কাজ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। চরমপত্র অগ্রাহ্য করিয়া বাঁটোয়ারা সন্ধি অনুযায়ী কাজ করিলে স্পেনের সিংহাসন জার্ম্মাণীর যুবরাজ আর্চ্চডিউক চার্লসের ভাগে পড়িত এবং তদবস্থায় পুনরায় ইউরোপে হ্যাপ্‌সবার্গ একাধিপত্যের আশঙ্কা ছিল। অধিকন্তু যে ব্যবস্থায় স্পেনসাম্রাজ্য অখণ্ড থাকিবে না স্পেনের জনসাধারণ তাহা স্বীকার করিত না। সে ক্ষেত্রে স্পেন ও অষ্ট্রীয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিত। এতদ্ব্যতীত বাঁটোয়ারা সন্ধি কার্য্যকরী করার জন্য ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড ফ্রান্সকে সমর্থন করিত কিনা সন্দেহ। এই উভয় দেশের জনসাধারণ বাঁটোয়ারা সন্ধিকে প্রীতির চক্ষুতে দেখে নাই। বিশেষতঃ, যে বন্দোবস্তের ফলে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভূমধ্যসাগরের অঞ্চল হইতে ব্যবসাবাণিজ্যের অধিকারচ্যুত হইতে চলিয়াছে ইংলণ্ডের জনসাধারণ সেই বন্দোবস্তকে কার্য্যকরী করার জন্য জন ও ধনক্ষয়কারী যুদ্ধে সম্মত হইত না। মোট কথা, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে লুইর দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে অযৌক্তিক ছিল না।

উভয় পক্ষের শক্তি সামর্থ্য

লুইর পৌত্র ফিলিপ স্পেনের সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়াতে লুই উভয় রাজ্যের অর্থ ও জনবলের অধিকারী হইলেন। সমস্ত যুদ্ধ পরিচালনার ভার একক তাহার হস্তে থাকার জন্য যুদ্ধ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকার্য্য সম্মিলিত পক্ষ

অপেক্ষা সুবিধাজনক হইয়াছিল। ব্যাভেরিয়া লুইর পক্ষভুক্ত হওয়ায় অষ্ট্রীয়া আক্রমণ লুইর পক্ষে সহজ হইতে পারিয়াছিল। নেদারল্যাণ্ডের সীমান্তবর্তী দুর্গসমূহ তাহার অধিকারভুক্ত হওয়াতে হল্যাণ্ড আক্রমণও ফ্রান্সের পক্ষে অনায়াসসাধ্য ছিল। সমস্ত দিক্ দিয়া সুবিধা হইলেও লুইর এক মহা অসুবিধা ছিল। স্পেন সাম্রাজ্যের সম্পদ্ যেমন লুইর সাহায্যে আসিয়াছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্পেন সাম্রাজ্য শত্রুপক্ষের আক্রমণের লক্ষ্য হইতে সর্ব্বত্র রক্ষা করা সেইরূপ সহজসাধ্য ছিল না। তজ্জন্য লুইকে বিভিন্ন রণাঙ্গণে বহু সৈন্য সমাবেশ করিতে হইয়াছিল। মিত্রপক্ষের দুই বিখ্যাত সেনাপতি মার্লবরো ও প্রিন্স ইউজেনের জন্য মিত্রসৈন্য সমরচালনার দিক্ দিয়া ফ্রান্স অপেক্ষা অধিক সুবিধা ভোগ করিয়াছিল। ফ্রান্সের পক্ষে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সেনাপতি ছিল না বলিলেই হয়।

যুদ্ধ (১৭০১-'১৩), :—১৭০১ খৃষ্টাব্দে স্পেনিস্ উত্তরাধিকারের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইটালী, স্পেন, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি দেশের বহু রণক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়। ইংলণ্ডের সৈনাপত্যের ভার মার্লবরোর হস্তে অর্পণ করিয়া ১৭০২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় উইলিয়ম পরলোক গমন করেন। সমরবিশারদ মার্লবরোর অপূর্ব্ব রণকৌশলে ফরাসী সৈন্য ব্লেনহিম (১৭০৪ খৃঃ), রামিলীজ (১৭০৬ খৃঃ) ওডেনার্ডে (১৭০৮ খৃঃ) ও মালপ্লাকেট-এর (১৭০৯ খৃঃ) যুদ্ধে পরাভূত হয়। এই সমস্ত যুদ্ধে ফরাসীদিগকে পরাজিত করিয়া মার্লবারো অদ্বিতীয় সেনাপতি বলিয়া খ্যাত হইলেন। চতুর্দ্দশ লুই অজেয়—এই ধারণা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল।

স্পেনের রণাঙ্গণে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আলমাঞ্জায় এবং ১৭১০ খৃষ্টাব্দে ব্রিহুয়েগা ও ভিলাভিসিওজায় মিত্রসৈন্য পরাভূত হয় এবং ফিলিপ নিরুপদ্রবে স্পেনের সিংহাসনে আসীন হন। যুদ্ধের শেষভাগে ফরাসীবাহিনী কয়েকটা রণক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করিতেই লুই সন্ধির জন্য ব্যাকুল হন, এমন কি স্পেনের সিংহাসন হইতে

পৌত্রের দাবি প্রত্যাহার করিতে সম্মত হন। বিজয়মত্ত মিত্রপক্ষ এতদপেক্ষা এমন কঠোর সর্তে সন্ধি করিবার প্রস্তাব করে যে নিরুপায় হইয়া লুই যুদ্ধ চালাইয়া যান এবং অতঃপর ফরাসীবাহিনী কয়েকটা যুদ্ধে একটু সুবিধা করিতে সক্ষম হয়।

ইতিমধ্যে কয়েকটি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্য যুদ্ধ অবসান হইবার মত অবস্থা হয়। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজনীতিতে দলগত পরিবর্ত্তন হয় এবং হুইগ আধিপত্যের স্থলে টোরী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। টোরীদল বরাবরই যুদ্ধবিরোধী ছিল এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর টোরীপক্ষের প্ররোচনায় মার্লবরো সেনাপতিত্ব হইতে চ্যুত হইলেন। অধিকন্তু সম্রাটের মৃত্যুতে অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ আর্চ্চডিউক চার্লস নির্ব্বাচিত হন। মিত্রপক্ষ এতকাল আর্চ্চডিউকের জন্য স্পেনের সিংহাসনের দাবি লইয়া লুইর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিল। অতঃপর তাহার দাবি সমর্থন করার অর্থই ইউরোপের শক্তি সমতাকে বিপর্য্যস্ত করা। ইত্যবস্থায় ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল এবং লুইও রণক্লান্ত অবস্থায় সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ইউট্রেক্টের সন্ধিতে এই যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইল।

ইউট্রেক্টের সন্ধি, ১৭১৩

(ক) লুইর পৌত্র পঞ্চম ফিলিপ নাম গ্রহণ করিয়া সমগ্র উপনিবেশ সহ অখণ্ড স্পেন সাম্রাজ্যের নরপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন তবে ভবিষ্যতে কখনও স্পেন ও ফ্রান্সের সিংহাসন একীকৃত হইবে না বলিয়া স্বীকৃত হইল।

(খ) অষ্ট্রীয়ার হস্তে স্পেনের অধীন ইটালীস্থ মিলান, নেপল্‌স ও স্পেনিস্ নেদারল্যাণ্ডস (বেলজিয়াম) অর্পিত হইল।

(গ) ফ্রান্সকে আলসেস্ প্রদেশের অধিকার প্রদত্ত হইল এবং ষ্ট্রাসবুর্গও তাহার আয়ত্তে আসিল। কিন্তু রাইন-নদীর দক্ষিণ তীরস্থিত পূর্ব্বে অধিকৃত কয়েকটি দুর্গ ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দিতে হইল। অধিকন্তু ফ্রান্সকে ইংলণ্ডের

সিংহাসনে দ্বিতীয় জেমসের বংশধরগণের পরিবর্ত্তে হ্যানোভারিয়ান বংশের উত্তরাধিকার মানিয়া লইতে হইল।

(ঘ) হল্যাণ্ড নেদারল্যাণ্ডের কয়েকটি সীমান্ত-দুর্গ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রক্ষাপ্রাচীর রূপে সুরক্ষিত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল।

(ঙ) স্যাভয়ের ডিউক রাজা উপাধি ও সিসিলি ও নেপলসের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইলেন।

(চ) প্রাশিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইল।

(ছ) ইংলণ্ড স্পেনের নিকট হইতে জিব্রাল্টার ও মিনর্কা দ্বীপ, ফ্রান্সের নিকট হইতে আমেরিকাস্থ নিউজিল্যাণ্ড নোভাস্কোসিয়া ও হাড্‌সন উপসাগরীয় অঞ্চল সমূহ প্রাপ্ত হইল। অধিকন্তু ইংলণ্ড স্পেনিস্ আমেরিকায় কিছু ব্যবসা করিবার অনুমতি পাইল এবং স্পেনিস্ উপনিবেশে একচেটিয়া দাস ব্যবসায় করিবার অধিকারও ইংলণ্ডকে দেওয়া হইল।

সম্রাট প্রথমতঃ সন্ধিসর্ত্তে সম্মত না হওয়ায় ফ্রান্সের সঙ্গে অষ্ট্রীয়ার যুদ্ধ আরও কিছুকাল চলিয়াছিল, কিন্তু রণক্ষেত্রে তেমন সুবিধা না হওয়ায় তিনি সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে রাসট্যাড্‌ট-এর সন্ধি হয়। এই সন্ধি ইউট্রেক্টের সন্ধি সর্ত্তকেই অনুমোদন করে।

ইউট্রেক্টের সন্ধির ফলাফল

(১) ইউট্রেক্টের সন্ধি ইউরোপের ইতিহাসে এক নূতন নীতির সূচনা করিল। ইতিপূর্ব্বে ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিতে উত্তরাধিকারের স্বত্বে বা রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে যে কোন রাষ্ট্রের অধিপতি নির্ব্বাচিত হইতে পারিত, ভৌমিক হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়াও সম্ভব ছিল। আইনতঃ এই শ্রেণীর রদবদলের ব্যাপারে বাহিরের কোনও রাষ্ট্রের করণীয় কিছু ছিল না, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাতে ইউরোপের শক্তি-সমতা অনেক সময়

ইউরোপের কোন রাষ্ট্রের ভৌমিক পরিবর্ত্তন সংশ্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছাধীন নহে

বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িত। ইউট্রেক্টের সন্ধিতে সর্ব্বপ্রথমে প্রচলিত রাষ্ট্রনীতির ব্যতিক্রমরূপে ইহা প্রমাণিত হইল যে ইউরোপের কোন রাষ্ট্রের ভৌমিক পরিবর্ত্তন বা নরপতি নির্ব্বাচন প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্টপক্ষ ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত সম্মতিসাপেক্ষ হইতে হইবে। প্রধানতঃ ইউরোপীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে শক্তি-সমতা রক্ষার জন্যই এই সম্মিলিত স্বীকৃতির প্রয়োজন হইল। সম্পূর্ণ অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া এই নীতি অনুসারেই ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হইয়াছিল।

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মতি সাপেক্ষ

(২) ইউট্রেক্টের সন্ধিতে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রলোভী মনোবৃত্তির উপর সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে হ্যাপসবার্গ একাধিপত্য ইউরোপের শক্তি-সমতা বিঘ্নিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে হ্যাপস্‌বার্গ ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া হয়। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইউরোপে বুরেবোঁ বংশের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছিল। ইউট্রেক্টের সন্ধি ইউরোপকে এই বুরবোঁ বংশের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করিল। সন্ধির সর্ত্তসমূহ এমনভাবে স্থিরীকৃত হইল যাহাতে ভবিষ্যতে ফ্রান্স নির্ব্বিবাদে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ না করিতে পারে। ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে নেদারল্যাণ্ডস্ (বেলজিয়াম) অষ্ট্রীয়ার হস্তে অর্পিত এবং ডাচগণকে সীমান্ত-দুর্গ সুরক্ষিত করার অধিকার প্রদত্ত হইল। পূর্ব্বাঞ্চলে রাইন নদী ফ্রান্সের সীমারেখারূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও রাইনের পূর্ব্বতীরস্থ কয়েকটি সুবিধাজনক অঞ্চল সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিতে হইল। ফলে এই দিক্ দিয়া আক্রমণের কয়েকটি সহজ সুবিধা হইতে ফ্রান্স বঞ্চিত হইল। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলে স্যাভয়কে সুদৃঢ় রাষ্ট্ররূপে পরিণত করা হইল এবং মিলানকে

ফ্রান্সের আগ্রাসী মনোবৃত্তির প্রতিরোধক বন্দোবস্ত

ইউরোপের শক্তি-সমতা ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রশান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা

অষ্ট্রীয়ার হস্তে অর্পণ করায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দক্ষিণ পূর্ব্বাঞ্চলের প্রহরা দ্বিগুণিত হইল। মোট কথা, ফ্রান্সের চতুষ্পার্শ্বে এমন রক্ষাবলয়ের বিধান করা হইল যাহাতে সে আর ভবিষ্যতে অল্পায়াসে আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশ করার কোন সুযোগ না পায়। এই বন্দোবস্তের ফলে ইউরোপের শক্তি-সমতা পুনরায় স্বাভাবিক হইল এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রশান্তি ফিরিয়া আসিল।

ফ্রান্সের পক্ষে মারাত্মক

(৩) ফ্রান্সের দিক্ হইতে এই সন্ধি অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়াছিল। এই সন্ধির ফলে ফ্রান্সের কোন অঙ্গহানি হয় নাই, বা স্বাভাবিক সীমানা হইতে ফ্রান্সকে বঞ্চিত করা হয় নাই সত্য কিন্তু প্রাপ্তির দিক্ দিয়া উল্লেখযোগ্য কিছু না থাকায় ইউরোপে তাহার প্রতিপত্তি অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। বিগত যুদ্ধের পরিণামে ফ্রান্স শক্তি ও অর্থের দিক্ দিয়া একেবারে নিঃশেষিত হইয়া পড়ে এবং সরকারী ঋণ অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জনসাধারণ দেশের এই গ্লানিকর অবস্থার জন্য সিংহাসনকে দায়ী করিয়া রাজ-নীতিতে সন্দিহান হয়। রাজানুগত্যের প্রতি জনসাধারণের এই বিচলিত মনোভাব ভবিষ্যতে মারাত্মক হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

রাজ আনুগত্যে বিচলিত মনোভাব

(৪) ইউট্রেক্টের সন্ধি ইংলণ্ডের পক্ষে বাণিজ্য ও উপনিবেশিক সমৃদ্ধির সূচনা করিল। জিব্রাল্টার ও মিনর্কা দ্বীপ হস্তগত হওয়াতে ভূমধ্যসাগরে ইংলণ্ডের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত এবং আমেরিকায় কয়েকটি ভূখণ্ড-প্রাপ্ত হওয়ায় ভবিষ্যতে আমেরিকা মহাদেশে তাহার প্রতিষ্ঠা সূচিত হইল। পূর্ব্বশতাব্দীতে যেমন ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে হ্যাপসবার্গের স্থলে বুরবোঁ আধিপত্য সূচিত হইয়াছিল অনুরূপ ভাবে ইউট্রেক্টের সন্ধিতে বাণিজ্য ও উপনিবেশক্ষেত্রে ফ্রান্সের অবনতির পর ইংলণ্ডের উন্নতি সূচিত হইল।

(৫) পরিশেষে ইউট্রেক্টের সন্ধি সপ্তদশ শতাব্দীর সমাপ্তির সূচনা করিয়া অষ্টাদশ তাব্দীর আবির্ভাব ঘোষণা করিল। ইউরোপের রণক্ষেত্রে

অতঃপর হ্যাপসবার্গ-বুরবোঁর চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থলে নূতন রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার ভিত্তিতে নব নব কার্য্যক্রমের পরিচয় দেখা গেল। রাশিয়ার অভ্যুদয়, প্রাশিয়ার অগ্রগতি, তুরস্কের শক্তিহ্রাস, ইংলণ্ডের বিশ্বব্যাপী উপনিবেশের বিস্তৃতি ও প্রাচ্য সমস্যা ইউরোপের চিন্তনীয় বিষয় হইল। এই সব জটিল সমস্যার সম্মুখে হ্যাপসবার্গ-বুরবোঁ দ্বন্দ্ব তুচ্ছ হইয়া পড়িল। ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব লুপ্ত না হইয়া বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে তাহা রূপান্তর গ্রহণ করিল।

ইউট্রেক্টের সন্ধি ও ইংলণ্ড

স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ইংলণ্ড কেবলমাত্র ইউরোপের শক্তি-সমতার সামঞ্জস্য করিবার জন্যই অবতীর্ণ হয় নাই, তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও রাষ্ট্রীর নিরাপত্তা রক্ষার জন্যও সে ফ্রান্সের বিপক্ষে বিরাট রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। প্রথমতঃ, স্পেন ও ফ্রান্সের একীকরণ হইলে ফ্রান্সের উপকূলরেখা বিস্তৃততর হইয়া ইংলণ্ডের নৌ-শক্তিকে প্রতিস্পর্দ্ধা করিত। দ্বিতীয়তঃ, স্পেনিস নেদারল্যাণ্ডস্ বা বেলজিয়াম ফ্রান্সের করতল-গত হওয়া ইংলণ্ডের নিরাপত্তার প্রতিকূল। নেদারল্যাণ্ডস্-সন্নিহিত দুর্গ সমূহ ফ্রান্সের আয়ত্তে থাকিলে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম ফ্রান্সকর্তৃক বিজিত হওয়ায় সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। এই উভয় রাষ্ট্র ফ্রান্সের অধিকারে থাকিলে শুধু উত্তর সাগরে ইংলণ্ডেই প্রতিপত্তি নহে, ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হইত। তৃতীয়তঃ, আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশ ফ্রান্সের দখলে থাকিলে উক্ত অঞ্চলে ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। উত্তর আমেরিকাস্থ কতিপয় ঔপনিবেশিক অঞ্চল ইংলণ্ডের অধিকার-ভুক্ত হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা ব্যতীত ভবিষ্যতে কানাডায় ইংলণ্ডের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গোড়াপত্তন হইয়া রহিল। চতুর্থতঃ, ইংলণ্ডের সিংহাসনে হ্যানোভার বংশের উত্তরাধিকার স্বীকৃত হওয়ায় ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয়

সার্ব্বভৌমত্ব নীতির দিক্ দিয়া ইউরোপের নিকট স্বীকৃতি পাইল এবং এতদ্বারা ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র-নীতির মর্য্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইল। সুতরাং বাণিজ্যিক স্বার্থ, সামুদ্রিক প্রতিপত্তি, ঔপনিবেশিক মর্য্যাদা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এই সকল দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ইংলণ্ডের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল এবং যুদ্ধান্তে ইউট্রেক্টের সন্ধিতে ইংলণ্ডই সর্ব্বাধিক লাভবান্ হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ লুইর ধর্ম্মনীতিঃ—রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুরূপ লুই ধর্ম্মবিষয়েও রাজার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সে পোপের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া চার্চ্চকে রাজার প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনয়ন করা। এই উদ্দেশ্যে লুই গ্যালিকান বা ফরাসী চার্চ্চের বিশপ মনোনয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে স্বাধীনতা দাবি করেন। এবং পোপের বিরাগভাজন হন। এতদপেক্ষা গুরুতর বিষয়ে ও পোপের সঙ্গে লুইর মনান্তরের সৃষ্টি হয়। ফ্রান্সের রাজার নিজস্ব জমিদারীতে সমস্ত বিশপ নির্ব্বাচনে রাজার অধিকার বহুপূর্ব্ব হইতেই স্বীকৃত ছিল, এই ব্যবস্থায় সাময়িকভাবে বিশপহীন এলাকার সমস্ত উপস্বত্ব রাজা নির্ব্বিবাদে ভোগদখলও করিতে পারিতেন; লুই দাবি করিলেন যে উপরোক্ত রাজার অধিকার রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রযোজ্য। অর্থাৎ ফ্রান্সের যে কোন অঞ্চলের বিশপ নির্ব্বাচনে পোপের কোন অধিকার নাই, রাজা সমস্ত নির্ব্বাচন করিবেন এবং কোন স্থান বিশপশূন্য হইলে নূতন বিশপ নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে রাজা সেই বিশষ এলাকার উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। পোপ এ সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানাইয়া কোন ফল পাইলেন না, লুইর নিজস্ব নীতিই ফ্রান্সে কার্য্যকরী হইল।

পোপের কর্ত্তৃত্বে হস্তক্ষেপ ও পোপের সঙ্গে বিরোধ

ইতিমধ্যে লুই 'ম্যাডাম ডি মেন্টিনন' নামে এক ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রাণা ও গুণবতী মহিলার প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত হন এবং রাণী মেরিয়া থেরেসার

মৃত্যুর পর গোপনে তাহাকে বিবাহ করেন। এই ধর্ম্মবতী মহিলার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া লুই হঠাৎ অত্যন্ত ধাম্মিক হইয়া পড়েন ও ফ্রান্সের ধর্ম্মসংস্কারে মনোনিবেশ করেন। লুইর ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি অত্যধিক প্রীতির পরিচয় পাইয়া জেসুইট সম্প্রদায় বিশেষ কর্ম্মতৎপর হয় এবং তাহারা রাজার সম্মতিক্রমে ক্যাথলিক বিরোধী সম্প্রদায়ের উপর নির্য্যাতন আরম্ভ করে। প্রথমতঃ, জেন্‌সেনিষ্টগণ এই জেসুইটদের নির্য্যাতনের লক্ষ্য হয়। জেন্‌সেনিষ্ট-গণ ধর্ম্মে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এক উগ্রপন্থী উপদল। তাহারা ধর্ম্মে এবং আচার-ব্যবহারে ক্যাথলিক অপেক্ষা বেশী গোঁড়ামির পক্ষপাতী ছিল বলিয়া তাহাদিগকে ক্যাথলিক ধর্ম্মের পিউরিট্যান বলা হইত। ইহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ফ্রান্সে নিষিদ্ধ হয় এবং ১৭১০ খৃষ্টাব্দে ইহাদের প্রধান আশ্রয়কেন্দ্র পোর্টরয়েল ধ্বংস করা হয়।

লুই ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুদারতার প্রধান পরিচয় দিলেন নান্টিসের ঘোষণা'র প্রত্যাহারের দ্বারা (Revocation of the Edict of Nantes)। 'নান্টিসের ঘোষণার বলে হিউগিনোট বা ফরাসী প্রটেষ্টাণ্ট সদম্প্রায় দীর্ঘকাল যাবৎ ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল এবং উক্ত ঘোষণার বলেই তাহারা কয়েকটি ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা পাইতেছিল। হিউগিনোটরা দীর্ঘকাল ফ্রান্সের রাজনীতিতে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই বা গ্রহণ করিবার কামনা প্রকাশ করে নাই। বরঞ্চ 'ফ্রণ্ডি' বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহ দমনে গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছে। কোলবার্টের বাণিজ্য নীতিকে ইহারা আন্তরিক সমর্থন করিয়া শিল্প বাণিজ্যে ফ্রান্সের শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে। ধর্ম্মবিষয়ে ফ্রান্সে ঐক্যনীতি অনুসরণ করিতে গিয়া লুইর দৃষ্টি হিউগিনোটদিগের উপর পতিত হইল। ইহাদের বিশেষ সুবিধাকে তিনি তাহার স্বৈরাচারী নীতি প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করিলেন। এতদ্‌ব্যতীত সাম্প্রতিক ধর্ম্মানুরক্তি ও অন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা লুইকে হিউগিনোট উৎসাদনে উৎসাহী করিয়া তুলিল। ক্রমশঃ

হিউগিনোট-বিরোধী আইন প্রযুক্ত হইতে লাগিল। হিউগিনোটরা সরকারী চাকুরী হইতে বহিষ্কৃত এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিরা ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আদিষ্ট হইল। হিউগিনোটদের অধিকাংশ উপাসনাগৃহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং তাহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ সরকারী আদেশে দ্বাররুদ্ধ করিতে বাধ্য হইল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার পরোক্ষ-নির্য্যাতন দ্বারাও হিউগিনোটদিগকে উৎপীড়িত করা হইল। পরিশেষে অত্যাচার চরমে উঠিল যখন বাছিয়া হিউগিনোটদের গৃহেই সরকারী সৈন্যদলের আবাস-স্থল নির্দ্দিষ্ট হইতে লাগিল এবং সৈন্যদলকে আভাসে জানাইয়া রাখা হইল যে প্রটেষ্টাণ্টদের উপর মৃদু নির্য্যাতন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা উপেক্ষা করিবে। ইহাতেও হিউগিনোট নির্য্যাতনের পালা শেষ হইল না। পরিশেষে ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে লুই 'নান্টিসের ঘোষণা' প্রত্যাহার করিয়া ফ্রান্সে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম অনুশীলন সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিলেন।

নান্টিস ঘোষণা প্রত্যাহারের ফল

নান্টিস-এর ঘোষণা প্রত্যাহার লুইর রাজনীতিক ভ্রমসমূহের অন্যতম। রিচলু ও ম্যাজারিনের আমল হইতে ফ্রান্স ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বদেশে সহিষ্ণুনীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। এই উদারনীতির বলে ফ্রান্স এতকাল তাহার সর্ব্ববিধ কার্য্যে ইউরোপীয় প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রসমূহের সহানুভূতি ও সমর্থন পাইয়া আসিতেছিল। বিশেষতঃ জার্ম্মাণীর প্রটেষ্টাণ্ট রাজন্যবর্গ ফ্রান্সকে পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া আসিতেছিল। এযাবৎকাল অনুসৃত ধর্ম্মনীতিতে এই উদারতা রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রতিপত্তিবর্দ্ধনে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল।

(ক) ফ্রান্স প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রের সহানুভূতি হারাইল।

শিল্পক্ষেত্রেও নান্টিস-এর ঘোষণা প্রত্যাহারে ফ্রান্স যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইল। কেননা, ফ্রান্সের হিউগিনোট সম্প্রদায় শিল্পকুশলী সম্প্রদায়রূপে ইউরোপে সুপরিচিত ছিল এবং নব নব শিল্প-উদ্যোগ ও শিল্প-বৃদ্ধিতে হিউগিনোটদের অবদান ছিল যথেষ্ট। নান্টিসের ঘোষণা প্রত্যাহারের

পর হিউগিনোটরা তাহাদের শিল্প-প্রতিভা ও মূলধন লইয়া ইউরোপের বিভিন্ন প্রটেষ্টাণ্ট রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করিল; ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও ব্রাণ্ডেনবার্গ প্রভৃতি ফ্রান্সের শত্রুরাষ্ট্র এই সমস্ত অত্যাচারিত ও উদ্বাস্তু হিউগিনোটকে সাদরে আশ্রয় দিল। লুইর এই অসহিষ্ণুতায় ক্যাথলিক ধর্ম্মে উৎসাহী ইংলণ্ডের নরপতি দ্বিতীয় জেমস্ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে আশ্রয়প্রার্থী হিউগিনোটদের জন্য প্রকাশ্য সাহায্যভাণ্ডার খুলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই মহা ভুলের জন্য লুই ইউরোপে তাহার শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। সমস্ত প্রটেষ্টাণ্ট জগৎ এই অন্যায় ঘোষণার প্রতিবাদী হইল এবং লুইর পক্ষত্যাগ করিয়া সম্মিলিত বিরুদ্ধ-শিবিরের সৃষ্টি করিল। এমন কি তাহারা হাপস্‌বার্গদের সঙ্গে মিলিত হইয়া লুইর অসংযত উচ্চাশাকে দমন করিতে উদ্যত হইল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে ফ্রান্স হিউগিনোট-দের প্রতিভা এবং মূলধন হইতে বঞ্চিত হইল এবং তাহার শত্রুরাষ্ট্রসমূহ এই সব প্রতিভা ও মূলধনকে উৎসাহ দিয়া লাভবান্ হইল। এই আশ্রয়-প্রার্থী হিউগিনোটদের প্রতিভা যে ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের অন্যতম কারণ তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। ইহাদের উদ্যমের ফলেই ইংলণ্ড ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শিল্প-বিপ্লবের ফলভাগী হয়।

(খ) শিল্পে অগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতিভা ও মূলধন হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

চতুর্দ্দশ লুইর ব্যক্তিগত চরিত্রঃ—আধুনিক যুগের নরপতিগণের মধ্যে লুইকে সকল দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ বলা হয়। তাহার অসামান্য শ্রমশীলতা ছিল—দৈনিক নয় ঘণ্টা তিনি রাজকার্য্যে ব্যয় করিতেন এবং প্রখর স্মৃতিশক্তি ও নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার সাহায্যে বহুবিধ জটিল রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধানে অদ্বিতীয় ছিলেন। অধীরতা বা শ্রমক্লান্তি তাহার অভিধানে লেখা ছিল না। রাষ্ট্রনীতিতে তিনি খেয়াল-খুসীমত অগ্রসর হইতেন না; নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য স্থির করিয়া ধীর পদক্ষেপে ইউরোপের রাষ্ট্রজীবনের অন্তর্নিহিত স্থায়ী গতিধারার অনুসরণে কার্য্যক্রম স্থির করিতেন এবং তাহার

এই হিসাবে কোন ভুলচুক থাকিত না। রণকৌশল অপেক্ষা কূটনীতির দ্বারাই তিনি অর্দ্ধেক বিজয় সম্পন্ন করিয়া ফেলিতেন এবং তাহার উদ্দেশ্য পরিপূরণে ইউরোপের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরও কিছু না কিছু করণীয় থাকিত। তাহার পরিকল্পনায় সকল রাষ্ট্রেরই স্থান ছিল। সুইডেনের দ্বাদশ চার্লসের বা প্রাশিয়ার ফ্রেডারিকের মত সমর নায়কের প্রতিভা লইয়া লুই জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং কোন রণক্ষেত্রে কোন দিন সৈনাপত্যের ভারও গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সময়ে সময়ে তিনি রণাঙ্গণে অবরোধ অবস্থার মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তে গোলাবর্ষণের মধ্যে উপস্থিত হইতেন। রাষ্ট্রনীতিতে কুশলী হওয়ার জন্যই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী না হইলেও তাহার সেনাপতিত্বের জনশ্রুতিতে লোক বিশ্বাস পোষণ করিত। এবং স্বয়ং লুইও এই বিশ্বাস পোষণ করিতেন। বহু ক্ষেত্রে লুই পরোপকারী বান্ধব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। সুইজারল্যাণ্ড, পর্টুগাল, ডেনমার্ক, সুইডেন, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারী, জার্ম্মাণী ও ইটালীর বহু রাষ্ট্র তাহার প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইয়াছিল। এই সমস্ত দেশের রাজপুরুষগণ বিত্তশালী না হওয়ায় লুইর প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন এবং অর্থোপহারের দ্বারা লুই তাহার শত্রুদ্বয় অষ্ট্রীয়া ও নেদারল্যাণ্ডস্‌কে মিত্রহীন ও বিচ্যুত অবস্থায় রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ রাজোচিত ছিল। তাহার আচরণের মধ্যে আভিজাত্য, সৌজন্য, শৌর্য্য ও সংস্কৃত মনের পরিচয় সর্ব্বদা পাওয়া যাইত। এই দিক দিয়া চতুর্দ্দশ লুই সমকালীন নৃপতিবর্গের আদর্শ ছিলেন এবং সমগ্র ইউরোপ ফ্রান্সের রাজসভা, ভাষা ও আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিত। রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে লুই ছিলেন অক্লান্তকর্ম্মী। রাজার দৈবস্বত্বে লুই বিশ্বাসী ছিলেন এবং 'নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য তিনি একমাত্র ভগবানের নিকট ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন' এই নীতি অনুসরণ করিতেন। ফলে তিনি স্বৈরাচারী নরপতিতে পরিণত হইয়া-

ছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধতা বা সমালোচনা সহ্য করিতে পারিতেন না।

চতুর্দ্দশ লুইর গুণাগুণ নিরূপণ :—চতুর্দ্দশ লুই যখন ফ্রান্সের শাসন ভার গ্রহণ করেন তখন ফ্রান্সের অবস্থা সমস্ত দিক দিয়াই অনুকূল ছিল। রিচল্যু ও ম্যাজারিনের সুদক্ষ রাষ্ট্রপরিচালন ব্যবস্থায় দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ অন্তর্হিত হইয়া রাজার ক্ষমতা সুদৃঢ় হইয়াছিল। ওয়েষ্টফেলিয়া ও পীরানিজের সন্ধিদ্বারা ফ্রান্সের প্রতিপত্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুযোগ্য অর্থসচিব কোলবার্টের অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শূন্য কোষাগার পরিপূর্ণ হয়। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসে। রাজকার্য্য সম্পাদনে লুই যেমন কোলবার্ট, ল্যুভয়, লিয়োন ও ভবান প্রভৃতি সুদক্ষ রাজপুরুষের সহযোগিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তদ্রূপ কর্ণেল, রেসিন, মলিয়ার প্রভৃতি নাট্যকার ও ডেকার্টে, প্যাস্কাল; বোসেট ও ফেনেলিয়ান প্রভৃতি দার্শনিকবর্গ লুইর রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া তাহার রাজত্বকালকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। এবম্বিধ সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও চতুর্দ্দশ লুই অপরিমেয় উচ্চাশার জন্যই ফ্রান্সের কোন স্থায়ী উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের দুর্ব্বলতার সুযোগে লুই পররাষ্ট্রগ্রাসী যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং সমগ্র ইউরোপ অপ্রস্তুত থাকার জন্য প্রথম দিকে বিজয়লাভের দ্বারা কৃতকার্য্য হইলেও পরিশেষে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ফ্রান্সের সমূহ ক্ষতি আনয়ন করিলেন। এই সব আক্রমণাত্মক অভিযানের ফলে কোলবার্টের চেষ্টায় পরিপূর্ণ রাজকোষ অর্থশূন্য হইল এবং প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য বিবিধ কর প্রবর্ত্তনের ফলে জনসাধারণ উত্যক্ত ও উৎপীড়িত হইয়া পড়িল।

রাজত্বের প্রারম্ভে ফ্রান্স গৌরব সীমায় উপনীত, কিন্তু শেষভাগে লুইর উচ্চাশার ফলে দুরবস্থার চিহ্ন পরিস্ফুট

উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার জন্যই লুই ফ্রান্সের পক্ষে এইসব সর্ব্বনাশা যুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উচ্চাশার পশ্চাতে লুইর কামনা ছিল

তাহার মাতৃভূমি ফরাসীদেশকে ইউরোপের সকল রাষ্ট্রের উর্দ্ধে তুলিয়া ধরা। ব্যক্তিগত অহমিকা থাকা সত্ত্বেও চতুর্দ্দশ লুই ফ্রান্সের সর্ব্বাঙ্গীণ অগ্রগতির জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাহাকে সমকালীন সদাশয় স্বৈরাচারী নৃপতিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া চলে। তাহার সুদীর্ঘ অর্দ্ধশতাধিক বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন বা করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল ফ্রান্সের মঙ্গল সাধন ও গৌরব বর্দ্ধন। এই দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বিচার করিলে চতুর্দ্দশ লুইর চরিত্র তাহার উচ্চাশা ও আক্রমণাত্মক অভিযান সমূহ সত্ত্বেও এক গৌরবময় মহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

অটোম্যান শক্তির পুনরভ্যুত্থান

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সোলেমান দি ম্যাগনিফিসেণ্ট-এর রাজত্বকালে অটোম্যান শক্তি গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে সোলেমানের মৃত্যুর পর পুনরায় তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। অটোম্যান শক্তির অধঃপতনের কারণ প্রধানতঃ অযোগ্য উত্তরাধিকারীর সিংহাসনারোহণ ও ক্ষমতা লইয়া আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদ। তুরস্কের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দুর্ব্বল রাজশক্তি থাকাতে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের 'পাশা' বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে অস্বীকার করিয়া স্ব-স্ব শাসনাধীন অঞ্চলকে বস্তুতঃ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তদুপরি জ্যানিসারি নামধেয় তুরস্কের সৈন্যবাহিনীর যে উৎকৃষ্ট অংশ ছিল এবং যাহাদের সাহায্যে তুরস্ক বহু অভিযানে বিজয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল সেই জ্যানিসারিরা সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতার সুযোগে প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া স্বেচ্ছাচারের সহিত রাষ্ট্রের শাসনব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল। এই জ্যানিসারিরা রোমান সাম্রাজ্যের শেষভাগের প্রিটোরিয়ান গার্ডের মত তাহাদের মতানুবর্ত্তী প্রার্থীকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইতে বা খুসীমত তাহাকে সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিতে আরম্ভ করিল। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইব্রাহিম ভিনিস অধিকৃত ক্রীট দ্বীপ আক্রমণ করিয়া তুর্কী-সাম্রাজ্য প্রসারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভিনিসিয়ানদের প্রবল বাধার জন্য তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনতিবিলম্বে ইব্রাহিম আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে পদচ্যুত ও নিহত হন। ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল তুরস্ক সাম্রাজ্যের সুলতানের পদ লইয়া গোলমাল চলিতে থাকে। পরিশেষে ইব্রাহিমের স্ত্রী তাহার পুত্র চতুর্থ মহম্মদকে সুলতানপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে

সমর্থ হন এবং মহম্মদ কিউপ্রিলি নামে একজন আলবেনিয়ানকে 'গ্র্যাণ্ড ভিজির' বা প্রধান উজিরের পদে নিযুক্ত করেন (১৬৫৬ খৃঃ)। এই কিউপ্রিলির শাসনের যুগ হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে নব অধ্যায়ের সৃষ্টি হয় এবং কিউপ্রিলিদের নেতৃত্বে তুরস্ক পুনরায় আক্রমণাত্মক অভিযান আরম্ভ করে।

কিউপ্রিলিদের বিজয় অভিযান

মহম্মদ কিউপ্রিলি ও তাহার পুত্র আহম্মদ কিউপ্রিলির (১৬৬১-'৭৬) সময়ে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কিছুকালের জন্য পুনরায় অটোম্যান শক্তির প্রাধান্য পরিস্ফুট হয়। মহম্মদ কিউপ্রিলি গ্র্যাণ্ড ভিজির হওয়ার পর, সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। প্রথমে তিনি জ্যানিসারিদের উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিয়া তাহাদিগকে স্ববশে আনিলেন; 'পাশা' বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের উপর চাপ দিয়া তাহাদিগকে সুলতানের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করিলেন। শাসনবিভাগের সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা ও কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তন করিয়া মহম্মদ ভগ্নপ্রায় তুরস্ক শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। মহম্মদের কঠোর প্রচেষ্টার ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অতীত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ সঞ্চারিত হইল এবং তুর্কীরা মধ্যযুগের ন্যায় পুনরায় সর্ব্বত্র অভিযানের দ্বারা ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হইল। মহম্মদ প্রথমে ভিনিসিয়ানদিগকে দার্দ্দানেলিস প্রণালীর অধিকার হইতে চ্যুত করিলেন, এবং লেমন্‌স ও টেনেডস দ্বীপ হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া তথায় ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরিশেষে ক্রীট দ্বীপ হইতে ভিনিসিয়ান আধিপত্য লোপ করার জন্য মহম্মদ কাণ্ডিয়া অবরোধ করিলেন। অতঃপর তুর্কীরা হাঙ্গারীর অংশভুক্ত ট্রান্‌সিলভানিয়া খাস তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য হাঙ্গারী আক্রমণ করিল। ট্রান্‌সিলভানিয়া তুরস্কের করদরাজ্য ছিল এবং উহার শাসনকর্ত্তা রাজোক্‌জি সুলতানের বিনানুমতিতে পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে সুইডেনের পক্ষে

যোগদান করিয়াছিলেন। এই অপরাধে রাজোকৃজি সুলতান কর্তৃক পদচ্যুত হন এবং তৎস্থলে সুলতানের মনোনীত এক ব্যক্তি নিযুক্ত হন। পদচ্যুত রাজোকৃজি সম্রাট লিওপোল্ডের নিকট আবেদন করাতে সম্রাট খৃষ্টশক্তির পক্ষ হইয়া ইসলামের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এইরূপে অষ্ট্রীয়া ও তুরস্কের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে মহম্মদ কিউপ্রিলি মারা গেলেন (১৬৬১ খৃঃ) এবং তাঁহার পুত্র আহম্মদ কিউপ্রিলি তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন।

হাঙ্গারীর সহিত যুদ্ধ

আহম্মদ কিউপ্রিলি সুদক্ষ সমরনায়ক ছিলেন এবং অনতিবিলম্বে হাঙ্গারীর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। আহম্মদ ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে ডানিয়ূব অতিক্রম করিয়া মোরেভিয়া বিধ্বস্ত করার পর সাইলেসিয়ায় প্রবেশ করিতেই সমগ্র ইউরোপে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। ইউরোপের সমস্ত অঞ্চল হইতে স্বেচ্ছাসৈনিকগণ ইসলামের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য লিওপোল্ডের পতাকাতলে সমবেত হইল। চতুর্দ্দশ লুই পর্য্যন্ত সম্রাটের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতে ত্রুটি করিলেন না, যদিও তিনি তুরস্কের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। অষ্ট্রীয়াবাহিনী সেনাপতি মন্টিকুকুলির নেতৃত্বে আহম্মদের সৈন্যদলকে সেণ্ট গডার্ডের যুদ্ধে (১৬৬৪ খৃঃ) পরাস্ত করিল। ভাসভারের সন্ধিতে তুরস্ক ট্রান্‌সিলভেনিয়া ও নববিজিত হাঙ্গারীর কয়েকটি অঞ্চল প্রাপ্ত হইল এবং বিনিময়ে বিংশতিবর্ষের জন্য যুদ্ধ বিরতিতে স্বীকৃত হইল। অতঃপর আহম্মদ কাণ্ডিয়া অবরোধে কৃতকার্য্য হইয়া ক্রীট দ্বীপ দখল করিলেন (১৬৬৯ খৃঃ)।

ক্রীট অধিকার

ইহার পর আহম্মদ পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্প্রতি বিজিত ইউক্রেনের কসাকগণ পোল্যাণ্ডের অধীনতা অস্বীকার করিয়া তাহার শাসনের বিরুদ্ধে তুরস্কের সাহায্য প্রার্থনা করিল। আহম্মদ কসাকদের পক্ষ হইয়া পোল্যাণ্ডের রাজা মাইকেলের উপর চাপ দিতেই মাইকেল ইউক্রেন ও পোডোলিয়ার উপর স্বত্বত্যাগ করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য

হইলেন। কিন্তু মাইকেলের এই আত্মসমর্পণে পোলিশদের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত হইল এবং জন সোবিস্কির নেতৃত্বে পোলিশগণ তুরস্কের বাহিনীকে পুনরাক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। জরাওনায় তুরস্কের সঙ্গে নূতন করিয়া সন্ধি হইল। এই সন্ধি অনুযায়ী পোলাণ্ড ইউক্রেন পুনঃপ্রাপ্ত হইল এবং তুরস্ক সম্প্রতি বিজিত অঞ্চলের অধিকাংশ পাইল। জন সোবিস্কি তুরস্কবাহিনীর আক্রমণ হইতে পোল্যাণ্ড রক্ষা করার পুরস্কার স্বরূপ পোলাণ্ডের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সন্ধির অত্যল্পকাল পরে আহম্মদ মারা যান। তাহার কৃতিত্বের ফলে তুরস্ক নিউহোসেল, ক্রীট ও পোডোলিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হয় এবং অটোম্যান সাম্রাজ্যের সীমা ইউরোপের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

আহম্মদের মৃত্যুর পর কারা মুস্তাফা তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ইউ-রোপের বিরুদ্ধে তুরস্কের অভিযান চালাইয়া যান। এই সময়ে সম্রাট লিও-পোল্ড চতুর্দ্দশ লুইর আগ্রাসী যুদ্ধবিগ্রহ ও হাঙ্গারীর বিদ্রোহের জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এই সুযোগে কারা মুস্তাফা ভিয়েনা আক্রমণ করিয়া বসিলেন এবং তুরস্কবাহিনী ভিয়েনার সন্নিহিত হইতেই অপ্রস্তুত সম্রাট পলায়ন করিলেন। পুনরায় ইউরোপে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল এবং পোপ একাদশ ইনো-সেণ্টের আগ্রহাতিশয্যে ইউরোপের ক্যাথলিক নরপতিগণ ভিয়েনা রক্ষার জন্য অগ্রসর হইলেন। ভিনিস ও জার্ম্মাণীর কতিপয় নরপতি সম্রাটের সাহায্যার্থ আসিলেন। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্ব্বাধিক সাহায্য করিল পোলাণ্ডের নরপতি সোবিস্কি এবং তাহার জন্যই এই যাত্রায় ভিয়েনা নিষ্কৃতি পাইল। কারা মুস্তাফা পূর্ব্ববর্ত্তী কিউপ্রিলিদের ন্যায় সুচতুর ছিলেন না; সুতরাং তিনি সোবিস্কির বিপক্ষতার জন্য মোটেই প্রস্তুত হন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন তাহাকে তেমন কোন বিপক্ষতার সম্মুখীন হইতে হইবে না। সুতরাং ধীরে ধীরে অবরোধ সম্পূর্ণ করিয়া ভিয়েনা অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন। ইতিমধ্যে সোবিস্কির নেতৃত্বে পোলিস বাহিনীর আক্রমণে কারা মুস্তাফা বিপন্ন

হইয়া পড়িলেন এবং তুরস্কের বাহিনী পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইল। ভিয়েনা তুরস্কের কবল হইতে মুক্ত হইল।

১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনায় তুরস্ক শক্তির পরাজয়ের ফলাফল

ভিয়েনায় তুরস্ক শক্তির পরাজয় ইউরোপের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রথমতঃ, চতুর্দ্দশ লুই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে ভিয়েনার পতন হইলে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ ফ্রান্সের নেতৃত্বে সমবেত হইতে বাধ্য হইবে, এবং তিনি অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের স্থলে ইউরোপের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবেন। ফলে সার্লেমানের মতন তাহার আধিপত্য ইউরোপে অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু তুরস্কের পশ্চাদপসরণে চতুর্দ্দশ লুইর সেই আশা পূর্ণ হইল না। ইউরোপ চতুর্দ্দশ লুইর একাধিপত্য হইতে নিষ্কৃতি পাইল। দ্বিতীয়তঃ, এই পরাজয়ের ফলে কিউপ্রিলিদের সময়ে অটোম্যান সাম্রাজ্যের যে ক্ষমতা সাময়িকভাবে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল তাহার চির অবসান ঘটিল এবং অটোম্যান শক্তি ধীর ও নিশ্চিত গতিতে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইল।

ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু অটোম্যান শক্তি ঃ—ভিয়েনায় তুরস্কবাহিনীকে প্রতিহত করার পর পোপের নেতৃত্বে অষ্ট্রীয়া, ভিনিসও পোল্যাণ্ডের সমবায়ে ইউরোপ রক্ষার জন্য হোলি লীগের সৃষ্টি হইল। পোল্যাণ্ড ঘরোয়া বিবাদের জন্য সক্রিয়ভাবে কিছু করিতে পারিল না। কিন্তু অষ্ট্রীয়া ও ভিনিস তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে লাগিল। লোরেনের চার্লসের নেতৃত্বে অষ্ট্রীয়া তুরস্কের দখলীকৃত হাঙ্গারীর রাজধানী বুদা অধিকার করিল এবং মোহাক্স্-এর যুদ্ধে (১৬৮৭) তুরস্ক বাহিনীকে পরাস্ত করিল। ইতিমধ্যে ভিনিস তুরস্কের কবল হইতে মোরিয়া, করিন্থ ও এথেন্স উদ্ধার করিল এবং সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড অধিকার করিয়া অটোম্যান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টান্টি

নোপলে অভিযানের রাস্তা উন্মুক্ত করিয়া ফেলিল। কিন্তু অনতিবিলম্বে তুরস্ক নব নির্ব্বাচিত গ্রাণ্ড ভিজির আহম্মদ কিউপ্রিলির ভ্রাতা মুস্তাফা কিউপ্রিলির নেতৃত্বে তুর্কী সাম্রাজ্যের অবস্থার একটু উন্নতি করিল। মুস্তাফা অমিতবিক্রমে সার্বিয়া হইতে অষ্ট্রীয়ানদিগকে বিতাড়িত করিয়া বেলগ্রেড পুনরধিকার করিলেন এবং হাঙ্গারী আক্রমণে উদ্যত হইলেন। সম্রাট লিওপোল্ড চতুর্দ্দশ লুইর বিরুদ্ধে লীগ অফ্ অগসবার্গের যুদ্ধে বিব্রত থাকায় পূর্ব্বাঞ্চলে তুরস্কের বিশেষ সুবিধা হইতেছিল। কিন্তু অচিরে মুস্তাফা কিউপ্রিলি সংজালানকেমেন-এর যুদ্ধে নিহত হইলে অটোম্যান শক্তি দুর্ব্বল নেতৃত্ববিহীন হইয়া পড়িল। সুলতান দ্বিতীয় মুস্তাফার সময়ে তুরস্ক পুনরায় যুদ্ধোদ্যম করিয়া হাঙ্গারীতে কয়েকটি যুদ্ধে বিজয়লাভ করিলেও হৃতশক্তি আর কখনও পুনরুদ্ধার করিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে পিটার দি গ্রেটের রাজত্বকালে রাশিয়া অটোম্যান শক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায় এবং পিটার তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কৃষ্ণসাগরের উপকূলে আজভ অধিকার করেন। অবশেষে প্রিন্স ইউজেন জেণ্টার যুদ্ধে (১৬৯৭) তুরস্কের বাহিনীকে ভীষণভাবে পরাজিত করায় তুরস্কের নব-জাগরণের অধ্যায় পরিসমাপ্ত হয়। কার্লোউইজ-এর সন্ধিতে (১৬৯৯) তুরস্কের নবোদ্যমের উপর পূর্ণ যবনিকাপাত হইল। এই সন্ধির ফলে অষ্ট্রীয়াকে হাঙ্গারী ও ট্রান্সিলভানিয়া (তামেসভার ব্যতীত) পুনঃ প্রত্যর্পিত হইল ; ভিনিস মারিয়া ও ডালমেসিয়া অঞ্চলের বিজিত ভূভাগ প্রাপ্ত হইল, রাশিয়ার অধিকারে আজভ রহিল এবং পোল্যাণ্ড পোডোলিয়া ফিরিয়া পাইল। অতঃপর তুরস্কের আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হওয়ায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয় রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড উত্তরাঞ্চলে সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সুইডেনকে একাধিপত্য হইতে বঞ্চিত করার সুযোগ পাইল।

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুইডেনের ইতিহাস, ১৬৩২-১৭১৪

ক্রিষ্টিনা—১৬৩২-'৫৪।

দশম চার্লস—১৬৫৪-'৬০।

একাদশ চার্লস—১৬৬০-'৯৭।

দ্বাদশ চার্লস—১৬৯৭-১৭১৪।

ভূমিকা ঃ—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুইডেন বাল্‌টিক অঞ্চলের রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছিল। ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল যেমন হ্যাপসবার্গ বংশের আধিপত্যাধীন ছিল, তদ্রূপ ভাসা (Vasa) বংশও স্বীয় কৃতিত্ববলে উত্তরাঞ্চলে সুদীর্ঘকাল প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়াছিল। পোল্যাণ্ড ও সুইডেনের নরপতিগণ ভাসা বংশ হইতেই উদ্ভূত, কিন্তু কালক্রমে উভয় রাষ্ট্র বাল্‌টিক অঞ্চলে স্ব-স্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া দীর্ঘ দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয় এবং এই দ্বন্দ্বে সুইডেন তাহার সমরকুশল নরপতি পরম্পরার জন্যই শুধু পোলাণ্ডকে নহে, এই অঞ্চলের ক্ষমতাস্পর্দ্ধী ডেনমার্ক-কেও সম্পূর্ণরূপে হৃতবল করিয়া কিয়ৎকালের জন্য ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হয়। এই সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যুগে সুইডেনকে অনবরত পোলাণ্ড, ডেনমার্ক, ব্রাণ্ডেনবার্গ, রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে এবং পরিশেষে ত্রিংশবর্ষীয় যুদ্ধে যোগদান করিয়া সুইডেন সামরিক সাফল্য অর্জ্জন করে ও ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে যথেষ্ট অঞ্চল প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সের মত, উত্তর ইউরোপে সুইডেনও সাময়িক ভাবে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র সমূহের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে। পরিশেষে রাশিয়ার অভ্যুদয়ে সুইডেনের ক্ষমতারশ্মি নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে ও বাল্‌টিক অঞ্চলের একাধিপত্য সুইডেনের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া

রাশিয়ার আয়ত্তাধীন হয়। বুরবোঁ ও রোমানফ্ বংশ যথাক্রমে হ্যাপ্সবার্গ ভাসা বংশের স্থলাভিষিক্ত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুইডেন ডেনমার্কের অধীনে ছিল এবং ধর্ম্মব্যবস্থায় তাহাকে পোপের কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে হইত। গাষ্টেভাস ভাসা (১৫২৩-৬০) সুইডেনকে উভয়বিধ পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া রাষ্ট্রকে দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ত্রিংশবর্ষীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে ভাসা বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি গাষ্টেভাস্ এডলফাস বহু রণক্ষেত্রে সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়া সুইডেনকে উন্নীত করেন। ত্রিংশবর্ষীয় যুদ্ধে যোগদানের পূর্ব্বে গাষ্টেভাস ক্রমান্বয়ে দশবৎসর কাল প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র ডেনমার্ক, পোলাণ্ড ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করেন এবং রাশিয়াকে পরাভূত করিয়া ইন্‌গ্রিয়া ও কেরোলিয়া রাশিয়ার নিকট হইতে এবং লিভোনিয়া পোলাণ্ডের অধিকার হইতে সুইডেনের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। গাষ্টেভাস ত্রিংশবর্ষীয় যুদ্ধে প্রটেষ্টাণ্টদের পক্ষে যোগদান করিয়া সাম্রাজ্য-বাহিনীকে ব্রেইটেনফেল্ড ও লুটজেনের যুদ্ধে ভীষণরূপে পরাজিত করেন, কিন্তু স্বয়ং লুটজেনের রণক্ষেত্রে নিহত হওয়ায় (১৬৩২) সুইডেন এই যুদ্ধ হইতে স্বতঃনিবৃত্ত হয়। যুদ্ধান্তে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে সুইডেন জার্ম্মাণীস্থ পশ্চিম পমারেনিয়া এবং বিশপ-এলাকা ব্রিমেন ও ভার্দ্দুন প্রাপ্ত হয়। ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে এই প্রাপ্তিযোগ সুইডেনের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করিল এবং জার্ম্মাণীতে পদসঞ্চরণের সুযোগ পাইয়া সুইডেন ইউরোপের নানাবিধ রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুবিধা পাইল।

ক্রিষ্টিনা ১৬৩২-'৫৪

গাষ্টেভাসের মৃত্যুর পর তাহার কন্যা ক্রিষ্টিনা সুইডেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দশ বৎসর বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে রাজত্ব করেন। ক্রিষ্টিনা অতিশয় গুণবতী রমণী ছিলেন এবং সাহিত্য ও শিল্পকলায় বিশেষ

অনুরাগ প্রদর্শন এবং এই সকল বিষয়ের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে ক্রিষ্টিনা কোনদিনই বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন না করায় তাহার রাজত্বকালে সুইডেনের অগ্রগতি সাময়িকভাবে স্থগিত ছিল। ক্রিষ্টিনা চিরকুমারী ছিলেন এবং রাজত্বের শেষভাগে ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করার জন্য তাহার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সুইডেন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী রাষ্ট্র হওয়ায় স্বদেশের কল্যাণের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন পরিত্যাগ করেন এবং তাহার সম্পর্কিত ভ্রাতা চার্লাস গাষ্টেভাস (দশম চার্লস) সুইডেনের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

দশম চার্লস, ১৬৫৪-'৬০

ক্রিষ্টিনার পরবর্ত্তী নরপতি দশম চার্লস ভাসা বংশের উপযুক্ত-প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি যেমন সমরকুশলী ছিলেন তেমন শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। সুইডেনকে ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের একচ্ছত্র রাষ্ট্র করার জন্য তাহার আগ্রহের অন্ত ছিল না। প্রথমতঃ, তিনি ক্রিষ্টিনার আমলে অনুসৃত অপব্যয় বন্ধ করিয়া দিয়া আয়ব্যয়ের সমতা স্থির করার চেষ্টা করেন। তাহার চাপে অভিজাত সম্প্রদায় দীর্ঘকাল যাবৎ যে রাজকীয় সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছিল তাহা আংশিকভাবে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর তিনি ক্রিষ্টিনার সময়ে আরব্ধ ব্রিমেন সহরের যুদ্ধ সাফল্যের সহিত সমাপ্ত করেন।

দশম চার্লসের শত্রুর অভাব ছিল না। নবাভ্যুদিত সুইডেনকে বাধা দিবার জন্য রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও ব্রাণ্ডেনবার্গ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল সুইডেনকে বাল্‌টিক সাগরের উপকূল হইতে বিতাড়িত করা, আর ব্রাণ্ডেনবার্গ চাহিতেছিল সুইডেন যাহাতে পূর্ব্ব পমারেনিয়া হইতে উৎসাদিত হয়। পোল্যাণ্ডের নরপতি ছিলেন ভাসাবংশীয় বলিয়াই সুইডেনের রাজ-সিংহাসনের প্রতি দীর্ঘ দিবস ধরিয়া তাহার দাবি ছিল। সুতরাং সুইডেনের সঙ্গে পোল্যাণ্ডেরও মনোমালিন্যের যথেষ্ট কারণ উপস্থিত হইল। ফলে মাত্র ছয় বৎসরের রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়ই দশম চার্লসকে পোল্যাণ্ড,

রাশিয়া, ব্রাণ্ডেনবার্গ, ডেনমার্ক ও অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। চার্লস প্রথমে পোল্যাণ্ডের নরপতি জন কাসিমীরকে দুইটি যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আপনাকে সুইডেনের বৈধ নরপতি বলিয়া স্বীকার করাইতে বাধ্য করেন। অতঃপর ব্রাণ্ডেনবার্গ যাহাতে পোল্যাণ্ডের স্থলে সুইডেনকে পূর্ব্ব প্রাসিয়ার অধিপতি বলিয়া স্বীকার করে তজ্জন্য চার্লস ব্রাণ্ডেনবার্গের প্রধান নির্ব্বাচককে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করান। ইতিমধ্যে সুইডেনের আধিপত্য বিস্তৃতির আশঙ্কায় উপরোক্ত পাঁচটি দেশ তাহার বিপক্ষে এক রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করে। চার্লস ইহাতে ভীত না হইয়া অনতিবিলম্বে এই রাষ্ট্রজোটের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার উদ্যোগ করেন। প্রথমেই তিনি ডেনমার্ক আক্রমণ করেন। রাজধানী কোপেনহেগেন অবরুদ্ধ হইতেই ডেনমার্কের রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক চার্লসের ইচ্ছানুযায়ী রোসেকিলডের সন্ধিসর্ত্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধিতে সুইডেন পূর্ব্বপ্রনষ্ট স্কাণ্ডিনেভিয়ান উপদ্বীপের সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল ডেনমার্কের নিকট হইতে পুনরধিকার করিতে সমর্থ হয়; অধিকন্তু ডেনমার্ক সাউণ্ড নদীতে অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের রণতরীর প্রবেশাধিকার বন্ধ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। ইতিমধ্যে হল্যাণ্ডের প্ররোচনায় ডেন-নৃপতি ফ্রেডারিক রোসেকিল্ডের সন্ধিসর্ত্ত অমান্য করিলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং রণতরীর সাহায্যে ফ্রেডারিক দশম চার্লসের কোপেনহেগেন অবরোধ প্রতিহত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। চার্লস এই ব্যর্থতায় হতোদ্যম হইয়া ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড স্ব-স্ব বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি নষ্ট হইবার আশঙ্কায় ফ্রান্সকে দলভুক্ত করিয়া উত্তরাঞ্চলের সমরানল নির্ব্বাপিত করার উদ্দেশ্যে যুক্তভাবে সন্ধির জন্য মধ্যস্থতা করে। ইহাদের মধ্যস্থতার ফলে তিনটি বিভিন্ন সন্ধির দ্বারা উত্তরাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অলিভিয়ার সন্ধি ১৬৬০

(১) সুইডেন, পোলাণ্ড ও ব্রাণ্ডেনবার্গের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই সন্ধিতে লিভোনিয়ায় সুইডেনের এবং পশ্চিম প্রাসিয়ায় পোল্যাণ্ডের অধিকার স্বীকৃত

হয়। বিনিময়ে পোল্যাণ্ডের রাজা সুইডেনের সিংহাসনের উপর দাবি পরিত্যাগ করেন। ব্রাণ্ডেনবার্গকে পূর্ব্ব-প্রাসিয়ার পূর্ণ আধিপত্য প্রদান করা হয়।

(২) ডেনমার্ক ও সুইডেনের মধ্যে অনুষ্ঠিত কোপেনহেগেনের সন্ধিতে ডেনমার্ক মূল সুইডেন রাষ্ট্রে অধিকৃত সমস্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয়। সুইডেন এইরূপে ডেনদের কবলমুক্ত হয়।

(৩) সুইডেন ও রাশিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত কার্ডিসের সন্ধিতে (১৬৬১) রাশিয়া পূর্ব্ব বাল্‌টিকে সুইডেনের যে সমস্ত অঞ্চল অধিকার করিয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করে এবং রাশিয়ায় সুইডেনকর্ত্তৃক পূর্ব্বে বিজিত সমস্ত স্থানে সুইডেনের অধিকার অনুমোদন করে।

অলিভিয়ার সন্ধির গুরুত্ব

(ক) অলিভিয়ার সন্ধিকে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি যেমন ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমের রাষ্ট্রদ্বয়ের সন্তোষজনক সমাধান করিয়াছিল, তদ্রূপ অলিভিয়ার সন্ধি বাল্‌টিক অঞ্চলের আধিপত্য সম্বন্ধে এক নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। এই সন্ধির ফলে সুইডেনের রাষ্ট্রভূমি হইতে ডেনরা বিতাড়িত হইল, পোল্যাণ্ডের ভাসা বংশ সুইডিস সিংহাসনের উপর দাবি চিরতরে পরিত্যাগ করিল, এবং লিভোনিয়ায় সুইডিস অধিকার সাব্যস্ত হওয়ায় পূর্ব্ব-বাল্‌টিক উপকূলে সুইডেনের ক্ষমতা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। অপরন্তু, জার্ম্মাণীর ওয়েসার, এলব্‌ ও ওডার নদীমুখের উপর আধিপত্য থাকার ফলে সুইডেন উত্তর জার্ম্মাণীতেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল। এক কথায়, বাল্‌টিক সাগর সুইডিস হ্রদে পরিণত হইল। এই সন্ধি সুইডেনের অধিকার-ভুক্ত সর্ব্বোচ্চ রাজ্যসীমা সূচিত করিল।

(খ) এই সন্ধিতেই বাল্‌টিক অঞ্চলে সুইডেনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ব্রাণ্ডেনবার্গের অভ্যুদয় সূচিত হইল এবং পূর্ব্ব প্রাসিয়ায় পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ব্রাণ্ডেনবার্গ তাহার ভবিষ্যৎ রাজ্য বিস্তৃতির জীবন আরম্ভ করিল।

(গ) অলিভিয়ার সন্ধির ফলে উত্তর ইউরোপের আধিপত্য হইতে ডেনমার্ক বঞ্চিত হইল এবং তৎস্থলে সুইডেন প্রতিষ্ঠিত হইল। সাউণ্ড নদীতে একাধিপত্য থাকার জন্যই ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ডেনমার্কের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এই সন্ধিতে ডেনমার্ক সাউণ্ড নদী সকল রাষ্ট্রের অর্ণবযানের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে স্বীকৃত হইল। সুতরাং তাহার প্রতিপত্তি একেবারে অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িল।

(ঘ) সাময়িকভাবে রাশিয়া বাল্‌টিক সাগরের উপকূল হইতে অপসৃত হইতে বাধ্য হইল।

একাদশ চার্লস ১৬৬০-'৯৭

দশম চার্লসের মৃত্যুর (১৬৬০) পর তাহার পুত্র একাদশ চার্লস সুইডেনের অধিপতি বলিয়া ঘোষিত হইলেন; কিন্তু তাহার মাত্র চারি বৎসর বয়স থাকাতে সামন্তবর্গ রাজ্যের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। এই সমস্ত সামন্তের সুশাসনের প্রতি মোটেই লক্ষ্য ছিল না এবং লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা অর্থের বিনিময়ে অন্য রাষ্ট্রের নিকট সুইডেনের সপক্ষতা বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হইল না। প্রথমে ইংলণ্ডের কাঞ্চনের লোভে সুইডেন চতুর্দ্দশ লুইর বিরুদ্ধে ত্রি-রাষ্ট্রজোটে যোগদান করিল। অত্যল্পকাল মধ্যে চতুর্দ্দশ লুই অর্থদ্বারা সুইডেনকে প্রলুব্ধ করিয়া ডাচদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সঙ্গে যোগদান করিতে স্বীকৃত করাইল। ইতিমধ্যে সুইডেনের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রদ্বয় ডেনমার্ক ও ব্রাণ্ডেনবার্গ ফ্রান্সের বিপক্ষভুক্ত হওয়ায় একাদশ চার্লস চতুর্দ্দশ লুইর প্ররোচনায় ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ডাচদের সঙ্গে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করিলেও একাদশ চার্লস ব্রাণ্ডেন-বার্গের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং 'প্রধান নির্ব্বাচক-এর' সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। পূর্ব্ব পমারেনিয়া সুইডেনের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। নিমেজেন-এর (১৬৭৮) সন্ধিতে অবশ্য সুইডেন চতুর্দ্দশ লুইর সাহায্যে ব্রাণ্ডেনবার্গের নিকট হইতে

পূর্ব্ব-পমারেনিয়া পুনঃ প্রাপ্ত হইল কিন্তু সুইডেনের সামরিক খ্যাতি যে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা প্রমাণিত হইল।

ব্রাণ্ডেনবার্গের সহিত পরাজয়ের পর সামন্ত শাসনের অযোগ্যতার বিরুদ্ধে জনসাধারণ আন্দোলন করাতে রিজেন্সী শাসন সমাপ্ত হইল এবং একাদশ চার্লস স্বয়ং রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। সামন্তচক্রের অত্যধিক ক্ষমতা নষ্ট করার জন্য তাহার নাবালক অবস্থায় অবৈধভাবে সামন্তেরা যে রাজকীয় ভূমি অধিকার করিয়াছিল তিনি সেই সমস্ত তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন, এবং তাহাদের অন্যান্য অধিকার বিলুপ্ত করিয়া রাষ্ট্রে রাজার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। অতঃপর চার্লস মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (১৬৯৭) সুইডেনের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধির কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ চার্লস, ১৬৯৭-১৭১৮

দ্বাদশ চার্লস যখন পিতা একাদশ চার্লসের মৃত্যুর পর সুইডেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাহার বয়স পনেরো বৎসর মাত্র। মাত্র সাতমাস 'রিজেন্সী' বা অভিভাবকাধীন থাকার পর চার্লস স্বয়ং রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করেন। অল্পবয়স্ক হইলেও চার্লস বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কি রাজ্যশাসনে, কি সমরকৌশলে, কি বিদ্যানুরাগে তিনি তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দ্বারা তাহার সংস্পর্শে আগত সকল ব্যক্তির বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। সামরিক ব্যাপারে তাহার প্রতিভা সহজাত ছিল বলিয়া মনে হয়, কেননা তিনি অল্প বয়স হইতেই বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যে রণকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়া বিজয়গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা সাধারণতঃ ভূয়োদর্শিতা ব্যতীত সম্ভব ছিল না। চার্লসের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মিথ্যাচার বা দ্বৈধীভাবকে প্রশ্রয় না দেওয়া। অথচ কূটনীতির এই দুইটি অপরিহার্য্য অঙ্গ পরিহার করার জন্য চার্লস বহু সমরে বিজয়ী হইয়াও তাহার ফলভোগ করিতে পারেন নাই।

সিংহাসনারোহণের পর মাত্র তিন বৎসর চার্লস আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর আজীবন তাহাকে বিভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কাটাইতে হয়। সুইডেনের সিংহাসনে অপরিণতবয়স্ক রাজাকে উপবিষ্ট হইতে দেখিয়া তাহার শত্রুমণ্ডলী দলবদ্ধ বাল্‌টিকাধিকৃত অঞ্চল হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য উদ্যোগী হয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ডেনমার্ক, জার্ম্মাণী, পোলাণ্ড এবং রাশিয়ার অঞ্চলবিশেষ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া সুইডেন তাহার আয়তন বৰ্দ্ধিত করিয়াছিল। বর্ত্তমানে বালকের শাসনাধীন সুইডেনকে আক্রমণ করিয়া নষ্ট অঞ্চল সমূহ পুনরাধিকার করার সুবর্ণ সুযোগ এই সব রাষ্ট্রের উপস্থিত হইল। তাহার শত্রুর মধ্যে রাশিয়া ছিল সর্ব্বপ্রধান। কেননা রাশিয়ার জার পিটার বাল্‌টিক অঞ্চল দিয়া সমুদ্রে নিষ্ক্রমণের পথ পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহার সমুদ্র নিষ্ক্রমণ পথের একমাত্র কণ্টক ছিল সুইডেন। কারণ বাল্‌টিক উপকূলের সমস্ত অঞ্চল সুইডেনের অধিকারভুক্ত ছিল। কাজেই চার্লসের সঙ্গে পিটারের সংঘর্ষ হইয়াছিল সর্ব্বাধিক এবং দীর্ঘস্থায়ী।

সুইডেনের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ

রাশিয়া প্রধানতম শত্রু

পাটকুল নামে সুইডেনের শাসনাধীন লিভোনিয়ার এক দেশপ্রেমিক সুইস শাসনে অসন্তুষ্ট হইয়া সুইডেনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রজোটের জন্য চেষ্টা করেন এবং স্ব-স্ব-স্বার্থ প্রণোদিত রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক সুইডেনের বিরুদ্ধে সমবেত হন। চার্লস এই রাষ্ট্রজোটের সংবাদ অবগত হইয়া ত্রিশক্তি সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বেই দ্রুতগতিতে ডেনমার্ক আক্রমণ করিয়া ডেনরাজের বশ্যতা আদায় করিলেন। অতঃপর তড়িৎগতিতে তিনি রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বাল্‌টিক উপকূলে ইনগ্রিয়ায় উপস্থিত হন এবং নার্ভায় পিটারের সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ ২০শে নভেম্বর চার্লস মাত্র

নার্ভার যুদ্ধে পিটার পরাজিত ১৭০০ খৃষ্টাব্দ

৮,০০০ সৈন্য লইয়া রুশ সৈন্যের সম্মুখীন হন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে পিটারের সৈন্যদলকে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত করেন। এত সহজে জয়লাভ করার ফলে চার্লস রাশিয়ার প্রকৃত ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। রণক্ষেত্রের বিজয়কে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী করার জন্য চার্লসের উচিত ছিল নার্ভার পর রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তথায় কিছুকাল অবস্থান করা এবং পিটার-বিরোধী জনমতের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে পিটার যাহাতে শত্রুতা সাধন না করিতে পারে তাহার সম্যক্ ব্যবস্থা করা। কিন্তু রাশিয়ার 'ব্যবস্থা' যে কোন সময়েই করা যাইবে এই ভুল ধারণার বশে চার্লস আপাততঃ রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা স্থগিত রাখিলেন এবং অনতিবিলম্বে পোল্যাণ্ডকে কে শাস্তি প্রদান করার জন্য অগ্রসর হইলেন। পোলাণ্ডের রাজা স্যাক্সনির অগাষ্টাস চার্লসের সৈন্যদলের সম্মুখে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া রাজধানী ও সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া স্যাক্সনিতে পলায়ন করিলেন। পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস্ চার্লস-কর্তৃক অধিকৃত হইল। এইরূপে চার্লস অল্প সময়ের মধ্যে তাহার বিপক্ষ দলের প্রত্যেককে পরাজিত করিয়া ইউরোপের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন।

পোলাণ্ড পরাস্ত

কিন্তু পোল্যাণ্ডকে পরাজিত করিয়াও চার্লস ক্ষান্ত হইলেন না। পোল্যাণ্ডের অধিপতি স্যাক্সনির অগাষ্টাস লিভোনীয় দেশপ্রেমিক পাটকুলকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া তাহার প্রতি চার্লসের ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল। পোল্যাণ্ডের সিংহাসন হইতে অগাষ্টাসকে অপসৃত করিয়া তৎস্থলে চার্লসের মনোনীত ষ্টানিশ্লাউস-কে উপবিষ্ট করানো তাহার অভিপ্রায় ছিল। পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অগাষ্টাস স্যাক্সনিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে চার্লস স্যাক্সনি আক্রমণ করিলেন। নার্ভায় পরাজিত পিটার ইতিমধ্যে অগাষ্টাসের রক্ষার নিমিত্ত একদল সৈন্য চার্লসের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডে প্রেরণ করিলেন এবং পিটারের সৈন্যদল এইবারও চার্লসের হস্তে ফ্রাউসডাটের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় অগাষ্টাসের আত্মরক্ষার কোন উপায় রহিল না। চার্লসকর্তৃক

আক্রান্ত স্যাক্সনি আত্মসমর্পণ করিল এবং পোল্যাণ্ডের সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া তৎস্থলে ষ্টানিশ্লাউস-এর নির্ব্বাচন-এর স্বীকৃতিতে অগাষ্টাস চার্লসের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন। অধিকন্তু অগাষ্টাস সুইডেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সহিত মিত্রতাবদ্ধ না হইতে স্বীকৃত হইলেন এবং পাটকুলকে চার্লসের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

চার্লসের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে চার্লস ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইলেন। পোল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক তাহার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া সন্ধিসর্ত্তে বাধ্য হইল। রাশিয়া, নার্ভা ও ফ্রাউসডাটের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চার্লসের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসায় আসিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইল। এই সময়ে স্পেনিস্ উত্তরাধিকারের যুদ্ধ চলিতেছিল এবং চতুর্দ্দশ লুই চার্লসের সঙ্গে ফ্রাঙ্কো-সুইডিস মৈত্রীবন্ধনের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। এই মৈত্রীবন্ধনের সম্ভাবনায় চতুর্দ্দশ লুইর বিপক্ষ রাষ্ট্র ইংলণ্ড ও অষ্ট্রীয়ার সম্রাট লিওপোল্ড নিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইলেন। এক কথায়, চার্লসের অত্যাশ্চর্য্য সাফল্য তদানীন্তন ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিল।

কিন্তু চার্লস কোনও রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীবন্ধনে সম্মত না হইয়া অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিলেন। অধিকন্তু সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত রাশিয়ার সহিত কোনও প্রকার আপোষে সম্মত হইতে প্রস্তুত হইলেন না। পিটার সেণ্ট পিটারস্‌বার্গ ব্যতীত বালটিক উপকুলে সুইডেন-অধিকৃত সমস্ত অঞ্চল পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন। কিন্তু চার্লসের মনোগত অভিপ্রায় ছিল মস্কো অভিযান করিয়া রাশিয়ার বুকে বসিয়া চূড়ান্ত মীমাংসা করা। ইউক্রেন অঞ্চলের কসাক নেতা মাজেপা চার্লসকে এই অভিযানে উৎসাহিত করিলেন এবং জারের বিপক্ষে মাজেপা সুইডিস বাহিনীকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপে প্রলুব্ধ হইয়া চার্লস রাশিয়ার অভ্যন্তরে অভিযান করিতে যাইয়া বিষম

ভুল করিয়া বসিলেন। অনন্যোপায় পিটার আত্মরক্ষার্থ চার্লসের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করিয়া অতর্কিত আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণের নীতি অবলম্বন করিলেন। রাশিয়ার অভ্যন্তরে অগ্রগতির মুখে সমস্ত যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও চার্লস সুবিধা করিতে পারিলেন না। পরবর্তী সময়ের নেপোলিয়নের মত রসদাদির অভাবে চার্লস বিষম অসুবিধার সম্মুখীন হইলেন। অধিকন্তু পিটারের সৈন্যদলের অতর্কিত আক্রমণে চার্লসের সৈন্যদল ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং ক্রমশঃ সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে চার্লস পিটারের সৈন্যদলকে হোলেউই-জিনের যুদ্ধে (Battle of Holewezyn, 1708) ভীষণভাবে পরাজিত করিলেও চূড়ান্ত সাফল্য তখনও বহুদূরে রহিল। ইতিমধ্যে শীত ও তুষারের প্রকোপে সুইডিস সৈন্যদল ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িল। চার্লস ইত্যবস্থায় উত্তর দিকে অগ্রসর না হইয়া মাজেপার সাহায্য লাভের জন্য দক্ষিণে ইউক্রেনের দিকে চলিলেন। বহুবিঘ্ন অতিক্রম করার পর ইউক্রেনে উপনীত হইয়াও চার্লস কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না। কেননা ইতিপূর্ব্বেই পিটারের সৈন্যদল মাজেপার অধিকারভুক্ত সমস্ত অঞ্চল দখল ও সমস্ত খাদ্যশস্য ও বাসগৃহ ধ্বংস করিয়া দিয়া পশ্চাদপসৃত হইয়া গিয়াছিল। পলায়িত মাজেপা মাত্র সামান্যসংখ্যক সৈন্যসহ চার্লসের সঙ্গে যোগ দিতে সক্ষম হইলেন।

চার্লসের রাশিয়া অভিযান অন্যতম রাজনৈতিক ভ্রান্তি

নার্ভার যুদ্ধে পরাজয়ের পর পিটার রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। চার্লস যখন পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত তখন পিটার এক ফরাসী যন্ত্রবিদের সাহায্যে আধুনিক ধরনের এক প্রকার উন্নতশ্রেণীর বন্দুক দ্বারা সৈন্যদলকে সজ্জিত করিয়া শক্তিশালী করিয়াছিলেন। চার্লসের এই দুরবস্থার সুযোগে পিটার পুনরায় চার্লসের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রস্তুত হইলেন এবং ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে পালটাভার রণক্ষেত্রে চার্লসকে আক্রমণ

পালটাভার যুদ্ধ ১৭০৯ পিটারের জয়

করিলেন। আহত থাকায় চার্ল্‌স এই যুদ্ধ স্বয়ং পরিচালনা করিতে পারেন নাই। পিটারের উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র তাহার বিজয়লাভে সাহায্য করিল। চার্লসের সৈন্যদল শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হইল। পিটার নার্ভার পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। চার্ল্‌স তুরস্কে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পিটার বাল্‌টিক অঞ্চলে সুইডেনের স্থলে রাশিয়ার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন।

চার্ল্‌স তুরস্কে অবস্থান করিয়া সুলতানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে পিটার যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া তুরস্কের নিকট হইতে আজভ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। চার্লসের প্ররোচনায় সুলতান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। পিটার যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা না দেখিয়া সুলতানের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। সন্ধির ফলে আজভ তুরস্ককে প্রত্যর্পিত হইল এবং চার্ল্‌স যাহাতে নিরাপদে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন তাহার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইল।

চার্ল্‌স স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও দুর্ভাগ্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। তাহার অনুপস্থিতির সুযোগে ডেনমার্ক, রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড সুইডেনকে তাহার সাম্রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। চার্লসের মনোনীত ষ্টানিশ্লাউস্ পোল্যাণ্ডের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত এবং তৎস্থলে দ্বিতীয় অগাষ্টাস পুনরায় উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। পিটার রিগা অধিকার করিয়া ফিনল্যাণ্ড হইতে সুইডেনকে বিতাড়িত করিলেন (১৭১৪); জার্ম্মাণীতে অবস্থিত সুইডেনের অধিকারভুক্ত ব্রিমেন ও ভার্ডেন সুইডেনের অধিকারচ্যুত হইল। অধিকন্তু হ্যানোভারের নির্ব্বাচক প্রথম জর্জ্জ ইংলণ্ডের নরপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার পর হ্যানোভারও সুইডেনের বিপক্ষদল পুষ্ট করিল। চার্ল্‌স চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না, বরঞ্চ সাতবৎসর যাবৎ একাকী অমিত পরাক্রমে শত্রুদলের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া সুইডেনকে নিরাপদে রাখিলেন। কিন্তু সুইডেনের আর দীর্ঘকাল একক আত্মরক্ষা করার মত শক্তি অবশিষ্ট ছিল

সুইডেন শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত

না। ১৭১৮ খৃঃ নরওয়েতে এক অবরোধ-যুদ্ধে চার্লস নিহত হইলে সুইডেন বিপক্ষদলের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। নিস্টাডের সন্ধি (১৭২১) দ্বারা উত্তরাঞ্চলের ক্ষমতাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিল। এই সন্ধির ফলে হ্যানোভার ব্রিমেন ও ভার্ডেন প্রাপ্ত হইল, প্রাশিয়াকে সুইডিস-পমারেনিয়া অর্পণ করা হইল, ডেনমার্ক চেলেসউইগের অধিকার প্রাপ্ত হইল, স্যাক্সনির অগাষ্টাস পোল্যাণ্ডের অধিপতি বলিয়া স্বীকৃত হইল, এবং রাশিয়া বাল্টিক উপকূলে ফিনল্যাণ্ড ব্যতীত কেরোলিয়া, ইনগ্রিয়া, এস্থোনিয়া এবং লিভোনিয়া প্রভৃতি সমস্ত সুইডিস অধিকৃত অঞ্চল প্রাপ্ত হইলেন! এই সন্ধির বলে উত্তরাঞ্চলে সুইডেনের একাধিপত্য চিরতরে লুপ্ত হইল এবং রাশিয়া তাহার স্থলাভিষিক্ত হইল। সুইডেন অতঃপর প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র হইতে তৃতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইল।

দ্বাদশ চার্লসের চরিত্র নিরূপণঃ—দ্বাদশ চার্লস সুইডেনের সিংহাসনে অধিরূঢ় শেষ বিখ্যাত সমরনায়ক নরপতি। তিনি সহজাত সমরপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং ক্ষিপ্রতা ও সৈন্যপরিচালনার কুশলতার বলেই তিনি বিভিন্ন রণাঙ্গণে বিপক্ষকে সহজে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমূহ বিপদের সম্মুখীন হইয়াও তিনি অদ্ভুত স্থৈর্য্য ও মনোবলের পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু সেনাপতিরূপে এত গুণের অধিকারী হইয়াও তিনি যুদ্ধ বিজয়ের দ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার একমাত্র কারণ ছিল—তাহার চরিত্রে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব ও অকারণ হঠকারিতার প্রাবল্য। রণাঙ্গণে জয়লাভের পর যে কূটনীতির দ্বারা সেই জয়লাভকে সার্থক ও কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হয় তাহা চার্লসের অভিধানে লিখিত ছিল না। এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অভাবে চার্লসের সমস্ত যুদ্ধজয় সুইডেনের পক্ষে নিষ্ফল হইয়াছে। নার্ভার যুদ্ধে পিটারকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করার পর চার্লসের কর্ত্তব্য ছিল বাল্টিক উপকূলের ভূখণ্ডসমূহের প্রতিরক্ষার জন্য কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত করা, যাহাতে

রাশিয়া ভবিষ্যতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করিতে না পারে। চার্লস রাশিয়াকে প্রথম আক্রমণেই সহজে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া রাশিয়ার মৌলিক ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং তাহার প্রতিকারের দিকে দৃষ্টি রাখেন নাই। রাশিয়ার প্রকৃত শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া চার্লস পোল্যাণ্ড অভিযানে অগ্রসর হইলেন এবং দীর্ঘকাল পোল্যাণ্ডে ব্যাপৃত থাকার সুযোগে পিটার শক্তি সঞ্চয়ের অবকাশ পাইয়া পরিণামে দুর্দ্ধর্ষ হইলেন। পোল্যাণ্ড সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করার পর চার্লস যখন পুনরায় রাশিয়ার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হইলেন তখন যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; পালটাভার যুদ্ধে পিটারের হস্তে পরাজিত হইয়া চার্লস অবিমৃষ্যকারিতার ফল ভোগ করিতে বাধ্য হইলেন। চার্লসের দ্বিতীয় ত্রুটি—চতুর্দ্দশ লুইর সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনের সাদর আহ্বান উপেক্ষা করা। ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতায় সুইডেন যথেষ্ট শক্তিশালী হইত এবং তদবস্থায় পিটার সুইডেনকে বাল্টিক উপকূল হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু চার্লসের ফরাসী বিতৃষ্ণা সুইডেনকে এই সম্ভাব্য মিলন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিল। চার্লসের এই অরাজ-নৈতিক ও ঝুঁকিগ্রাহী পাদক্ষেপের জন্যই সুইডেনের পতন ত্বরান্বিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

সুইডেনের পতনের কারণ

রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে সুইডেনের পতনের পশ্চাতে সুইডেনের অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থপর মনোবৃত্তি বা দ্বাদশ চার্লসের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যমান ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব কারণ ব্যতীত অন্য আরও স্থায়ী এবং মৌলিক ত্রুটি ছিল। প্রথমতঃ, সুইডেনের আধিপত্যের মূলে ছিল সুইডেনের রাজসিংহাসনে ক্রমান্বয়ে কয়েকজন সমরনায়ক নরপতির অভ্যুদয়। গাষ্টেভাস এডলফাস হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ চার্লস পর্য্যন্ত সুইডেনের কতিপয় নরপতি সুদক্ষ এবং সমর-কুশল সেনানায়ক ছিলেন

বলিয়া বাহুবলের সাহায্যে সুইডেন তাহার সাম্রাজ্যের মধ্যে রুশ, পোল, জার্ম্মাণ এবং ডেন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিকে বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(ক) সমর-নায়ক নরপতি হইতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ঐক্যসূত্রের অভাব

সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এই সমস্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেশপ্রেম বা অন্য কোন মূলগত ঐক্য-বন্ধন না থাকায় সাম্রাজ্যশক্তি সহিত হইয়া স্থায়ী রূপ ধারণ করিতে পারে নাই। সংখ্যাল্প ও বিরলবসতি সুইডেনের পক্ষে দীর্ঘকাল শুদ্ধ সমরশক্তির বলে সাম্রাজ্য বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। সুইডেনের সিংহাসনে সেনানায়ক নরপতির অভাব আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা আরম্ভ হইল।

(খ) জন সংখ্যার স্বল্পতা অথচ দীর্ঘবিস্তৃত সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধে লোকক্ষয়

দ্বিতীয়তঃ, অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুইডেনকে ঈর্ষ্যান্বিত প্রতিবেশীদের সঙ্গে আত্মরক্ষার্থ ধন ও জনক্ষয়করী যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। এই সব যুদ্ধে যেমন তাহার অপরিমিত ধনের ও লোকের অপচয় হইয়াছে অপরদিকে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত হওয়ার জন্য সুইডেন দেশের সমৃদ্ধি সাধনের অঙ্গ হিসাবে শিল্প-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিতে পারে নাই। এই সমৃদ্ধির অভাব তাহার অধঃপতনকে বহুলাংশে সাহায্য করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, সুইডেনের সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য অংশ বাল্টিক উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং এই সব অঞ্চল রক্ষার জন্য সুদৃঢ় নৌবাহিনীর প্রয়োজন অত্যাবশ্যক ছিল। কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ নৌশক্তি সুইডেন কোন দিন সৃষ্টি করিতে পারে নাই বা নৌশক্তিতে কোন পারদর্শিতা প্রদর্শন করে নাই। ফলে প্রাশিয়া এবং রাশিয়ার অভ্যুদয়ে বাল্টিক বা জার্ম্মাণ উপকূলস্থিত সমুদয় সাম্রাজ্য সুইডেনের হস্তচ্যুত হইয়া গেল।

(গ) নৌ-শক্তির দুর্ব্বলতা

সপ্তম অধ্যায়

রাশিয়ার ইতিহাস

পিটার দি গ্রেট পর্য্যন্ত

পূর্ব্বকথা ঃ—ধর্ম্ম বা ভৌগোলিক অবস্থান উভয় দিক দিয়া রাশিয়া ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রসমাজে দীর্ঘকাল অপাংক্তেয় হইয়া ছিল। প্রাচ্য দেশোচিত ধর্ম্মান্ধতা, কুসংস্কার, অ-শিক্ষা, বর্ব্বর আচার-অনুষ্ঠান ও স্বৈর শাসনপ্রণালী লইয়া ব্যস্ত থাকায় রাশিয়া কোনদিন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের মর্য্যাদা পায় নাই, বা রুশরাষ্ট্র ইউরোপীয় কোন সমস্যার বিষয়ীভূত হয় নাই। অকস্মাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় রাশিয়া নানা কারণে ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপের অবজ্ঞাত

রুশরা জাতিতে শ্লাভ, পোল বা সার্বদের সমগোত্রীয়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রুরিক বংশ সমগ্র রাশিয়াকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হয় এবং দশম শতাব্দীতে রাশিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়—যদিও রুশরা কনষ্টান্টিনোপলের গ্রীক-চার্চ্চের আনুগত্যাধীন ছিল। এই গ্রীক চার্চ্চ রোমীয় চার্চ্চ হইতে স্বতন্ত্র। মধ্যযুগে রাশিয়া সুদীর্ঘ আড়াই শতাব্দী কাল মোঙ্গলদের দ্বারা বিজিত হইয়া তাহাদের শাসনাধীনে ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আইভান দি গ্রেট (১৫৩৩-'৮৪) মোঙ্গলের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া রাশিয়াকে স্বাধীন করেন এবং তাতারদিগকে পরাস্ত করিয়া কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত সীমা প্রসারিত করেন।

রুরিক বংশ ও মধ্যযুগের মোঙ্গলদের শাসনাধীনতা

আইভান দি গ্রেট (১৫৩৩-'৮৪) মোঙ্গল শাসন হইতে মুক্তি

ষোড়শ শতাব্দীর সমাপ্তিকালে রুরিক বংশের অবসানে রাশিয়ায় অরাজকতা আরম্ভ হয় এবং এই গোলযোগে প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয় ও সুইডেন পোল্যাণ্ড রাশিয়ার অঞ্চল-বিশেষ অধিকার করিয়া বসে। পরিশেষে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে মাইকেল রোমানফ্ রাশিয়ার নরপতি নির্ব্বাচিত হইয়া রোমানফ্ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। রোমানফ্ বংশের শাসনকালে রাশিয়া সকল দিক দিয়া উন্নত হয় এবং পররাষ্ট্রক্ষেত্রেও সাফল্যলাভ করে। পিটার দি গ্রেটের শাসনকাল রাশিয়ার ইতিহাসে সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্যের সূচনা করে এবং রাশিয়া মধ্যযুগ হইতে অধুনিক যুগে উন্নীত হয়।

১৬১৩ খৃষ্টাব্দে রুরিক বংশের অবসানে রোমানফ্ বংশ

আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে রাশিয়ার অভ্যুদয় নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম ইউরোপে যেমন হ্যাপস্‌বার্গ প্রাধান্যের স্থলে বুরবোঁ বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় তদ্রূপ বাল্টিক অঞ্চলে পোল্যাণ্ড বা সুইডেনের ভাসা বংশের স্থলে রোমানফ্ বংশীয়েরা প্রাধান্যে অধিষ্ঠিত হয়। বাল্টিক অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়াকে দীর্ঘকাল সুইডেন ও পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

বাল্টিক অঞ্চলে ভাসা বংশের স্থলে রোমানফ্ বংশের আধিপত্য

নবাভ্যুদিত রাশিয়ার সমুদ্রে নির্গমনের জন্য কোন বরফশূন্য জলপথ না থাকায় রাশিয়াকে মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই নির্গমন পথের জন্য রাশিয়াকে দক্ষিণে অটোম্যান শক্তির সঙ্গে অনবরত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উক্ত অঞ্চলে স্ব-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত হইতে হয়। অটোম্যান শক্তিকে পরাভূত করিয়া দার্দ্দানেলিস প্রণালী বাহিয়া রাশিয়ার জলপথে নির্গমনের প্রচেষ্টা হইতেই পরবর্ত্তী কালের নিকট-প্রাচ্য সমস্যার (Near Eastern Question) উদ্ভব হইয়াছে। পিটার দি গ্রেট, দ্বিতীয় ক্যাথারিণ সকলেই তুরস্কের দুর্ব্বলতার সুযোগে এই পথের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন।

রাশিয়ার প্রধান সমস্যা—জলপথে নির্গমন

পিটার দি গ্রেটের সিংহাসনারোহণের প্রাক্কালে রাশিয়ায় স্বৈর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু জারের ক্ষমতা আইনতঃ নিরঙ্কুশ থাকিলেও তাহার শাসন প্রকৃত প্রস্তাবে দুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রভাবাধীনে ছিল। প্রথমটি ছিল রাশিয়ার চার্চ্চ এবং তাহার অধিনায়ক পশ্চিম ইউরোপের পোপের সমতুল্য প্যাট্রিয়ার্ক। ধর্ম্মীয় ব্যাপারে এই ধর্ম্মগুরু প্যাট্রিয়ার্কের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা থাকার জন্য রাশিয়াতে চার্চ্চের প্রভাব অপরিসীম ছিল। দ্বিতীয়টি ষ্ট্রেল্টসী বা জারের দেহরক্ষীর দল। ইহাদের প্রভাব ও ক্ষমতা রোমের প্রিটোরিয়ান রক্ষীদের মতই অপরিসীম ছিল এবং প্রয়োজনে ইহারা যেমন জারের রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিত তেমনি অসুবিধা হইলে ইহারা জারের ক্ষমতা উচ্ছেদ করিতে ও কুণ্ঠিত হইত না।

জারের ক্ষমতা

পিটার দি গ্রেট, ১৬৮২-১৭২৫

ভ্রাতা আইভানের সহিত যুগ্ম-জার হিসাবে পিটার ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহাদের নাবালক অবস্থায় জ্যেষ্ঠা ভগিনী সোফিয়া তাহাদের অভিভাবকরূপে রাশিয়ার শাসনভার পরিচালনা করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিটার ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ ভগিনীকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করেন।

অনতিকাল পরে পিটার মস্কোতে অবস্থানকারী জার্ম্মাণ, ডাচ ইত্যাদি বৈদেশিকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পর ইউরোপীয় অপর অগ্রসর রাষ্ট্রের তুলনায় রাশিয়ার হীনাবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং শিক্ষা ও সভ্যতায় রাশিয়াকে পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতার সমতুল্য করিয়া রাশিয়ার দুরবস্থার অবসান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পিটার উপলব্ধি করিলেন, বর্ত্তমানে রাশিয়াকে প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইল রাশিয়ার পক্ষে প্রয়োজন—প্রথমতঃ, ইউরোপের উন্নত দেশসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসা, দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণে এবং

পিটারের উদ্দেশ্য

পশ্চিমে রাশিয়ার সীমা প্রসারিত করিয়া কৃষ্ণসাগরে ও বাল্টিক সাগরে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তার করা ; তৃতীয়তঃ, প্যাট্রিয়ার্ক ও ষ্ট্রেল্টসির ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া জারের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

ইউরোপের সভ্যতায় রাশিয়াকে দীক্ষিত করার জন্য সচেষ্ট হইয়া পিটার প্রথমে রাশিয়ার সম্ভ্রান্তবংশীয় কয়েকজন যুবককে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে শিক্ষানবীশরূপে প্রেরণ করিতে চেষ্টা করিলেন।

বিদেশ পর্য্যটন

সর্ব্বপ্রথম পিটার স্বয়ং শিক্ষার্থীরূপে দীর্ঘকাল ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডে আত্মপরিচয় গোপন করিয়া অবস্থান করিলেন। এই প্রবাসকালে পিটার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার জন্য অপরিসীম দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। জাহাজ-নির্ম্মাণ ব্যাপারে তাহার আগ্রহ এত বেশী ছিল যে তিনি সাধারণ সূত্রধররূপে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের পোত-নির্ম্মাণের কারখানায় কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চিম ইউরোপের অগ্রগতির প্রতিটি উপকরণের সঙ্গে হাতে-কলমে পরিচিত হইবার আগ্রহে তিনি কল-কারখানা, মুদ্রাযন্ত্র, হাসপাতাল, মিউজিয়াম ইত্যাদি সমস্ত মহা ঔৎসুক্যের সহিত পরিদর্শন করেন এবং ইহাদের ও উপযোগিতা নির্ম্মাণ কৌশল জ্ঞাত হন। পিটারের ইউরোপ ভ্রমণের ফলে রাশিয়া ইউরোপের সভ্যতার সমস্তরে উন্নীত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল।

পিটারের আভ্যন্তরীণ নীতি

চার্চ্চ ও রাষ্ট্রের সর্ব্ববিধ ব্যাপারে জারের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা পিটারের আভ্যন্তরীণ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য তিনি প্রথমতঃ ষ্ট্রেল্টসী বা জারের শরীররক্ষী দলের ক্ষমতা বিনষ্ট করিতে অগ্রসর হইলেন। নামে জারের শরীররক্ষী হইলেও ষ্ট্রেল্টসীকে অগ্রাহ্য করা জারের পক্ষে অসম্ভব ছিল। পিটারের বিদেশ ভ্রমণের সময়ে ষ্ট্রেল্টসী পিটারের

ষ্ট্রেল্টসী দমন ও তৎস্থলে স্থায়ী সৈন্য নিয়োগ

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহের সংবাদ অবগত হইয়া পিটার রাশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিয়া বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর শাস্তি বিধান করেন। এই বিদ্রোহের সুযোগে পিটার ষ্ট্রেল্টসী-র পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল সৈন্য নিযুক্ত করেন। এই সৈন্যদল সর্ব্বতোভাবে জারের অধীন হওয়ায় জার ষ্ট্রেল্টসী-র প্রভাবাধীন অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বিতীয়তঃ, জারের ক্ষমতা সর্ব্বাত্মক করার জন্য চার্চ্চের শক্তি হ্রাস করারও প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে পিটার ১৭০৯ খৃষ্টাব্দ প্যাট্রিয়ার্কের

প্যাট্রিয়ার্ক পদ বিলুপ্ত তৎস্থলে পবিত্র সংসদ

মৃত্যুর পর নূতন প্যাট্রিয়ার্ক নিযুক্ত না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে 'পবিত্র সংসদ' (Holy Synod) নামে একটি ধর্ম্মীয় কমিশনের সৃষ্টি করিলেন এবং এই সংসদের সভাপতি পদে চার্চ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নহেন এমন একজন লোককে স্বয়ং নিযুক্ত করিলেন। এই সংসদের সভ্যবৃন্দ জার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচন সাপেক্ষ হওয়াতে অতঃপর রাশিয়ার চার্চ্চ জারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীণে আসিল।

তৃতীয়তঃ, পিটার পুরাতন অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করার জন্য জন্ম-কৌলিন্যের পরিবর্ত্তে সরকারী কর্ম্মের উপর নির্ভরশীল

জারের উপর নির্ভরশীল নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি

এক নূতন অভিজাত শ্রেণীর প্রবর্ত্তন করিলেন। ইহার ফলে রাশিয়ার পুরাতন ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের আধিপত্য হ্রাস প্রাপ্ত হইল এবং অতঃপর দরবারে প্রতিপত্তি লাভের জন্য তাহাদিগকে সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইল। পিটার উত্তরাধিকারের নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিলেন যাহার ফলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে মূল জমিদারীর ভাগ-বাঁটোয়ারা নিষিদ্ধ হইল এবং পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র অখণ্ডিত জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

চতুর্থতঃ, পিটার রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার প্রবর্ত্তনে

মনোনিবেশ করিলেন। এই সমস্ত সংস্কার কার্য্যে তাহার বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সাহায্য করিল। তিনি ইউরোপের পশ্চিম অঞ্চলের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার এমন কি পশ্চিম ইউরোপের ক্ষৌর-কার্য্য পর্য্যন্ত রাশিয়ায় প্রবর্ত্তন করিলেন। পিটার দাড়ি রাখার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিলেন। তিনি শ্মশ্রুধারীর উপর কর বসাইলেন ও স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা তুলিয়া দিলেন। তাহার এই সকল সংস্কার প্রবর্ত্তনের ফলে দেশময় বিরোধী আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। এই বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক ছিল এই অপরাধে পিটার তাহার ভগিনী সোফিয়াকে সন্ন্যাসিনী করিয়া মঠে প্রেরণ করিলেন, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র আলেক্সিস্‌কে রাজদ্রোহী বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। তাহার ইচ্ছার বিপক্ষাচরন করিয়া ভগিনী, স্ত্রী এমন কি পুত্রও নিষ্কৃতি লাভ করিল না সকলের প্রতি তিনি নির্ম্মম দণ্ড বিধান্ করিলেন। এই দিক্ দিয়া তাহার আচরণ সত্যই বর্ব্বরোচিত ছিল।

সামাজিক সংস্কার

অর্থনৈতিক দিক দিয়া যাহাতে রাশিয়ার উন্নতি হয় তজ্জন্য তিনি পাশ্চাত্য দেশীয় আধুনিক নানাবিধ পদ্ধতি রাশিয়ায় প্রবর্ত্তন করিলেন এবং কৃষিপ্রধান রাশিয়াকে শিল্পে উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। রাশিয়ায় বহু কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, বহু রাজপথ নির্ম্মিত হইল, জলপ্রণালী খনিত হইল এবং খনিজ দ্রব্যের আবিষ্কারের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল।

শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতিতে উৎসাহ প্রদান

এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্যবিধির উন্নতির জন্য ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় প্রথম হাসপাতাল নির্ম্মিত হইল এবং চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় খোলা হইল। মস্কোতে প্রতি দশটি গৃহের জন্য একজন করিয়া স্যানিটারী ইনস্‌পেক্টর বা স্বাস্থ্য পরিদর্শক নিযুক্ত হইল। শিক্ষার প্রসারের জন্যও পিটার যত্নবান্ হইলেন; তিনি বহু

বিবিধ জনহিতকর কার্য্য

সাধারণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং রাশিয়ার পুরাতন বর্ণমালার সংস্কার সাধন করিয়া রাশিয়ার ভাষাকে লেখনোপযোগী করিয়া তুলিবেন। তাহারই আগ্রহে রাশিয়ার প্রাচীন পুস্তক সমূহের অনুবাদ হইল এবং তাহার রাজত্বকাল পর্য্যন্ত রাশিয়ার ইতিহাস রচিত হইল। বিজ্ঞান ও অস্ত্রশাস্ত্র শিক্ষার জন্য যাহাতে লোকের আগ্রহ হয় তজ্জন্য তিনি সবিশেষ উদ্যোগী হইলেন এবং সেণ্টপিটার্সবার্গে এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাশিয়াকে পাশ্চাত্য দেশের সহিত সমসূত্রে চালাইবার জন্য পিটার ঘোষণা করিলেন যে অতঃপর রাশিয়ার নববর্ষ ১লা সেপ্টেম্বরের পরিবর্ত্তে ১লা জানুয়ারী হইতে গণিত হইবে।

শাসন সংস্কার

পিটার রাশিয়ার শাসনবিধিতেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন। রাশিয়ার প্রাচীন পরিষদ 'ডুমা' প্রকারান্তরে তুলিয়া দেওয়া হইল; তৎস্থলে তিনি Administrative Senate নাম এক উচ্চতর শাসন পরিষদের সৃষ্টি করিলেন। এই পরামর্শ-পরিষদের সভ্যবৃন্দ পিটার কর্তৃক মনোনীত হইত এবং এই পরিষদ কার্য্যাবলীর জন্য জারের নিকট দায়ী রহিল। পিটারের অনুপস্থিতিতে এই এই পরিষদই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন তাহা স্থিরীকৃত হইল। পাশ্চাত্য দেশের মন্ত্রিসভার অনুকরণে তিনি নয়জন উচ্চ কর্ম্মচারীর পদও সৃষ্টি করিলেন। মস্কো নগর প্রাচীন ভাবধারার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া তিনি মস্কো হইতে রাজধানী নবনির্ম্মিত সেণ্ট পিটার্সবার্গ সহরে স্থানান্তরিত করিলেন। নেভা নদীর তীরে নির্ম্মিত এই নব রাজধানী হইতে বাল্টিক সাগরের মাধ্যমে ইউরোপের সঙ্গে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের যথেষ্ট সুবিধা হইল। এক কথায়, রাশিয়া যাহাতে শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার, শিল্প-বাণিজ্য সকল দিক দিয়া ইউরোপের সভ্যতা গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য পিটার কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি রাখিলেন না। পিটারের সর্ব্বাঙ্গীণ সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে রাশিয়ায় আধুনিক যুগের সূত্রপাত হইল।

পিটারের পররাষ্ট্র নীতি :—পিটারের পররাষ্ট্র নীতির মূল সূত্র ছিল রাশিয়ার জন্য সমুদ্রপথে নির্গমনের পথ আয়ত্তাধীন করা। চতুর্দ্দিকে স্থল-বেষ্টিত হওয়ার জন্য রাশিয়ার পক্ষে জলপথে বহির্গত হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। পশ্চিমে বাল্টিক অঞ্চল সুইডেনের অধিকারে থাকায় রাশিয়ার নির্গমন পথ পশ্চিম দিক দিয়া অবরুদ্ধ ছিল এবং দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর তুরস্কের আয়ত্তে থাকায় সেই দিক দিয়াও রাশিয়ার বহির্গত হওয়ার কোন উপায় ছিল না। অথচ রাশিয়াকে বাণিজ্যপ্রদান বা নৌশক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইলে তাহার পক্ষে এই অবরোধ হইতে মুক্তির পথ আবিষ্কার করা অত্যাবশ্যক। পিটার রাশিয়ার এই দুরবস্থার প্রতিকারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করিয়াছিলেন। জলপথে বহির্গত হইতে হইলে রাশিয়াকে সুইডেন বা তুরস্ককে পরাজিত করিতে হইবে। সুতরাং পিটারকে তাহার রাজত্বের সুদীর্ঘকাল এই দুই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এককথায়, পিটারের পর-রাষ্ট্র নীতিকে উষ্ণ জল নীতি (warm-water policy) বলা যাইতে পারে। উষ্ণজলের অর্থ হইতেছে, বরফ-মুক্ত কোন বন্দর রাশিয়ার অধিকারভুক্ত করা।

পিটার প্রথমে তুরস্কের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক কৃষ্ণসাগরের উপকূলে অবস্থিত আজভ অধিকার করিলেন। কিন্তু দার্দ্দানেলিশ প্রণালী তুরস্কের আয়ত্তে থাকায় আজভ অধিকার করিয়াও রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইল না। সুতরাং পিটার বাল্টিক অঞ্চলের দিকে কিছু সুবিধা করিয়া লইবাধ জন্য আগ্রহশীল হইলেন। কিন্তু ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে সুইডেনের মত প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী রাষ্ট্রের আধিপত্য ছিল এবং সুইডেনকে সহজে পরাস্ত করার মত ক্ষমতাও পিটারের ছিল না। ইতিমধ্যে ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের সিংহাসনে পঞ্চদশবর্ষীয় দ্বাদশ চার্লস আরোহণ করেন। এই নাবালক রাজাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া পিটার আশান্বিত হন এবং ডেনমার্ক ও পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যোগ দিয়া সুইডেনের

কবল হইতে স্বীয় রাষ্ট্রের অপহৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিবার উদ্যোগ করেন। সুইডেনের বিরুদ্ধে এই রাষ্ট্রজোট সৃষ্টি করায় উদ্যোগী ছিল পাটকুল নামীয় একজন স্বদেশপ্রেমিক লিভোনিয়ান যুবক।

দ্বিতীয় চার্লসের সহিত পিটারের যুদ্ধ

দ্বাদশ চার্লস বয়সে নাবালক হইলেও অত্যাশ্চর্য্য সমর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি এই ত্রিশক্তির রাষ্ট্রজোটের সংবাদে একটুও ভীত না হইয়া অমিত সাহসের সহিত প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। চার্লস প্রথমে ডেনমার্ককে পরাস্ত করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য করিলেন। অতঃপর তিনি বিদ্যুৎগতিতে পিটারকে আক্রমণ করিলেন। চার্লসের সৈন্য তুলনায় সংখ্যাল্প হইলেও পিটার তাহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং নার্ভার রণক্ষেত্রে (১৭৯০ খৃষ্টাব্দ) চার্লসের নিকট শোচনীভাবে পরাজিত হইলেন। বাল্টিক অঞ্চলে আধিপত্য লাভের আশা পিটার আপাততঃ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ‡

নার্ভার যুদ্ধে পিটারের পরাজয় (১৭৯০)

অতঃপর চার্লস পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে তিনি পোল্যাণ্ডের রাজা অগাষ্টাসকে পরাজিত করিয়া তাহাকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে চার্লসের মনোনীত এক ব্যক্তি উপবিষ্ট হইল। চার্লস সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করিয়া ইউরোপকে চমকিত এবং সকল রাষ্ট্রের সপ্রশংস দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুই পর্য্যন্ত স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধে চার্লসের মিত্রতা কামনা করিয়া আমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু বিজয়োন্মত্ত চার্লস উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বেচ্ছানির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইলেন।

নার্ভা-র যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পর পিটার সুইডেনের সঙ্গে চূড়ান্তভাবে যুদ্ধের জন্য সমর প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। চার্লস যখন

‡ (বিস্তৃত বিবরণ 'সুইডেনের ইতিহাসে' দ্রষ্টব্য)।

পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন সেই অবসরে পিটার রাশিয়ার সৈন্য-বাহিনীকে নূতন করিয়া সংগঠিত করিলেন এবং আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত করিয়া শক্তিশালী করিয়া লইলেন। অধিকন্তু তিনি চার্লসের বিপক্ষে অগাষ্টাসকে সাহায্য করিলেন এবং এক সুযোগে বাল্টিক উপকূলে সুইডেন অধিকৃত প্রদেশ সমূহের অর্দ্ধাংশ পুনরধিকার করিলেন। চার্লস পোলাণ্ডের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করার পর পিটারের এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য স্থির করিলেন। তিনি বিপুল সৈন্যবাহিনী সহ মস্কো অভিযান করিলেন এবং এই অভিযান তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। পিটার চার্লসের সহিত কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম না করিয়া খণ্ড যুদ্ধের দ্বারা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন এবং এই অভিযানের পথে চার্লস যাহাতে বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত হয় তজ্জন্য সর্ব্বত্র 'পোড়ামাটি' নীতি অনুসরণ করিয়া কৌশলের সহিত পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন। ফলে অভিযানের পথে খাদ্য-রসদাদির অভাবে চার্লসের সৈন্যদল ক্রমশঃ হীনবল ও সংখ্যাল্প হইয়া পড়িল। পরিশেষে ১৭০৯ খৃষ্টাব্দ পাল্টাভার রণক্ষেত্রে চার্লসের সৈন্যদলের পিটারের সৈন্যবাহিনীর শক্তি পরীক্ষা হইল। পরিশ্রান্ত ও ক্ষীণবল চার্লস পরাজিত হইয়া তুরস্কে পলায়ন করিলেন এবং সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পিটারের কামনা পূর্ণ হইল—বাল্টিক অঞ্চলের সুইডেনাধিকৃত স্থান সমূহ রাশিয়ার অধিকারে আসিল। ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের আধিপত্য ও সুইডেনের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া রাশিয়ার হস্তে আসিল।

চার্লসের মস্কো অভিযান

পালভার যুদ্ধে পিটারের জয়লাভ

চার্লস তুরস্ক হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নষ্ট স্থানসমূহ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পিটারকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে নরওয়ের বিরুদ্ধে এক দুর্গ অবরোধ করিতে যাইয়া চার্লস মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে

নিস্টাড-এর সন্ধি ১৭২১ খৃঃ

নিস্টাড্-এর সন্ধিতে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধ স্থায়ীভাবে পরিসমাপ্ত হয়। এই সন্ধির ফলে রাশিয়া বাল্টিক উপকূলস্থিত ফিনল্যাণ্ড ব্যতীত ক্যারোলিয়া, ইনগ্রিয়া, এস্থোনিয়া এবং লিভোনিয়া প্রভৃতি সমগ্র প্রদেশ প্রাপ্ত হইল। পিটারের পর-রাষ্ট্রনীতি সফল হইল। রাশিয়া সুদীর্ঘ অবরোধ হইতে মুক্তি পাইল।

পিটারের চরিত্র:—পিটারের চরিত্রে স্ববিরোধী গুণের সমাবেশ ছিল। একদিকে যেমন তিনি অশিক্ষিত বর্ব্বরের মত ক্রোধান্ধ ও নির্ম্মম ছিলেন এবং প্রতিপক্ষকে অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে উচ্ছেদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, অপরপক্ষে তিনি প্রাচীন-পন্থী ও কুসংস্কারপূর্ণ পরিবেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আধুনিক সভ্যতার সকল উপকরণকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সু-পরামর্শদাতা সুহৃদ্‌বর্গের প্রতি তিনি আদর্শ ব্যবহার করিতেন। তিনি যাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাহা প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাহার মতের পরিপন্থী হওয়াতে তিনি স্ত্রী ও ভগিনীকে পর্য্যন্ত ক্ষমা করেন নাই, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কথিত আছে, স্বীয় পুত্রের প্রতি দণ্ডাদেশ স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। হিংস্র বর্ব্বরতার সঙ্গে আধুনিকতার এই সমাবেশ ইতিহাসে অপূর্ব্ব। এই জন্য তাহাকে 'প্রতিভাশালী বর্ব্বর' (Barbarian of Genius) বলা হইয়া থাকে। তাহার চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল বর্ব্বরসুলভ অকপটতা ও দ্বৈধীভাবের অভাব এবং লক্ষ্যকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য অদম্য কর্ম্মশক্তি ও একনিষ্ঠতা। কঠোর শাসনের দ্বারা তিনি রাশিয়াকে স্বীয় মতানুবর্ত্তী করিয়াছেন সত্য কিন্তু সেই আচরণের পশ্চাতে কোন স্বার্থবুদ্ধি ছিল না। পাল্টাভার রণক্ষেত্রে রাশিয়ার সৈন্যগণকে

'প্রতিভাশালী বর্ব্বর' ও চরিত্রের স্ববিরোধিতা

সদগুণের অভাব ছিল না—চরিত্রে সরলতা ও অকপটতা

তিনি এই বলিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন যে সৈন্যদল তাহাদের মাতৃভূমির জন্যই যুদ্ধ করিতেছে—জারের জন্য নহে। রাশিয়ার শাসন ব্যবস্থাতেও তিনি যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন তাহাও তাহার প্রতিভার অন্যতম পরিচয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করার মধ্যেও পিটারের নব ভাবগ্রাহী মস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া যায়।

পিটারের কৃতিত্ব নিরূপণ :—পিটার 'সদাশয় স্বৈরাচারী' নরপতিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাহাকে আধুনিক রাশিয়ার জনক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লেখাপড়া তিনি অতি সামান্যই জানিতেন এবং চরিত্র সংযম তাহার মোটেই ছিল না। তথাপি তিনি রাশিয়ার উন্নতির জন্য যাহা অপরিহার্য্য তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর শাসনকালের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও কুশলী পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা দ্বারা রাশিয়াকে আধুনিক যুগে উন্নীত করিয়া যান। পিটারের সিংহাসনারোহণের প্রাক্কালে রাশিয়ার ঘরে এবং বাহিরে অব্যবস্থা ও বিপদের অন্ত ছিল না। আভ্যন্তরীণ বিবাদের ফলে রাষ্ট্র শাসনে কোন শৃঙ্খলা ছিল না এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের জন্য রাশিয়াকে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত। ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে রাশিয়ার মর্য্যাদা অন্ত্যজের মতই ছিল এবং তাহার কোনরূপ স্বীকৃতি ছিল না। কিন্তু ১৭২৫ খৃষ্টাব্দ পিটারের মৃত্যুর প্রাক্কালে রাশিয়া ইউরোপের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত; স্বদেশে রাষ্ট্র বিরোধী সকল শক্তি নিঃশেষিত, সৈন্য বাহিনী সুগঠিত, রাজকোষ পরিপূর্ণ এবং শাসন ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হইল। বিদেশে বাল্টিক উপকূল রাশিয়ার অধিকারে আসায় উত্তর ইউরোপে রাশিয়াকে অগ্রাহ্য করিবার কোন উপায় রহিল না; অধিকন্তু বাল্টিকের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের সুযোগ পাইয়া রাশিয়া ইউরোপের রাষ্ট্র সমাজে সমপাংক্তেয় হইল। স্বেচ্ছাচারিতা

(১) শ্রেষ্ঠ সদাশয় স্বৈরাচারীদের অন্যতম

(২) রাশিয়াকে পশ্চিম পন্থী করা

তাহার শাসনের অঙ্গ ছিল, কিন্তু চতুর্দ্দশ লুইর মত ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া তিনি স্বেচ্ছাচারী শাসনের প্রবর্ত্তন করেন নাই। তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে অর্দ্ধ সভ্য রাশিয়ার জনমতকে পশ্চিমপন্থী না করিতে পারিলে রাশিয়ার উন্নতি অসম্ভব এবং এই পশ্চিমীকরণ রাজ-শক্তির অবাধ প্রয়োগ ব্যতীত কার্য্যকরী করা যাইবে না। প্রাচীন কুসংস্কারাপন্ন জাতির মানসিক পরিবর্ত্তনের জন্যই তিনি রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা স্বীয় হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন এবং স্বৈরাচারী রাজ-শক্তি দ্বারাই তিনি রাশিয়ার পুরাতন প্রথার উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পিটারের কৃতিত্ব সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পিটার কর্ত্তৃক অনুসৃত সমস্ত নীতি পরবর্ত্তী সময়ে দীর্ঘকাল রাশিয়ার অগ্রগতিকে সাহায্য করিয়াছে। পিটারের পরবর্ত্তী সত্তর বৎসর কাল রাশিয়া নারী দ্বারা শাসিত হইয়াছে। কিন্তু পিটার শাসন-যন্ত্রকে এমন সবল ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন যে নারী শাসনেও কোন বিশৃঙ্খলা দেখা যায় নাই, বরঞ্চ জারিণা দ্বিতীয় ক্যাথারিণের শাসন সময়ে রাশিয়া অধিকতর ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে পিটার দি গ্রেটের সাম্রাজ্য নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যকে বিনাশ করিয়াছে"। ("It was the empire of Peter the Great that destroyed the empire of Napoleon"—Acton.)

(৩) পরবর্ত্তী যুগের রাশিয়ার ইতিহাসে কোন অব্যবস্থা দেখা যায় নাই

উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধের ফলাফল

নিস্টাডের সন্ধি ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। এই সন্ধির ফলে বাল্টিক সাগরে আধিপত্য সুইডেনের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল এবং সেই স্থান রাশিয়া ও প্রাশিয়া অধিকার করিল। সুইডিস্ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে উত্তরাঞ্চলের শক্তিসমতা রক্ষিত হইল। সুইডিস শক্তির

(১) সুইডেনের ক্ষমতা লুপ্ত

অনুপস্থিতিতে প্রাশিয়া প্রসারিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল এবং অনতিবিলম্বে প্রসারণ নীতির দ্বারা প্রাশিয়া জার্ম্মাণীতে অষ্ট্রীয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। পক্ষান্তরে রাশিয়াও বাল্টিক অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর কৃষ্ণসাগর অঞ্চল দিয়া নির্গমন পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং তুরস্ককে পরাভূত করিয়া কৃষ্ণসাগরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

বিশিষ্ট শক্তিরূপে রাশিয়া ও প্রাশিয়ার উদ্ভব

কৃষ্ণসাগর দিয়া ভূমধ্যসাগরে রাশিয়ার বহির্গত হইবার প্রচেষ্টা হইতেই পরবর্ত্তী যুগের অন্যতম সমস্যা নিকট-প্রাচ্য নীতির উদ্ভব হইল। ক্রমপ্রসরমাণ প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে অবস্থিত হীনবল পোল্যাণ্ড সমূহ বিনষ্টির সম্মুখীন হইল। নিস্টাডের সন্ধির ফলেই প্রাশিয়া ও রাশিয়া বাল্টিক অঞ্চলে অবাধ সঞ্চরণের সুযোগ প্রাপ্ত হইল এবং এই উভয় রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতির ফলেই ইউরোপে নব নব সমস্যার উদ্ভব হইল। এই দিক দিয়া নিস্টাডের সন্ধিকে পূর্ব্বতন যুগ-সমাপ্তির পরিচায়ক ও আগামী যুগের উদ্বোধক বলা যাইতে পারে।

ইউরোপের ইতিহাস

তৃতীয় ভাগ

(১৭১৫-১৭৮৯)

প্রথম অধ্যায়

এই যুগের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক তাৎপর্য্য

মধ্যযুগীয় ইউরোপের আন্তঃ-রাষ্ট্র-বাদ-বিসম্বাদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ধর্ম্ম, ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টান্ট মতাবলম্বী বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পরের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘর্ষ। ত্রিংশদ্ বর্ষ যুদ্ধের মূলেও ছিল ধর্ম্ম। কিন্তু এই যুদ্ধ যখন পরিসমাপ্তির মুখে অর্থাৎ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ফ্রান্স যখন প্রটেষ্টান্টদের পক্ষ হইয়া এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল তখন হইতে দেখা গেল যে রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম্মীয় স্বার্থ অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় স্বার্থই বলবান্। ধর্ম্মের সঙ্গে ন্যাশনালিজমের বিরোধ ঘটিলে ন্যাশনালিজমকে সর্ব্বোপরি স্থান দিতে হইবে। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি-সর্ত্তের দ্বারা এই সত্যই প্রমাণিত হইয়াছিল। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন বংশগত বিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল। পশ্চিম ইউরোপে ছিল হ্যাপস্‌বার্গ (অষ্ট্রীয়া ও স্পেনের রাজবংশ) ও বুরবোঁ (ফ্রান্সের রাজবংশ) দ্বন্দ্ব এবং উত্তর পূর্ব্ব ইউরোপে ভাসা (Vasa) বংশের পারম্পারিক বিরোধ। এই বিভিন্ন বংশগত দ্বন্দ্বের একপ্রকার চরম অবস্থা আসিল ত্রিংশদ্ বর্ষ যুদ্ধের পর ওয়েষ্টফেলিয়া ও পিরানিজ এবং অলিভিয়ার সন্ধিতে। প্রথম দুই সন্ধি-সর্ত্তের ফলে পশ্চিম-ইউরোপে ফ্রান্সের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। হ্যাপস্-বংশের শাখাদ্বয় অষ্ট্রীয়া ও স্পেনের রাজবংশ নবাভ্যুদিত ফ্রান্সের শক্তির নিকট অবনতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। আর ভাসা বংশীয় সুইডেনের যে উচ্চাশা ছিল উক্ত বংশের অন্যতম প্রতিনিধি পোল্যাণ্ডকে এবং অন্যান্য বাল্টিক অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহকে পরাভূত করিয়া উত্তর-পূর্ব্ব ইউরোপে সুইডেনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা তাহা অলিভিয়ার সন্ধিতে ফলবতী হয়। বংশগত ও রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ধর্ম্মীয় দ্বন্দ্বের স্থান অধিকার করে। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে

১৭২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপের ইতিবৃত্ত কেবল ফ্রান্স এবং সুইডেনের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। কিন্তু এই উভয় রাষ্ট্রের আকস্মিক শক্তি বৃদ্ধি বিশেষতঃ চতুর্দ্দশ লুই-র পররাজ্যগ্রাসী লুব্ধ মনোবৃত্তিকে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে সংযত রাখা ইউরোপের শক্তি-সমতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়িল। ফ্রান্স প্রধানতঃ হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের বিরোধিতার জন্য (তৃতীয় উইলিয়মের সময়ে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের সিংহাসন যুক্ত হয়), এবং সুইডেন নবাভ্যুদিত রাশিয়া ও প্রাশিয়ায় প্রতিপক্ষতার জন্যই প্রথম দিকে সাময়িক ভাবে সামরিক কীর্ত্তিকলাপের দ্বারা ইউরোপকে সচকিত করিলেও শেষ পর্য্যন্ত সযত্নলব্ধ প্রতিপত্তিকে দীর্ঘকাল আয়ত্তে রাখিতে পারিল না। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ইউট্রেক্টের সন্ধির ফলে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী ফ্রান্সের আগ্রাসী মনোবৃত্তি স্থায়ীভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইল এবং ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ লুইর মৃত্যুর পর ফ্রান্স তাহার পূর্ব্ব মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অক্ষম হইল। এযাবৎকাল মধ্য ইউরোপে সামরিক মর্য্যাদা সম্পন্ন একমাত্র রাষ্ট্র ছিল ফ্রান্স, কিন্তু ফ্রান্স সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল নবাভ্যুদিত প্রাশিয়া তাহাকে ক্রমশঃ সামরিক মর্য্যাদা হইতে অপসৃত করিতেছে। সুতরাং অতঃপর ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত মধ্য ইউরোপে ফ্রান্সের প্রধান করণীয় হইল সামরিক রাষ্ট্র প্রাশিয়া তথা জার্ম্মাণীর ব্যাপারে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। হ্যাপস্‌বার্গ বৈরিতার যুগের ইতি হওয়ার পর ফ্রান্সের জীবনে প্রাশিয়ার হোহেনজালার্ণ বংশের ক্রমাগ্রগতি সংযত রাখাই প্রধান সমস্যা হইল। কিছুকালের জন্য ইউরোপের রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে ফ্রান্সের মহিমা রাহুগ্রস্ত অবস্থায় রহিল, ফ্রান্স ইউরোপের অপ্রধান রাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত হইয়া রহিল।

ফ্রান্সের মত সুইডেনের রাষ্ট্রীয় জীবনেও অস্তগত মহিমার গ্লানি অনিবার্য্যরূপে উপস্থিত হইল এবং ইউরোপের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলেও রাষ্ট্রশক্তির ভারকেন্দ্র অন্যত্র সঞ্চালিত হইল। অলিভিয়ার সন্ধিতে সুইডেন যে উত্তরসাগর ও বাল্টিক অঞ্চলে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল এবং সুইডেনের সমরনায়ক নরপতিদের

প্রচেষ্টার ফলে পরবর্তীকালে সুইডেন যে ক্ষমতা বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা নিস্টাডের সন্ধিতে (১৭২১ খৃঃ) ক্ষুণ্ণ হইল, অতঃপর সুইডেনের পক্ষে শুধু আত্মরক্ষার সমস্যাই প্রবল হইয়া রহিল। সাম্রাজ্যিক শক্তিরূপে সুইডেনের প্রতিপত্তি অতীতের কাহিনীতেই পর্য্যবসিত হইয়া রহিল। ক্রমাগ্রসরমাণ রাশিয়া বাল্টিক অঞ্চলে সুইডেনের সাম্রাজ্য ও প্রতিপত্তির স্থলাভিষিক্ত হইল। সুতরাং ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের পর ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস মুখতঃ ফ্রান্স ও সুইডেনের পূর্ব্ব প্রতিপত্তি হ্রাসের পর নবাভ্যুদিত রাষ্ট্রদ্বয় রাশিয়া ও প্রাশিয়ার রাজনৈতিক কর্ম্মকৃতি ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের ব্যবচ্ছেদের দ্বারা স্ব-স্ব রাষ্ট্রের ক্রম-প্রসারণের কাহিনী। প্রাশিয়া অষ্ট্রীয়ার অঙ্গ হইতে সাইলেসিয়া ও পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদের অংশ গ্রহণ করিয়া বিস্তৃততর ও শক্তিশালী হইল। রাশিয়া পোল্যাণ্ডের অংশ বিশেষ আত্মসাৎ করিল, তদুপরি সমুদ্রে নির্গমনের জন্য ক্ষয়িষ্ণু তুরস্ক সাম্রাজ্যের উপর লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে জটিল 'প্রাচ্য সমস্যা'র সৃষ্টি করিল।

কিন্তু 'এহ বাহ্য'—এই পৌনে এক শতাব্দীর ইতিহাসের ঘটনাপুঞ্জের অন্তরালে তিনটি অলক্ষ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম নিস্পত্তির অপেক্ষায় ছিল। প্রথমটি জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গ-রাষ্ট্রদ্বয় অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রব্যবস্থায় এযাবৎকাল একক অষ্ট্রীয়া সকল প্রতিপত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমানে নবগঠিত রাষ্ট্র প্রাশিয়া অষ্ট্রীয়ার প্রতিপত্তির অংশীদার হইবার উপক্রম করিল। দ্বিতীয়টি, ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে সামরিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এযাবৎকাল ফরাসী বাহিনী ইউরোপের রণক্ষেত্রে দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া পরিচিত ও প্রসংসিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সামরিকশক্তিতে বীর্য্যবান প্রাশিয়ার অভ্যুদয়ে ফ্রান্সের সমরখ্যাতি ম্লান হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তার ক্ষেত্র লইয়া আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

চলিতেছিল তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা। এই তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকাশ্য সূচনা হয় অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধের প্রাক্কালে। উক্ত যুদ্ধের অন্তে আইলাস্থাপেলের সন্ধিতে ইহাদের কোন স্থায়ী মীমাংসা হয় নাই। ফলে ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে 'কূটনৈতিক বিপ্লব' (১৭৪৮-'৫৬) বা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে জোটবাধার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইল। এই জোটবাধায় বিভিন্ন প্রকার স্বার্থপন্থী দল সপ্তবর্ষ যুদ্ধে যোগদান করিল। এই যুদ্ধের পরিণামে উপরোক্ত তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার চূড়ান্ত মীমাংসা হইল। সপ্তবর্ষ যুদ্ধের অবসানের পর ইহা প্রমাণিত হইল যে জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে প্রাশিয়া উপেক্ষণীয় নহে। কেননা নবাভ্যুদিত রাষ্ট্র হইলেও প্রাশিয়া সপ্তরক্ষিবেষ্টিত অবস্থায় সাফল্যের সহিত আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। অতঃপর জার্ম্মাণীতে প্রাশিয়া অষ্ট্রীয়ার সম-মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইল এবং জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দ্বৈধ আধিপত্যের সূচনা হইল। মধ্য ইউরোপের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রেও প্রাশিয়া ফ্রান্সের স্থান অধিকার করিল—বহু রণাঙ্গনে উন্নততর রণনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া প্রাশিয়া এই সম্মানের অধিকারী হইল। ফ্রান্সের প্রতিপত্তি হ্রাস কেবলমাত্র সমরক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল না—ইউরোপের বাণিজ্যক্ষেত্রে ও আমেরিকা এবং ভারতের ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও ফ্রান্সকে ইংলণ্ডের নিকট পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে হইল। আমেরিকার কানাডা ও ভারতের অধিকৃত স্থানসমূহ ফ্রান্সের হস্তচ্যুত হইল। ফ্রান্সকে উভয় দেশ হইতে হতগৌরবের গ্লানি স্বীকার করিয়া স্থায়ীভাবে সরিয়া আসিতে হইল। ইংলণ্ডের বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

পরবর্ত্তী সময়ে ফরাসী বিপ্লব ইউরোপের জীবনে যে সর্ব্বাত্মক পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ক্ষেত্র প্রস্তুতি এই যুগেই হয়। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ইউট্রেক্টের সন্ধি, অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষ যুদ্ধ সর্ব্বত্রই ফ্রান্সকে পরাজয় এবং হতমানের গ্লানি বহন করিতে হয়। বিদেশে সর্ব্বক্ষেত্রে

অবমাননা, উপনিবেশ ও বাণিজ্য নষ্ট হওয়ার জন্য স্বদেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সিংহাসনে উপবিষ্ট নরপতিগণের যত্তবিষ্য-মনোবৃত্তি, প্রজাসাধারণের দুরবস্থা ও ব্যাপক অসন্তোষ—সমস্ত যেন ধূমায়মান অবস্থায় এক সর্ব্বনাশা পরিণামের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আগামী ফরাসী মহাপ্লাবনের পূর্ব্বাভাস এই সময়ের মধ্যেই ফ্রান্সের সর্ব্বাঙ্গে পরিস্ফুট হল।

আলোচ্য সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য দৈবস্বত্বকেন্দ্রিক রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে সদাশয় স্বৈরাচারিতাকে (Benevolent despotism) স্বীকৃতি প্রদান। টিউডর বা ষ্টুয়ার্ট যুগের দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী নরপতিগণ রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রজার অধিকারকে অস্বীকার করিতেন এবং তৎসহ রাজশক্তিকে যে প্রজার কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য তাহাও মানিতেন না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় একটু পরিবর্ত্তন আসিল। এই যুগে রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট ও অষ্ট্রীয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের মত কয়েকজন রাষ্ট্রশাসককে দেখা গেল যাহারা রাজার দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী হইয়াও রাজক্ষমতাকে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতার পথে পরিচালিত না করিয়া প্রজার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্যনিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রশাসনিক ব্যবস্থার এই নব রূপায়ণ (Enlightened Despotism) বা জ্ঞানদৃপ্ত স্বৈরাচার নামেও পরিচিত।

উপরোক্ত আলোচনা সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নরূপ। আলোচ্য সময়ে অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল প্রাধান্যগৌরব ভোগের পর ফ্রান্স ও সুইডেনের জীবনে প্রাশিয়া, রাশিয়া তথা ইংলণ্ডের প্রতিপক্ষতায় পরাজয়ের গ্লানি নামিয়া আসিল, প্রাশিয়া ও রাশিয়া যথাক্রমে ফ্রান্স ও সুইডেনের বিগতমহিমার উত্তরাধিকারী হইল। অষ্ট্রীয়া প্রাশিয়াকে জার্ম্মাণীর মধ্যে সম-প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যিক বিস্তৃতির ক্ষেত্রে ইংলণ্ড ফ্রান্সকে সর্ব্বত্র পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া রহিল এবং রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থায় পূর্ব্বযুগের স্বেচ্ছাচারিতার স্থলে উপচিকীর্ষু স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাব হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্পেনের ইতিহাস

ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধ ও তাহার পরিণাম ঃ—ত্রিংশবর্ষ যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ছিল হ্যাপসবার্গ বংশকে দুর্ব্বল করিয়া ইউরোপ হইতে এই বংশের আধিপত্য উচ্ছেদ করা। এই যুদ্ধে হ্যাপ্‌সবার্গের অষ্ট্রীয়া-শাখা পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয় এবং ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির ফলে জার্ম্মাণীতে অষ্ট্রীয়ার পূর্ব্ব প্রতিপত্তি একেবারে লুপ্তপ্রায় অবস্থায় উপনীত হয়। অধিকন্তু রাইন অঞ্চলে ফ্রান্সের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় অষ্ট্রীয়া সম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তের অভেদ্যতা বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই বংশের অন্যতম শাখা স্পেন অত সহজে পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হইয়া ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিল। ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে পারস্পরিক সংগ্রাম ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিপর্ব্ব অনুষ্ঠানের পর আরও একাদশ বর্ষ চলিল। এই সময়ে ফ্রান্সের সর্ব্বময় ভাগ্যনিয়ন্তা ম্যাজারিন সার্থক কূটনীতি প্রয়োগের দ্বারা স্পেনকে মিত্রগোষ্ঠী হইতে বিচ্যুত করিয়া সম্পূর্ণ একক অবস্থায় কোণ-ঠাসা করিয়া ফেলিল। স্পেন অষ্ট্রীয়া ও ইংলণ্ড হইতে সক্রিয় সাহায্যের প্রত্যাশী ছিল। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট লিওপোল্ড ফ্রান্সের বিপক্ষে স্পেনকে সাহায্য করিতে উৎসুক ছিলেন কিন্তু ম্যাজারিন অষ্ট্রীয়ার সিংহাসনে অন্য প্রতিদ্বন্দী দাঁড় করাইবার ভীতি প্রদর্শন করাতে সম্রাট আত্মরক্ষার ভয়ে স্পেনকে সাহায্যদান হইতে বিরত রহিলেন। ইংলণ্ডের তৎকালীন অধিকর্ত্তা ক্রমওয়েলের মনস্তুষ্টির জন্য ম্যাজারিন প্রটেষ্টাণ্টেদের কিছু সুবিধা করেন এবং স্পেন পরাজিত হইলে সাহায্যদানের বিনিময়ে তিনি ইংলিশ চ্যানেলের সুবিখ্যাত ডানকার্ক বন্দর ইংলণ্ডের হস্তে সমর্পণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি

অষ্ট্রীয়া পরাজয় স্বীকার করিলেও স্পেন সহজে স্বীকার করিল না

দেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ক্রমওয়েল ফ্রান্সের সঙ্গে প্রতিরক্ষাত্মক সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপ অষ্ট্রীয়া ও ইংলণ্ডের সঙ্গে কূটনীতিক বন্দোবস্ত করার পর ম্যাজারিন সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাসীয় সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে স্পেনকে ডিউনিসের যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেন এবং ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনকে পিরানিজের সন্ধিতে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করেন।

পিরানিজের সন্ধি, ১৬৫৯

পিরানিজের সন্ধি, ১৬৫৯ঃ—এই সন্ধি অনুসারে স্পেন ফ্রান্সকে উত্তরে আরটয়েস ও অন্যান্য স্থান এবং পিরানিজ সীমান্তে দুইটি স্থান রৌসিলন ও সারডেন সমর্পণ করেন। উপরন্তু স্পেন ও ফ্রান্সের সৌহার্দ্দ দৃঢ় করার নিমিত্ত স্পেনের রাজকুমারী মেরিয়া থেরেসার সঙ্গে ফ্রান্সের নৃপতি চতুর্দ্দশ লুইর পরিণয় সম্পাদিত হইল। কিন্তু এই বিবাহের ফলে মেরিয়া থেরেসা ভবিষ্যতে স্পেনের সিংহাসন দাবি করিতে পারিবেন না এই মর্ম্মে চতুর্দ্দশ লুই এক স্বীকৃতি প্রদান করেন। অবশ্য উত্তরাধিকারের স্বত্ব ত্যাগের বিনিময়ে স্পেন উপযুক্ত যৌতুক দিতে বাধ্য থাকিবে বলিয়া স্পেনরাজের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয়। ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি যেমন অষ্ট্রীয়ার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়াছিল তদ্রূপ পিরানিজের সন্ধি হ্যাপ্‌স্‌বার্গের অন্যতম শাখা স্পেনের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। এই দিক দিয়া পিরানিজের সন্ধিকে ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সন্ধির দ্বারা স্পেন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া ফ্রান্সের দাবিতে সম্মত হইতে বাধ্য হইল। পিরানিজের সন্ধির জোরে ফ্রান্স উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে তাহার সীমান্ত সুদৃঢ় করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল এবং রৌসিলন প্রাপ্তির ফলে পিরানিজ পর্ব্বতমালা ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। উপরন্তু ফরাসী দেশের নরপতির সঙ্গে স্পেনরাজকুমারীর পরিণয় বন্ধনের ফলে ফ্রান্স ভবিষ্যতে স্পেনের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করিয়া সার্থক পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

স্পেনের অঙ্গচ্ছেদ ও ক্ষমতা খর্ব্ব করা

স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ও ইউট্রেক্টের সন্ধি

পিরানিজের সন্ধিতে স্পেনের শক্তি বহুল পরিমাণে খর্ব্ব হইলেও ইউরোপে এবং আমেরিকায় তাহার যথেষ্ট ভৌমিক অধিকার বর্ত্তমান থাকায় স্পেনের মর্য্যাদা ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। স্পেনের অধিকারে আমেরিকার উপনিবেশ সমূহ ব্যতীত ইউরোপের নেদারল্যাণ্ডস্ (বেলজিয়াম) ও ইটালীস্থ নেপলস্ ও মিলান তখনও বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু সিংহাসনের কোন স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীর অভাবে অচিরেই স্পেন-দেশ ও অধীনস্থ বিভিন্ন অধিকৃতস্থানসমূহের দাবিকে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপে যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হইল এবং স্পেন সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ১৭০১-'১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলে। এই যুদ্ধ স্পেন সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে নাই। ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুই সমগ্র স্পেন সাম্রাজ্য ও ফ্রান্সের সিংহাসন সম্মিলিতভাবে বুরবোঁ বংশের অধীনে আনার চেষ্টা করিলে সমগ্র ইউরোপ স্ব-স্ব রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, স্বার্থরক্ষা ও সমগ্রভাবে ইউরোপের ব্যালেন্স অফ্ পাওয়ার বা শক্তি-সমতা রক্ষার জন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ হইল। স্পেন ও ফ্রান্সের সিংহাসনের একীকরণের বিরুদ্ধে প্রধান প্রতিবাদী ছিল ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড। এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর ইংলণ্ডের সামুদ্রিক প্রতিপত্তি ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছিল। বেলজিয়াম ফ্রান্সের আয়ত্তে থাকিলে হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল বলিয়া হল্যাণ্ডও ফ্রান্সের বিপক্ষে যোগদান করে। একাকী ফ্রান্সকে সম্মিলিত ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়। নানা বিপর্যায়ের মধ্য দিয়া ত্রয়োদশবর্ষ যুদ্ধ চলিবার পর যুধ্যমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তন ও ঘটনাচক্রের নব আবর্ত্তনের ফলে উভয় পক্ষ আপোষ মীমাংসায় সম্মত হইয়া ইউট্রেক্টের সন্ধিতে স্পেনের উত্তরাধিকারের মীমাংসা

স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও ইউট্রেক্টের সন্ধি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

করে। স্পেনকে কেন্দ্র করিয়াই এই যুদ্ধ সংগঠিত হয় অথচ সন্ধিসম্পাদনের সময় স্পেনের পূর্ব্বতন প্রতিপত্তি বা মর্য্যাদাকে কোন প্রকার স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। এই সন্ধির ফলে ফ্রান্স ও স্পেনের একীকরণ বন্ধ করা হইল, হল্যাণ্ড ফ্রান্সের দিক হইতে প্রতিরক্ষকরূপে কয়েকটি নেদারল্যাণ্ডের সীমান্ত দুর্গ প্রাপ্ত হইল। প্রাশিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করিল ও ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক, সামুদ্রিক, উপনিবেশিক, রাষ্ট্রীয় সকল প্রকার স্বার্থ সুরক্ষিত হইল। কিন্তু স্পেনের অধিকারভুক্ত অধিকাংশ অঞ্চলকে বিভিন্ন শক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়া একদা প্রতিপত্তিশালী স্পেনকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করা হইল। স্পেনের অধিকার হইতে ইটালীস্থ স্থানসমূহ ও বেলজিয়াম অষ্ট্রীয়ার হস্তে অর্পণ করা হইল। এই প্রকার অঙ্গচ্ছেদে স্পেন যথেষ্ট আপত্তি জানাইলে তাহা গ্রাহ্য করা হইল না। ফলে স্পেন অসন্তুষ্ট হইয়া রহিল।

স্পেনের পুনরভ্যুদয়

ইউট্রেক্টের সন্ধিতে সর্ব্বাপেক্ষা লাভবান্ হয় প্রথমে ইংলণ্ড ও তৎপর ফ্রান্স এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্পেন ও অষ্ট্রীয়া। স্পেনের অসন্তুষ্টির কারণ তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ করা ও তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া রাখা, আর অষ্ট্রীয়ার আপত্তির কারণ স্পেনের সিংহাসন দেওয়ার পরিবর্ত্তে বেলজিয়াম ও ইটালীস্থ কয়েকটি ভৌমিক অঞ্চল তাহাকে প্রদান করিয়া এক প্রকার প্রবঞ্চনা করা।

স্পেন ও অষ্ট্রীয়ার অসন্তোষ

ইউট্রেক্টের সন্ধির বলে ইংলণ্ডের লাভ সর্ব্বাধিক হয় বলিয়া ইংলণ্ড যে কোন প্রকারে ইউট্রেক্টের সন্ধি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যত্নবান্ হইল। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের ঘরোয়া ব্যাপারেও অশান্তি বর্ত্তমান ছিল। ষ্টুয়ার্ট বংশের স্থলে হ্যানোভার বংশ ইংলণ্ডের সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ায় ইংলণ্ডে জেকোবাইট বিদ্রোহের সমূহ সম্ভাবনা ছিল। তদুপরি রাশিয়ার পিটার ও

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বার্থ-রক্ষার জন্য মৈত্রী

সুইডেনের দ্বাদশ চার্লসের মধ্যে উত্তরাঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি তখনও হয় নাই বলিয়া ইংলণ্ডের অধিপতি প্রথম জর্জ্জের পৈতৃক অধিকার হ্যানোভারের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। ইতাবস্থায় ইংলণ্ড অভিন্নস্বার্থ ফ্রান্সের সাহায্যপ্রার্থী হইল। ফ্রান্সের ঘরোয়া ও বাহিরের পরিস্থিতি ইংলণ্ডের অনুরূপ ছিল। ইউট্রেক্টের সন্ধি অক্ষুণ্ণ রাখায় তাহার স্বার্থ ছিল। ফরাসী সিংহাসনে উপবিষ্ট নাবালক রাজা পঞ্চদশ লুইর অভিভাবক ছিলেন অর্লিয়েন্সের ডিউক। স্পেনের রাজা পঞ্চম ফিলিপ বুরবোঁবংশীয় হিসাবে ফ্রান্সের সিংহাসনের প্রতি লুব্ধ হইয়া ফ্রান্সে অলিয়েন্সের ডিউকের বিরোধী পক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করিতেছিলেন। অর্লিয়েন্সের ডিউকও স্বয়ং রুগ্ন ও নাবালক রাজার অকালমৃত্যু প্রত্যাশা করিয়া ফরাসী সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ার আশা পোষণ করিতেছিলেন। সুতরাং স্পেনের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষতার হস্ত হইতে প্রতিরক্ষার জন্য ফ্রান্সের পক্ষেও মৈত্রী বন্ধনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। স্পেনের অসন্তুষ্ট মনোভাব লক্ষ্য করিয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয়েই উপরোক্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে হল্যাণ্ডকে সহযোগী করিয়া একটি ত্রি-শক্তি রাষ্ট্রজোট সৃষ্টি করিল (১৭১৭ খৃঃ)। ফরাসী পক্ষে বিশেষ কূটনীতিজ্ঞ ডুবয় এই মৈত্রী সৃষ্টিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই রাষ্ট্র-জোটের উদ্দেশ্য হইল ইউট্রেক্টের সন্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহাতে ইউরোপের শান্তি অব্যাহত রাখা যায় তজ্জন্য চেষ্টা করা।

Triple Alliance, 1717

আলবেরণী ও স্পেনের পুনরভ্যুদয়

ইউট্রেক্টের সন্ধির পর স্পেনের সাময়িক পুনরভ্যুদয়ের মূলে ছিলেন আলবেরণী নামে একজন বিদেশী। আলবেরণীর স্বদেশ ছিল ইটালীর অন্তর্গত পার্মা প্রদেশ। ইনি একজন সাধারণ উদ্যানরক্ষকের পুত্র হইয়াও স্বীয় কর্ম্মক্ষমতা ও অদৃষ্টের বলে কিয়ৎকালের জন্য স্পেনের রাষ্ট্রতরণীর অন্যতম কর্ণধার হইতে

আলবেরণীর কৃতিত্ব

সক্ষম হইয়াছিলেন। আলবেরণীর উদ্দেশ্য ছিল স্পেনের বিগত গৌরব ও ভূসম্পত্তির কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করিয়া স্পেনকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপন্ন করা। প্রথমে আলবেরণী স্পেনের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও সংস্কার বিধানে মনোযোগী হইলেন। সরকারী কার্য্য হইতে অক্ষম লোককে বিদায় দিয়া তৎস্থলে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করা হইল। স্পেনের সমুদ্রতীরবর্ত্তী দুর্গাদি ও শস্ত্রাগার সমূহের সংস্কার সাধিত হইল এবং সর্ব্বোপরি স্পেনের প্রাচীন ঔপনিবেশিক শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা হইল। স্পেনের শিল্পোন্নতির জন্যও আলবেরণী চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোট কথা প্রয়োজনীয় অবকাশ প্রাপ্ত হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্পেনের শক্তি অপ্রতিহত হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু আলবেরণীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য স্পেনের তৎকালীন রাজ্ঞী, স্পেনরাজ পঞ্চম ফিলিপের দ্বিতীয় পক্ষীয়া মহিষী এলিজাবেথ ফারনিজ-এর উদ্দেশ্যের সঙ্গে এক না হওয়ায় আলবেরণীকে অপ্রস্তুত অবস্থায়ই অষ্ট্রীয়া তথা সঙ্ঘবদ্ধ ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া পরাভব স্বীকার করিতে হইল। আলবেরণী স্পেনের উচ্চপদ হইতে অপসৃত হইলেন, উপযুক্ত সুযোগের অভাবে আলবেরণীর উচ্চাশা কার্য্যকরী হইল না।

কিন্তু স্পেনরাজ্ঞীর বিরোধিতায় পরাভব স্বীকার

স্পেনরাজ পঞ্চম ফিলিপের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এলিজাবেথ ফারনিজ ইটালীয়ান ছিলেন। এলিজাবেথের জন্মভূমি ছিল ইটালীর অন্তর্গত পার্মায়। স্পেনের রাজ্ঞী হইবার পর হইতেই এলিজাবেথ আত্মপ্রাধান্য পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেন এবং পরবর্ত্তী ত্রিশ বৎসরকাল তিনি শুধু স্পেন ও স্পেনরাজকে নহে, ইউরোপকে তাহার দাম্ভিক ব্যবহারের দ্বারা সচকিত করিয়া রাখেন। এলিজাবেথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন স্পেনের সিংহাসন তাহার গর্ভজাত সন্তানরা পাইবে না, কেননা স্পেনরাজের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত

স্পেনরাজ্ঞী এলিজাবেথ ও তাহার মনোভাব

সন্তান বর্ত্তমান ছিল। ইত্যবস্থায় তিনি তাহার পুত্র ডন্ কার্লসের জন্য ইটালীস্থ ডাচি পার্মা ও পিয়াসেঞ্জা পাওয়ার জন্য আগ্রহশীল হইলেন। ইটালীর ভূসম্পত্তির উপর এলিজাবেথের দৃষ্টি থাকার কারণ ছিল। প্রথমতঃ স্পেন একদা ইটালীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিপতি ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইটালীস্থ পার্মার ডাচি এলিজাবেথের পৈতৃক সম্পত্তি। পার্মার ডাচিতে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্প্রতি উক্ত ডাচির বংশধর কোন পুত্র সন্তান ছিল না।

স্পেন-অষ্ট্রীয়ার বিরোধ

কিন্তু, এলিজাবেথের কামনা সফল করিতে গেলে স্পেনের সঙ্গে অষ্ট্রীয়ার সংঘর্ষ অনিবার্য্য, কেননা ইউট্রেক্টের সন্ধি অনুযায়ী অষ্ট্রীয়া ক্ষতিপূরণ স্বরূপ স্পেনের ইটালীয় অঞ্চলসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিল, আলবেরণীও ইহাই কামনা করিতেছিলেন। অচিরেই স্পেনের সঙ্গে অষ্ট্রীয়ার বিরোধ বাধিল। অষ্ট্রীয়ার অধিকারভুক্ত লম্বার্ডিতে অষ্ট্রীয়ার কর্ম্মচারিবৃন্দ স্পেনের জনৈক কার্ডিনাল-কে গ্রেপ্তার করায় স্পেনরাজ ফিলিপ অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কারণ খুঁজিয়া পাইলেন। আলবেরণীর আগ্রহাতিশয্যে স্পেন অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। আলবেরণী প্রত্যাশা করিয়াছিলেন জার পিটার ও সুইডেনরাজ দ্বাদশ চার্লস স্পেনকে সাহায্য করিবেন এবং ইহাদের সাহায্যে ইংলণ্ডের জেকোবাইট পক্ষীয় সৈন্যদলকে ইংলণ্ডের উপকূলে অবতরণ করাইবেন। উপরন্তু ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে স্পেনকে সাহায্য করিবে।

স্পেনের বিরুদ্ধে ইউরোপ দণ্ডায়মান

কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই সব প্রত্যাশা নিস্ফল হইল। প্রথমে স্পেন সার্ডিনিয়া অধিকার করিল। ইহা ইউট্রেক্টের সন্ধিবিরোধী বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের ত্রিশক্তি-জোট (১৭১৭) স্পেনের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। ব্রিটিশ নৌবাহিনী স্পেনের নৌ-বহরকে পাসারো অন্তরীপের সন্নিকটে পরাজিত করিল। বিপদাপন্ন অষ্ট্রীয়া ত্রিশক্তি-জোটে যোগদান করিয়া উহাকে চতুঃশক্তি জোটে পরিণত করিল। আলবেরণী স্পেনের সাহায্যকারী শক্তির

প্রত্যাশা করিয়া নিষ্ফল হইলেন। কোন দিক হইতে সাহায্য আসিল না। সুইডেনরাজ দ্বাদশ চার্লস-এর মৃত্যুতে আলবেরণীর কূটনীতিক বন্দোবস্ত বিপর্য্যস্ত হইল। ফ্রান্স সসৈন্যে স্পেন আক্রমণ করিয়া স্পেনকে পরাস্ত করিল। এই সকল পরাজয় ও বিপর্যয়ের সম্মুখে স্পেনরাজ্ঞী এলিজাবেথ সন্ধি করার জন্য ব্যাকুল হইলেন এবং তাহার পরামর্শে উচ্চাশী আলবেরণীকে বিদায় দেওয়া হইল এবং চতুঃশক্তি জোটের সঙ্গে স্পেন সন্ধি করিল। এলিজাবেথের ইচ্ছা পূর্ণ হইল, তাহার পুত্র ডন কার্লস পার্মা ও পিয়াসেঞ্জায় উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইল। ইটালীতে অষ্ট্রীয়ার আধিপত্য বজায় রহিল। এইরূপে ইউট্রেক্টের সন্ধি প্রায় সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া ইউরোপের শান্তি অব্যাহত রাখা হইল।

স্পেনের পরাজয় ও আলবেরণীর অপসারণ

স্পেন ও অষ্ট্রীয়ার ঘনিষ্ঠ সংযোগ

আলবেরণীর পদচ্যুতির পর রিপ্পের্ডা (Ripperda) নামে জনৈক ব্যক্তি তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। রিপ্পের্ডা-র পরামর্শে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতি-তে পরিবর্ত্তন আসিল এবং অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে স্পেনের শত্রুতার পরিবর্ত্তে মৈত্রীই স্পেনের স্বার্থরক্ষার অনুকূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল। এই নূতন নীতির ফলে স্পেন লাভবান্ হইবে বলিয়া অনুমিত হইল। অষ্ট্রীয়ার সাহায্যে স্পেন যদি ইংলণ্ডকে চাপ দেয় তাহা হইলে ইংলণ্ড ইউট্রেক্টের সন্ধির বলে প্রাপ্ত স্পেনের দক্ষিণস্থ জিব্রাল্টার ও মিনরকা স্পেনকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। অষ্ট্রীয়া এই সময়ে বাণিজ্য-সমৃদ্ধির জন্য অস্টেণ্ড কোম্পানী নামে এক বণিক-প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিয়াছিল। অষ্ট্রীয়া হইতে উক্ত সাহায্যের বিনিময়ে স্পেন অষ্ট্রীয়ার এই বণিক-কোম্পানীকে সমগ্র আমেরিকাভুক্ত উপনিবেশসমূহে এতাবৎকাল ইংলণ্ড যে সকল সুযোগ সুবিধা

রিপ্পের্ডা-র কার্য্যভার গ্রহণ ও স্পেনের সঙ্গে মৈত্রীনীতি

ভোগ করিতেছিল সে সকল অর্পণ করিবে বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তদনুসারে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনার সন্ধিতে অষ্ট্রীয়া ও স্পেনের মৈত্রীবন্ধন সম্পাদিত হইল। উপরন্তু অষ্ট্রীয়া স্পেনরাজ্ঞীর পুত্র ডন কার্লস-এর পার্মা ও পিয়াসেঞ্জার উত্তরাধিকার মানিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল। সর্ব্বোপরি অষ্ট্রীয়ার দুইটি রাজকুমারীর সহিত স্পেনরাজের দুই রাজকুমারের বিবাহের প্রস্তাবও স্থিরীকৃত হইল। রাশিয়া অষ্ট্রীয়ার সাহায্য করিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল।

স্পেন-অষ্ট্রীয়া মৈত্রী, ১৭২৫

ভিয়েনার সন্ধি-র সংবাদে শঙ্কিত হইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রতিরক্ষার জন্য লীগ অফ হ্যানোভার-এর সৃষ্টি করিল এবং অচিরেই প্রাশিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন ও হল্যাণ্ড এই লীগে যোগদান করিল। দুই বিরুদ্ধপক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রায় উন্মুখ হইয়া উঠিল। স্পেন জিব্রাল্টার অবরোধ করিল কিন্তু উপযুক্ত নৌবাহিনীর অভাবে ইংলণ্ডের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। এদিকে অষ্ট্রীয়া স্পেন মৈত্রীর সর্ত্তানুযায়ী স্পেন অষ্ট্রীয়ার অষ্টেণ্ড কোম্পানীকে বাণিজ্যিক সুবিধাদি প্রদান করিয়া উঠিতে পারিল না বা অষ্ট্রীয়া ইংলণ্ডের উপর চাপ দিয়া ইংলণ্ডের কবল হইতে জিব্রাল্টার উদ্ধার করিয়া স্পেনের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিল না। উপরন্তু ইটালীতে স্পেনের অধীন ডাচি থাকা অষ্ট্রীয়ার মনঃপূত হইল না বা স্পেন-অষ্ট্রীয়ার পূর্ব্বোক্ত বিবাহ-বন্ধনও অষ্ট্রীয়ার সম্রাট পছন্দ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট রাশিয়ার নিকট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশী ছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে জারিনা প্রথম ক্যাথারিনের মৃত্যু হওয়াতে সে প্রত্যাশাও বিনষ্ট হইল। সুতরাং অষ্ট্রীয়ার সম্রাট আর স্পেনের সঙ্গে মৈত্রী রক্ষা করার কোন সার্থকতা বোধ করিলেন না বলিয়া সন্ধি করার জন্য লালায়িত হইলেন। স্পেনের রাজ্ঞী এলিজাবেথও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে বিরোধের মীমাংসা করিতে উদ্যোগী হইয়া এই রাষ্ট্রদ্বয়ের সঙ্গে সেভিলের সন্ধি

ইউরোপ শঙ্কিত ও লীগ অফ হ্যানোভারে সৃষ্টি

স্পেন-অষ্ট্রীয়া মৈত্রী ছিন্ন

করিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এলিজাবেথের পুত্রের জন্য ইটালীস্থ ডাচি প্রাপ্তির সর্ত্ত অনুমোদন করিলেন। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ইহাতে বিরক্ত হইলেও তাহার করণীয় কিছু ছিল না, পক্ষান্তরে আসন্ন উত্তরাধিকারের ব্যাপারে সম্রাটের পক্ষে তাহার কন্যা মেরিয়া থেরেসা যাহাতে অষ্ট্রীয়ার সিংহাসন পায় তজ্জন্য ইউরোপের শুভেচ্ছার প্রয়োজন ছিল। তদনুযায়ী ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও স্পেন অষ্ট্রীয়ার সহযোগে দ্বিতীয় ভিয়েনার সন্ধিতে আবদ্ধ হইল। একপক্ষে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও স্পেন অষ্ট্রীয়ার সিংহাসনে মেরিয়া থেরেসার দাবী স্বীকার করিলেন (ইহা প্রাগ মেটিক স্যাংশান নামে খ্যাত), বিনিময়ে সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস অষ্টেণ্ড কোম্পানী তুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং স্পেনরাজ্ঞী এলিজাবেথের পুত্র ডন কার্লস-এর পার্মা ও পিয়াসেঞ্জার অধিকার অনুমোদন করিলেন। এই দ্বিতীয় ভিয়েনার সন্ধির ফলে ইউরোপ সম্ভব্য যুদ্ধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। স্পেনের রাজ্ঞী এলিজাবেথেরও মনস্কামনা পূর্ণ হইল, তাহার গর্ভজাত পুত্রের জন্য ইটালীয় 'ডাচি' স্বীকৃত হইল।

———

তৃতীয় অধ্যায়
প্রাশিয়ার ইতিহাস

জার্ম্মাণীর উত্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র 'মার্ক' বা 'নির্ব্বাচন-কেন্দ্র' ব্রাণ্ডেন বার্গকে কেন্দ্র করিয়া প্রাশিয়ার উদ্ভব হইয়াছে। ১৪১৫ খৃঃ-এ জার্ম্মাণ সম্রাট্ সিগিস্‌মাণ্ড হোহেনজোলার্ণ বংশীয় জনৈক ফ্রেডারিকের হস্তে ইহা অর্পণ করেন এবং ব্রাণ্ডেনবার্গকে অন্যতম সম্রাটের নির্ব্বাচন কেন্দ্রের মর্য্যাদা দেন। প্রাশিয়ার ডাচি বা জমীদারী বাল্টিক সাগরের পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত ছিল এবং পোলাণ্ড এই জমিদারীর মালিক ছিল। মধ্যযুগে 'টিউটনিক নাইট' গণের অধিকারে প্রাশিয়া বহু দিন থাকে এবং লুথারের সময়ে ইহা প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হয়। অতঃপর 'টিউটনিক নাইট' শ্রেণীর তদানীন্তন গ্র্যাণ্ড-মাষ্টার হোহেনজোলার্ণবংশীয় এলবার্ট প্রাশিয়ার ডিউক আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং বংশানুক্রমে হোহেনজোলার্ণ বংশীয়েরা প্রাশিয়ায় শাসন করিতে থাকে।

কালক্রমে এলবার্টের বংশ লুপ্ত হইলে প্রাশিয়ার ডাচি হোহেনজোলার্ণ বংশীয় ব্রাণ্ডেনবার্গের অধিপতির হস্তে আসে। সুতরাং ব্রাণ্ডেনবার্গ ও প্রাশিয়া এক শাসনে শাসিত হইতে থাকে। এই উভয় রাষ্ট্র যুক্তভাবে শাসিত হইলেও অসুবিধা যথেষ্ট ছিল, কেননা এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে পোল্যাণ্ডের শাসনাধীন অঞ্চল ছিল। অধিকন্তু সামন্তপ্রথানুযায়ী পোল্যাণ্ড প্রাশিয়ার ভূম্যধিকারী ছিল। এই সব কারণে দীর্ঘকাল প্রাশিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই।

ফ্রেডারিক উইলিয়ম দি গ্রেট ইলেক্টর, ১৬৪০-'৮৮

ত্রিংশদ্ বর্ষীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তির প্রাক্কালে ফ্রেডারিক উইলিয়ম দি গ্রেট ইলেক্টর প্রাশিয়া ও ব্রাণ্ডেনবার্গ এই উভয় রাষ্ট্রখণ্ডের অধিপতি হন এবং

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল রাজত্ব করিয়া বুদ্ধি ও কূটনীতির দ্বারা প্রাশিয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করিয়া যান।

পররাষ্ট্রনীতি ঃ—ফ্রেডারিক ত্রিংশদ্‌বর্ষীয় যুদ্ধে যোগদান করিয়া অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে বহু ভূখণ্ড প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। ব্রাণ্ডেনবার্গের সঙ্গে ম্যাগেডবার্গ যুক্ত হয়, অধিকন্তু পূর্ব্ব-পমারেনিয়া প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে প্রাশিয়া বাল্টিক সাগরে যাতায়াতের সুযোগ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই সব অঞ্চল প্রাপ্তি সত্ত্বেও প্রাশিয়ার মৌলিক অসুবিধা দূর হইল না। ফ্রেডারিকের পররাষ্ট্র নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল দুইটি। প্রথমতঃ, পূর্ব্বপ্রাশিয়াকে পোল্যাণ্ডের সার্ব্বভৌম অধিকার হইতে মুক্তি প্রদান এবং তৎসঙ্গে পোল্যাণ্ড-রাষ্ট্রভুক্ত পশ্চিম প্রাশিয়াকে পোল্যাণ্ডের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিয়া ব্রাণ্ডেনবার্গের সঙ্গে যুক্ত করা। দ্বিতীয়তঃ, ওয়েষ্ট-ফেলিয়ার সন্ধিতে প্রাশিয়া মাত্র পমারেনিয়ার পূর্ব্ব-অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইয়াছে—পশ্চিম অর্দ্ধাংশ তখনও সুইডেনের অধিকারে ছিল। সুইডেনের হস্ত হইতে এই পশ্চিম পমারেনিয়া ব্রাণ্ডেনবার্গের অন্তর্ভুক্ত করা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম প্রাশিয়াকে পোল্যাণ্ডের হস্ত হইতে এবং পশ্চিম পমারেনিয়াকে সুইডেনের অধিকারে হইতে মুক্ত করিয়া ব্রাণ্ডেনবার্গ প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিলে ইহা একটি অন্যনিরপেক্ষ একটানা বাল্টিক উপকূলস্থিত রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। এই দুইটি উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য যে পোল্যাণ্ড ও সুইডেনের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রয়োজন ইহা ফ্রেডারিক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং সুইড়েন ও পোল্যাণ্ডের পারস্পরিক বিরোধে সুযোগ মত কখনও পোল্যাণ্ডের সঙ্গে এবং কখনও সুইডেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া প্রাশিয়ার সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন। ফ্রেডারিক অবশ্য উপরোক্ত দুইটি উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু ১৬৫৫ খৃঃ-এ সুইডেনের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের যুদ্ধের সুযোগে তিনি পোল্যাণ্ডের নিকট হইতে এই স্বীকৃতি আদায় করেন যে পোল্যাণ্ড পূর্ব্ব-

প্রাশিয়ার উপর তাহার সার্ব্বভৌম অধিকার ত্যাগ করিবে। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের অলিভিয়ার সন্ধিতে ফ্রেডারিকের এই কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়।

ফ্রেডারিক চতুর্দ্দশ লুই ও সুইডেনের বিপক্ষে ডাচদিগকে সাহায্য প্রাদান করিয়া হল্যাণ্ডকে রক্ষা করেন। সুইডেন ব্রাণ্ডেনবার্গ আক্রমণ করিলে ফ্রেডারিক ১৬৭৫ খৃঃ সুইডেনকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেন এবং পমারেনিয়া হইতে সুইডেনকে বিতাড়িত করেন। এই সব যুদ্ধ জয়ের ফলে প্রাশিয়ার সামরিক খ্যাতি বিস্তৃত হয়। কিন্তু নিমোজেনের সন্ধিতে পামারেনিয়াকে প্রাশিয়ার হস্তে অর্পণ করা হইল না।

ফ্রেডারিকের আভ্যন্তরীণ নীতি—ফ্রেডারিক তাহার রাজত্বভুক্ত সমস্ত পরস্পর বিছিন্ন অঞ্চলসমূহে একজাতীয় শাসনবিধি ও সামরিক ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিয়া এক সংহতিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার বন্দোবস্ত করেন। ব্রাণ্ডেনবার্গ, প্রাশিয়া ও ক্লীভস্ একই শাসনের অন্তর্ভুক্ত ও ইহাদের উপর কেন্দ্রীয় শক্তির সর্ব্ববিধ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রেডারিক সমস্ত প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বিলুপ্ত করিয়া সর্ব্বোচ ক্ষমতা নিজের হস্তে সন্নিবিষ্ট করেন। রাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতেও তিনি বিশেষ যত্নবান হন।

আভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির জন্যও তাহার উদ্যমের অভাব ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি বহু খাল খনন করেন এবং রক্ষণ শুল্কের প্রবর্ত্তন করেন। ফ্রান্সকর্ত্তৃক নির্য্যাতিত বহু হিউগিনোটকে তিনি তাহার রাজ্যে আশ্রয়দান করেন এবং এই হিউগিনোটদের প্রচেষ্টার ফলেই প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিন সহর শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে।

ফ্রেডারিকের কৃতিত্ব—ফ্রেডারিককে প্রাশিয়ার ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত সংস্থাপয়িতা বলা যাইতে পারে। বহুমুখী সমস্যার সন্মুখীন হইয়াও তিনি তাহার সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ যে সকল উন্নতি বিধান ও পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে তাহার যে মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা তাহার

অসামান্য কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। বহু দূরে অবস্থিত ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন অঞ্চল সমূহের মধ্যে শাসন ও সামরিক ঐক্য আনয়ন করিয়া তিনিই সর্ব্ব প্রথম প্রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই হিসাবে তাহার কৃতিত্ব অসামান্য।

প্রথম ফ্রেডারিক, ১৬৮৮-১৭১৩

গ্রেট ইলেক্টরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ফ্রেডারিক পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তাহার রাজত্বকালের প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'ব্রাণ্ডেনবার্গের ইলেক্টর' এই নামের সঙ্গে 'প্রাশিয়ার রাজা' উপাধি প্রাপ্তি। অবশ্য উপাধি বিহীন হইলেও ব্রাণ্ডেনবার্গ-প্রাশিয়ার অধিপতির রাজকীয় মর্য্যাদা তদানীন্তন বহু ইউরোপীয় 'রাজা' অপেক্ষা কম ছিল না। তথাপি প্রথম ফ্রেডারিক অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন জানাইলেন। এই উপাধি প্রাপ্তির বহুবিধ অসুবিধা ছিল। কেননা, ক্যাথলিক সম্রাটের পক্ষে একজন প্রটেষ্ট্যাণ্টকে রাজার মর্য্যাদা প্রদান করা সাধারণতঃ অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু আসন্ন স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধে সম্রাটের পক্ষে ফ্রেডারিকের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তিনি সাহায্য-প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ফ্রেডারিককে 'ব্রাণ্ডেনবার্গের ইলেক্টর, উপাধির সঙ্গে 'প্রাশিয়ার রাজা' (King in Prussia) উপাধি যুক্ত করিবার অনুমতি দিলেন। এই উপাধিপ্রাপ্তি জার্ম্মাণী তথা ইউরোপের ইতিহাসে অতীব তাৎপর্য্যপূর্ণ। অতঃপর প্রাশিয়ার হোহেনজোলার্ন বংশ রাজকীয় মর্য্যাদাযুক্ত হইয়া প্রাচীন রাজবংশ হ্যাপস্‌বার্গদের সঙ্গে একযোগে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ম, ১৭১৩-'৪০

প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়মের রাজত্বকাল বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। তাঁহার রাজত্বকালের বিশেষত্ব ছিল কি উপায়ে প্রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম প্রথম

শ্রেণীর সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করা। প্রাশিয়ান জাতিকে সামরিক শিক্ষায় দীক্ষিত করার



জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা তিনি শাসনকার্য্য ও অন্যান্য বিভাগের সঙ্কোচ সাধন করিয়া সংগ্রহ করেন এবং সুগঠিত ও শক্তিশালী

প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর জন্য ব্যয় করেন। বহু আয়াস ও অর্থব্যয়ে তিনি দীর্ঘাকৃতি লোক সংগ্রহ করিয়া সৈন্যদল গঠন করেন। এই সৈন্যদলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দীর্ঘাকৃতি লোক ছিল এবং এই সব দীর্ঘকায় সৈনিক 'পট্‌সডামের দানব' (Potsdam Giants) বলিয়া অভিহিত হইত।

চারিত্রিক নিষ্ঠুরতা ও নির্ম্মমতা থাকা সত্ত্বেও শাসক হিসাবে ফ্রেডারিক কৃতী ছিলেন। কূটনীতিক বুদ্ধিবৃত্তির অভাব থাকায় তিনি পররাষ্ট্রনীতিতে কোন উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি মাত্র একটি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। পালটাভার যুদ্ধে সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লস জার পিটারের নিকট পরাস্ত হওয়ার পর তিনি সুইডেন আক্রমণ করেন এবং সুইডেনের নিকট হইতে বাল্টিকের বন্দর সেটিন (Settin) কাড়িয়া লন। মৃত্যুকালে তিনি তাহার উত্তরাধিকারী ফ্রেডারিক দি গ্রেটের জন্য রাখিয়া যান এক সুগঠিত ও সংহত রাষ্ট্র এবং তৎসহ সুশিক্ষা-প্রাপ্ত আশী হাজার সৈন্যদ্বারা গঠিত এক শক্তিশালী বাহিনী। কার্লাইলের ভাষায় "তিনি ছিলেন প্রাশিয়ান জাতির প্রথম ড্রিল মাষ্টার"।

ফ্রেডারিক দি গ্রেট, ১৭৪০-'৮৬

প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়মের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র দ্বিতীয় ফ্রেডারিক যিনি ইতিহাসে ফ্রেডারিক দি গ্রেট নামে পরিচিত, প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার ছয়চল্লিশ বৎসর রাজত্বকাল নানা কারণে ইউরোপের ইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বলিয়া পরিগণিত।

ফ্রেডারিকের পিতার ইচ্ছা ছিল তাহার পুত্র তাহার মত রণশাস্ত্রে পণ্ডিত হয় এবং সামরিক শিক্ষার জন্য আগ্রহান্বিত হয়। কিন্তু বাল্যকাল হইতে ফ্রেডারিকের মানসিক প্রবণতা শিল্পকলা ও সাহিত্যের দিকে অধিক থাকায় কঠোর পিতার নির্য্যাতন ও সতর্ক প্রহরার অধীনে তাহাকে কাটাইতে হয়। ফ্রেডারিকের আচরণ পিতার ইচ্ছার বিপরীত হওয়ার ফলে পিতা পুত্রের উপর

এমন রুষ্ট হইয়াছিলেন। যে অবাধ্য পুত্রকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার কল্পনা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ফ্রেডারিককে পিতৃ অনুজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াপিতার নির্দ্দেশে প্রাশিয়ার বিভিন্ন সামরিক ও অ-সামরিক শাসনকার্য্যে শিক্ষানবিশী করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়। এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ফ্রেডারিকের ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। শিক্ষানবিশীর সময়ে কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার ফলে তাহার চরিত্রে যেমন স্থৈর্য্য ও সংযমের সমাবেশ হইয়াছিল তদ্রূপ কূটনীতি ও রণচতুরতায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি যে দুইটি যুদ্ধে—অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষ যুদ্ধ—জয়লাভ করিয়া প্রাশিয়াকে প্রথম শ্রেণীর সামরিক রাষ্ট্রের মর্য্যাদায় উন্নীত করেন তাহা এই অভিজ্ঞতার ফলেই সম্ভবপর হইয়াছিল। ফ্রেডারিকের সিংহাসনারোহণ দুইটি কারণে উল্লেখযোগ্য। তাহার সুদীর্ঘ শাসন সময়ে প্রাশিয়া সর্ব্বপ্রকারে আধুনিক রাষ্ট্রের মর্য্যাদায় উন্নীত হয়। ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে অষ্ট্রীয়ার প্রাধান্য অবিসংবাদিত ছিল। কিন্তু ফ্রেডারিকের চেষ্টার ফলে জার্ম্মাণীর নায়কত্ব হইতে অষ্ট্রীয়াচ্যুত হয় এবং প্রাশিয়া তৎস্থলে অধিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন রণাঙ্গনে সামরিক সাফল্য প্রদর্শন করিয়া প্রাশিয়া ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থানীয় রাষ্ট্রের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়।

অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ও ফ্রেডারিক দি গ্রেট, ১৭৪০-'৪৮

অনতিবিলম্বে প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি পরীক্ষার সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৭৪০ খৃঃ অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস মেরিয়া থেরেসা নামে একমাত্র কন্যা রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকার বিধি নিয়মানুসারে কন্যা পিতৃরাষ্ট্রের উত্তরাধিকারিণী হয় না বলিয়া চার্লস মৃত্যুর পূর্ব্বে মেরিয়া থেরেসা যাহাতে অখণ্ড অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে তাহার এক

অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকার সমস্যা

বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। এই ব্যবস্থা 'প্রাগমেটিক স্যাংসান' নামে প্রসিদ্ধ এবং এই ব্যবস্থানুযায়ী কন্যাই অষ্ট্রীয়ার ভবিষ্যৎ অধিপতি হইতে পারিবে বলিয়া ঘোষিত হয়। চার্লস মৃত্যুর পূর্ব্বে ইউরোপের বিশিষ্ট রাষ্ট্রের নিকট হইতে 'প্রাগমেটিক স্যাংসান' মানিয়া লইবার জন্য স্বীকৃতি আদায় করিয়া লন। চার্লসের মৃত্যুর পর মেরিয়া থেরেসা উপরোক্ত 'স্যাংসান' অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলসহ অষ্ট্রীয়ার অধিপতি হইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন এবং তাহার স্বামী লোরেন-এর ফ্রান্সিসের জন্য সম্রাটপদ দাবী করিলেন। মেরিয়া রাজত্ব না পাইলে রাজত্বে যাহাদের অধিকার বর্ত্তিবে তাহারা কিন্তু চার্লসের মৃত্যুর পর স্যাংসান মানিতে প্রস্তুত না হইয়া মেরিয়া থেরেসা ও তাহার স্বামীর দাবীর বিরোধিতা করিলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট কর্ত্তৃক কন্যার উত্তরাধিকারের জন্য প্রতিশ্রুতি আদায়

ফ্রেডারিক অষ্ট্রীয়ার এই দুরবস্থার সময়ে প্রাশিয়ার রাজ্যবৃদ্ধি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পিতা উপরোক্ত 'প্রাগমেটিক স্যাংসানের' অন্যতম সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ফ্রেডারিক সুযোগ বুঝিয়া স্যাংসানের বিরুদ্ধে এই আপত্তি উপস্থিত করিলেন যে তাহার পিতা জুলিক ও বার্গ নামক দুইটি অঞ্চল প্রাপ্তির বিনিময়ে সম্রাটের প্রাগমেটিক স্যাংসানে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট উক্ত অঞ্চলদ্বয় প্রাশিয়ার হস্তে সমর্পণ না করায় প্রাশিয়ার সম্মতি স্বতঃসিদ্ধভাবে বাতিল হইয়া গিয়াছে। অতএব ফ্রেডারিক উপরোক্ত স্যাংসান মানিতে বাধ্য নহেন। অতঃপর ফ্রেডারিক এক বাজে অজুহাতে সাইলেসিয়ার উপর প্রাশিয়ার দাবী ঘোষণা করিয়া বিনা যুদ্ধ ঘোষণায় অতর্কিতে অষ্ট্রীয়া আক্রমণ করেন এবং ১৭৪১ খৃঃ মলউইটজ-এর যুদ্ধে অষ্ট্রীয়াকে পরাস্ত করেন। ফ্রেডারিকের বিজয়লাভে উৎসাহিত হইয়া একে একে স্পেন, ব্যাভেরিয়া, স্যাভয় এবং স্যাকসনি অষ্ট্রীয়ার

ফ্রেডারিক নানা অজুহাতে অষ্ট্রীয়ার রাজকন্যা মেরিয়ার দাবী অস্বীকার করেন

বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

বিভিন্ন অঞ্চলের উপর দাবী ঘোষণা করিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিল। ফ্রান্সও উদাসীন না থাকিয়া সম্রাটপদের জন্য ব্যাভেরিয়ার 'নির্ব্বাচক'কে সমর্থন দ্বারা মেরিয়া থেরেসার বিরুদ্ধে তৎপর হইল। চতুর্দ্দিকের আক্রমণের ফলে অষ্ট্রীয়া সমূলে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল। ফ্রেডারিক আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগদান না করিয়া সাইলেসিয়া প্রাপ্তির বিনিময়ে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবেন বলিয়া মেরিয়া থেরেসার নিকট প্রস্তাব করিলেন। মেরিয়া থেরেসা উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে ফ্রেডারিক অষ্ট্রীয়ার বিপক্ষদলে যোগদান করিলেন।

প্রথম সাইলেসিয়ার যুদ্ধ ফ্রেডারিকের জয়লাভ

সাইলেসিয়ার বিনিময়ে মেরিয়া থেরেসা কর্তৃক সন্ধি ক্রয়

চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত হইয়াও মেরিয়া থেরেসা নতি স্বীকার করিলেন না। রাজভক্ত হাঙ্গারিয়ানদের সাহায্যে মেরিয়া থেরেসা বিপক্ষ রাষ্ট্রজোটের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইলেন। শত্রুপক্ষ বোহেমিয়া হইতে বিতাড়িত হইল এবং ব্যাভেরিয়া অষ্ট্রীয়া কর্তৃক অধিকৃত হইল। ইতিমধ্যে ফ্রেডারিক অষ্ট্রীয়াকে জাঁস-লৌর (Czaslau) যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত করায় মেরিয়া থেরেসা আত্মরক্ষার জন্য প্রাশিয়াকে সাইলেসিয়া সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতার বিনিময়ে ফ্রেডারিক সম্পূর্ণ সাইলেসিয়া প্রাপ্ত হইলেন (ব্রেসলৌ-র সন্ধি)। প্রথম সাইলেসিয়ার যুদ্ধ এই ভাবে সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় সাইলেসিয়ার যুদ্ধ

ব্রেসলৌ-র সন্ধির পর মেরিয়া থেরেসার অনুকূলে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। ইংলণ্ড ও দ্বিতীয় জর্জ্জের মাতৃভূমি হানোভার জার্ম্মাণীতে ফ্রান্সের সম্ভাব্য প্রতিপত্তি নষ্ট করার জন্য মেরিয়া থেরেসার পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। অধিকন্তু হল্যাণ্ড অষ্ট্রীয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত নেদারল্যাণ্ডের প্রতি ফ্রান্সের

লুব্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া স্বীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ফ্রান্সের বিপক্ষে অষ্ট্রীয়ার পক্ষে যোগদান করিল। ইংরাজ সৈন্য ফ্রান্সকে ডেটিঞ্জেনের রণক্ষেত্রে পরাজিত করিল। সম্রাটপদে নির্ব্বাচিত-ব্যাভেরিয়ার চার্লস মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ব্যাভেরিয়া অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে সন্ধি করিল। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ ও স্যাক্‌সনি অচিরে অষ্ট্রীয়ার মিত্রপক্ষভুক্ত হইল। অষ্ট্রীয়ার এবম্বিধ অনুকূল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া হস্তগত সাইলেসিয়া হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় ফ্রেডারিক নিরপেক্ষতার সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিয়া অষ্ট্রীয়ার বিপক্ষে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। ফ্রেডারিকের সামরিক শক্তির সম্মুখে অষ্ট্রীয়া কোনমতেই দাঁড়াইতে পারিল না। কয়েকটি পরাজয়ের পর মেরিয়া থেরেসা ফ্রেডারিকের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ড্রেসডেনের সন্ধিতে অষ্ট্রীয়া সাইলেসিয়ায় প্রাশিয়ার পূর্ণ অধিকার স্বীকার করিল। বিনিময়ে ফ্রেডারিক মেরিয়া থেরেসার স্বামী ফান্সিসকে সম্রাট বলিয়া মানিয়া লইলেন। দ্বিতীয় সাইলেসিয়ার যুদ্ধ এইরূপে পরিসমাপ্ত হইল।

অষ্ট্রীয়ার অনুকূল অবস্থা ও ফ্রেডারিকের আশঙ্কা

প্রাশিয়ার অনুকূলে দ্বিতীয় সাইলেসিয়ার যুদ্ধ সমাপ্ত

ইউরোপের এই যুদ্ধের তরঙ্গ আমেরিকা ও ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল এবং তথায় এই যুদ্ধ কেবল উপনিবেশাধিকার লইয়া ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে ইংরাজ-ফরাসী দ্বন্দ্বে ইংরাজ অধিকৃত মান্দ্রাজ ফরাসী সৈন্যের দখলে আসে এবং আমেরিকায় ফ্রান্সকে ইংরাজের নিকট লুইসবার্গ হারাইতে হয়। পরিশেষে রণক্লান্ত উভয়পক্ষ আয়লা স্থাপেলের সন্ধিদ্বারা (১৭৪৮ খৃঃ) যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। এই সন্ধির ফলে মেরিয়া থেরেসা অষ্ট্রীয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী এবং তাহার স্বামী লোরেনের ফ্রান্সিস সম্রাট বলিয়া স্বীকৃত হন। সাইলেসিয়ার উপর প্রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং সার্ডিনিয়াকে স্যাভয়, নিস ও লম্বার্ডির অংশবিশেষের উপর অধিকার প্রদত্ত হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পরের

নিকট হইতে যে সকল স্থান জয় করিয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করে। সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে কার্লাইলের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—ফ্রেডারিককে সাইলেসিয়া প্রদত্ত হইল, অবশিষ্টের অবস্থা পূর্ব্ববৎ রহিল (To Frederick Silesia ; as to the rest, wholly as they were)।

আইলা-স্যাপেলের সন্ধির ফলাফল

(ক) এই সন্ধির ফলে প্রাশিয়ার রাজ্যসীমা অনেকটা বর্দ্ধিত হইল এবং প্রাশিয়া অতঃপর ইউরোপের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রমধ্যে পরিগণিত হইল। অধিকন্তু জার্ম্মাণীতে প্রাশিয়া অষ্ট্রীয়ার ক্ষমতার প্রবল প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল।

(খ) ইটালীস্থ লম্বার্ডির অংশবিশেষ সার্ডিনিয়ার অধিকারভুক্ত হওয়ার ফলে ভবিষ্যতে এক শক্তিশালী ইটালীয়ান রাজবংশ গঠিত হইবার সূচনা হইল।

(গ) এই সন্ধিতে ইউরোপের পূর্ব্বতন শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্র ফ্রান্সের প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা নিম্নতম মানে নামিয়া আসিল। ইউট্রেক্টের সন্ধিতে ক্রমবর্দ্ধমান ফ্রান্সের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ফ্রান্স অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের সংহতি শক্তি নষ্ট করিয়া তাহার পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাইন ও নেদারল্যাণ্ড হইতে তাহাকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। উপনিবেশের ক্ষেত্রেও ফ্রান্স প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংলণ্ডের নিকট পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করিল। অধিকন্তু হ্যানোভার বংশের স্থলে ষ্টুয়ার্ট বংশকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসাইবার দুরাশাও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। মোট কথা, এই সন্ধির ফলে ফ্রান্সকে সর্ব্বাধিক হতমান হইতে হইল।

আইলা-স্যাপেলের সন্ধির সমালোচনা :—এই সন্ধির ফলে ইউরোপের বিচার্য্য সমস্যা সমূহের কোনটারই সমাধান হয় নাই। ফলে এই সন্ধি সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে পর্য্যবসিত হইল এবং বিচার্য্য বিষয় সমূহের মীমাংসার জন্য পরবর্ত্তী এক যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়া রহিল। অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ফ্রান্স ইংলণ্ডের উপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিপত্তিকে

চ্যালেঞ্জ করে এবং আংশিক কৃতকার্য্যও হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন স্থায়ী মীমাংসা হয় নাই। প্রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থায়ী সমাধানের ইঙ্গিতও ইহাতে নাই। অষ্ট্রীয়া সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য কামনা পোষণ করিল; পক্ষান্তরে সাইলেসিয়া হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কা প্রাশিয়ার মন হইতে বিদূরিত হইল না। প্রাশিয়ার মনে সাইলেসিয়া চিরতরে স্ব-রাষ্ট্রভুক্ত করিবার ইচ্ছা, আর মধ্য ইউরোপে প্রাশিয়ার এতটা প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রতি ফ্রান্সও উদাসীন থাকিতে চাহে না। কেননা, প্রাশিয়ার উন্নতির অর্থ-ই মধ্য ইউরোপে ফ্রান্সের ক্ষমতা প্রাশিয়ার হস্তে সমর্পণ করা। প্রাশিয়াও ফ্রান্সের এই বৈরী মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু শুদ্ধ স্বার্থের খাতিরেই অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ফ্রান্সের মিত্রতা গ্রহণ করিয়াছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফ্রেডারিকও স্থগিত রাখিতে চাহেন নাই—তিনিও চাহিতেছিলেন এই ব্যাপারের একটা শেষ নিষ্পত্তি হউক। কাজেই আইলা-স্যাপেলের সন্ধি সম্বন্ধে এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"Never perhaps did any war after so many great events and so large a loss of blood and treasure, end in replacing the nations engaged in it so nearly in the same situation as they held at first." (Hassal)

কূটনৈতিক বিপ্লব ও সপ্তবর্ষ যুদ্ধের সূচনা

আইলা-স্যাপেলের সন্ধি বিজিত ও বিজয়ী উভয় পক্ষই দ্বিধার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে উপস্থিত তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার—(১) অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক (২) প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে সামরিক ও (৩) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বাণিজ্য তথা উপনিবেশিক দ্বন্দ্বের কোনটার শেষ নিষ্পত্তি হয় নাই। কিন্তু তদানীন্তন যে ইংলণ্ড-অষ্ট্রীয়ান বা ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান মৈত্রীবন্ধন ছিল তাহার কোন পরিবর্ত্তন না হইলে উপরোক্ত দ্বন্দ্ব সমূহের স্থায়ী সমাধান হওয়া অসম্ভব ছিল। মেরিয়া থেরেসার মন্ত্রী

কৌনিট্জ (Kaunitz) উদ্যোগী হইয়া পূর্ব্বতন রাষ্ট্র-জোট পরিত্যাগ করিয়া সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে নূতন দল-বাঁধার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিতে যে পরিবর্ত্তন আসিল তাহা কূটনৈতিক বিপ্লব রূপে অভিহিত। এই বিপ্লবের স্বাভাবিক পরিণতি হইল সপ্তবর্ষ যুদ্ধ।

কূটনৈতিক বিপ্লব, ১৭৪৮-'৫৬
Diplomatic Revolution, 1748-'56

অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে জোট বাঁধার এক পরিবর্ত্তন আসিল; ইহা ইতিহাসে কূটনৈতিক বিপ্লব নামে পরিচিত। এই কূটনৈতিক বিপ্লবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অষ্ট্রীয়ার মন্ত্রী কৌনিট্ (Kaunitz)। অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে দুই প্রতিপক্ষ-দলের মধ্যে একদলে ছিল অষ্ট্রীয়া ও ইংলণ্ড; অপর পক্ষে ছিল ফ্রান্স ও প্রাশিয়া। কিন্তু এই বিপ্লবের ফলে অষ্ট্রীয়া ও ফ্রান্স দীর্ঘস্থায়ী পারস্পরিক বৈরিতা বিসর্জ্জন দিয়া দীর্ঘকালের জন্য মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইল। অষ্ট্রীয়া তাহার অত্যল্প কাল পূর্ব্বের মিত্র ইংলণ্ডের সহিত মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন করিলে অনন্যোপায় ইংলণ্ড প্রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করিল। এইরূপ নূতন করিয়া দল বাঁধার ফলে ইউরোপের শক্তিসমতা এক পরিবর্ত্তিত অবস্থার সৃষ্টি করিল।

নিম্নোক্ত কারণে অষ্ট্রীয়া ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফ্রান্সের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মেরিয়া থেরেসা ইংলণ্ডের পরামর্শেই সাইলেসিয়ার বিনিময়ে ফ্রেডারিকের নিকট হইতে শান্তি ও নিরপেক্ষতা ক্রয় করিয়াছিলেন। অথচ মেরিয়া থেরেসার পক্ষে সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধার করা অত্যাবশ্যক। ইত্যবস্থায় প্রাশিয়ার হস্ত হইতে সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধারের সম্ভাব্য যুদ্ধে ইংলণ্ডের সঙ্গে অষ্ট্রীয়ার মৈত্রীবন্ধন

অষ্ট্রীয়া নানা কারণে ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হইল

নিষ্ফল। পরন্তু ফ্রান্সের মত শক্তিশালী রাষ্ট্রের সহযোগিতা লাভ করিতে পারিলে অষ্ট্রীয়ার পক্ষে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সুবিধাজনক হইবে। কৌনিটজ এই সব যুক্তি উপস্থাপিত করিলে মেরিয়া থেরেসাও তাহার সচিবের সহিত একমত হইলেন ; ফ্রান্সের নিকট মৈত্রী প্রস্তাব করিতে ফ্রান্সও তাহাতে সম্মত হইল। ফ্রান্সেরও এই সম্মতির পশ্চাতে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। নানা কারণে ফ্রান্সের পূর্ব্বগৌরব হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল এবং ফ্রান্স জার্ম্মাণীতে প্রাশিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান বিস্তৃতি ও প্রভাব শঙ্কার দৃষ্টিতে দেখিতে-ছিল। সুতরাং প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে যোগ দিলে প্রাশিয়াকে সংযত রাখা সম্ভবপর হইবে। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের সহিত সাম্প্রতিক বাণিজ্য ও উপনিবেশিক দ্বন্দ্বে ফ্রান্সের একটি মিত্ররাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। অতএব ফ্রান্স অষ্ট্রীয়ার প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিল।

ফ্রান্স ও প্রাশিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে যোগ দিল

ইংলণ্ড এই সময়ে ফ্রান্সের সহিত ভারতে ও আমেরিকায় বাণিজ্য ও উপনিবেশিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। অধিকন্তু ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জের মাতৃভূমি জার্ম্মাণ-রাষ্ট্র হ্যানোভার প্রাশিয়ার হস্তে বিপন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল। এই সকল কারণে ইংলণ্ড অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে মিত্রতা কামনা করিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে কৌনিটজের পরামর্শে অষ্ট্রীয়া ইংলণ্ডের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত হইল। সুতরাং অনন্যোপায় ইংলণ্ড ওয়েষ্টমিনিষ্টার কন্‌ভেনসানের দ্বারা প্রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইল। প্রাশিয়া হ্যানোভার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিল। ফ্রান্সও ইঙ্গ-প্রাশিয়ার শক্তি প্রতিহত করার জন্য অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইল। এইরূপে ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিতে কূটনৈতিক বিপ্লব সংসাধিত হইল এবং সমগ্র ইউরোপ এই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ ফলাফলের সৃষ্টি করে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কূটনৈতিক বিপ্লবের সমালোচনা :—এই জোট-বাঁধার পরিবর্ত্তন ব্যাপারে ফ্রান্স সর্ব্বাপেক্ষা অবিবেচনার কাজ করিয়াছে। ফ্রান্স ইতিমধ্যে

বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক দ্বন্দ্বে ইংলণ্ডের সঙ্গে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সেই দ্বন্দ্বের চুড়ান্ত মীমাংসা তখনও হয় নাই। দ্বন্দ্বের মীমাংসার উপর যখন ফ্রান্সের উত্থান-পতনের প্রশ্ন জড়িত সেই অবস্থায় ফ্রান্সের কর্তব্য ছিল এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্য তাহার সমস্ত শক্তি ভারতবর্ষে, আমেরিকায় এবং নৌবাহিনী নির্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত করা। কিন্তু ফ্রান্স প্রধানতঃ সাইলেসিয়া উদ্ধার কার্য্যে সহায়তা করার জন্যই যেন অষ্ট্রীয়ার হস্ত-ক্রীড়নক হইল এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে সাময়িক প্রতিপক্ষতার মীমাংসা উপেক্ষা করিয়া মাত্র কন্টিনেণ্টে তাহার সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিল। এই ব্যাপারে ফ্রান্স রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া আত্মক্ষতিকর পরিণাম ডাকিয়া আনিল।

সপ্তবর্ষ যুদ্ধের কারণ

(ক) আইলা-স্থাপেলের সন্ধিতে অষ্ট্রীয়া প্রাশিয়ার হস্তে সাইলেসিয়া সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু মেরিয়া থেরেসা সাইলেসিয়া চিরতরে পরিত্যাগ করিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। অষ্ট্রীয়ান উত্তরাধিকারের যুদ্ধে উক্ত তিন শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভবপর হয় নাই। সপ্তবর্ষ যুদ্ধের কারণ যাহাই থাকুক না কেন পরোক্ষতঃ ইহারাই যুদ্ধারম্ভের জন্য মূলতঃ দায়ী। যুদ্ধের সমাপ্তির পর হইতেই মেরিয়া থেরেসা সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধারের আশায় বিরাট রাষ্ট্রজোট সৃষ্টির প্রচেষ্টায় ছিলেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে ফ্রান্স, রাশিয়া, সুইডেন ও স্যাক্সনিকে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিজের দলভুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন। প্রাশিয়ার পরিপন্থী হওয়ায় রাশিয়া সহজে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধ রাষ্ট্রজোটে যোগদান করিল।

(খ) এই সময়ে ও ফ্রান্স ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় বাণিজ্য ও উপনিবেশিক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত ছিল। উভয় পক্ষ ইউরোপে মিত্রসংগ্রহের প্রচেষ্টায় ছিল। ইংলণ্ড প্রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হইলে ফ্রান্সও অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইল।

(গ) অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার রষ্ট্রনৈতিক মনোমালিন্য এই যুদ্ধের মুখ্য কারণ হইলেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বাণিজ্যিক তথা উপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই যুদ্ধ আরম্ভ করার গৌণ কারণ হইয়াছিল।

সপ্তবর্ষ যুদ্ধের প্রধান ঘটনা ঃ—১৭৫৬ খৃঃ এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া ১৭৬৩ খৃঃ-এ পরিসমাপ্ত হয়। এই যুদ্ধ শুদ্ধ ইউরোপে সীমাবদ্ধ থাকে নাই, আমেরিকায় ও ভারতবর্ষেও ইহা পরিব্যাপ্ত হয়। যুদ্ধের প্রথম দুইবৎসর ইংলণ্ড ও প্রাশিয়াকে প্রতিপক্ষের হস্তে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে হয়। ইতিমধ্যে পিট (বড়) ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইলে রণকৌশলের পরিবর্ত্তন হয় এবং মিত্রপক্ষ পরবর্ত্তী পাঁচবৎসরের যুদ্ধে সমস্ত রণাঙ্গনে বিজয়ী হয়। পিটের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সকে প্রাশিয়া দ্বারা ইউরোপে ব্যস্ত রাখা যাহাতে ফ্রান্স আমেরিকায় বা ভারতবর্ষে সামরিক সাহায্য পাঠাইবার সুযোগ না পায়। এই নিমিত্ত পিট প্রাশিয়ার অধিপতি ফ্রেডারিকের হস্তে পর্য্যাপ্ত অর্থ ও সৈন্য সরবরাহ করিতে লাগিলেন। ফ্রেডারিক তাহার সামরিক দক্ষতা ও ইংলণ্ডের অকৃপণ অর্থসাহায্যের বলে উত্তরে পোল্যাণ্ড ও সুইডেন, পূর্ব্বে রাশিয়া ও পশ্চিমে অষ্ট্রীয়া এই তিন দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়াও আত্মরক্ষা করিয়া শত্রুপক্ষের উপর দৃঢ় আঘাত হানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফ্রেডারিক ১৭৫৭ খৃঃ রসবাক্-এর যুদ্ধে সম্মিলিত ফরাসী ও অষ্ট্রীয়ান বাহিনাকে, লিউথেন-এর যুদ্ধে অষ্ট্রীয়াকে এবং জর্ন্ডরফ (Zorndorf) এর যুদ্ধে রাশিয়ার সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত ইউরোপকে চমকিত করিলেন। ইউরোপ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রতিভাবান্ সেনানায়কের আবির্ভাব হইয়াছে।

আমেরিকাতেও ইংলণ্ড ফরাসীর বিরুদ্ধে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইল। সেনাপতি উল্ফ ফরাসী উপনিবেশের রাজধানী কোয়েবেক নগর ১৭৫৯ খৃঃ অধিকার করিলেন। ইহার পর ১৭৬০ খৃঃ মণ্ট্রল নগর ইংরাজের হস্তগত হইলে সমস্ত কানাডা ইংরাজের অধিকারে আসিল।

ভারতবর্ষেও ফরাসী ও ইংরাজে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করিয়া বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজশক্তি বিতাড়িত করিবার উদ্যোগ করিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত করিলে বঙ্গদেশের কর্তৃত্ব ইংরাজের হস্তে আসিল। ফরাসীরা সিরাজ-উদ্দৌলাকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াও কিছু সুবিধা করিতে পারিল না। পরিশেষে মান্দ্রাজে বন্দিবাসের যুদ্ধে (১৭৬০) ইংরাজ সেনাপতি স্যার আয়ার কূট ফরাসী সেনাপতি লালীকে পরাজিত করিলে এবং পরবৎসর ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরী ইংরাজের অধিকারে আসিলে ভারতে ফরাসীদের রাষ্ট্রনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আশা চিরতরে লুপ্ত হইল।

কিন্তু অচিরে ভাগ্যলক্ষ্মী ফ্রেডারিককে পরিত্যাগ করিল। বহু অ-সম যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়াতে প্রাশিয়ার সৈন্যশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। ১৭৬২ খৃঃ-এ জারিণা এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ফ্রেডারিকের গুণগ্রাহী তৃতীয় পিটার জার নিযুক্ত হইলে ফ্রেডারিকের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। কেননা, সিংহাসনারোহণের অত্যল্পকাল পরেই পিটার তাহার মিত্রপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ফ্রেডারিকের সাহায্যার্থ সৈন্যবাহিনীকে স্থানান্তরিত করিলেন। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ অচিরে পিটার তাহার স্ত্রী দ্বিতীয় ক্যাথারিন-এর হস্তে নিহত হইলেন এবং ক্যাথারিণ স্বয়ং রাশিয়ার রাষ্ট্রভার গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় ক্যাথারিণ নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিয়া রাশিয়াকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

রাশিয়া রণক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইবার পরেই রণক্লান্ত অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য আগ্রহান্বিত হইল। মেরিয়া থেরেসা একাকী প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি নষ্ট করিবার কোন উপায় না দেখিয়া ফ্রেডারিকের সঙ্গে সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। অবশেষে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে প্যারিসের সন্ধি এবং অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে হিউবার্টস-বার্গ-এর সন্ধিদ্বারা সপ্তবর্ষ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

(১) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে প্যারিসের সন্ধি (১৭৬৩ খৃঃ)—এই সন্ধিতে ফ্রান্স ইংলণ্ডকে সম্পূর্ণ কানাডা, নোভাস্কোসিয়া, কেপ ব্রিটন ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জস্থ গ্রানাডা, টোবাগো, ডোমিনিকা এবং সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট অর্পণ করিল। ভারতবর্ষে ইংরাজগণ যুদ্ধ সময়ে বিজিত ফরাসী অধিকার-সমূহ ফরাসীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিল। কিন্তু এই সকল ফরাসী অধিকৃত স্থানে কোন দুর্গ নির্ম্মাণ করা নিষিদ্ধ হইল। ভারতবর্ষের এবং আমেরিকার ফরাসী সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইল ; শুধু ভারতবর্ষে তাহারা বাণিজ্যিক শক্তিরূপে অবস্থান করার অনুমতি প্রাপ্ত হইল।

(২) অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে হিউবার্টসবার্গের সন্ধি—এই সন্ধির ফলে ফ্রেডারিক যুদ্ধ সময়ে অধিকৃত স্যাক্‌সনি পরিত্যাগ করিলেন এবং সাইলেসিয়া স্থায়ীভাবে প্রাশিয়ার অধিকারে থাকিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল।

সপ্তবর্ষ যুদ্ধের ফলাফলঃ—সপ্তবর্ষ যুদ্ধ ইউরোপের ইতিহাসের অন্যতম চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকর যুদ্ধ বলিয়া খ্যাত। প্রথমতঃ এই যুদ্ধে প্রমাণিত হইল জার্ম্মানীর ব্যাপারে প্রাশিয়া উপেক্ষণীয় নহে। কেননা, নবাভ্যুদিত রাষ্ট্র প্রাশিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়াও সাফল্যের সহিত আত্মরক্ষা করিতে যে অক্ষম নহে তাহা প্রমাণিত হইল। অতঃপর জার্ম্মানীতে প্রাশিয়া অষ্ট্রীয়ার সম-মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এবং জার্ম্মানীর রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা দ্বৈধ আধিপত্যের সূচনা হইল। দ্বিতীয়তঃ, এই যুদ্ধে ফ্রান্সকে যথেষ্ট পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে হইল এবং যুদ্ধান্তে তাহাকে বহু ঔপনিবেশিক অঞ্চলের অধিকার অপরের হস্তে সমর্পণ করিতে হইল। ইহাতে ফ্রান্সের মর্য্যাদার যথেষ্ট লাঘব হইল এবং কিছু কালের জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে ফ্রান্সের স্থান গৌণ হইয়া রহিল ; মধ্য ইউরোপে ফ্রান্সের পূর্ব্ব প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদার অধিকারী হইল প্রাশিয়া। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায়ও এই যুদ্ধ যথেষ্ট অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করিল। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের মাত্র উপনিবেশ সমূহ হস্তচ্যুত হইল তাহা নহে—তাহার নৌ-শক্তিও ধ্বংস প্রাপ্ত

এবং রাজকোষ অর্থশূন্য হইল। বহু রণাঙ্গনে পরাজিত হওয়ার ফলে ফ্রান্সের প্রজা সাধারণের মনে যে অসন্তোষ দেখা গেল তাহাই ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া ভবিষ্যতে মহা-সঙ্কটের সৃষ্টি করিল।

এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর ইতিহাসেও এই যুদ্ধের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। এই যুদ্ধে আমেরিকা ও ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ণীত হইয়াছে। এই উভয় স্থানে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু পরিণামে কাহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা এই যুদ্ধ দ্বারা চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হইল। সাম্রাজ্যলিপ্সু পক্ষদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে ফ্রান্সকে উভয়স্থান হইতে স্থায়ীভাবে অপসৃত হইতে হইল। ইংলণ্ডের বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই যুদ্ধের মধ্যে ইংরাজ কর্তৃক কানাডা অধিকারও অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা। কানাডা বিজয়ের ফলে আমেরিকার উপনিবেশ সমূহের বিদ্রোহ অর্থাৎ পরবর্ত্তী সময়ে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্ভবপর হইয়াছে। কানাডা ইংরাজের অধিকারে আসায় উপনিবেশিকদের ফরাসী আক্রমণের ভীতি দূর হইল এবং অতঃপর তাহারা ইংরাজের অধীনতা পাশ ছিন্ন করার সুযোগ পাইল।

ফ্রেডারিক ও পোলাণ্ড বাঁটোয়ারা

ফ্রেডারিক রাশিয়ার রাজ্য বৃদ্ধিতে বিচলিত হইয়া পড়েন এবং পাছে জারিণা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ সমগ্র পোলাণ্ড গ্রাস করিয়া বসেন এই আশঙ্কায় অষ্ট্রীয়াকে স্বীয় মতানুবর্ত্তী করিয়া উভয়ে সম্মিলিতভাবে রাশিয়াকে পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারার অংশ দিতে বাধ্য করেন। ১৭৭২ খৃঃ পোল্যাণ্ডের প্রথম বাঁটোয়ারা হয় এবং অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া এই বাঁটোয়ারায় পোল্যাণ্ডের অংশ গ্রহণ করে। ফ্রেডারিক পোল্যাণ্ডের নিকট হইতে ব্রাণ্ডেনবার্গ ও পূর্ব্ব প্রাশিয়ার মধ্যস্থিত পশ্চিম প্রাশিয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। এই অঞ্চল

প্রাপ্তির ফলে পূর্ব্ব প্রাশিয়া হইতে ব্রাণ্ডেনবার্গ পর্য্যন্ত একটানা ভূখণ্ড স্বীয় অধিকারভুক্ত হওয়ায় প্রাশিয়ার রাষ্ট্র সম্পূর্ণাঙ্গ হইল।

ফ্রেডারিকের পর-রাষ্ট্র নীতিঃ—সমর-নায়করূপে ফ্রেডারিক যেরূপ লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তদ্রূপ পর-রাষ্ট্র নীতিতেও অদ্ভুত কূটনীতি কুশলী ছিলেন। অষ্ট্রীয়া ও রাশিয়ার পারস্পরিক মনোমালিন্যের সুযোগে তিনি প্রয়োজনমত একজনকে দলভুক্ত করিয়া অপরের নিকট হইতে প্রাশিয়ার জন্য সুবিধা আদায় করিয়াছেন। যখন রাশিয়া পোল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে উদ্যত হইল তখন ফ্রেডারিক অষ্ট্রীয়াকে সহযোগী করিয়া রাশিয়াকে বাধা দিলেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিলেন না। আবার যখন অষ্ট্রীয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ ব্যাভেরিয়ার 'নির্ব্বাচক' এর মৃত্যুর পর ব্যাভেরিয়ার অংশবিশেষ অষ্ট্রীয়াভুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন তখন ফ্রেডারিক সামরিক শক্তি প্রদর্শনের ভয় দেখাইয়া অষ্ট্রীয়ার রাজ্যবৃদ্ধিতে বাধা দিলেন এবং এই ব্যাপারে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ কামনা করিয়া বিবাদের অবসান ঘটাইলেন। টেস্চেনের সন্ধিতে অষ্ট্রীয়া তাহার অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। পুনরায় ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন অষ্ট্রীয়ার সম্রাট দ্বিতীয়জোসেফ রাশিয়ার সহযোগিতায় অষ্ট্রীয়ান নেদারল্যাণ্ডস বা বেলজিয়ামের বিনিময়ে ব্যাভেরিয়া স্বরাষ্ট্রভুক্ত করিতে উদ্যত হন তখন ফ্রেডারিক বহু জার্ম্মাণ নরপতিকে একত্রিত করিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র-জোটের সৃষ্টি করেন। এই রাষ্ট্র-জোটের উদ্দেশ্য ছিল ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সীমারেখায় অষ্ট্রীয়াকে সীমাবদ্ধ রাখা। প্রাশিয়ার প্রয়োজনে এইরূপ সুবিধানুরূপ পক্ষ পরিবর্ত্তন তাহার পর-রাষ্ট্র নীতির অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল।

ফ্রেডারিকের আভ্যন্তরীণ নীতিঃ—সমরক্ষেত্রে বা পর-রাষ্ট্র-নীতিতে অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইলেও জনহিতকর কার্য্যাবলীর প্রতি ফ্রেডারিক উদাসীন ছিলেন না। অবসর সময়ে তিনি প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ শ্রীবৃদ্ধির কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন; তাহারই প্রচেষ্টায় কৃষি-সম্পদ বৃদ্ধির

জন্য বহু জলাভূমির জল নিকাশের বন্দোবস্ত হইল, গমনাগমনের সুবিধার জন্য বহু খাল খনিত হইল এবং গ্রাম্য অঞ্চলে কৃষকের সুবিধার জন্য সরকারী অর্থে ঋণদান সমিতির সৃষ্টি করা হইল। শিক্ষা প্রসারেও তাহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং সরকারী উদ্যোগে প্রাশিয়ায় বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি প্রাশিয়ার প্রচলিত আইন-বিধির সংস্কার সাধন করেন এবং বহু ফৌজদারী আইনের কঠোরতা হ্রাস করিয়া দেন। কোন বিশেষ ধর্ম্মমতে তাহার নিজের আস্থা ছিল না বলিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি উদার ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্যও তাহার আগ্রহ ছিল। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ উন্নতি ব্যাহত হইয়াছিল কিন্তু ফ্রেডারিকের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কর্ম্মকৃতির ফলে পুনরায় দেশের শ্রী-সম্পদ্ ফিরিয়া আসিল।

ফ্রেডারিকের রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন :—ফ্রেডারিকের রাষ্ট্র-নৈতিক মতবাদকে এক কথায় সুবিধাবাদ বলা যাইতে পারে। পররাষ্ট্র নীতিতে তিনি সততা, বাক্যনিষ্ঠা বা আন্তরিকতার কোন মূল্য দিতেন না। নিজের বা প্রাশিয়ার গৌরব বৃদ্ধির জন্য যাহা আবশ্যক মনে করিতেন তাহা সম্পাদনের জন্য ন্যায়নীতিকে বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সাধারণ নীতি শাস্ত্রে যাহাকে কৃতঘ্নতা বা বিশ্বাসঘাতকতা বলে, প্রাশিয়ার সুবিধার জন্য তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও তিনি দ্বিধা বোধ করিতেন না—এমন কি তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় এই সকল অন্যায় নতির সমর্থন করিতেন। "যদি ইহা (ন্যায়-নীতি) গ্রহণের ফলে কিছু লাভের সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে সৎ হইতে আমাদের আপত্তি নাই ; যদি প্রবঞ্চনার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আমাদিগকে প্রবঞ্চক হইতে হইবে," "যদি ফিরাইয়া দিতে না হয় তাহা হইলে (অপরের) যাহা কিছুই নিতে পার নাও—তাহাতে কোন অন্যায় হয় না"—এই সব উক্তির মধ্যেই ফ্রেডারিকের রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের মর্ম্মকথা নিহিত। সততা সম্বন্ধে যে আন্তঃরাষ্ট্রিক বিধি-নিষেধ আছে তাহা লঙ্ঘন করিয়া ফ্রেডারিক সাইলেসিয়া অধিকার ও পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারায় অংশ গ্রহণ করেন। ফ্রেডারিকের

এই সব অপকর্ম্মকে নির্লজ্জ তস্করতা ব্যতীত অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া চলে না। কিন্তু ফ্রেডারিকের স্বপক্ষে ইহা বলা চলে যে তদানীন্তন ইউরোপের আন্তঃরাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে এই জাতীয় নীতি সচরাচর প্রচলিত ছিল। ফ্রেডারিকের এই মাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি যাহা করিতেন তাহা ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় অকপটে প্রকাশ করিতেন। তাহার বাক্যে এবং আচরণে কোন গোপনতা ছিল না।

ফ্রেডারিকের চরিত্র নিরূপণ :—আন্তঃ-রাষ্ট্রিক নীতি পরিচালনায় ফ্রেডারিক অসত্য ও প্রবঞ্চনায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে কোন কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, কিন্তু প্রাশিয়ার শাসকরূপে তিনি প্রজাকল্যাণের জন্য আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রাশিয়ার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ফ্রেডারিক যে সব জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য তাহাকে সমসাময়িক সদাশয় স্বৈরাচারী নরপতিদের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রে নরপতির স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে তাহার আদর্শ চতুর্দ্দশ লুইর বিপরীত ছিল। চতুর্দ্দশ লুই নাকি বলিতেন—"আমি-ই রাষ্ট্র" আর ফ্রেডারিক নিজেকে রাষ্ট্রের 'প্রথম সেবক' বলিয়া মনে করিতেন। এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি অজস্র যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে যখন অবকাশ পাইয়াছেন তখন এবং হারবার্টস্‌বার্গ সন্ধির পর সুদীর্ঘকাল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বহুবিধ হিতকরী কর্ম্মধারার অনুষ্ঠান করিয়া প্রাশিয়াকে উন্নীত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রজামঙ্গলের জন্য তাহার এই অতন্দ্র নিষ্ঠা, ও বহুমুখী প্রচেষ্টার জন্যই কার্লাইল তাহাকে 'The last of the kings'—ইউরোপের শেষ নৃপতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহার পরে অবশ্য নামে অনেক নরপতি আসিয়াছেন, কিন্তু 'গ্রেট' বা 'মহান' বিশেষণ কাহারও অদৃষ্টে জোটে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর মাত্র তিনবৎসর পরে নরপতিদের যুগ শেষ হইয়া জনসাধারণের যুগের অভ্যুদয় হইল।

সদাশয় স্বৈরাচারীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ

রাষ্ট্রের প্রথম সেবক

'শেষ নরপতি'

শুদ্ধ প্রজাসাধারণের কল্যাণের প্রতিই তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক এবং নিজেকে একজন কবি বলিয়া দাবী করিতেন। তিনি প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা দার্শনিক ও সাহিত্যিক আলোচনায় রত থাকিয়া স্বীয় জ্ঞানগ্রাহিতা ও বিদ্যানুশীলনের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী এবং প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন বলিয়া তাহার রাজসভায় বহু দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিদ্বজ্জনসমাগম হইত। ফ্রেডারিক মনীষী ভলতেয়ারের অনুরাগী ছিলেন এবং তাহার বিশেষ অনুরোধে ভলতেয়ার কিছু কালের জন্য বার্লিনের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার নিজস্ব কোন মত ছিল না বলিয়া তৎ সম্বন্ধে তিনি উদার মনোভাব প্রদর্শন করিতেন এবং তাঁহার রাষ্ট্রে সকল প্রকার ধর্ম্মমত প্রচারের অনুমতি দিয়াছেন। বার্লিন সহরের সন্নিকটে পটস্‌ডামের রাজপ্রাসাদে ফ্রেডারিক মাঝে মাঝে যে ধর্ম্মালোচনা সভার অনুষ্ঠান করিতেন তাহাতে অবিশ্বাসী, বি-ধর্ম্মী এবং নাস্তিকরাই সংখ্যায় অধিক থাকিত। এই স্থানের সাহিত্যিক ও দার্শনিকমণ্ডলীর আলোচনার ভাবাদর্শ আগামী ফরাসী বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

ফ্রেডারিকের কৃতিত্ব:—ফ্রেডারিকের কৃতিত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় এই যে তিনি অপেক্ষাকৃত অবজ্ঞাত, জনসংখ্যায় ও আর্থিক সম্পদে হীন প্রাশিয়াকে ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্ররূপে উন্নীত করেন। সাইলেসিয়া ও পশ্চিম প্রাশিয়া অঙ্গভুক্ত হওয়ায় প্রাশিয়ার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণিত হয় এবং প্রাশিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে একটানা এক সংহত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিপর্য্যয় অবস্থার সম্মুখীন হইয়াও প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী যে রণচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছে তাহাতে প্রাশিয়ার সামরিক খ্যাতি ইউরোপে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফ্রেডারিকের একক চেষ্টার ফলেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত জার্ম্মাণীতে এতকাল যাবৎ অষ্ট্রীয়ার প্রাধান্য ছিল। অতঃপর

জার্ম্মাণীর ব্যাপারে অষ্ট্রীয়ার প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রাশিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং জার্ম্মাণীতে দ্বৈধ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। অধিকন্তু মধ্য ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে সামরিক খ্যাতির দিক দিয়া প্রাশিয়া ফ্রান্সকে অতিক্রম করিল এবং প্রাশিয়া ফ্রান্সের প্রতিপত্তিরও স্থলাভিষিক্ত হইল। এই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের মূলে ফ্রেডারিকের কর্ম্মকৃতি বর্ত্তমান।

চতুর্থ অধ্যায়

রাশিয়ার ইতিহাস

দ্বিতীয় ক্যাথারিণের রাজত্বকাল, ১৭৬২-১৭৯৬

১৭২৫ খৃঃ পিটারের মৃত্যুর পর এবং ১৭৬২ খৃঃ ক্যাথারিণের রাজত্বের প্রারম্ভকালের অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে রাশিয়ায় যে কয়জন জার রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেহই ছিলেন না। পরিশেষে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে জারিণা এলিজাবেথের মৃত্যুর পর তৃতীয় পিটার রাশিয়ার জার হইলেন। তৃতীয় পিটার অপদার্থ ছিলেন বলিয়া তাহার স্ত্রী জার্ম্মাণ রাজকুমারী ক্যাথারিণ ষড়যন্ত্র করিয়া স্বামীর প্রাণনাশ করেন এবং দ্বিতীয় ক্যাথারিণ নামে রাশিয়ার জারিণা হন। পিটার দি গ্রেটের মৃত্যুর পর রাশিয়ার অগ্রগতি কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত ছিল। পিটারের উপযুক্ত অনুবর্ত্তী রূপে ক্যাথারিণ পুনরায় রাশিয়ার অদৃষ্টরশ্মি ধারণ করেন এবং স্বীয় কৃতিত্বের বলে রাশিয়াকে দ্রুতপাদক্ষেপে আন্তঃরাষ্ট্রিক খ্যাতি সম্পন্ন ও ইউরোপীয়-করণের পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম হন।

ক্যাথারিণের আভ্যন্তরীণ নীতিঃ—পিটারের ন্যায় ক্যাথারিণও 'পাশ্চাত্য' সভ্যতায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং পশ্চিমী সভ্যতার আবশ্যক অঙ্গ হিসাবে তিনি রাশিয়ায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিল্পোদ্যম বা ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জন স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ক্যাথারিণ বহু চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং 'ইম্পিরিয়েল মেডিক্যাল কমিশন' নিযুক্ত করিয়া জন-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের বন্দোবস্ত করিলেন। আধুনিক ভেষজ-বিজ্ঞানে জন সাধারণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ক্যাথারিণ স্বয়ং বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টিকা লইয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য তাহার

বহুমুখী প্রচেষ্টা ছিল, কিন্তু জনসাধারণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের প্রতিবন্ধকতায় এবং রাজকর্ম্মচারীদের কর্ম্মশৈথিল্যের ফলে দেশের উন্নতি তাহার আগ্রহানুযায়ী হইতে পারে নাই। অধিকন্তু বহু সমস্যাপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতিতে তাহার কর্ম্মশক্তি ব্যাপৃত থাকায় রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমূহের উপযুক্ত সমাধানে তিনি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন নাই।

ক্যাথারিণ রাশিয়ার শাসনবিধিরও যথেষ্ট সংস্কার সাধন করেন। সমগ্র রাশিয়াকে ৪৪টি অসামরিক 'গভর্ণমেণ্ট' ও 'জিলাতে' বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারকর্ত্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারীর শাসনাধীনে রাখা হইল। এইরূপ শাসনব্যবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় শক্তির পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা দ্বারা স্বৈরাচারী শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল। এই শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব অস্বীকৃত হইলেও ইহা সক্রিয় ও কর্ম্মকুশল ছিল সন্দেহ নাই।

ক্যাথারিণের পররাষ্ট্রনীতি ঃ—পররাষ্ট্রনীতিতে ক্যাথারিণ সর্ব্বাপেক্ষা কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। বিদেশিনী হইয়া জনসাধারণের আনুগত্য লাভের উপায় স্বরূপ তিনি তাহাদের মনোবৃত্তি অনুসারী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পিটারের সময় হইতে রাশিয়া পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত হইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল। ক্যাথারিণও পিটারের আরব্ধ নীতি অনুযায়ী চলিতে আরম্ভ করিলেন। রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের যোগসূত্র স্থাপনের পক্ষে অন্তর্ব্বর্ত্তী তিনটি রাষ্ট্র অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল—সুইডেন, পোল্যাণ্ড ও তুরস্ক। পিটার সুইডেনের নরপতি দ্বাদশ চার্লসকে পরাস্ত করিয়া বাল্‌টিকের উপকূল পর্য্যন্ত রাশিয়ার সীমা প্রসারিত করিয়া গিয়াছিলেন। ক্যাথারিণের কর্ত্তব্য হইল অবশিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়কে পরাজিত করিয়া রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমের যোগসূত্র অধিকতর ঘনিষ্ঠ করা। ক্যাথারিণ এই কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। পোল্যাণ্ডের বাঁটোয়ারা

তুরস্ক ও পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধতা

তুরস্কের সহিত যুদ্ধ ও কাটচুক কাইনার্ডজি-র সন্ধি

যুদ্ধ

ক্যাথারিণের সময়ে পোল্যাণ্ডে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারে তুরস্ক আশঙ্কিত হইল। এই সময়ে 'পোলিশ ডায়েট' চাপে পড়িয়া ক্যাথারিণের মনোনীত এক ব্যক্তিকে পোল্যাণ্ডের রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। পোল্যাণ্ডে রাশিয়ার এই প্রভাব প্রতিপত্তি ফ্রান্সও উপেক্ষা করিতে পারিল না এবং ফ্রান্সের প্ররোচনায় পূর্ব্ব-ইউরোপের শক্তিসমতা রক্ষার জন্য তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৭৬৮ খৃঃ)। কিন্তু তুরস্ক রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া মল্‌ডেভিয়া ও ওয়ালেচিয়া প্রদেশদ্বয় রাশিয়ার হস্তে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। পরিশেষে ১৭৭৪ খৃঃ কাটচুক-কাইনার্ডজির সন্ধিতে এই বিরোধের পরিসমাপ্তি হইল।

সন্ধি

(১) এই সন্ধি অনুযায়ী রাশিয়া তুরস্কের নিকট হইতে আজফ্, কার্চ ও ইয়েনিকালে প্রাপ্ত হইল। ফলে আজফ্ সাগর ও কৃষ্ণসাগরের অন্তর্ব্বর্ত্তী অঞ্চলসমূহের অধিকার রাশিয়ার হস্তে আসিল।

(২) অন্য রাষ্ট্রের পক্ষে নিষিদ্ধ কৃষ্ণসাগর রাশিয়ার জন্য উন্মুক্ত হইল এবং রাশিয়ার বানিজ্যতরী বসফরাস ও দার্দ্দানেলিশ প্রণালী দিয়া যাতায়াতের অধিকার প্রাপ্ত হইল।

(৩) এই সন্ধিতে ক্রিমিয়ার তাতারদের স্বাধীনতা ঘোষিত হইল—ফলে পরবর্ত্তী সময়ে রাশিয়া ইহাদিগকে আপনার অধীনে আনয়ন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল।

(৪) তুরস্কের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর এবং রাশিয়ার পক্ষে সুবিধা-জনক হইল এই সন্ধির সপ্তম এবং চতুর্দ্দশ সর্ত্ত। এই দুই সর্ত্তানুযায়ী গ্রীক চার্চ্চের অনুবর্ত্তী তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাগণের রক্ষণের দায়িত্ব রাশিয়া প্রাপ্ত হইল এবং তুরস্কের বিভিন্ন সহরে কন্সাল রাখার অধিকারও রাশিয়াকে প্রদত্ত হইল। এই সর্ত্তদ্বয়ের সুবিধাজনক ব্যাখ্যা করিয়া রাশিয়া তুরস্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ প্রাপ্ত হইল।

এই সন্ধি দ্বিতীয় ক্যাথারিণের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। ইউরোপের ইতিহাসেও ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেননা তুরস্কের অঞ্চলবিশেষ স্বীয় রাষ্ট্রভুক্ত করিবার প্রচেষ্টার ফলে রাশিয়া ইউরোপে যে "প্রাচ্য সমস্যা"র সৃষ্টি করিয়াছিল এই সন্ধি সেই সমস্যার অন্যতম জটিল গ্রন্থি। এই গ্রন্থিমোচনের জন্য পরবর্ত্তী শতাব্দীতে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে।

সন্ধির গুরুত্ব প্রাচ্য সমস্যার অন্যতম পর্ব্ব

কিন্তু কৃষ্ণসাগর উন্মুক্ত হওয়াতেও ক্যাথারিণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাহার কামনা ছিল পোল্যাণ্ডের মত তুরস্কেরও বণ্টন কার্য্য সম্পন্ন করা। সঙ্কল্পিত ব্যবচ্ছেদের পর তুরস্কের অঞ্চলবিশেষ লইয়া এক গ্রীক সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে এবং ক্যাথারিণের পৌত্র সেখানে রাজত্ব করিবে। মলডেভিয়া, ওয়ালেচিয়া ও বেসারাবিয়া যুক্তভাবে নূতন আর একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিবে; এই রাষ্ট্র একজন রাশিয়ান রাজবংশীয়ের শাসনাধীন হইবে। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করার জন্য ক্যাথারিণ সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফকে প্রলুব্ধ করিলেন এবং তুরস্ক ব্যবচ্ছেদের পর অষ্ট্রীয়াকে সার্ব্বিয়া, বস্‌নিয়া, হার্জিগভনিয়া ও ডালমেসিয়া প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অষ্ট্রীয়া সম্মত হইলে ক্যাথারিণ তাতার-অধ্যুষিত ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিলেন। কাটচুক কাইনার্ডজির সন্ধিতে তাতারদের স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছিল; বর্ত্তমানে তাহাদের স্বাধীনতা রাশিয়ার হস্তে বিনষ্ট হইল। তুরস্কের সঙ্গে প্রকৃত যুদ্ধ ১৭৮৭ খৃঃ আরম্ভ হইল। অষ্ট্রীয়া রাশিয়ার সহযোগী হিসাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু প্রাশিয়ার ভীতিপ্রদর্শনকারী আচরণে সত্বর যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। রাশিয়া একাকী যুদ্ধ চালাইয়া তুরস্ককে পরাজিত করিল এবং ১৭৯২ খৃঃ-এ জার্সির সন্ধি করিতে বাধ্য করিল। জাসির সন্ধিতে ক্রিমিয়ার উপর রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃত হইল।

জার্সির সন্ধি, ১৭৯২

ক্যাথারিণের কৃতিত্ব নিরূপণ ঃ—রাশিয়ার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করিয়া তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে আধুনিক ও পাশ্চাত্য করণের মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার

পঞ্চম অধ্যায়

পোল্যাণ্ডের ইতিহাস

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ড ইউরোপের অন্যতম পরাক্রান্ত রাষ্ট্র ছিল। ভাসা বংশীয় নৃপতিগণের শাসন কালে পোলাণ্ড বাল্টিক অঞ্চল অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব্ব ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তি ছিল। সুইডেনের সিংহাসনেও ভাসাবংশীয় নরপতিগণ ছিলেন বলিয়া পোল্যাণ্ডের ভাসা-নরপতিগণ সুবিধা পাইলেই সুইডেনের সিংহাসন দাবি করিয়া সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেন। সুইডেনের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধবিগ্রহে পোলাণ্ডের শক্তি ক্ষয় হইতে থাকে। তদুপরি তাহার শাসনতন্ত্রের মৌলিক ত্রুটিই তাহার ক্ষমতা হ্রাসের জন্য বহু অংশে দায়ী ছিল। পোল্যাণ্ডের রাজা নির্ব্বাচন প্রথা দ্বারা মনোনীত হইতেন বলিয়া রাজার কোন প্রকৃত ক্ষমতা থাকিত না, রাজাকে সামন্তগণের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া থাকিতে হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বার্থান্বেষী ও চক্রী সামন্তবর্গ এই নৃপনির্ব্বাচনে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেন। উপরন্তু পোলাণ্ডের প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহও এই নির্ব্বাচনে হস্তক্ষেপ করিয়া স্ব-স্ব স্বার্থ সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ডের উন্নতির প্রধান শত্রু ছিল ক্রমবর্দ্ধমান নবশক্তি ব্রাণ্ডেনবার্গ এবং নব জাগ্রত রাশিয়া। ভাসা-বংশীয় পোল্যাণ্ডের শেষ নরপতি ছিলেন জন কাশীমির।

একদা বাল্টিক অঞ্চলের প্রধান শক্তি

নানা কারণে ক্ষমতা হ্রাস

ইউরোপের ইতিহাসে পোল্যাণ্ডের অন্যতম কৃতিত্ব সপ্তদশ শতাব্দীতে তুরস্কের সম্ভাব্য গ্রাস হইতে ইউরোপকে রক্ষা করা। পোলাণ্ডের জাতীয় নেতা জন সোবিস্কি (John Sobieski)-র আশ্চর্য্য স্বদেশ প্রেম ও বীরত্বের

জন্যই ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল। আহম্মদ কিউপ্রিলির সময়ে তুরস্কের ক্ষমতার চাপে বাধ্য হইয়া পোল্যাণ্ডকে তুরস্কের সঙ্গে এক অসম্মানজনক সন্ধিতে সম্মত হইতে হয়। এই সন্ধির ফলে পোলাণ্ড তুরস্কের হস্তে পোডোলিয়া সমর্পণ করে এবং ইউক্রেণের উপর তুরস্কের আধিপত্য মানিয়া লয়। সোবিস্কি এই অপমানজনক সন্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া পোল্যাণ্ডের ডায়েট বা শাসন-পরিষদ্-কে এই সন্ধি অস্বীকার করিতে বাধ্য করেন এবং স্বয়ং তুরস্কের বিরুদ্ধে সমরাভিযানে নেতৃত্ব করিয়া ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে খোজিন্ (Khoczin)-এর যুদ্ধে তুরস্ককে পরাজিত করেন। এই কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ সোবিস্কি পরবৎসর পোল্যাণ্ডের নরপতি নির্ব্বাচিত হন। পররাষ্ট্র ব্যাপারেও জন সোবিস্কি বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন এবং অষ্ট্রীয়ার বিপক্ষে সহযোগিতার সর্ত্তে চতুর্দ্দশ লুইর সঙ্গে সন্ধি করেন। কিন্তু পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় নানা গোলযোগ থাকায় অত্যল্পকাল পরে জন সোবিস্কি-কে তুরস্কের সঙ্গে এক আপোষমূলক সন্ধিতে সম্মত হইতে হয়। জুরাওনা (Zurawna)-র সন্ধিতে সোবিস্কি পোডোলিয়া ও ইউক্রেণের উপর তুরস্কের প্রায় পূর্ণ আধিপত্য স্বীকার করেন। কিন্তু তুরস্কের সঙ্গে এই সন্ধি স্থায়ী হইল না। কারা মস্তাফা-র সময়ের তুরস্ক পুনরায় সৈন্য-বাহিনী সহ মধ্য ইউরোপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা অবরোধ করে। আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ভিয়েনা হইতে অন্যত্র যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইউরোপের এই দুঃসময়ে পোপের আবেদনে পোল্যাণ্ড সাড়া দেয় এবং জন সোবিস্কির নেতৃত্বে সৈন্যদল আসিয়া অর্দ্ধচন্দ্রের হস্তে নিশ্চিত পতন হইতে ভিয়েনাকে রক্ষা করে। বস্তুতঃ ইসলামের আক্রমণের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ড দ্বাররক্ষীর কাজ করে এবং ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের পরাজয়ের পর হইতে অটোমান শক্তি ইউরোপে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। উপরন্তু তুরস্কের আক্রমণের সময়ে চতুর্দ্দশ লুই প্রত্যাশা

করিয়াছিলেন ইসলামের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য সমগ্র ইউরোপ ফ্রান্সের নেতৃত্বে সমবেত হইবে এবং ইউরোপে ফরাসী একাধিপত্য নির্ব্বিবাদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু সোবিস্কির কৃতিত্বের জন্য চতুর্দ্দশ লুই র প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না এবং ইউরোপও ফরাসী আধিপত্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকারের যুদ্ধ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পোল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করিয়া এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। পোল্যাণ্ডের নরপতি দ্বিতীয় অগাষ্টাস-এর মৃত্যু হইলে তাহার স্থলাভিষিক্ত কে হইবে তাহা ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমস্যার বিষয়ভূত হইল। মৃত নরপতি দ্বিতীয় অগাষ্টাস পোল্যাণ্ডের নরপতি ব্যতীত স্যাক্সনি-রও নির্ব্বাচক ছিলেন। পোল্যাণ্ডের নরপতিপদের জন্য দুইজন প্রার্থী হইল—একজন উক্ত মৃত নরপতির পুত্র স্যাকসনি-র তৃতীয় অগাষ্টাস, অপর ব্যক্তি পোল্যাণ্ডের জনৈক অভিজাত ষ্টানিশ্লাউস লেজিন্‌স্কি (Stanislaus Leczinski)। দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে ফরাসী নৃপতি পঞ্চদশ লুইর শ্বশুর ছিলেন। উভয় প্রার্থীর মধ্যে অষ্ট্রীয়া ও রাশিয়া প্রথম প্রার্থীর পক্ষ সমর্থন করিলেন। অষ্ট্রীয়ার অগাষ্টসকে সমর্থনের কারণ অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস নিজের অবর্ত্তমানে কন্যা মেরিয়া থেরেসার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অগাষ্টাসের নিকট হইতে পূর্ণ সমর্থন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; আর রাশিয়া এই উদ্দেশ্যে অগাষ্টাস-কে সমর্থন করিয়াছিল যে একজন অ-পোলিস নরপতি পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে তাহার দ্বারা রাশিয়ার বেশী সুবিধা হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু ফ্রান্স ও স্পেন বুরবোঁ বংশের এই দুইশাখা ষ্টানিশ্লাউস-এর প্রার্থিত্ব সমর্থন করিল। ফ্রান্সের তো সমর্থন করিবার স্বাভাবিক কারণ ছিল, কেননা ষ্টানিশ্লাউস ছিলেন ফরাসী নরপতির শ্বশুর। আর স্পেনের রাজ্ঞী এলিজাবেথ ফারনিস ভাবিলেন অষ্ট্রীয়ার অধিকার হইতে তাহার পুত্র ডন কার্লসের জন্য ইটালীর কয়েকটি অঞ্চল কাড়িয়া

লইবার এই সুবর্ণ সুযোগ। তিনি অষ্ট্রীয়ার বিপক্ষে নিজে যোগদান করিলেন এবং স্যাভয়ের ডিউক-কে পর্য্যন্ত অষ্ট্রীয়ার বিপক্ষে নিজের দলে টানিয়া আনিলেন। স্যাভয়ের ডিউককে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল ইটালী হইতে অষ্ট্রীয়ার আধিপত্য খর্ব্ব করা হইলে ইটালীর কিছু অংশ তাহাকেও প্রদান করা হইবে। সুতরাং পোল্যাণ্ডের নরপতি -নির্ব্বাচনকে উপলক্ষ্য করিয়া ইউরোপ দুইটি দলে বিভক্ত হইল। এক পক্ষে অষ্ট্রীয়া ও রাশিয়া অপর পক্ষে স্পেন ও ফ্রান্স। এই দলবাঁধার পশ্চাতে পোল্যাণ্ডের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাহারও আগ্রহ ছিল না, প্রত্যেক রাষ্ট্রই ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বমনোনীত প্রার্থীকে সমর্থন করিতে অগ্রসর হইলেন।

পোল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী তাহার সামন্তগণ রাজা নির্ব্বাচন করিতেন। সামন্তগণের প্রতিনিধিসভা বা ডায়েট এই নির্ব্বাচন সম্পন্ন করিত এবং নরপতি নির্ব্বাচনে প্রত্যেক সামন্তের হস্তে Liberum Veto বা নৃপতি নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ বাতিল করিবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। পোল্যাণ্ডের শাসনবিধি অনুযায়ী মাত্র একজন সামন্ত বিরোধী হইলেই নির্ব্বাচন অবৈধ হইতে পারিত। ইত্যবস্থায় ফ্রান্সের নিকট হইতে প্রচুর অর্থের উৎকোচ প্রাপ্ত হইয়া পোলিস সামন্তগণ ষ্টানিশ্লাউস-কে নরপতি নির্ব্বাচিত করিল। ইহাতে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির আশঙ্কায় রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়া পোলাণ্ড আক্রমণ করিল এবং নব নির্ব্বাচিত নরপতি ষ্টানিশ্লাউস কে বিতাড়িত করিয়া নিজেদের মনোনীত অগাষ্টাসকে সিংহাসনে বসাইল। ফ্রান্স ও স্পেন পোল্যাণ্ডে রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়ার কার্য্যের বিরুদ্ধে কিছু করিতে সমর্থ না হইয়া অন্যত্র অষ্ট্রীয়ার প্রতিপত্তি নষ্ট করার দিকে মনোযোগ প্রদান করিল।

ভিয়েনার তৃতীয় সন্ধি

রাইন অঞ্চলে ও ইটালীতে অষ্ট্রীয়ার সৈন্যদল পরাস্ত হইল। স্পেনের রাজপুত্র ডন কার্লস সিসিলি অধিকার করিয়া নিজেকে তথাকার নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ভিয়েনার তৃতীয় সন্ধির দ্বারা পরিসমাপ্ত হইল।

ভিয়েনার তৃতীয় সন্ধির ফলে তৃতীয় অগাষ্টাস পোল্যাণ্ডের নরপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। অন্যতম প্রার্থী ষ্টানিশ্লাউসকে লোরেনের ডাচি অর্পণ করা হইল, অবশ্য ষ্টানিশ্লাউস-এর মৃত্যুর পরে লোরেন ফ্রান্সের অধিকারে আসিবে বলিয়া সর্ত্ত রহিল। স্পেনরাজ্ঞী এলিজাবেথের গর্ভজাত পুত্র ডন কার্লস নেপলস ও সিসিলি প্রাপ্ত হইলেন। অষ্ট্রীয়ার অধিকারে ইটালীস্থ পার্মা, পিয়াসেঞ্জা, মিলান ও মণ্টুয়া রহিল।

সন্ধির সর্ত্ত

ইউট্রেক্টের সন্ধির ফলে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবনে যে সকল জটিল গ্রন্থি এবং পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হইয়াছিল পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকারের যুদ্ধের ফলে সেই সকল এক প্রকার দূরীভূত হইল, বিশেষতঃ ইটালীকে কেন্দ্র করিয়া যে কূটনৈতিক ব্যাপার চলিতেছিল তাহার অবসান হইল। এই দিক দিয়া উক্ত ভিয়েনার সন্ধিকে ইউট্রেক্টের সন্ধির অন্যতম পরিপূরক বলা যাইতে পারে। এই যুদ্ধে বুরবোঁ বংশ-শাসিত রাষ্ট্রদ্বয় স্পেন ও ফ্রান্স যথাক্রমে নেপল্স, সিসিলি ও লোরেন লাভ করিল। এই উভয় ক্ষেত্রেই অষ্ট্রীয়ার সম্রাটকে স্বীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদের গ্লানি সহ্য করিতে হইল। স্পেনের রাজ্ঞী এলিজাবেথের মনস্কামনা দীর্ঘদিন বাদে পূর্ণ হইল।

যুদ্ধের ফলাফল

পোল্যাণ্ডের বাঁটোয়ারা

পোল্যাণ্ডের ব্যবচ্ছেদের কারণ

(১) শাসনতন্ত্রের ত্রুটির জন্য আভ্যন্তরীণ গোলযোগ:— পোল্যাণ্ডের রাজা উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন প্রাপ্ত হইতেন না। পোল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন এবং সামন্ত শ্রেণীর উপর রাজনির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধি

সভা বা ডায়েট এই নির্ব্বাচন করিতে পারিত এবং একমাত্র সামন্ত সম্প্রদায় এই ডায়েটের সভ্য হইতে পারিত। রাজ নির্ব্বাচনে প্রত্যেক সামন্তের হস্তে Liberum Veto বা নির্ব্বাচন নাকচ করিবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। শাসনবিধি অনুযায়ী মাত্র একজন সামন্ত অসম্মত হইলেই নির্ব্বাচন বৈধ হইতে পারিত না এবং মাত্র এই একজনের বিরোধিতার জন্য শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণ অচল করা যাইতে পারিত। ইত্যবস্থায় প্রত্যেক নরপতির রাজত্ব-

রাজ-নির্ব্বাচন সামন্ত শ্রেণীর হস্তে থাকায় তাহাদের একাধিপত্য

পোলাণ্ড বাঁটোয়ারা



কালে উত্তরাধিকার সমস্যা লইয়া ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইত এবং রাজপদপ্রার্থীরা নির্ব্বাচিত হইবার প্রত্যাশায় সামন্তবর্গের ভোট হস্তগত করিবার জন্য সামন্ত-

দিগকে প্রচুর উৎকোচ দিত এবং রাজা হওয়ার পর বহুতর বিশেষ সুবিধা প্রদানে প্রতিশ্রুতি দিতেন। রাজা নির্ব্বাচিত হওয়ার পর এই সকল পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত করার ফলে রাজকীয় ক্ষমতার অবশিষ্ট কিছুই থাকিত না এবং সামন্তবর্গই রাজ্যের প্রকৃত কর্ত্তা হইয়া পড়িত। এই অব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সামন্তবর্গ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিপতি হইত। পোল্যাণ্ডের কৃষক সম্প্রদায় সামন্তদের হস্তে সর্ব্বপ্রকারে শোষিত হইত। পোল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণী না থাকায় সামন্ত ও কৃষকশ্রেণীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার কোন উপায় ছিল না।

প্রত্যেক সামন্তের হস্তে রাজ-নির্ব্বাচন পণ্ড করার জন্য ভোটা অধিকার

রাষ্ট্রের এই আভ্যন্তরীণ অরাজকতা দূর করার জন্য রাজার ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতা ছিল না। আর যে সামন্তশ্রেণী রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন তাহারা স্ব স্ব স্বার্থের জন্যই বিশৃঙ্খলা দূর করিতে সচেষ্ট হন নাই।

ফলে অরাজকতা ও সামন্ত শ্রেণীর অত্যাচার

(২) পোল্যাণ্ডের উপর প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের লোভ :— পোল্যাণ্ডের প্রতিবেশী রাষ্ট্রত্রয় অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে উহার বিলুপ্তিতে শেষোক্ত দুই রাষ্ট্রের যথেষ্ট স্বার্থ ছিল। প্রাশিয়ার পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল পোল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত পশ্চিম প্রাশিয়া স্বীয় রাষ্ট্রভুক্ত করা। পশ্চিম-প্রাশিয়া প্রাশিয়ার অধিকারে আসিলে ব্রাণ্ডেনবার্গ ও পূর্ব্ব-প্রাশিয়ার মধ্যে কোন ভৌমিক ব্যবধান থাকিবে না—প্রাশিয়া একটানা একটি সম্পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারিবে। রাশিয়াও পোল্যাণ্ডের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়া ইহাকে গ্রাস করিবার চেষ্টায় ছিল। কেননা, পোল্যাণ্ডের মধ্যস্থানে অবস্থিতির জন্য পশ্চিমের সঙ্গে রাশিয়ার যোগ সম্পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ হইতে পারিতেছিল না। এই জন্য পোল্যাণ্ডের বিলোপ রাশিয়ার একান্ত কাম্য ছিল।

পোল্যান্ড

(৩) ধর্ম্মগত বিরোধ :— রাশিয়ার জনসাধারণ প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, অথচ সংখ্যাল্প শাসক সম্প্রদায় ক্যাথলিক ধর্ম্মভুক্ত হওয়ার জন্য প্রটেষ্টাণ্ট

ধর্ম্মের উপর যথেষ্ট নির্য্যাতন চলিত এবং প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা রাষ্ট্রে কোন সুবিধা পাইত না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এই ধর্ম্মগত বিরোধের ফলে পোল্যাণ্ডের জাতীয়তাবোধ দৃঢ় হইতে পারে নাই। অত্যাচারী এবং ভিন্নধর্ম্মী স্বদেশী শাসনাপেক্ষা সমধর্ম্মী বিদেশী শাসন তাহাদের নিকট অধিকতর কাম্য ছিল।

প্রথম বাঁটোয়ারা, ১৭৭২ঃ—পোল্যাণ্ডের নরপতি তৃতীয় অগাষ্টাসের মৃত্যুর পর জারিণা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ পোল্যাণ্ডের প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের রক্ষা করার অজুহাতে পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং পোল্যাণ্ড সিংহাসনে স্ব-মনোনীত ষ্টানশ্লাউস পইনিয়াটোস্কি (Stanslaus Poiniatowski) নামে এক অনুগত ব্যক্তিকে নরপতি নির্ব্বাচিত করিতে বাধ্য করেন। সামন্ত শ্রেণী রাশিয়ার এই হস্তক্ষেপে বাধা প্রদান করার জন্য দলবদ্ধ হয় কিন্তু ক্যাথারিণ সামন্তদের দমন করেন। প্রাশিয়ার নরপতি ফ্রেডারিক ক্যাথারিণের দুরভিসন্ধি লক্ষ্য করিয়া পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারার জন্য ক্যাথারিণের নিকট প্রস্তাব করিলে তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়। ইতিমধ্যে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অষ্ট্রীয়া এই সুযোগে পোল্যাণ্ডের অংশ-বিশেষ অধিকার করে। ক্যাথারিণের সমগ্র পোল্যাণ্ড গ্রাস করার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার মতিগতি লক্ষ্য করিয়া ক্যাথারিণ পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদে সম্মত হন এবং উপরোক্ত দুই রাষ্ট্রকে অংশীদার করিয়া পোল্যাণ্ডের প্রথম বাঁটোয়ারা সম্পাদন করেন। ১৭৭২ খৃঃ সেণ্ট পিটার্স-বার্গের সন্ধিতে এই প্রথম বাঁটোয়ারা কার্য্যে পরিণত হইল। ইহার ফলে রাশিয়া পোলিশ লিভোনিয়া ও লিথুয়ানিয়ার অংশবিশেষ, অষ্ট্রীয়া জিপ্‌স ও রেড রাশিয়া এবং ফ্রেডারিক পশ্চিম প্রাশিয়া প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বাঁটোয়ারা, ১৭৯৩ঃ—ইতিমধ্যে ১৭৮৭ খৃঃ রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পোল্যাণ্ড রাশিয়ার অধীনতা পাশ ছিন্ন করার সুযোগ প্রাপ্ত হইল। পোল্যাণ্ড প্রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করিল এবং স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করার

ব্যাপারে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট দ্বিতীয় লিওপোল্ডের অনুমোদন লাভ করিল। কেননা, পোল্যাণ্ড স্বাধীন ও সবল রাষ্ট্র থাকিলে রাশিয়ার পক্ষে পশ্চিমে অভিযান করা অসুবিধাজনক হইবে। অতঃপর পোল্যাণ্ড স্বীয় শাসনতন্ত্র সংস্কার করিয়া নির্ব্বাচিত রাজার পরিবর্ত্তে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিল। বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিকারী সামন্তদের 'ভেটো'র অধিকারও লুপ্ত করা হইল। দ্বিতীয় ক্যাথারিণ তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় এই সব পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে কিছু করিবার সুযোগ পাইলেন না। তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধাবসানের পর ক্যাথারিণ পোল্যাণ্ডের ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিবার জন্য উহা আক্রমণ করিলেন। তাহার এই আক্রমণের সময়ে পোল্যাণ্ডের একটি দল রাশিয়াকে সাহায্য করিল। ইতিমধ্যে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট দ্বিতীয় লিওপোল্ডের মৃত্যুতে পোলিশরা অষ্ট্রীয়ার সম্ভাবিত সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল। পোলিশরা রাশিয়ার অক্রমণের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া ক্যাথারিণের দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। অগত্যা পোলিশ শাসনতন্ত্রের সাম্প্রতিক পরিবর্ত্তন প্রত্যাহার করা হইল। ক্যাথারিণ পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় বাঁটোয়ারার জন্য প্রাশিয়ার সঙ্গে গোপনে চুক্তি করিলেন। এই দ্বিতীয় বাঁটোয়ারায় রাশিয়া সর্ব্বাধিক অংশ গ্রহণ করিল। ফ্রান্সের বিপ্লব-সংশ্লিষ্ট যুদ্ধে বিব্রত থাকায় অষ্ট্রীয়া কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারিবে না বুঝিয়া দ্বিতীয় বাঁটোয়ারায় তাহাকে অংশীদার করা হয় নাই। পোল্যাণ্ডের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি দ্বিতীয় বাঁটোয়ারায় না হইলেও উহা প্রকৃত প্রস্তাবে রাশিয়ার অধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে পোলাণ্ডের দ্বিতীয় বাঁটোয়ারা সম্পাদিত হইল।

তৃতীয় বাঁটোয়ারা, ১৭৯৫ :—এই শোচনীয় অবস্থা হইতে পোল্যাণ্ডকে উদ্ধার করিয়া স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পোলিশগণ কোসিউস্কু-র নেতৃত্বে দণ্ডায়মান হইল এবং পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা অপহারক প্রাশিয়া ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক পোলিশদের সামর্থ্য না থাকায় তাহারা সম্মিলিত প্রাশিয়া ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিল

না। কোসিউস্কু রাশিয়ার হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ার্‌স দীর্ঘকাল আত্মরক্ষার পর আত্মসমর্পণ করিল। অতঃপর পোল্যাণ্ডের অবশিষ্ট অংশ বাঁটোয়ারার জন্য অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে বন্দোবস্ত হইল (১৭৯৫)। এই বাঁটোয়ারাতেও ক্যাথারিণ রাশিয়ার জন্য সর্ব্বাধিক অংশ গ্রহণ করিলেন এবং অষ্ট্রীয়াকে সামান্য অংশ দিলেন। শক্তি-সমতা রক্ষার জন্য এই বাঁটোয়ারায় প্রাশিয়াকে প্রধান অংশীদার করা হয় নাই। মাত্র অতি সামান্য প্রাশিয়াকে দিয়া বিদায় দেওয়া হইল। এই তৃতীয় বাঁটোয়ারার ফলে রাষ্ট্র হিসাবে পোল্যাণ্ডের সত্তা একেবারে বিলুপ্ত হইল।

পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারার সমালোচনা :—পোল্যাণ্ডের স্বাধীন সত্তা বিলুপ্ত করিয়া দেশটিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লওয়ার মত নির্লজ্জ ও হেয় কার্য্য পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই রাজনৈতিক তস্করতা আন্তঃ-রাষ্ট্রীক ন্যায়-নীতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া অনুষ্ঠিত হইল। একজন ঐতিহাসিক (Guedella) ইহাকে ইউরোপীয় কূটনীতির নির্লজ্জতম ও সর্ব্বাপেক্ষা নিস্ফল কার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Most shameless and barren act of European diplomacy)। ইহা নির্লজ্জ, কেননা, আন্তঃরাষ্ট্রীক ন্যায়-নীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ইহা করা হইয়াছে এবং ইহা নিস্ফল যেহেতু এই বাঁটোয়ারায় যাহারা অংশীদার তাহারাও পরিণামে বিশেষ লাভবান্ হয় নাই। বণ্টনকারী রাষ্ট্রসমূহ পোল্যাণ্ডের অংশবিশেষ স্ব-স্ব রাষ্ট্রভুক্ত করিলেও পোলিশরা কোন দিন বিদেশীর আনুগত্য স্বীকার করে নাই। পোলিশদের আনুগত্যহীনতা ইহাদের যথেষ্ট অসুবিধার কারণ হইয়াছিল। অধিকন্তু পোল্যাণ্ড স্বাধীন থাকিলে প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মধ্যখানে অবস্থিত থাকিয়া নিরপেক্ষ মধ্যস্থের কাজ করিতে পারিত। প্রাশিয়ার অধিকারে পোল্যাণ্ডের অংশবিশেষ আসার পর প্রাশিয়াকে রাশিয়া অষ্ট্রীয়া দুই প্রান্তে দুইটি দীর্ঘ সীমান্ত-পথের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইল। রাশিয়ার পক্ষেও পোল্যাণ্ডভুক্তির সুদীর্ঘ সীমান্ত পথ রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অষ্ট্রীয়ার ইতিহাস

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি হইতে ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীতে হ্যাপসবার্গ বংশের শাসনাধীন অষ্ট্রীয়ার প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। অধিকন্তু 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে'র সম্রাটপদবী অষ্ট্রীয়ার রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত থাকায় অষ্ট্রীয়ার মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং জার্ম্মাণীর বহু নরপতি অষ্ট্রীয়ার সম্রাটকে খুব মান্য করিতেন। ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী জার্ম্মাণীর বিকেন্দ্রীকরণ হওয়ার ফলে সম্রাটের ক্ষমতা অত্যন্ত হ্রাস পাইল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইউরোপে হ্যাপসবার্গের একাধিপত্য হ্রাস পাইতে লাগিল এবং তৎস্থলে ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইত্যবস্থায় ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের পর অষ্ট্রীয়ার কর্ত্তব্য হইল জার্ম্মাণীতে আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বৃথা চেষ্টার পরিবর্ত্তে তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযানের দ্বারা তুর্কী-সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ অষ্ট্রীয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া পূর্ব্ব দিকে সম্প্রসারিত হওয়া। ফলে অষ্ট্রীয়া জার্ম্মাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না। ইতিমধ্যে স্বদেশে তাহার আধিপত্যের বিরুদ্ধে অন্য এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির অভ্যুদয় হইল। ক্ষুদ্র ব্রাণ্ডেনবার্গ-প্রাশিয়া ধীর অথচ দৃঢ় পাদক্ষেপে ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া জার্ম্মাণীতে অষ্ট্রীয়ার প্রতিস্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। মধ্য ইউরোপে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণীতে আধিপত্য স্থাপনে বিরোধিতা করিয়া প্রাশিয়া অষ্ট্রীয়ার অত্যন্ত দুরবস্থার সৃষ্টি করিল। যাহা হোক, এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া কখনও যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা, কখনও আপোষ সন্ধির দ্বারা অষ্ট্রীয়া কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়া অবস্থান করিল। পূর্ব্বদিকে তুরস্কের

অংশ বিশেষ গ্রাস করিয়া সম্প্রসারিত হওয়ার প্রচেষ্টাতেও নবজাগ্রত শক্তি রাশিয়া অষ্ট্রীয়ার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিল।

১৬৪৮ খৃঃ-র পর অষ্ট্রীয়া প্রথমতঃ ফ্রান্সের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির বিরোধিতা করিত। প্রথম লিওপোল্ড চতুর্দ্দশ লুইর বিরুদ্ধে ডাচদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন এবং চতুর্দ্দশ লুইর বিপক্ষে লীগ অফ্ অগস্‌-বার্গের যুদ্ধে যোগদান করিলেন। গ্রাণ্ড এলায়েন্স হওয়ার সময়ও অষ্ট্রীয়া ফ্রান্সের বিপক্ষভুক্ত হইল। লিওপোল্ডের রাজত্বকালে তুর্কীবাহিনী পূর্ব্ব ইউরোপের সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া ভিয়েনার দ্বারদেশে উপস্থিত হইল এবং অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিল। পোল্যাণ্ডের জন সোবিস্কির অতুল পরাক্রমের সম্মুখে তুরস্ক বাহিনী পরাজিত হইল। লিওপোল্ড কার্লো উইটজ-এর (১৬৯৯) সন্ধিতে তুরস্ককে ট্রানসিল-ভেনিয়া ও হাঙ্গারীর অধিকাংশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন।

সম্রাট লিওপোল্ড

সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসও (১৭১১-'৪০) তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তুর্কীবাহিনীকে পরাজিত এবং তুরস্ককে সমগ্র হাঙ্গারী, বেলগ্রেড ও সার্বিয়ার কতকাংশ অষ্ট্রীয়ার জন্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। ১৭৩৭ খৃঃ ষষ্ঠ চার্লস রাশিয়ার সহযোগিতায় তুরস্কের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে তুরস্কের হস্তে পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ষষ্ঠ চার্লসের রাজত্বের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা ছিল তাহার মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী স্থির হওয়ার ব্যাপারে। কোন পুত্র সন্তান না থাকায় যাহাতে তাহার অবর্ত্তমানে তাহার কন্যা রাজকুমারী মেরিয়া থেরেসা সমগ্র অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন তজ্জন্য ষষ্ঠ চার্লস জীবিতাবস্থায়ই 'প্রাগমেটিক স্যাংসান' নামে এক বিধি প্রণয়ন করিয়া ইউরোপীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্মতি গ্রহণের চেষ্টা করিলেন। মেরিয়া থেরেসার নির্ব্বিবাদ উত্তরাধিকারত্বের জন্য ষষ্ঠ চার্লস বহু ক্ষেত্রে স্বীয় রাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাহার প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। ১৭৪০ খৃঃ তাহার মৃত্যুর পর অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকার সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

মেরিয়া থেরেসা ও অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ*

ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পর একজন নারীকে অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া চতুর্দ্দিকে বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হইল। মেরিয়া থেরেসা স্বয়ং অষ্ট্রীয়ার অধিপতি হইলেন এবং তাহার স্বামী লোরেনের ফ্রান্সিসের জন্য সম্রাটপদ দাবী করিলেন। এই দুই অধিকারের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ উত্থিত হইল এবং সর্ব্বাগ্রে প্রাশিয়ার নরপতি ফ্রেডারিক তাহার পিতার দ্বারা স্বীকৃত প্রাগমেটিক স্যাংসান অগ্রাহ্য করিয়া সাইলেসিয়া অধিকার করিলেন। এদিকে ফ্রান্সের সমর্থনে ব্যাভেরিয়ার 'নির্ব্বাচক' চার্লস সম্রাট নির্ব্বাচিত হইলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রও নানা অজুহাতে অষ্ট্রীয়ার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল। চতুর্দ্দিকে শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়া মেরিয়া থেরেসা হতবুদ্ধি হইলেন না, অল্পবয়স্কা ও অনভিজ্ঞা হইলেও স্থিরমস্তিষ্ক ও সাহসের সহিত বিপক্ষদের সম্মুখীন হইলেন। রাজভক্ত হাঙ্গারিয়ান ও ইংলণ্ডের সাহায্যে মেরিয়া থেরেসা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন। অবশ্য সাইলেসিয়াকে প্রাশিয়ার হস্তে অর্পণ করিয়া ফ্রেডারিককে সন্তুষ্ট করিতে হইল। আইলা-স্যাপেলের সন্ধিতে (১৭৪৮) উত্তরাধিকার সমস্যার সমাধান হইল। মেরিয়া থেরেসা অষ্ট্রীয়ার অধিপতি ও ফ্রান্সিস্ সম্রাট বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য বণ্টনের আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

মেরিয়া থেরেসা ও কূটনৈতিক বিপ্লব, ১৭৫৬

উত্তরাধিকারের যুদ্ধে প্রাশিয়াকে সাইলেসিয়া অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া মেরিয়া থেরেসা মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন। সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধার করার জন্য তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। পূর্ব্ব যুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার মিত্র ইংলণ্ডের বিশেষ অনুরোধের ফলেই প্রাশিয়াকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্ত সাইলেসিয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধারের যুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার পক্ষে পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। মেরিয়া থেরেসা চ্যান্সেলার

*অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ও কূটনৈতিক বিপ্লব সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

কৌনিটজের পরামর্শক্রমে ইংলণ্ডকে পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। এই পররাষ্ট্র-নীতিক পরিবর্ত্তন 'কূটনৈতিক বিপ্লব' বলিয়া খ্যাত। (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)। এই 'বিপ্লবের ফলস্বরূপ সপ্তবর্ষ যুদ্ধ (১৭৫৬-'৬৩) অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মেরিয়া থেরেসা সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না; সাইলেসিয়ায় প্রাশিয়ার অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইল।

কূটনৈতিক বিপ্লব ও সপ্তবর্ষ যুদ্ধ

মেরিয়া থেরেসা বহু সদ্‌গুণের অধিকারিণী ছিলেন। তাহারই প্রচেষ্টায় সম্ভাব্য বণ্টন হইতে অষ্ট্রীয়া রক্ষাপ্রাপ্ত হয়। তিনি অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের উন্নাত ও রাষ্ট্রনৈতিক মর্য্যাদা দৃঢ় করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। মেরিয়া থেরেসা সামরিক ব্যবস্থার সংস্কার, বিচারশালার অনাচার ও ধর্ম্মনৈতিক অত্যাচার বন্ধ করেন এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা ইত্যাদি রাষ্ট্রকল্যাণকর বহু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাহার সুশাসনের ফলে বিভিন্ন জাতির সমবায়ে গঠিত অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে কোন অসন্তোষ ছিল না। হাঙ্গেরিয়ান প্রজাগণ মেরিয়া থেরেসার বিপদে সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়া রাজানুগত্যের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছিল।

মেরিয়া থেরেসার চরিত্র

দ্বিতীয় জোসেফ, ১৭৬৫-'৯০

দ্বিতীয় জোসেফ মেরিয়া থেরেসা ও ফ্রান্সিসের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে জোসেফ সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন এবং মাতার মৃত্যুতে (১৭৮০) সমগ্র সাম্রাজ্য সহ অষ্ট্রীয়ার অধিপতি হইলেন। সমকালীন সদাশয় স্বৈরাচারীদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতম না হইলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন।

দ্বিতীয় জোসেফের উদ্দেশ্য ছিল অষ্ট্রীয়াকে আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করা। আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে জোসেফের এই ধারণা ছিল—এই রাষ্ট্রের সীমানা বিজ্ঞান-সম্মত হইবে, সমস্ত ক্ষমতা নরপতির আয়ত্তে থাকিবে, রাষ্ট্রভূক্ত সমস্ত প্রদেশ একজাতীয় শাসনবিধি দ্বারা শাসিত হইবে, রাষ্ট্রের সমস্ত প্রজা এক রাষ্ট্র

ভাষার সাহায্যে ভাববিনিময় করিবে, রাষ্ট্রের অধিবাসীরা এক আচার ব্যবহার অনুসরণ করিবে এবং একই প্রকার আশা আকাঙ্ক্ষাতে তাহাদের চিত্ত উদ্বোধিত হইবে। এক কথায়, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন অনৈক্যগ্রথিত অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যকে একজাতীয় শিক্ষা ও শাসনের মধ্যে আনয়ন করিয়া বিভেদের মধ্যে সুসংবদ্ধ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাই দ্বিতীয় জোসেফের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু অষ্ট্রীয়ার মত বহু জাতির সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রের মধ্যে এই সব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার পক্ষে যথেষ্ট বিঘ্ন ছিল। বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের নিজস্ব ঐতিহ্, রীতিনীতি, ভাষা ও আইন-কানুন এই একজাতীয়করণের কার্য্যে অলঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। আদর্শনিষ্ঠ দ্বিতীয় জোসেফ বাস্তব প্রতিবন্ধকতা সমূহ অগ্রাহ্য করিয়া স্ব-সঙ্কল্পিত আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করিলেন।

জোসেফের সংস্কার সমূহঃ—শাসনব্যবস্থায় ঐক্য আনয়নের জন্য দ্বিতীয় জোসেফ অষ্ট্রীয়ার পুরাতন শাসনবিভাগ বাতিল করিয়া সমগ্র সাম্রাজ্যকে ত্রয়োদশটি শাসন-কেন্দ্র বা প্রদেশে বিভক্ত করিলেন এবং প্রত্যেক প্রদেশ একজন সামরিক শাসনকর্ত্তার অধীনে রাখিলেন। প্রদেশগুলিকে আবার জেলা এবং সহরে উপবিভক্ত করা হইল এবং সর্ব্বত্র পুরাতন জাতিগত বিশেষ শাসনসংক্রান্ত সুবিধা প্রত্যাহার করিয়া একই পদ্ধতির শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র জার্ম্মান রাষ্ট্রভাষা হইবে বলিয়া স্থির হইল। সকলের জন্য একই প্রকার আইনবিধির প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা, অবাধ ধর্ম্মাচারণের অনুমতি দান, বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ব্যবসাবাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি করিলেন। জনসাধারণের সামাজিক উন্নতির জন্য অভিজাত সম্প্রদায়, যাজক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সুবিধা প্রত্যাহার করিয়া জোসেফ সকলকে এক সমতলে আনয়নপূর্ব্বক এবং নির্ব্বিচারে সকল শ্রেণীর উপর সার্ব্বজনীন ভূমিকর প্রবর্ত্তন করিলেন।

ধর্ম্মনৈতিক সংস্কারের মূলে তাহার উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে অষ্ট্রীয়ার ধর্ম্মব্যবস্থা পোপের কবলমুক্ত হইয়া সরকারের পরিচালনায় ফ্রান্সের মত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার ভার চার্চ্চের অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের উপর অর্পণ করিলেন ও দুই সহস্রাধিক সঙ্ঘারাম বন্ধ করিয়া ইহাদের সম্পত্তি কলেজ, হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় করিলেন এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে উদার ঘোষণাপত্র' (Edict of Toleration, 1781) দ্বারা সকল খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের অবাধ অনুশীলনের অধিকার প্রদান করিলেন। তিনি বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং গবেষণাকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিলেন। মধ্যযুগীয় যে সকল নিষ্ঠুর দণ্ড অষ্ট্রীয়ার আইন বিধিতে বর্ত্তমান ছিল তিনি সেই সকলের কঠোরতা হ্রাস করিয়া দিলেন এবং আইনবিধি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি সার্ফ প্রথা বহু অঞ্চল হইতে তুলিয়া দিলেন এবং সার্ফদিগকে স্বেচ্ছামত বিবাহ করিতে, জমি বিক্রয় করিতে এবং তাহাদিগকে জমিদারের খামারে বিনা বেতনে মজুরি করাইবার পরিবর্ত্তে জমিদারকে নির্দ্দিষ্ট মজুরি দিতে বাধ্য করিলেন। এই সব সংস্কারের ফলে সার্ফ প্রথা বাস্তবপক্ষে অষ্ট্রীয়া হইতে প্রায় উঠিয়া গেল। তাহার এই সমস্ত সংস্কার কার্য্য প্রবর্ত্তনে মন্ত্রী কৌনিট্জ পরামর্শদাতা সহযোগী ছিলেন।

জোসেফের অষ্ট্রীয়ান নেদারল্যাণ্ডস্ (বেলজিয়াম) ও হাঙ্গারীর সম্পর্কিত আচরণ

জোসেফ তাহার সংস্কার নীতিকে কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া অষ্ট্রীয়ান নেদারল্যাণ্ডসের নিকট বাধা প্রাপ্ত হইলেন। এই অঞ্চল অষ্ট্রীয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও বহুদূরে অবস্থিত থাকায় কার্য্যতঃ স্বাধীন ছিল। দ্বিতীয় জোসেফ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে নেদারল্যাণ্ডসকে অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের শাসনাধীন অন্যতম প্রদেশে পরিণত এবং নিজস্ব শাসন পদ্ধতি, আইন কানুন, রীতিনীতি, ধর্ম্ম ও শিক্ষাব্যবস্থা অস্বীকার

করিয়া তথায় নিজস্ব পরিকল্পনানুযায়ী সংস্কার প্রবর্ত্তন করিলেন। ফলে নেদারল্যাণ্ডস্ অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের অধীনতা হইতে মুক্তি ঘোষণা করিল।

একই সময়ে দ্বিতীয় জোসেফ নেদারল্যাণ্ডস্-এর মত হাঙ্গারীতে সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে যাইয়া হাঙ্গারীয়ানদের বিদ্রোহ প্রায় আসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। হাঙ্গারীতে 'জার্ম্মাণীয়করণ' প্রচেষ্টার বিপক্ষে হাঙ্গারীয়ানগণ এতই আশঙ্কাজনক অবস্থার সৃষ্টি করিল যে দ্বিতীয় জোসেফ মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় একমাত্র সার্ফসম্বন্ধীয় সংস্কার ব্যতীত তাহার রাজত্বকালে প্রবর্তিত সমস্ত সংস্কার বাতিল করার আদেশ প্রদান করিয়া যান। অষ্ট্রীয়ায় সংস্কারে বিধিসম্বন্ধে পূর্ব্ব ব্যবস্থাই বহাল রহিল।

জোসেফের সংস্কার ব্যর্থ হইবার কারণ

দ্বিতীয় জোসেফ ইতিহাসের অন্যতম ভাগ্য বিড়ম্বিত চরিত্র। যিনি আজীবন প্রজাদের মঙ্গলের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন, প্রজাদের সুখী ও তৃপ্ত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ কামনা করিয়াছেন, তিনি তাহার এই সমস্ত শুভ প্রচেষ্টার বিনিময়ে প্রাপ্ত হইলেন রাজ্যময় অশান্তি ও দুর্দ্দশা এবং প্রজাদের নিকট হইতে অকৃতজ্ঞতা।

জোসেফের প্রচেষ্টিত সংস্কার সমূহের মধ্যে একমাত্র সার্ফ-সংক্রান্ত ও আইনবিধির পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত সংস্কারই সাফল্য লাভ করিয়াছিল, অন্য সংস্কার গৃহীত ও কার্য্যকরী হয় নাই। অষ্ট্রীয়ার এই সব সংস্কারে প্রয়োজন ছিল নিঃসন্দেহ, কিন্তু ধৈর্য্য ও বাস্তবানুগ অভিজ্ঞতার অভাবের ফলে জোসেফের সমস্ত মহৎ প্রচেষ্টা শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। শুধু সদিচ্ছার অধিকারী হইলেই সংস্কারক হওয়া যায় না, নূতন সংস্কার প্রবর্তিত করিতে হইলে পূর্ব্বাহ্নে স্থানীয় জনসাধারণের ঐতিহ্য, চিরাচরিত অভ্যাস, বিশেষ বিশেষ আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই সমস্ত মানসিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনবহিত হওয়ার জন্যই দ্বিতীয় জোসেফের এই সংস্কার সমূহ ব্যর্থ হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত সদাশয় স্বৈরাচারী নরপতির মত জোসেফ প্রজাবর্গের মানসিক পূর্ব্ব প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া সমস্ত সংস্কার অতি দ্রুততার সহিত প্রজাদের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই সব সংস্কারের মধ্যে অনেক-গুলি পরবর্ত্তী সময়ে ইউরোপে গৃহীত হইয়া প্রজার কল্যাণে সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু জোসেফের প্রবর্ত্তিত সংস্কার নিম্ন হইতে না আসিয়া উপর হইতে আরোপিত হইয়াছে বলিয়া প্রজাদের প্রাচীনপন্থী মনের গ্রহণযোগ্য হয় নাই। জোসেফের সংস্কার সম্বন্ধে ফ্রেডারিকে দি গ্রেটের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"Joseph is a good man, but he always takes a second step befor he takes the first. প্রকৃত সময় হইবার পূর্ব্বেই তিনি সংস্কারকামী হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার সকল শুভ প্রচেষ্টা নিস্ফল হইয়াছে।

দ্বিতীয় জোসেফের বৈদেশিক নীতিঃ—আভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রবর্ত্তনের মতই পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় জোসেফের অসহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শনের জন্যই ব্যর্থতা আসিয়াছে। হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের পরস্পর বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলিকে একত্র সুসংবদ্ধ করিয়া জার্ম্মাণীতে অষ্ট্রীয়ার শক্তি দৃঢ় করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই মনোভাবের জন্য জার্ম্মাণীতে অষ্ট্রীয়ার প্রতিদ্বন্দী প্রাশিয়ার অধিপতি ফ্রেডারিক দি গ্রেটের সহিত তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এবং ফ্রেডারিক সর্ব্বদাই তাহার পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্য্যাবলীকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। রাজত্বের প্রথম দিকে দ্বিতীয় জোসেফ রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতিকে বাধা দিবার জন্য প্রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দিলেন এবং পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারায় রাশিয়াকে সমগ্র পোল্যাণ্ড গ্রাস করিতে না দিয়া নিজেরাও খণ্ডিত পোল্যাণ্ডের অংশ গ্রহণ করিলেন। বন্টিত পোল্যাণ্ডের অংশ ও তুরস্কের নিকট হইতে বুকোভিনা প্রাপ্তির ফলে অষ্ট্রীয়ার পূর্ব্বাঞ্চল একটানা

অষ্ট্রীয়াকে সংহত করা উদ্দেশ্য ছিল

প্রাশিয়া সর্ব্বদা বাধা দিয়াছে

হইল। অতঃপর জোসেফ ব্যাভেরিয়ার উত্তরাধিকারের গোলযোগের সুযোগে তাহার কিয়দংশ অষ্ট্রীয়াভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু ফ্রেডারিক রাশিয়ার সহযোগিতায় তাহার উদ্দেশ্য পণ্ড করিলেন। ইউট্রেক্টের সন্ধি অনুযায়ী ডাচগণ অষ্ট্রীয়ান নেদারল্যাণ্ডস্ বা বেলজিয়াম সীমান্ত-সন্নিহিত দুর্গ সমূহের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। জোসেফ হল্যাণ্ডকে সেই সব দুর্গের অধিকার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন।

পররাষ্ট্র নীতিতে প্রাশিয়ার নিকট হইতে প্রতিপদে বিরুদ্ধতা লাভ করিয়া জোসেফ রাশিয়ার অনুরক্ত হইলেন এবং রাশিয়ার সহযোগিতায় পূর্ব্বে এবং পশ্চিমে সম্প্রসারিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্যাভেরিয়ার উপর জোসেফের দৃষ্টি ছিল এবং ব্যাভেরিয়া অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে যুক্ত হইলে জার্ম্মাণীতে অষ্ট্রীয়ার শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। এই উদ্দেশ্যে রাশিয়ার সম্মতিক্রমে জোসেফ সুদূরস্থিত অষ্ট্রীয়ান্ নেদারল্যাণ্ডস্-এর বিনিময়ে ব্যাভেরিয়া হস্তগত করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু ব্যাভেরিয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে ফ্রেডারিক কয়েকটি জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের সম্মিলিত সঙ্ঘবদ্ধতায় এমন আপত্তি তুলিলেন যে জোসেফ বাধ্য হইয়া ব্যাভেরিয়া প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বদিকে তুরস্কের অংশবিশেষ গ্রাস করিয়া সম্প্রসারিত হইবার দুরাশাও ফ্রেডারিকের দৃঢ় প্রতিপক্ষতায় পূর্ণ হইতে পারিল না। জোসেফ দ্বিতীয় ক্যাথারিণের সঙ্গে মিলিত হইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও রাশিয়া তুরস্কের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল এবং জোসেফের সঙ্কল্পে বাধা দিল। জোসেফের মৃত্যুতে (১৭৯০) তাহার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় লিওপোল্ড তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রাশিয়া একাকী তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিল এবং জাসি-র সন্ধিতে (১৭৯২) তুরস্কের নিকট হইতে উল্লেখযোগ্য অংশ প্রাপ্ত হইল।

প্রাশিয়ার সহযোগিতা গ্রহণ কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই

দ্বিতীয় জোসেফের চরিত্রের গুণাগুণ নিরূপণ :—দ্বিতীয় জোসেফ বাস্তবানভিজ্ঞ আদর্শবাদী ছিলেন বলিয়া তাহার সমস্ত সাধু সঙ্কল্প শোচনীয় নিস্ফলতার মধ্যে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্য বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন রীতিনীতি অনুসরণকারী বহুজাতির সমবায়ে গঠিত ছিল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিক প্রথা, বিশেষ বিশেষ সুবিধা প্রভৃতিও অগ্রাহ্য করার উপায় ছিল না।

ইতিহাসের অন্যতম হতভাগ্য চরিত্র

দ্বিতীয় জোসেফ তাহার সাম্রাজ্যকে ঐক্য সূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত মৌলিক অনৈক্যের গুরুত্ব বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বত্র এক জাতীয় আইন-বিধি, শাসন পদ্ধতি ও এক রাষ্ট্রভাষা প্রবর্ত্তন করার চেষ্টা করিলেন। কিন্তুতাহার সংস্কারসমূহ যুগোচিত না হইয়া যুগাপেক্ষা উন্নততর হওয়াতে বাস্তব-ক্ষেত্রে গৃহীত হইল না। জোসেফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাবের সৃষ্টি হইল—হাঙ্গেরী ও বেলজিয়াম সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য উদ্যোগী হইল। সাম্রাজ্য সংহত করার উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত সংস্কারসমূহ সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করার কার্য্যে পরিণত হইল। ফলে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া তিনি তাহার সংস্কার বিধি প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। অসহিষ্ণুতা ও ব্যস্তবতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই তাহার সমস্ত সদিচ্ছাকে কার্য্যক্ষেত্রে নিষ্ফল করিয়া দিয়াছে।

আদর্শ ও যুক্তিবাদী বলিয়া ব্যর্থ

সপ্তম অধ্যায়

ইংলণ্ডের ইতিহাস—হ্যানোভার রাজবংশ

প্রথম জর্জ্জ,—১৭১৪-১৭২৭।
দ্বিতীয় জর্জ্জ,—১৭২৭-১৭৬০।
তৃতীয় জর্জ্জ,—১৭৬০-১৮২০।

প্রথম জর্জ্জ, ১৭১৪-'২৭ঃ—রাণী অ্যানের মৃত্যুর পর এ্যাক্ট অফ্ সেটলমেণ্ট অনুযায়ী হ্যানোভারের সোফিয়ার পুত্র প্রথম জর্জ্জ ইংলণ্ডের রাজা হইলেন। জর্জ্জের সিংহাসনারোহণের পর ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতিতে এক পরিবর্ত্তন আসিল। প্রথম জর্জ্জ দুইটি উদ্দেশ্য সম্পাদিত করার আগ্রহ লইয়া ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ইংলণ্ডে হ্যানোভার বংশের উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা ও দ্বিতীয়তঃ জার্ম্মাণীরই হ্যানোভার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা। প্রথম উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য প্রথম জর্জ্জ ফ্রান্সের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখা প্রয়োজন মনে করিলেন। কেননা, ষ্টুয়ার্টবংশীয়গণ ইংলণ্ডের সিংহাসনে পুনরায় উপবিষ্ট হইবার প্রত্যাশা লইয়া ফ্রান্সে অবস্থান করিতেছিল। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের জন্য জর্জ্জ হল্যাণ্ড ও অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখিয়া চলিলেন। এই সময়ে স্পেন পুনরায় শক্তিসম্পন্ন হইয়া ইউরোপে তাহার প্রভাব বিস্তার করার উদ্যোগ করিতেছিল। ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের সহযোগিতায় ইংলণ্ড ত্রি-শক্তি জোট সৃষ্টি করিয়া স্পেনের উচ্চাশায় বাধা দিল।

প্রথম জর্জ্জের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে ক্যাবিনেট শাসন বা দায়িত্বশীল মন্ত্রি-সভার প্রবর্ত্তন হইল। প্রথম জর্জ্জ ইংরাজী ভাষা এবং ইংলণ্ডের রীতিনীতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া মন্ত্রিবর্গের আলোচনা-সভায় অনুপস্থিত থাকিয়া

পরিচালনার ভার হুইগ দলের উপর ন্যস্ত করিলেন। টোরীদল ষ্টুয়ার্ট বংশের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া প্রথম জর্জ্জ টোরীদলের উপর অনাস্থা প্রকাশ করিলেন। রাজার বিশ্বাসভাজন হইয়া হুইগ মন্ত্রিসভা রাজার অনুপস্থিতিতেই রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করিতে লাগিল। পার্লামেণ্ট মহাসভায় সংখ্যাধিক্য বজায় না রাখিলে মন্ত্রিসভার পক্ষে নিজস্ব নীতি কার্য্যকরী করার অসুবিধা হইত, তজ্জন্য এই রীতি প্রবর্ত্তিত হইল যে পার্লামেণ্টে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিবে সেই দল মন্ত্রিত্ব গঠন করিবে। এই ব্যবস্থায় রাজা পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্য হইতে মন্ত্রী নির্ব্বাচন না করিলে তাহার পক্ষে রাজ্যশাসন অসম্ভব হইয়া পড়িত। ইহাই ক্যাবিনেট শাসন পদ্ধতির মূল কথা এবং প্রথম জর্জ্জের রাজত্বকালেই সর্ব্বপ্রথম এই রীতি অনুসৃত হইয়াছিল। প্রথম জর্জ্জের রাজত্বের শেষ ভাগে 'সাউথ সি কোম্পানী' দেউলিয়া হওয়ার ফলে ইংলণ্ডে যে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় তাহা দূর করার জন্য ওয়ালপোল নামক এক যোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত করা হয়। ওয়ালপোল ১৭২১ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

ক্যাবিনেট শাসন পদ্ধতি

দ্বিতীয় জর্জ্জ, ১৭২৭-'৬০ :—প্রথম জর্জ্জের পর দ্বিতীয় জর্জ্জ ইংলণ্ডের রাজা হন। তাহার রাজত্বের প্রথম ভাগে ওয়ালপোল প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ওয়ালপোল শান্তিবাদী ছিলেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহে ইংলণ্ডকে লিপ্ত না করিয়া আভ্যন্তরীণ সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার রাজস্ব নীতির ফলে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক উন্নতি হইল এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হইল। কিন্তু যুদ্ধবিরোধী হইলেও আমেরিকাস্থ স্পেনিস উপনিবেশে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের অধিকার লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে ওয়ালপোলকে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইল। এই যুদ্ধ 'Jenkin's Ear War' নামে খ্যাত। অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধের প্রাক্কালে ওয়ালপোল যুদ্ধবিরোধী হওয়ার জন্য মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন।

অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ইংলণ্ড অষ্ট্রীয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার বিপক্ষে অবতীর্ণ হয়। এই সময়ে ষ্টুয়াটবংশীয় ইয়ং প্রিটেণ্ডার চার্লস ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করার জন্য সসৈন্যে স্কটল্যাণ্ডে অবতরণ করেন, কিন্তু কালেডন মুরের যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ফ্রান্সে পলায়ন করিাত বাধ্য হন। আইলা স্থাপেলের সন্ধি (১৭৪৮) তে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। ফ্রান্স ইংলণ্ডের সিংহাসনে হ্যানোভার বংশের দাবি স্বীকার করে।

অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ

সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার বিপক্ষে তবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের প্রধান স্বার্থ ছিল বাণিজ্য ও উপনিবেশ ক্ষেত্র হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ফ্রান্সকে বিতাড়িত করা। ফ্রান্স আমেরিকায় এবং ভারতবর্ষে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল। সুতরাং সপ্তবর্ষের যুদ্ধ ইউরোপ ব্যতীত ভারতবর্ষ ও আমেরিকায়ও অনুষ্ঠিত হইল। এই সময়ে বড় পিট ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। পিটের নীতি ছিল ইউরোপে ইংলণ্ডের মিত্র-পক্ষ প্রাশিয়াকে প্রচুর অর্থসাহায্য করিয়া প্রাশিয়ার দ্বারা ফ্রান্সকে ইউরোপে ব্যস্ত রাখা—যাহাতে ফ্রান্স আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রেরণ না করিতে পারে। পিটের এই নীতি সফল হইয়াছিল—পলাশী (১৭৫৭) ও বন্দিবাসের (১৭৬০) যুদ্ধে জয়লাভ করাতে ভারতে ইংরাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। কুইবেক ও কানাডা অধিকৃত হওয়ার ফলে আমেরিকাতেও ফরাসী ক্ষমতা নষ্ট হইয়া ইংরাজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। সপ্তবর্ষ যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক আধিপত্য সর্ব্বত্র স্থাপিত হইল।

সপ্তবর্ষ যুদ্ধ

ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠা

তৃতীয় জর্জ্জ, ১৭৬০-১৮২০ :—তৃতীয় জর্জ্জ প্রথম ও দ্বিতীয় জর্জ্জের মত শুধু নামে রাজা হইয়া থাকিতে চাহেন নাই। তিনি প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অভিলাষী হইলেন এবং স্বয়ং শাসনব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ

করিলেন। তাহার ইচ্ছার বিরোধী হওয়াতে তিনি পিটকে পদচ্যুত করিয়া বুটকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন এবং পররাষ্ট্র বিষয়ে স্বেচ্ছানুরূপ নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাহার অনমনীয় মনোভাব ও অদূরদর্শিতার ফলে ইংলণ্ডকে বহু দুর্দৈব সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার জন্যই আমেরিকার উপনিবেশ সমূহ ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত পার্লামেণ্টের সংস্কার বিলম্বিত এবং আয়র্ল্যাণ্ডকে শান্ত করার নীতি ব্যর্থ হইয়াছে।

স্বয়ং 'শাসন' করিবার ইচ্ছা

আমেরিকার স্বাধীনতা-সমর

সপ্তবর্ষ যুদ্ধের ফলে যখন কানাডা ফরাসীদের হস্ত হইতে ইংরাজের হস্তে আসিল তখন উপনিবেশিকগণের ফরাসী আক্রমণের ভয় বিদূরিত হইল এবং তাহারা মাতৃভূমির সমস্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। তৃতীয় জর্জ্জের মন্ত্রী গ্রেণভিল ১৭৬৫ খৃঃ সপ্তবর্ষ যুদ্ধের আংশিক ব্যয়ভার বহন করার জন্য উপনিবেশ সমূহে ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট জারি করিলেন। এই ষ্ট্যাম্প এ্যাক্টের বিরুদ্ধে আমেরিকায় ঘোর অসন্তোষের সৃষ্টি হইল— তাহারা এই যুক্তি দেখাইয়া প্রতিবাদ করিল যে ব্রটিশ পার্লামেণ্টে যখন উপনিবেশের কোন প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয় নাই তখন উপনিবেশের উপর কর স্থাপনের অধিকারও পার্লামেণ্টের নাই। এই প্রতিবাদের ফলে ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট তুলিয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু ইহাও জানাইয়া রাখা হইল যে আমেরিকার উপর কর স্থাপনের অধিকার ইংলণ্ডের আছে (১৭৬৬)। পরের বৎসর মন্ত্রী টাউনসেণ্ড আমেরিকায় রপ্তানী হইত এমন কয়েকটি দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইলেন। উপনিবেশিকরা এই সকল শুল্ক দিতে অস্বীকার করিল এবং ইংলণ্ডে উৎপন্ন কোন দ্রব্য যাহাতে আমেরিকায় ব্যবহৃত না হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৭৭৩ খৃঃ মন্ত্রী লর্ড নর্থ এই সকল কর উঠাইয়া দিয়া, কেবল চা-এর উপর কর বজায় রাখিলেন। কিন্তু আমেরিকানরা এই কর দিতেও

ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট

আমেরিকার শুল্ক স্থাপনে ইংলণ্ডের অধিকার

অসম্মত হইল। বোষ্টন বন্দরে কতকগুলি জাহাজ চা লইয়া আসিয়া নোঙ্গর করিয়াছিল। রেড ইণ্ডিয়ানের ছদ্মবেশে কয়েক জন আমেরিকান জাহাজে উঠিয়া সমস্ত চা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। ইংলণ্ড এই ঘটনায় বোষ্টন বন্দর ও ম্যাসাচুসেটস-এর উপর কঠোর শাস্তি বিধান করিলে উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ ফিলাডেলফিয়া নগরে সমবেত হইয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল (১৭৭৪) এবং জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। এই যুদ্ধে ইংরেজরা প্রথম দিকে জয়লাভ করিলেও পরিশেষে পরাজিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যাণ্ড উপনিবেশিকদের পক্ষভুক্ত হওয়ায় ইংলণ্ড বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না। ১৭৮১ খৃঃ ইয়র্কটাউনে লর্ড কর্ণওয়ালিস আত্মসমর্পণ করায় যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ভার্সাই সন্ধিতে ইংলণ্ড আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিল।

আমেরিকার প্রতিবাদ

স্বাধীনতা ঘোষনা, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা স্বীকৃত

আয়র্ল্যাণ্ডের সহিত মিলন, ১৮০০ খৃষ্টাব্দ

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে উৎসাহিত হইয়া আয়র্ল্যাণ্ড আইরিশ পার্লামেন্টের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিলে ইংলণ্ড আইরিশ পার্লামেন্টকে স্বরাষ্ট্র ব্যাপারে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইল। ফরাসী বিপ্লব উপস্থিত হইলে ফরাসীরা আয়র্ল্যাণ্ডে গোলমাল বাধাইতে চেষ্টা করিল এবং ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তথায় সত্যই বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছোট পিট এই ব্যাপারে আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া আয়র্ল্যাণ্ডের পৃথক পার্লামেন্ট তুলিয়া দিতে উদ্যোগী হইলেন। পিট ও লর্ড কর্ণওয়ালিস নানা কৌশলে আয়র্ল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট তুলিয়া দিয়া ইংলণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের এক পার্লামেন্ট করিলেন (১৮০০)। সামরিকভাবে আইরিশ সমস্যার সমাধান হইল বটে, কিন্তু স্থায়ী সমাধান সুদূরপরাহত হইয়া রহিল।

অষ্টম অধ্যায়

ফ্রান্সের ইতিহাস

পঞ্চদশ লুই, (১৭১৫-'৭৪) :—১৭১৫ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ লুই মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার পৌত্র পঞ্চদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। পঞ্চদশ লুই মাত্র পঞ্চবর্ষীয় হওয়ায় তাহার নাবালকত্বের সময় চতুর্দ্দশ লুইর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্লিয়েন্সের ডিউক ফিলিপ অভিভাবকরূপে শাসনভার পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ফিলিপ বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ ছিলেন এবং উদারনীতির উপরও তাহার শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু যথোচিত সাহস ও দৃঢ়তার অভাবে তাহার বিভিন্ন সংস্কার প্রচেষ্টা নিস্ফল হইল।

অত্যধিক কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ছিল। এই বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য ফিলিপ কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কিয়দংশ হ্রাস করিয়া অভিজাত শ্রেণীর হস্তে তাহা অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। ফিলিপ শাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব সাতটি বিভাগীয় পরামর্শ সভার উপর ন্যস্ত করিয়া ক্ষমতার আংশিক বিকেন্দ্রীকরণ করিলেন। কিন্তু তাহার এই প্রচেষ্টা অভিজাত সম্প্রদায়ের অপদার্থতা ও পারস্পরিক ঈর্ষ্যার জন্য ফলপ্রসূ হইল না। তিন বৎসর নূতন পদ্ধতি পরীক্ষার পর পুরাতন পদ্ধতিই পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইল।

শাসন সুব্যবস্থা কার্য্যকরী হইল না

জাতীয় আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকার করিতে যাইয়াও ফিলিপ ব্যর্থ হইলেন। স্পেনের উত্তরাধিকারের যুদ্ধে যোগদানের জন্য ফ্রান্সের যথেষ্ট জাতীয় ঋণ বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। এই ঋণভার হইতে নিষ্কৃতির জন্য ফিলিপ জন ল্য নামে এক স্কচের পরামর্শে একটি সরকারী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া ফ্রান্সের উত্তর আমেরিকাস্থ সম্পত্তির ক্রেডিটের বিনিময়ে কাগজী মুদ্রা

অর্থ নৈতিক সুব্যবস্থার প্রচেষ্টা ব্যর্থ

প্রচলন করিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যাঙ্ক জন্ লা প্রতিষ্ঠিত মিসিসিপি কোম্পানীকে লুসিয়ানার একচেটিয়া ব্যবসা করিবার অনুমতি দেয় এবং এই সুবিধার বিনিময়ে উক্ত কোম্পানী হইতে প্রচুর অর্থ গ্রহণ করে। ক্রমশঃ রাষ্ট্রের আনুকূল্যে এই কোম্পানীর প্রভাব বর্দ্ধিত হয় এবং উহা ব্যাঙ্কের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। এই কোম্পানীকে ধাতব মুদ্রা প্রস্তুতের ও কাগজী মুদ্রা প্রচলনের এবং রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কর আদায়ের সম্পূর্ণ ভার প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করা হয়। অচিরে বাজারে এই কোম্পানীর শেয়ারের দর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং লাভের আশায় বহু লোক শেয়ার কিনিতে থাকে। শেয়ারের এই অকস্মাৎ মূল্যস্ফীতির ফলে কোম্পানী দেউলিয়া হয় ও ইহার ফলে বহু লোকের আর্থিক সর্ব্বনাশ হয়।

পররাষ্ট্রনীতিঃ—এই সময়ে মন্ত্রী আলবেরণীর রাষ্ট্রনীতিক-কুশলতায় পরিচালিত স্পেন ইউরোপে পুনরায় আধিপত্য বিস্তারের উদ্যোগ করিতেছিল। স্পেন ইউট্রেক্টের সন্ধি-সর্ত্ত অমান্য করিবার উপক্রম করিলে ফিলিপ স্পেনের প্রভাব খর্ব্ব করার জন্য মন্ত্রী কার্ডিনাল ডুাবয়-এর পরামর্শে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের সঙ্গে ত্রি-রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিলেন। পরে অষ্ট্রীয়া এই রাষ্ট্রজোটে যোগদান করায় ইহা চতুঃ-রাষ্ট্রজোটে পরিণত হইল। এইভাবে স্পেনকে প্রভাব বিস্তার করিতে না দিয়া তাহাকে দাবাইয়া রাখা হইল। মন্ত্রী আলবেরণীর মন্ত্রিত্বের অবসান হওয়ার পর পুনরায় স্পেনের সঙ্গে ফ্রান্সের মিত্রতা সংস্থাপিত হইল। ডুাবয়-এর পরামর্শে পঞ্চদশ লুইর সঙ্গে স্পেনের রাজকুমারী ইনফেণ্টার বিবাহ স্থির হইল। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ লুই ফ্রান্সের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ফিলিপের অভিভাবকত্বের অবসান হইল।

স্পেনের শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান

চতুঃশক্তির জোট

পঞ্চদশ লুইর রাজত্বের প্রথম দিকে ফ্লিউরি ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন। ফ্লিউরি ব্যয় সঙ্কোচের দ্বারা ফ্রান্সের অর্থ নৈতিক সুব্যবস্থার

চেষ্টা করিয়াছিলেন। পররাষ্ট্রনীতিতে তিনি শান্তির পক্ষপাতী হইলেও তাহাকে পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার ও অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দুইটি যুদ্ধে যোগদান করিতে হইয়াছিল। যাহা হোক, তাহার মন্ত্রিত্বকালে ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থা এক প্রকার ভালই চলিয়াছিল, কিন্তু তাহার মৃত্যুর (১৭৪৩) পর ফ্রান্সে অব্যবস্থা আরম্ভ হইল। পঞ্চদশ লুই অত্যন্ত বিলাসী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন এবং স্বয়ং শাসন ব্যাপারে উদাসীন থাকায় কয়েকজন প্রিয়পাত্রী প্রকৃত প্রস্তাবে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে লাগিল। এই সব প্রিয়-পাত্রীর মধ্যে মাদাম ডি পম্পাডুরের নাম উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশবর্ষীয় নরপতির উপর এই মহিলার প্রভাব অসামান্য ছিল এবং ইনি সুদীর্ঘকাল ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে স্বেচ্ছামত হস্তক্ষেপ করিয়া রাষ্ট্রের শাসননীতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। তাহার অনুমত্যানুসারে সামরিক ও নৌবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা নিযুক্ত হইত। বাস্তবপক্ষে ইনিই দীর্ঘকাল ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ফলে ফ্রান্সের রাষ্ট্রনীতিতে অসামঞ্জস্য আসিল এবং সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাজয় ও মর্য্যাদাহানির গ্লানি ভোগ করিতে হইল। এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় ফ্রান্স আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা চিরতরে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

পঞ্চদশ লুই

এইরূপে স্বদেশে আর্থিক দুরবস্থা হওয়াতেও বিদেশে পরাজয়ের দুর্গতি বহন করায় ফ্রান্সের জনসাধারণ রাজবংশের উপর ক্রমশঃ আস্থা হারাইয়া শাসন-পদ্ধতির সমলোচনা আরম্ভ করিল। জনসাধারণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্যারিসের পার্লামেণ্ট রাজার সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ করিলে পঞ্চদশ লুই বিরক্ত হইয়া পার্লামেণ্ট বন্ধ করিয়া দিলেন কিন্তু রাজ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণের সমালোচনা ও বিরোধিতার মনোভাব দূর করিতে সক্ষম হইলেন না। ফ্রান্সে মহাঝটিকা যে আসন্ন তাহা তিনি অনুমান করিতে সক্ষম হইয়া উক্তি

প্যারিসের পার্লামেণ্ট বন্ধ করিলেন

জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ

করিয়াছিলেন—"After me, the deluge." কিন্তু এই আসন্ন প্লাবনের হস্ত হইতে ফ্রান্সকে পরিত্রাণ করার কোন প্রচেষ্টাই তিনি করিলেন না—ইন্দ্রিয়ভোগ ও বিলাস বাসনে অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় করিয়া জাতীয় ঋণভার বিপুলায়তন করিয়া গেলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ লুই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নবম অধ্যায়

(ক) বাণিজ্যবাদ ও উপনিবেশিক দ্বন্দ্ব।

(খ) রাজতন্ত্রের দৈব-স্বত্বনীতি ও জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারনীতি।

(ক) বাণিজ্যবাদ

ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির (১৬৪৮) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিরোধ ও যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইত প্রধানতঃ ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া; ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে এই ধর্ম্ম-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিল। পরবর্ত্তী যুগেও এই দ্বন্দ্ব অব্যাহতভাবে চলিল, কিন্তু তাহার রূপান্তর ঘটিল। এই যুগের যুদ্ধ বিগ্রহ আর ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া চলিল না—বাণিজ্য ও উপনিবেশ ধর্ম্মের স্থলে রাষ্ট্রবর্গের পারস্পরিক বিরোধের মূল আশ্রয় লইয়া দাঁড়াইল। উদাহরণ স্বরূপ ক্রমওয়েল ও দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে ইঙ্গ-ডাচ বিরোধ, চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বকালে ফ্রাঙ্কো-ডাচ বিগ্রহ, ওয়াল-পোলের মন্ত্রিত্বকালে ইঙ্গ-স্পেনিশ যুদ্ধ, (জেঙ্কিন্সের কানের যুদ্ধ),এবং ইংলণ্ড ফ্রান্সের মধ্যে সপ্তবর্ষ যুদ্ধের কথা উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত যুদ্ধই প্রধানতঃ বাণিজ্য ও উপনিবেশ সংক্রান্ত স্বার্থ লইয়া সংঘটিত হইয়াছে। স্পেনিশ উত্তরাধিকারের যুদ্ধেও ইংলণ্ড মূলতঃ বাণিজ্য ও উপনিবেশিক প্রতিপত্তি রক্ষার জন্যই যোগ দিয়াছিল। মোট কথা, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের যুদ্ধাদি এই দুই বিষয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করিয়াই অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর আন্তঃরাষ্ট্রিক বিরোধ মূলতঃ বাণিজ্যগত

বাণিজ্যবাদের মূল কথা এই—সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধন সম্বন্ধে নূতন মান ইউরোপের মনে প্রতিষ্ঠীতি হইয়াছিল। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যকে ধনের প্রকৃত মানদণ্ড বলিয়া স্থির করিল। স্পেনের হস্তে সমৃদ্ধিশালী

আমেরিকার উপনিবেশ থাকায় স্পেন ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া ইউরোপের মধ্যে ধনশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। স্পেন ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্র স্পেনের মত এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অন্য উপায়ে তাহাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয়ের উপায় নির্দ্ধারণ করিল। তাহারা স্থির করিল, রাষ্ট্রের রপ্তানীদ্রব্যের পরিমাণ আমদানী দ্রব্য অপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বিদেশ হইতে আগত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধি করিবে।

ধন সম্বন্ধে নূতন মানদণ্ড আবিষ্কৃত

এই নীতি অনুসারে সকল রাষ্ট্রই দেশের ধনরক্ষার জন্য বহিরাগত দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক স্থাপন করিয়া বিদেশী দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল এবং পর্য্যাপ্ত রপ্তানীর দিকে মনোনিবেশ করিল। ফলে ইউরোপে ক্রমশঃ শুল্কযুদ্ধ সংঘটিত হইতে লাগিল। সপ্তদশ শতাব্দীর পরার্দ্ধের ইঙ্গ-ডাচ যুদ্ধ সমূহ এই রক্ষণ শুল্ককে কেন্দ্র করিয়াই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

নূতন মানদণ্ড স্বর্ণ ও রৌপ্য রক্ষার জন্য রক্ষণ শুল্ক ও শুল্ক যুদ্ধ

দ্বিতীয়তঃ, এই বাণিজ্যবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের পক্ষে উপনিবেশ থাকার প্রয়োজন ঘটিল। নিজস্ব উপনিবেশ থাকিলে কাঁচা মালের বিনিময়ে প্রদত্ত স্বর্ণ বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তগত হইতে পারিবে না ও স্বর্ণ রপ্তানীর ফলে মাতৃভুমি দরিদ্র হইবে না। অতএব সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হইল ও নৌশক্তিপ্রধান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে উপনিবেশ লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইল। এতদ্ব্যতীত এই ধারণাও বদ্ধমূল হইল যে অপর রাষ্ট্রের বাণিজ্য শক্তি নষ্ট না করিলে স্বরাষ্ট্রের বাণিজ্য ক্ষমতা বর্দ্ধিত করা যাইবে না। ফ্রান্সের মন্ত্রী কোলবার্টের বাণিজ্যনীতি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এবং ইংলণ্ডও এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে নৌ-সংক্রান্ত আইন (Navigation Acts) বিধিবদ্ধ করিয়াছিল।

(খ) উপনেবেশিক দ্বন্দ্ব

(১) ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডঃ—সপ্তদশ শতাব্দীতে নৌ-শক্তিতে ডাচরা অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ছিল এবং এই নৌ-শক্তির সাহায্যে তাহারা উপনিবেশিক প্রতিপত্তিতে অগ্রণী হইবার চেষ্টা করিল। ইতিপূর্ব্বেই পর্টুগীজরা প্রাচ্যদেশে তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বহু উপনিবেশের অধিকারী হইয়াছিল। ডাচরা পর্টুগীজ শক্তিকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগকে সকল স্থান হইতে বিতাড়িত করিল এবং নিজেরা তথায় প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে বিশ্বের বাণিজ্যের অধিকাংশের অধিকার তাহাদের আয়ত্ত হইল। ডাচরা প্রধানতঃ প্রাচ্যাঞ্চলের মসলার ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিল। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যক্ষেত্রে ডাচদের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আগমন করিলে ইংরাজদের সঙ্গে ডাচদের বিরোধ উপস্থিত হইল। এই বিরোধে ডাচরা জয়লাভ করিয়া ইংরাজ ও পর্টুগীজদিগকে মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে বিতাড়িত করিয়া এবং সেই সকল স্থানে অবাধ একাধিপত্য স্থাপন করিল। ইংরাজরা প্রাচ্য-অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হইয়া অদৃষ্ট পরিবর্ত্তনের জন্য ভারতবর্ষে বাণিজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিল।

হল্যাণ্ড পর্টুগীজকে স্থানচ্যুত করিল

ইংরাজ প্রাচ্য দ্বীপ হইতে বিতাড়িত

ইংরাজ-ডাচদের এই বাণিজ্যিক বিরোধ যুদ্ধের পর্য্যায়ে উপনীত হইল। ক্রমওয়েল ডাচদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধাত্মক নীতি গ্রহণ করিয়া ১৬৫১ খৃঃ 'নৌ-সংক্রান্ত আইন' বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনের ফলে ইংলণ্ডের বন্দরে ডাচদের বাণিজ্যতরী প্রবেশ করা প্রকারান্তরে বদ্ধ হইল এবং হল্যাণ্ড আত্মরক্ষার জন্য ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই ইঙ্গ-ডাচ যুদ্ধে (১৬৫২-'৫৪) হল্যাণ্ডের বাণিজ্য ও নৌ-শক্তি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং যুদ্ধোত্তর সন্ধিতে

ইউরোপে ইঙ্গ-ডাচ বিরোধ

হল্যাণ্ড ইংলণ্ডের 'নৌ-সংক্রান্ত আইন' মানিয়া লইল। দ্বিতীয় চার্লসের সময়েরও দ্বিতীয় ইঙ্গ-ডাচ যুদ্ধে (১৬৬৪-'৬৭) ডাচরা পর্য্যুদস্ত হইল এবং আমেরিকাস্থ নিউ আমষ্টারডম্ ইংলণ্ডের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। চতুর্দ্দশ লুইর আক্রমণাত্মক মনোভাবের ফলে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড উভয়েই সমভাবে বিপন্ন বোধ করে এবং লুইর বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়া কতকটা পরস্পরের সন্নিহিত হয়। পরিশেষে অরেঞ্জের উইলিয়ম ইংলণ্ডের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে দীর্ঘস্থায়ী ইঙ্গ-ডাচ বিরোধের অবসান হয় এবং উভয় রাষ্ট্র সমযোগে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। হল্যাণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগদান করিয়া মোটেই লাভবান হয় নাই, বরঞ্চ সমূহ ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছিল। কেননা, এই যুদ্ধে হল্যাণ্ডকে সর্ব্বদা ইউরোপে ফরাসী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে, আর ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সর্ব্বত্র নৌ-যুদ্ধ করিয়াছে এবং যুদ্ধান্তে ফলভোগের অধিকারী হইয়াছে। ক্ষুদ্রায়তন হল্যাণ্ডের পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ জনসংখ্যা ও ধন-সম্পদকে নিঃশেষিত করিয়া তুলিল এবং উপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বে ইংলণ্ড হল্যাণ্ড অপেক্ষা অগ্রগামী হইল।

'নৌ-সংক্রান্ত বিধি'

উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজা হওয়াতে বিরোধের পরিসমাপ্তি

ইংলণ্ডের সঙ্গে যুক্তভাবে নীতি পরিচালনায় পরিণামে হল্যাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত ও ইংলণ্ড লাভবান

(২) **ইংলণ্ড ও ফ্রান্স** :—১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় উইলিয়ম ইংলণ্ডের সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ার পর হইতে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র নীতিতে এক পরিবর্ত্তন আসিল। তৃতীয় উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজা হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই ফ্রান্সের বিপক্ষতা করিয়া আসিতেছিলেন, রাজা হওয়ার পরও সেই বিপক্ষতার তীব্রতা হ্রাস পাইল না। সুতরাং ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যে বিপক্ষতা আরম্ভ হইল তাহা প্রায় এক টানা শতাব্দীর অধিককাল চলিল এবং ওয়াটার্লুর রণক্ষেত্রে নেপোলিয়নের পরাজয় পর্য্যন্ত স্থায়ী হইল। উভয় রাষ্ট্র ইউরোপে

এবং অন্যত্র জলে ও স্থলে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। ফ্রান্স প্রধানতঃ ইউরোপে অনুষ্ঠিত রণাঙ্গনে অধিক উদ্যম দেখাইয়াছে—পক্ষান্তরে ইংলণ্ড ইউরোপের যুদ্ধে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র-জোট সৃষ্টি করিয়াছে বা অর্থপ্রদান করিয়াছে এবং স্বয়ং ইউরোপের বাহিরে অনুষ্ঠিত উপনিবেশিক যুদ্ধে বা নৌ-যুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এ সকল উপনিবেশ সংক্রান্ত যুদ্ধ সাধারণতঃ ইউরোপে যখন শান্ত অবস্থা সেই অবকাশে সংঘটিত হইয়াছে। এই শতাধিক বর্ষব্যাপী ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের মূলে রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু পরোক্ষতঃ বাণিজ্য ও উপনিবেশ সংক্রান্ত কারণও ছিল। এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর করিল—আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ইংরাজী ও ফরাসী শক্তির মধ্যে কাহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকিবে সেই ব্যবস্থা।

এক শতাব্দীর অধিক কাল বিরোধ স্থায়ী

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের অন্তর্গত প্রথম উল্লেখযোগ্য বিরোধ লীগ অফ্ অগসবার্গের যুদ্ধের সময়ে আমেরিকাস্থ উপনিবেশকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত হইল। এই যুদ্ধ 'রাজা উইলিয়মের যুদ্ধ বলিয়া খ্যাত। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ অপরের অধিকারভুক্ত স্থান দখলকরার চেষ্টা করিল। পরিশেষে রাইস্থক-এর সন্ধিতে ইউরোপায় যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইলে আমেরিকার উপনিবেশ-দ্বন্দ্বও পরিসমাপ্ত হইল। উভয় পক্ষ পরস্পরের বিজিত অঞ্চল প্রত্যর্পণ করিল।

রাজা উইলিয়মের যুদ্ধ

স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধে স্পেনের সিংহাসনের উপর ফ্রান্সের অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ইংলণ্ড বিপক্ষদলে যোগদান করিল। ফ্রান্স ও স্পেন যুক্ত হইলে স্পেনিশ আমেরিকায় ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তৃত হইত ও ইংলণ্ডের বাণিজ্যের অত্যন্ত অসুবিধা হইত। সুতরাং এই যুদ্ধে ইউরোপের শক্তি-সমতা রক্ষার সমস্যা যেমন প্রবল ছিল ফ্রান্সের ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বাণিজ্য রক্ষার প্রশ্নও তদ্রূপ কম ছিল না। ইউট্রেক্টের সন্ধিতে এই যুদ্ধের

স্পেনীয় উত্তরাধিকারে যুদ্ধ

অবসান ঘটিলে ইংলণ্ড বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থানসমূহই প্রধানতঃ প্রাপ্ত হইল। ইউরোপে জিব্রাল্টার ও মিনর্কা দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ড ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা সমূহ আয়ত্ত করিল। আমেরিকায় ফ্রান্স ইংলণ্ডের হস্তে নোভাস্কসিয়া ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড সমর্পণ করিল। স্পেনের সঙ্গে সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড স্পেনিশ আমেরিকায় দাস-ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হইল; অধিকন্তু পানামা যোজকের সন্নিহিত পোর্টোবেলো-তে প্রতি বৎসর একটি বাণিজ্যতরী প্রেরণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। ইউট্রেক্টের সন্ধির বলে ইংলণ্ড যে সমস্ত অঞ্চল প্রাপ্ত হইল তাহাতে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক প্রতিপত্তি বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইউট্রেক্টের সন্ধি

অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে যদিও ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে তথাপি এই যুদ্ধে উপরোক্ত দ্বন্দ্বের চরম মীমাংসা হয় নাই। তজ্জন্য সপ্তবর্ষ যুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। সপ্তবর্ষ যুদ্ধে উভয় পক্ষের দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা হইল। ভারতবর্ষ ও আমেরিকায় ফ্রান্সের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার আশা চিরতরে বিনষ্ট হইয়া গেল। প্যারিসের সন্ধির (১৭৬৩) বলে ইংলণ্ড ফ্রান্সের নিকট হইতে কানাডা, নোভাস্কসিয়া, কেপ ব্রেটন ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি অঞ্চল প্রাপ্ত হইল। ভারতবর্ষে ফরাসীরা বাণিজ্য করার অনুমতি প্রাপ্ত হইল, কিন্তু তথায় সুরক্ষিত দুর্গ রক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। সপ্তবর্ষ যুদ্ধের পর ইংলণ্ড বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

অষ্ট্রীয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষ যুদ্ধ

বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক দ্বন্দ্বে ইংলণ্ডের নিকট ফ্রান্সের পরাজয় বরণের যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান ছিল। প্রথমতঃ, নৌ-শক্তিতে ফ্রান্স ইংলণ্ড অপেক্ষা হীন ছিল এবং নৌ-শক্তির অপর্য্যাপ্ততার ফলেই ফ্রান্স ভারতবর্ষে,

আমেরিকায় বা ইউরোপে ইংলণ্ডের সঙ্গে সমকক্ষতায় অক্ষম হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। দ্বিতীয়তঃ, এই সময়ে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রব্যবস্থায় যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা ছিল এবং এই আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা তাহার উপনিবেশিক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। উপনিবেশের ব্যাপারে ফ্রান্স কোন সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা অনুসরণ না করিয়া অকারণ কর্ম্মসূচীর পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং নিজের বিপদ আহ্বান করিয়া আনিয়াছে। তৃতীয়তঃ, ফ্রান্সের বাণিজ্য কোম্পানী সমূহ সরকারী উদ্যোগে সৃষ্ট ও সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত বলিয়া ইংলণ্ডের বে-সরকারী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের মত কর্ম্মোদ্যমী ও স্বাবলম্বী ছিল না। প্রতি পাদক্ষেপে তাহাদিগকে স্বদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত বলিয়া তাহাদের কর্ম্মশক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণ হইতে পারে নাই।

এই দ্বন্দ্বে ফ্রান্সের পরাজয়ের কারণ

(১) নৌ-শক্তির হীনতা

(২) আভ্যন্তরীণ শাসনের বিশৃঙ্খলা, (৩) রাষ্ট্র পরিচালনায় অসুবিধা

(খ) রাজতন্ত্রের দৈব-স্বত্ব নীতি ও জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার নীতি

The Doctrine of the Divine Right of Kings and the Maxim of the Enlightened Despotism

মধ্যযুগে যেমন সম্রাট ও পোপের (Empire and the Papacy) ক্ষমতা মাহাত্ম্য ইউরোপের রাষ্ট্রতন্ত্রকে প্রভাবিত ও আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তদ্রূপ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজার দৈবস্বত্ব নীতি ইউরোপের ঐতিহাসিক কার্য্যকারণকে বিশেষভাবে পরিচালিত করিয়াছে। দৈবস্বত্ব নীতির মহিমা কিছু ক্ষুণ্ণ হইলে আনুষঙ্গিকরূপে প্রচারিত হইয়াছে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার নীতি। শেষোক্ত নীতি দৈবস্বত্বের এক উন্নততর সংস্করণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

(১) রাজতন্ত্রের দৈবস্বত্ব নীতি

দৈবস্বত্ব নীতির মূল কথা :—সমস্ত রাজশক্তির উৎস ঈশ্বর। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুযায়ী রাজা প্রজার কল্যাণের জন্য নিযুক্ত আছেন। ভগবানের বিধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যেরূপ পাপ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাও সেইরূপ পাপজনক কার্য্য। রাজা নিষ্ঠুর বা অত্যাচারী হইলে তাহা দৈব দুর্ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে—কোন মতেই রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা চলিবে না, বা রাজার সার্ব্বভৌমত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা চলিবে না। সর্ব্ববিধ কার্য্যের জন্য রাজা ঈশ্বরের নিকট দায়ী, প্রজার নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন। কেননা, রাজা সার্ব্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty) ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন—প্রজার হস্ত হইতে গ্রহণ করেন নাই।

দৈবস্বত্ব নীতির ইতিহাস :—এই নীতি ইউরোপের ইতিহাসে সু-প্রাচীন। প্রাচীন গ্রীসের বা রোমের রাজগণ দৈব-স্বত্বের অধিকারে রাজত্ব করিতেন। জনসাধারণ নরপতিকে লোকোত্তর মানব বলিয়া বিশ্বাস করিত—রোমে 'The Divine Cœsar' এর সম্মানার্থ দেবায়তন নির্ম্মিত হইত। মধ্যযুগে পোপের আধিপত্যের প্রথম যুগে নরপতিরা এই দৈবস্বত্ব হইতে সাময়িকভাবে বিচ্যুত হইয়াছিল। একমাত্র পোপ দৈবস্বত্বের অধিকারী ছিলেন এবং ভগবানের প্রতিভূরূপে তিনি সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। ইতিমধ্যে জার্ম্মান সম্রাট ও পোপের মধ্যে ক্ষমতাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে সম্রাট-পক্ষের সমর্থকগণ সম্রাটের জন্য উক্ত দৈব অধিকার দাবি করিল। মধ্যযুগের অবসানের প্রাক্কালে রেনেশাঁ ও ধর্ম্ম সংস্কারের ফলে যখন ইউরোপের রাষ্ট্র সমূহের জাতীয়তাবোধ জন্ম পরিগ্রহ করিল তখন জনসাধারণ পোপের বিরুদ্ধে রাজার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। স্বমতানুবর্ত্তী না হওয়ার জন্য পোপ যখন কোন নরপতির বিরুদ্ধে Excommunication বা Interdict প্রভৃতি বহিষ্কার দণ্ড বিধান করিয়া প্রজাগণকে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহিত করিতেন তখন রাজার সমর্থকগণ রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতার দোহাই

দিয়া প্রজাগণকে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইতে নিবৃত্ত করিত। এই সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রজাগণ পোপের বিরুদ্ধে নরপতিদিগকে সমর্থন করায় পোপকে পরাজয় বরণ করিতে হয়। রাজার দৈবস্বত্ব নীতি প্রজাদের সমর্থপুষ্ট হইয়া প্রসার লাভ করে। যে সকল পুস্তকে এই নীতি সমর্থিত হইয়াছে তন্মধ্যে ম্যাকিয়াভেলির 'দি প্রিন্স' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দৈবস্বত্ব নীতির কার্য্যকারিতা ও ফলাফল :—ইংলণ্ডের ষ্টুয়ার্ট বংশ বা ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশের রাজাদের দৈবস্বত্বের দাবিতে কার্য্যাবলী উল্লেখ-যোগ্য। তাহার বিশ্বাস করিত, রাষ্ট্রের রাজস্ব ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বা অহমিকা চরিতার্থতার জন্য রাষ্ট্র কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কহীন যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যয় করা যাইতে পারে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ যুদ্ধ বিগ্রহের পশ্চাতে রাজাদের এই ব্যক্তিগত বা বংশগত উদ্দেশ্য সাধনের আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুষ্ট, রাষ্ট্র বা প্রজার কল্যাণের প্রশ্ন এই সব যুদ্ধ ব্যাপারে গৌণ ছিল। দৈবস্বত্ব নীতিতে বলীয়ান্ রাজক্ষমতা যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে যখন প্রজা সাধারণের মনে এই নীতির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিল তখন এই সব স্বেচ্ছাচারী নরপতির মধ্যে কয়েকজন প্রজাহিতৈষী ও অক্লান্তকর্ম্মা শাসক দৃষ্ট হইল। ইহারা শাসন ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাচারী হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তীদের মত অপদার্থ বা রাষ্ট্র-কল্যাণে উদাসীন ছিলেন না, বরঞ্চ আপনাদিগকে জনসেবক মনে করিয়া স্ব-স্ব রাষ্ট্রকে যথেষ্ট উন্নত করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য ইহাদিগকে 'জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরা-চারী' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। দৈবস্বত্বে ইহারাও বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু ইহাদের কার্য্যক্রম জ্ঞানদীপ্ত (enlightened) বা সদাশয় (benevolent) ছিল বলিয়া ইহারা যথেষ্ট আদৃত হইতে পারিয়াছিলেন।

(২) জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার নীতি
Enlightened Despotism

এই সকল জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজা যথেচ্ছ রাজক্ষমতায় বিশ্বাস করিতেন এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রজার কোন অধিকার মানিতেন না। কিন্তু

এই যথেচ্ছ রাজশক্তিকে প্রজার স্বার্থেই প্রয়োগ করিতে হইবে, ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশী চরিতার্থতার জন্য নহে—এই নীতিতে তাহারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই নীতি অনুসারে তাহারা রাষ্ট্র শাসন করিয়া গিয়াছেন। এই জাতীয় স্বৈরাচারীদের মধ্যে রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট ও অষ্ট্রীয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের নাম উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বৈরাচারী নৃপতিগণ সমসাময়িক চিন্তানায়কদের দার্শনিক যুক্তিবাদের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এই জন্যই তাহাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছিল। ইহারা দর্শন শাস্ত্রে ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান পাঠে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। ফ্রেডারিক ভলতেয়ারের, দ্বিতীয় ক্যাথারিণ ডিডেরট-এর এবং ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জ বলিংব্রোক-এর চিন্তা-শিষ্য ছিলেন এবং এই সব শিষ্যবর্গ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে স্ব-স্ব গুরুর উন্নত ভাবাদর্শ কিয়দংশ প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্ব্বত্র সাধারণ চিকিৎসাগার বা গণবিদ্যালয় খোলার প্রচেষ্টা হইয়াছে এবং জনকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নের অঙ্গরূপে দারিদ্র্য নিরসন বা সার্ফ মুক্তির জন্য আন্তরিক প্রয়াস চলিয়াছে। চার্চ্চের অহেতুক প্রভাব বহু স্থানে খর্ব্ব করার জন্য চেষ্টা হইয়াছে এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারনীতিও সর্ব্বত্র অনুসৃত হইয়াছে। সে যুগে ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের জন্য সর্ব্ব প্রকার সুযোগ সুবিধা ও বিশেষ ব্যবস্থার দ্বার উন্মুক্ত রাখা ও সাধারণ বহুর নিকট সেই সকল সুযোগ সুবিধা নিষিদ্ধ রাখার সামাজিক ব্যবস্থা স্বীকৃত ছিল সেই যুগে এই সব জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীদের জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টাবলী জনসাধারণের মনে বিপ্লবী ভাবধারা আনয়নে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ব্যক্তি বিশেষের প্রতিভার উপর একান্ত নির্ভরশীল বলিয়া জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার নীতি ইউরোপের রাষ্ট্র-জীবনকে সাময়িক আলোকে প্রদীপ্ত করিয়াছে—রাষ্ট্রের স্থায়ী তামসিকতা দূর করিতে সক্ষম হয় নাই।

ইউরোপের ইতিহাস

চতুর্থ ভাগ

(১৭৮৯—১৮১৫)

প্রথম অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগ, ১৭৮৯-১৮১৫

ভূমিকা—ফরাসী বিপ্লবের প্রকৃতি ও গতি

ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায় মাঝে মাঝে কোনও এক আকস্মিক ঘটনা সমগ্র জাতীয় জীবনের উপর আবির্ভূত হয় এবং জাতির প্রাণশক্তিকে আলোড়িত করিয়া ইতিহাসের গতি-প্রবাহকে সবেগে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করিয়াছে। রোমান সাম্রাজ্যের পতন, ১৪৫৩ খৃঃ-এ কনষ্টাণ্টিনোপলের পতন, রেনেশাঁ, রিফর্মেশান এই শ্রেণীর আকস্মিক ঘটনা। এই সব ঘটনার ফলে জাতীয় জীবনে অত্যাশ্চর্য্য উদ্দীপনা ও প্রাণশক্তির চাঞ্চল্য দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তির মুখে ফরাসী বিপ্লব এই শ্রেণীর যুগন্ধর ঘটনার অন্যতম। ফরাসী বিপ্লবকে কেন্দ্র করিয়াই অষ্টাদশ শতাব্দীর বিদায় গ্রহণ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর জন্ম পরিগ্রহ। ফরাসী বিপ্লব দুই যুগ-সন্ধির মাঝে দণ্ডায়মান হইয়া বিগত শতাব্দীর সমাধি ও নবযুগের শিশু-শয্যা রচনা করিয়াছে।

ফরাসী বিপ্লব ইউরোপের অন্যতম যুগন্ধর ঘটনা

ফরাসী-বিপ্লব নামে ফরাসী হইলেও ইহার কর্ম্মক্ষেত্র ও প্রভাব ফ্রান্সের সীমাভূমি অতিক্রম করিয়া সমগ্র ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের কর্ম্ম-পন্থা দ্বি-মুখী। যেমন রণক্ষেত্রে তেমনি ভাবধারার জগতে এই বিপ্লব স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। বিপ্লবের ভাবাদর্শ ইউরোপের প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজাদর্শ, অর্থ নৈতিক পদ্ধতি, ধর্ম্মীয় অনুশাসন প্রভৃতি সমস্ত বিধিব্যবস্থাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া এক মহাসঙ্কটের সৃষ্টি করিল। ইতিপূর্ব্বে কোনও রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থায় মানুষ হিসাবে মানুষের

নামে ফরাসী হইলেও ইহার কর্ম্মক্ষেত্র ইউরোপ ব্যাপী ছিল

এতটা মূল্য ও অধিকার দাবি করা হয় নাই। ফরাসী বিপ্লব সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত মানুষের এই দাবি লইয়া ইউরোপের প্রাচীন রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠানকে সস্পর্দ্ধ আহ্বান করিল এবং নিষ্পেষিত ও শোষিত জনগণের জন্মস্বত্ব প্রতিষ্ঠার মুখপাত্র হইয়া দাঁড়াইল।

ভাবাদর্শের বিপ্লব

সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করা হয়তো সহজ, কিন্তু অদৃশ্য ভাবাদর্শের অভিযান অপ্রতিরোধনীয়। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী এমনভাবে জনগণের অন্তরলোকে অনুপ্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া দিল যে তাহারা সর্ব্বত্র আত্মরক্ষায় সচেতন হইল এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিল। এই সদ্যোত্থিত ভাব-বিপ্লবের ঝঞ্ঝার মুখে ইউরোপের পুরাতন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ধরাশায়ী হইল। সত্য কথা এই যে ইউরোপের তদানীন্তন সমাজ ও রাষ্ট্র সর্ব্ব প্রকারে সামন্তযুগে গঠিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—যুগোপযোগী করিয়া পরিবর্ত্তন করা কেহই প্রয়োজন মনে করে নাই। এই সমাজের মূল আদর্শ ছিল—শ্রেণীগত বৈষম্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের উচ্চ স্তরে যাহারা আসীন ছিলেন তাহারা সকল রকম সুযোগ সুবিধা নির্ব্বিচারে ভোগ করিতেন, আর নিম্নস্তরের জনসাধারণ এই মুষ্টিমেয় অধিকারভোগীর আরামের উপকরণ যোগাইয়া চলিতে বাধ্য থাকিত। ফিউডাল প্রথানুসারে উচ্চশ্রেণী কিছু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য পালন করিবার বিনিময়ে বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজশক্তি প্রবল ও রাষ্ট্রক্ষমতা সর্ব্বব্যাপী হওয়াতে এই সমস্ত ফিউডাল সামন্তদের নির্দ্দিষ্ট করণীয় কিছু ছিল না। অথচ তাহারা যথানির্দ্দিষ্ট সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। এই সমাজ ব্যবস্থা যুগের পক্ষে একেবারেই অনুপযোগী ছিল বলিয়া বিপ্লবের প্রথম আঘাতেই সমস্ত পুরাতন ব্যবস্থা তাসের ঘরের মতই ভাঙ্গিয়া পড়িল। পুরাতন আদর্শ—প্রিভিলেজ, কন্‌সেসন ও ট্যাক্‌সেসান-এর পরিবর্ত্তে বিপ্লবী বাণী—সাম্য, গণতন্ত্র ও জাতীয়তা—জনসাধারণের চিত্ত অধিকার করিল।

ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইউরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা

(ক) **রাষ্ট্র ব্যবস্থা** :—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থে অভিজাততন্ত্রের দ্বারাই শাসিত হইত। এমন কি ইংলণ্ডেও নিয়মতান্ত্রিক শাসনবিধি থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের কোন অধিকার ছিল না—মুষ্টিমেয় ভূম্যধিকারী শাসন ব্যবস্থা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। ইউরোপের অন্যত্র অষ্ট্রীয়া, স্পেন, প্রাশিয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন বা ইটালীয় প্রদেশ-রাষ্ট্র সমূহে এই একই ব্যবস্থা ছিল। লিপিবদ্ধ শাসনতন্ত্র তো কোথাও ছিল না—সর্ব্বত্র রাষ্ট্রের নরপতি দায়িত্বহীনভাবে নিরঙ্কুশ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। ভিনিস বা সুইজারল্যাণ্ড সাধারণতন্ত্রের অধীন ছিল—কিন্তু কার্য্যতঃ সেখানেও অভিজাতবংশীয়দের হস্তেই শাসন ক্ষমতা ছিল। এই জাতীয় শাসন পদ্ধতিতে বি-সম ব্যবস্থা থাকাই স্বাভাবিক। ইউরোপের সর্ব্বত্র ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হইত—কেবল ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে নামমাত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল। নতুবা কি রাষ্ট্রে, কি অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায়, কি সমাজে এবং ধর্ম্মে কোন ক্ষেত্রেই সাম্যনীতি অনুসৃত হইত না। ফলে জনসাধারণের উচ্চাশা পরিপূর্ত্তি লাভ করিবার কোনই সুযোগ ছিল না। অধিকন্তু সামন্ত প্রথানুযায়ী সার্ফ বা ভূমিদাস-প্রথা ইউরোপের সর্ব্বত্র (ইংলণ্ড ব্যতীত) কম বেশী প্রচলিত ছিল।

সর্ব্বত্র দায়িত্বহীন শাসন পদ্ধতি

অভিজাতদের সুযোগ ও বি-সম ব্যবস্থা

ইউরোপের আন্তঃরাষ্ট্রীক ক্ষেত্রেও অবশ্যপাল্য কোন মৌলিক ন্যায়নীতির বালাই ছিল না। কাজেই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা যায় ইউরোপের নৃপতিবর্গ পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে অসদাচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বংশগত অধিকার, সন্ধি-সর্ত্ত বা মহতী প্রতিশ্রুতি কোন কিছুকেই তাহারা অবশ্যপাল্য বলিয়া মনে করিতেন না। ব্যক্তিগত স্বার্থে

আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মহতী প্রতিশ্রুতির অমর্য্যাদা

এই সমস্ত অঙ্গীকৃতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে তাহাদের কোন কুণ্ঠাবোধ হইত না। ফেডারিক দি গ্রেট বিনা দ্বিধায় অষ্ট্রীয়ার রাজ্যভুক্ত সাইলেসিয়া প্রাশিয়ার অঙ্গভুক্ত করিলেন, পোল্যাণ্ডের দুর্ব্বলতার সুযোগে অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার হস্তে রাষ্ট্র হিসাবে পোল্যাণ্ডের বিলুপ্তি ঘটিল। এই জাতীয় 'রাজনৈতিক রাহাজানি' সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতিকে মসীলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যযুগে ইউরোপের আন্তঃরাষ্ট্রীক ন্যায়নীতি খৃষ্টধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠান পোপ বা পবিত্র রোমান সম্রাটকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইয়াছে। ইউরোপের নরপতিবর্গ আপনাদিগকে খৃষ্টান ভ্রাতৃ সঙ্ঘের সভ্য বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তখন তাহারা মৌখিক বা লিখিত প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। রিফর্ম্মেশানের ফলে পোপ বা সম্রাটের মহিমা অস্বীকৃত হয় এবং অতঃপর মহতী প্রতিশ্রুতিকে কার্য্যকরী করার মত কোন কেন্দ্রীয় শক্তি না থাকাতে ইউরোপের আন্তঃরাষ্ট্রীক ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি অবশ্য প্রতিপালনের জন্য কোন বাধ্যবাধকতা রহিল না। সুযোগ সুবিধা ও বাহুবল প্রত্যেক রাষ্ট্রের মূলনীতি হইয়া দাঁড়াইল। রাষ্ট্রক্ষেত্রে এই শোচনীয় নৈতিক অবনতি ইউরোপের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য।

(খ) **বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থা** :—জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। জার্ম্মাণী ৩৬০টি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত ছিল এবং ইহার অঙ্গভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্র স্ব-স্ব রাষ্ট্রে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করিত। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট বা পবিত্র রোমান সম্রাটের নেতৃত্বে একটি দুর্ব্বল রাষ্ট্রযূথের অধীনে এই সব রাষ্ট্র ছিল এবং অঙ্গরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কোন ব্যবস্থায় এই রাষ্ট্রযূথ হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। জার্ম্মাণীর অঙ্গরাষ্ট্র সমূহের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিক দিয়া অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া শীর্ষস্থানীয় ছিল। জার্ম্মাণীর ইতিহাস শুধু অঙ্গরাষ্ট্র সমূহের পারস্পারিক ক্ষমতাদ্বন্দ্ব ও ঈর্ষ্যাকে

জার্ম্মাণীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতির অভাব

কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইত। অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া এই ক্ষমতাদ্বন্দ্বের দুই প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল।

অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব প্রতিপত্তি ছিল না

জার্ম্মাণীর মধ্যে প্রবল প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্র ছিল অষ্ট্রীয়া; কেননা অষ্ট্রীয়ার সম্রাট জার্ম্মাণীর সম্রাট বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু নামতঃ সম্রাট হইলেও নানা কারণে অষ্ট্রীয়া স্বীয় আধিপত্য প্রকাশ করিতে পারে নাই। অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্ততঃ দ্বাদশটি বিভিন্ন জাতির সমাবেশ ছিল; যথা—জার্ম্মাণ, ম্যাগিয়ার, চেক, শ্লোভাক, রুথেনস্, ক্রোটস্, সার্ব্ব, শ্লোভেন, ইটালিয়ান, ইহুদী এবং রুমানিয়ান। এই সব বিভিন্ন জাতি অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকায় অষ্ট্রীয়া রাষ্ট্র-হিসাবে সংহতি প্রাপ্ত হয় নাই। অধিকন্তু এই সব বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষ্যাদ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ্ এই সব বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর বিবদমান জাতিকে একজাতীয়তার সূত্রে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এক প্রকার আইন-কানুন ও শাসনব্যবস্থা এবং জার্ম্মাণ ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষারূপে প্রচলিত করেন। কিন্তু জোসেফের এই সব পরিবর্তন বিধি অঙ্গরাষ্ট্র সমূহ স্বীকার করিল না। বোহেমিয়া, হাঙ্গারী ও নেদারল্যাণ্ডস্ সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। কাজেই ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনৈতি অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন ছিল।

প্রাশিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরোধী ছিল

প্রাশিয়ার উন্নতির মূলে ছিল প্রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ফ্রেডারিক দি গ্রেটের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামরিক প্রতিভা। ফ্রেডারিক প্রাশিয়ার আয়তন বৃদ্ধির ব্যাপারে ন্যায়বুদ্ধিকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বলপূর্ব্বক অষ্ট্রীয়ার নিকট হইতে সাইলেসিয়া কাড়িয়া লইতে পারিয়াছিলেন এবং পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদেরও

অন্যতম উৎসাহী হইয়াছিলেন। ফরাসী-বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রেডারিক দি গ্রেট জীবিত ছিলেন না। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম ফ্রেডারিকের পরে প্রাশিয়ার রাজা হন। প্রাশিয়ার মনোভাব অষ্ট্রীয়া ও রাশিয়া উভয় রাষ্ট্রের বিরোধী ছিল। এই সময়ে প্রাশিয়া পোল্যাণ্ড-বাঁটোয়ারা ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় বিপ্লবের গতিবিধির উপর তাদৃশ দৃষ্টিপাত করিতে পারে নাই।

রাশিয়া পোল্যাণ্ড ও তুরস্কের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিল

এই সময়ে রাশিয়ার অধিপতি ছিলেন জারিণা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ। ক্যাথারিণ পিটার দি গ্রেটের মত প্রতিভাশালিনী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি রাশিয়ার জন্য কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে স্থানবিশেষ অধিকার করিতে আগ্রহান্বিতা হইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। অধিকন্তু পোল্যাণ্ডের বাঁটোয়ারা কার্য্যে তিনি অন্যতম উৎসাহন ছিলেন। তুরস্ক ও পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে রাশিয়া ব্যাপৃত থাকায় ফরাসী-বিপ্লব অপ্রতিহতবেগে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাইল। অধিকন্তু অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়াকে ক্যাথারিণের সাম্রাজ্যলিপ্সু মতিগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হওয়ায় ফরাসী বিপ্লবের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারায় স্বয়ং অধিক সুবিধা ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে ক্যাথারিণ অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়াকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ফরাসী সিংহাসন রক্ষা করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন।

ইটালী

ইটালী তখন এক 'ভৌগোলিক সংজ্ঞা' বলিয়া খ্যাত ছিল এবং ইটালীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কোনও ঐক্যের বন্ধনসূত্র ছিল না। ইহার কয়েকটি অঞ্চল বিদেশীর অধিকারভুক্ত ছিল।

স্পেন

স্পেন-এর সিংহাসনে বুরবোঁবংশীয় চতুর্থ চার্লস উপবিষ্ট ছিলেন। স্পেনের গৌরবময় যুগ অতীতের কথাতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল এবং সেই প্রণষ্ট ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি পুনঃপ্রাপ্তির কোন ভরসাই ছিল না।

ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে ইংলণ্ডের অবস্থাও তাদৃশ সুবিধাজনক ছিল না। নরপতি তৃতীয় জর্জ্জের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে ইংলণ্ডকে বিদ্রোহী আমেরিকার উপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয় এবং এই যুদ্ধে অকৃত-কার্য্য হইয়া ইংলণ্ড আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করে। এই যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের শক্তি ও মর্য্যাদা অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ছোট পিটের মন্ত্রিত্ব সময়ে ইংলণ্ড তাহার নষ্ট গৌরব অনেকটা পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।

ইংলণ্ড

উপরোক্ত বিবরণ হইতেই সহজে অনুমিত হয় যে ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইউরোপের রাষ্ট্রশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বলতাবশতঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের দুর্ব্বার গতিকে প্রতিহত করার মত একক শক্তি কাহারও ছিল না। আর দলবদ্ধ হইয়া বাধা দেওয়ার মধ্যেও যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া পরস্পর বৈরীভাবাপন্ন ছিল—ইটালী বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকায় তাহার দ্বারা সাহায্যের কথা অবান্তর, রাশিয়া পোল্যাণ্ডের বাঁটোয়ারাতে ব্যস্ত এবং রাশিয়ার সহযোগী ছিল অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া। ইত্যবস্থায় বিপ্লবকে প্রতিহত করার কোন উপায় ছিল না।

ইউরোপের তদানীন্তন রাষ্ট্রব্যবস্থা বিপ্লবকে পরোক্ষ সাহায্য করিয়াছিল

(গ) সমাজ ব্যবস্থা ঃ—ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ইউরোপের সর্ব্বত্র সামাজিক অবস্থাও আত্যন্তিক বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমাজের অন্তর্ভুক্ত তিনটি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায় ও ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় সর্ব্ববিধ সুবিধা ভোগ করিত। তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সাধারণ জনসমষ্টি উর্দ্ধতন দুই শ্রেণীর ভোগ সুখের জন্য বর্ত্তমান ছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কেননা, উক্ত দুই শ্রেণীকে সাধারণতঃ কোন প্রকার কর প্রদান করিতে হইত না। রাষ্ট্রশাসন পরিচালনার ব্যয়ভার

সমাজ ব্যবস্থায়ও বৈষম্য ছিল

বহনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইত তাহা তৃতীয় শ্রেণীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হইত। যাহারা করদানে অধিক সমর্থ তাহাদিগকে করপ্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত, পক্ষান্তরে করদানে সর্ব্বাপেক্ষা অসমর্থ শ্রেণীকেই করভারে প্রপীড়িত করা হইত। এই আর্থিক চাপের ফলে সর্ব্বত্র জনগণ একেবারে নিষ্পেষিত হইতেছিল।

দরিদ্রকে সর্ব্বাধিক কর প্রদান করিতে হইত

ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলেই সামন্ত-প্রথা কম বেশী চালু ছিল। সামন্ত প্রথার নিয়মানুসারে ভূম্যধিকারিগণ ভূমি কর্ষণকারী সার্ফদের উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতেন এবং ভূমির সমস্ত উপস্বত্ব ভোগ করিতেন। সার্ফদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। চাষের মালিক তাহারা হইলেও গ্রাসের মালিক ছিল জমিদার এবং জমিদারের অনুগ্রহের উপর কৃষকদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিত। সার্ফদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিয়া কিছু ছিল না। তাহারা জমিদারদের স্বার্থের জন্য জমি চাষ করিত। জমিদারের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট কয়েকদিন তাহার গৃহে বেগার খাটিয়া দিতে হইত। যে জমিতে তাহারা বাস করিত জমিদারের অনুমতি ব্যতিরেকে সেই জমি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের যাইবার অধিকার ছিল না। অধিকন্তু শুধু জমিদারকে নয়, চার্চ্চকে এবং সরকারকেও নির্দ্দিষ্ট আয়ের অধিকাংশ কর-স্বরূপ প্রদান করিতে হইত। এই সব কর প্রদান করিয়া সামান্য যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত তাহাতেও সার্ফদের অন্নবস্ত্রের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিবার কোন উপায় ছিল না। দেশের জনসাধারণের অধিকাংশ এই শ্রেণীভুক্ত হওয়াতে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই জনসাধারণ এই শোচনীয় দুরবস্থার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য বিপ্লবী আদর্শের মূলমন্ত্র—সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীকে সাদরে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এই সামাজিক অব্যবস্থার চরম অসুবিধা এই ছিল যে ইউরোপের কোন রাষ্ট্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় নাই। সকল দেশের সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষা ও

ভাবাদর্শ মেরুদণ্ডরূপে সমাজের ভারকেন্দ্র রক্ষা করিয়া থাকে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাবে ধনিক ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান অধিকতর শোচনীয়ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

ফ্রান্সে প্রথম বিপ্লব আরম্ভ হইবার কারণ

ইউরোপের সর্ব্বত্র যখন সামাজিক বৈষম্য কম বেশী একজাতীয় এবং রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা স্বৈরাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত তখন বিপ্লবের আরম্ভ শুধু ফ্রান্সে না হইয়া যুগপৎ ইউরোপের সকল রাষ্ট্রেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুইটি কারণে তাহা না হইয়া বিপ্লবের সূত্রপাত ফরাসী দেশে হয় এবং বহু পরে ইউরোপের অন্যত্র বিপ্লব প্রসার লাভ করে। প্রথমতঃ, ফরাসী দেশে সামন্ত প্রথার কার্য্যকারিতা বহু পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। সামন্ত প্রথানুযায়ী সামন্তবর্গকে নিজ ব্যয়ে স্ব স্ব এলাকায় শান্তি ও শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে হইত এবং রাজার প্রয়োজনে যুদ্ধের সময়ে রাজাকে সামরিক সাহায্য প্রদান করিতে হইত। এই সমস্ত কর্ত্তব্যের বিনিময়ে সামন্তবর্গ করদান হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন, বা অন্যান্য বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সে বহু পূর্ব্ব হইতেই শাসন ও শান্তি শৃঙ্খলার ভার রাজা স্বয়ং সামন্তবর্গের হস্ত হইতে রাজসিংহাসনে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। কাজেই সামন্তবর্গের পূর্ব্বোল্লিখিত কোন কর্ত্তব্যই ছিল না। অথচ বিনিময়ে প্রাপ্ত সকল সুবিধাই তাহারা ভোগ করিতেছিল। পক্ষান্তরে প্রাশিয়া, রাশিয়া বা হ্যাপস্‌বার্গ শাসিত অঞ্চলে সামন্ত প্রথার প্রয়োজন নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। কেননা, তথাকার সামন্তবর্গের হস্তে রাষ্ট্রের প্রতি অবশ্যপাল্য কিছু কর্ত্তব্য ছিল ; রাজশক্তি তাহাদের সেই সকল দায়িত্ব অপহরণ করে নাই। এই সব রাষ্ট্রে সামন্তদের বিশেষ সুবিধা ভোগ করার ব্যাপারে বিসদৃশ কিছুই ছিল না। সুতরাং ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ফ্রান্সের ভূম্যধিকারী সামন্ত ও কৃষককুলের মধ্যে সম্পর্ক অধিক তিক্ত ছিল।

বিনা দায়িত্বে একপক্ষ সুবিধাভোগী থাকিবে, অপরপক্ষ দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না—এই অসামঞ্জস্য ফ্রান্সের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মহা অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং এই অসন্তুষ্টিই ভবিষ্যতে বিপ্লব সৃষ্টির মূলে ইন্ধন জোগাইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষা-দীক্ষায় অধিক অগ্রসর ছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী রুশো ভলতেয়ারের বিপ্লবী মতবাদের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল এবং এই সকল ভাবধারা অশিক্ষিত নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ফরাসী বিপ্লবে নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া ফ্রান্সকে বিপ্লবী পন্থায় অগ্রণী করিয়াছে। ইউরোপের অন্যত্র এই জাতীয় অগ্রসর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাব ছিল বলিয়া সেই সব রাষ্ট্র বিপ্লব প্রস্তুতির উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে নাই।

ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অধিক অগ্রসর

দ্বিতীয় অধ্যায়

✓ ফরাসী বিপ্লবের কারণ

ফরাসী-বিপ্লব মুখ্যতঃ ফ্রান্সের স্বৈরাচারী শাসন ও শ্রেণীগত অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এই বিপ্লবের মূল মন্ত্র ছিল। অবশ্য এই সব উচ্চনীতির নামে ফ্রান্সে যথেষ্ট তাণ্ডবলীলা অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তথাপি এই সব আতিশয্যের জন্য বিপ্লবের অন্তর্নিহিত উচ্চাদর্শ ও লক্ষ্যকে অস্বীকার করিলে চলিবে না।

ফরাসী-বিপ্লব কোন আকস্মিকতার ফলে সঙ্ঘটিত হয় নাই। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে বহু ঘটনাসংস্থান যাহা সমবেতভাবে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিয়াছে। এই সব ঘটনাসংস্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বুরবোঁ রাজবংশের অপদার্থতা, অভিজাত শ্রেণী ও উচ্চতর ধর্ম্মযাজকবর্গের বিশেষ সুবিধাভোগ ও নিম্নস্তরের জনগণের শোচনীয় দুরবস্থা, এবং ফরাসী সাহিত্য ও দর্শনের মধ্য দিয়া বিপ্লবী মতবাদ প্রচার। এই সব ঘটনার সঙ্গে রহিয়াছে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব এবং সর্ব্বোপরি ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থায় শোচনীয় বিপর্য্যয়।

(১) বুরবোঁ রাজবংশের অপদার্থতা

অত্যধিক কেন্দ্রগত রাজশক্তি

ফরাসী রাজশক্তি বহুপূর্ব্ব হইতেই অত্যধিক কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে ফ্রান্সে রাজার স্বৈরাচার প্রতিহত করার জন্য কোন প্রতিনিধিমূলক পরিষদ বর্ত্তমান ছিল না। ফ্রান্সে সামন্তযুগীয় ষ্টেট্‌স্‌-জেনারেল নামে এক প্রতিনিধি-পরিষদ্ ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ভূম্যধিকারীদের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানও বিগত ১৭৬ বৎসর কাল আহূত হয় নাই। সুতরাং স্বৈরাচারী শাসন নিরঙ্কুশভাবেই চলিতেছিল। রাজার হস্তে

অত্যধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিলে সেই সব কর্ত্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করার জন্য উপযুক্ত প্রতিভাশালী নরপতি থাকার প্রয়োজন। চতুর্দ্দশ লুইর বহুবিধ ত্রুটি থাকিলেও তিনি প্রজার কল্যাণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে কোন সময়েই কুণ্ঠিত হন নাই। পঞ্চদশ লুই পিতার অনুপযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি রাজ্যশাসন কর্ম্মচারীর স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া শুদ্ধ প্রমোদ-বিলাসে সময় কাটাইয়া গিয়াছেন। ষোড়শ লুই ব্যক্তিগতভাবে সংস্কারকামী ছিলেন এবং প্রজার মঙ্গলের জন্য তাহার আন্তরিক আগ্রহ ছিল। কিন্তু মনের কামনাকে কার্য্যে পরিণত করার মত তাহার ক্ষমতা বা চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল না। অধিকন্তু ষোড়শ লুইর সময়ে দেশের দুরবস্থা সংশোধনের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। শত শুভপ্রচেষ্টা সত্ত্বে ঘটনা প্রবাহ আয়ত্ত করা তখন অসম্ভব ছিল।

অপদার্থ নরপতির উপস্থিতি

শাসনের অব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার অবিচারের অবধি ছিল না। ফ্রান্সের প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তির ও জীবনের কোন মূল্য রাজার কাছে ছিল না। রাজার বিরাগভাজন হইলেই যে কোন ব্যক্তিকে কোনও কারণ না দর্শাইয়া Letters de cachet নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দ্বারা রাজা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য কারাকক্ষে নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। অনেক সময় রাজা তাহার প্রিয়-পাত্রদের সন্তুষ্ট করার জন্য তাহাদের ব্যক্তিগত শত্রুর বিরুদ্ধে নামোল্লেখবিহীন পরোয়ানায় স্বাক্ষর করিতে দ্বিধা করিতেন না।

ব্যক্তি স্বাধীনতা অস্বীকৃত

ফ্রান্সের করনীতি সম্পূর্ণভাবে রাজার হস্তে ন্যস্ত ছিল এবং তিনি স্বয়ং উহা পরিচালনা করিতেন। এই করনীতিতে বৈষম্য অত্যধিক ছিল। অভিজাত শ্রেণী ও উচ্চতর ধর্ম্মযাজকদিগকে করপ্রদান করিতে হইত না—দরিদ্র জনসাধারণ করভারে অত্যন্ত প্রপীড়িত ছিল। এই কর আদায়ের ব্যাপারেও যথেষ্ট অব্যবস্থা ছিল। কেননা, ব্যক্তিবিশেষকে নির্দ্দিষ্ট অঙ্কে অর্থপ্রদানের চুক্তিতে কর আদায়ের

বৈষম্যমূলক করনীতি

একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইত। চুক্তির অতিরিক্ত অর্থ আদায়কারী ভোগ করিত। রাজা নির্দ্দিষ্ট অর্থ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। তহশীলদারদের অত্যাচারের উপর দৃষ্টিপাত করিবার তাহার কোন অবসর ছিল না।

এইভাবে প্রজানিপীড়নের ফলে আহৃত অর্থের অধিকাংশই রাজা বিলাস-বহুল রাজসভা বজায় রাখিতে ও অপদার্থ পরিষদ্‌বর্গের সহিত স্ফূর্ত্তি ও ইন্দ্রিয়-বিলাস চরিতার্থ করিতে ব্যয় করিতেন। দুঃস্থ ও নিপীড়িত প্রজার আর্ত্ত কণ্ঠ-ধ্বনি ভার্সাই প্রাসাদের আনন্দ কলরোলকে বিঘ্নিত করিতে সক্ষম হইত না। চতুর্দ্দশ লুই জাতীয় সমৃদ্ধিমূলক কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া যান নাই। সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির লোভে কেবল আজীবন যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া কোষাগার শূন্য করিয়া গিয়াছেন। পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুই যথাক্রমে পিতা ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জাতীয় ঋণের অঙ্ক স্ফীত হইতে স্ফীততর করিয়া গিয়াছেন, আসন্ন মহাপ্লাবনের গতিরোধ করিতে পারেন নাই। বুরবোঁ রাজবংশের অদূরদর্শিতা ও অপদার্থতা ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২) ভূস্বামী সম্প্রদায় ও যাজকবর্গের বিশেষ সুবিধা ভোগ

ফ্রান্সের জনসাধারণের মধ্যে সুস্পষ্ট তিনটি শ্রেণী ছিল ; এই শ্রেণীগত বৈষম্যই ফ্রান্সের জনসাধারণের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণতা আনয়নে সাহায্য করিয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ ভূস্বামী সামন্ত ও উচ্চতর যাজকবর্গ, তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সাধারণ শ্রেণী হইতে সর্ব্বপ্রকারে পৃথক্ ছিল। প্রথম দুই শ্রেণী জন্মস্বত্বে রাষ্ট্র ও সমাজগত সকল বিশেষ সুবিধার অধিকারী ছিল—আর তৃতীয় শ্রেণীকে শ্রেণীগত শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার জন্য অর্থ ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা অপর দুই উচ্চ শ্রেণীর মনোরঞ্জন করিতে হইতে। প্রথম দুই শ্রেণী করদানে

ফ্রান্সের তিনটি শ্রেণী

তিন শ্রেণী, অভিজাত—উচ্চযাজক ও সাধারণ

পূর্ণ বা আংশিক নিষ্কৃতিলাভের অধিকারী ছিল। অধিকন্তু তাহারা উচ্চপদ বা রাজকীয় সকল প্রকার অনুগ্রহ ষোল আনা ভোগ করিত। ফ্রান্সের বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল—ফলে তাহারাও শ্রেণীগত অসুবিধা ভোগ করিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ফ্রান্সে প্রকৃত শ্রেণী দুইটি ছিল—একপক্ষ বিনা আয়াসে, বিনা প্রতিদানে ভোগ করিত, অপরপক্ষ বহু বিধিনিষেধ জর্জ্জরিত হইয়াও প্রথম পক্ষের সুখ সুবিধার উপকরণ যোগাইত।

প্রথম দুই শ্রেণী সুবিধা ভোগী—তৃতীয় শ্রেণী সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত

(ক) **ভূস্বামী সামন্ত**ঃ—ফরাসী বিপ্লবের প্রাকালে ফ্রান্সের ভূস্বামী সামন্তবর্গ বিংশতি হইতে ত্রিংশৎ পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং জন সংখ্যায় তাহার এক হইতে দেড়লক্ষের অধিক ছিল না। এই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি ফ্রান্সের মোট ভূমির এক পঞ্চমাংশের অধিপতি ছিল এবং ফিউডাল প্রথা অনুসারে ইহারা কোন প্রকার করদানে বাধ্য তো ছিলই না, অধিকন্তু জমির প্রকৃত কর্ষণকারী মালিকদের নিকট হইতে বহু বিরক্তিকর কর এবং সুবিধা আদায় করিত।

উচ্চ:ভূস্বামী বিশেষ সুবিধা ভোগী

উচ্চতর ভূস্বামীরা প্রধানতঃ রাজপ্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিয়া ফ্রান্সের রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় প্যারিসে বা ভার্সাইতে আনন্দে- বিলাসে কাল ক্ষেপণ করিতেন। বিগত দিনের ক্ষমতা বা প্রভাব প্রতিপত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াও ইহারা শ্রেণীসুলভ অহমিকা বা ঔদ্ধত্য তখনও বজায় রাখিয়াছিলেন এবং নির্ব্বিচারে সামন্তবর্গীয় অধিকার ও নিষ্ক্রয় ভোগ করিতে ত্রুটি করিতেন না। তাহারা নরপতিকে দেয় ভূমি রাজস্ব অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সহিত প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া রাজকোষে প্রদান করিতেন। নিম্ন-ভূস্বামীদের অবস্থা তাদৃশ উন্নত না থাকায় তাহারা

করদানে অব্যাহতি

নিম্ন ভূস্বামীদের তাদৃশ সুবিধা না থাকায় তৃতীয় শ্রেণীর তুল্য

সাধারণতঃ তাহাদের জমিদারীতেই বাস করিত এবং অর্থ ও সামাজিক মর্য্যাদায় ইহারা তৃতীয় শ্রেণীর সমগোত্রীয়ই ছিল।

(খ) **যাজক শ্রেণী** :—ধর্ম্ম-যাজকশ্রেণীর মধ্যে উচ্চতর সম্প্রদায় ফিউডাল প্রথানুযায়ী বহু সুবিধা ভোগ করিত। ফ্রান্সের এক তৃতীয়াংশ ভূমি নিষ্কৃতি ইহাদের অধিকারে ছিল এবং ইহারা করদানের ভোগ করিত। কিন্তু যে ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য ও উপদেশ প্রচারের জন্য তাহারা এই সুবিধা ভোগ করিত তাহার বিন্দুমাত্রও তাহারা প্রতিপালন করিত না! সাধারণতঃ অর্থ ও সামাজিক পদমর্য্যাদার লোভে ভূস্বামী সামন্ত-পরিবারের যুবকবর্গ ধর্ম্মযাজকের পদ গ্রহণ করিত। যাজকোচিত কোন কর্ত্তব্য করিতে তাহারা পরাঙ্মুখ হইত এবং ধর্ম্ম কার্য্যের পরিবর্ত্তে তাহারা রাজানুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বৎসরের অধিকাংশ সময় আমোদ প্রমোদে রাজসভায় কাটাইত। নিজেদের অসদাচরণে ও অধার্ম্মিক জীবন যাত্রার ফলে তাহারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা নিজেদের অনৈতিক কর্ম্মাবলীর দ্বারা খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম্মের উপর সাধারণের অশ্রদ্ধা আনিয়া ফেলিল। ধর্ম্মযাজকদের এই শোচনীয় অবনতি ফরাসী বিপ্লবকে অনেকটা ত্বরান্বিত করিয়াছে সন্দেহ নাই।

অর্থ ও প্রতিপত্তির লোভে ধনীসন্তান যাজকত্ব গ্রহণ করিত

ধর্ম্মীয় কার্য্যের বদলে বিলাস ব্যসনে সময় কাটাইত

নিম্ন-ভূস্বামীদের মতনই যাজক শ্রেণীর মধ্যে নিম্নস্তরের যাজকবর্গের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাহারা উচ্চস্তরের যাজকদের মত কোন সুবিধা পাইত না অথচ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ত্তব্য তাহারাই সম্পাদন করিত। স্বশ্রেণীর উচ্চস্থানে আসীন যাজকদের নিকট হইতে উন্নতির আশা সুদূরপরাহত বলিয়া নিম্নস্তরের যাজকরা ক্ষুব্ধ ছিল

সাধারণ যাজকরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও সাধারণ শ্রেণীর সমপর্য্যায়ভুক্ত

এবং ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য আসন্ন বিপ্লবে তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হইতে দ্বিধা বোধ করে নাই।

(গ) **তৃতীয় শ্রেণী** (Third Estate):—ফ্রান্সের সমাজ-প্রদীপের একেবারে তলায় ছিল Third Estate বা তৃতীয় শ্রেণী। বাহির হইতে উর্দ্ধতন স্তর যতটা উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময় দেখা যাইত নিম্নস্তরের অধিবাসীরা ততই অভাব ও অজ্ঞানের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। উচ্চ ভূম্যধিকারী বা ধর্ম্মযাজক ব্যতীত অবশিষ্ট জন-সাধারণ এই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী, শিক্ষাজীবী, ব্যবহারজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবীও তৃতীয় শ্রেণীর লোক বলিয়া পরিগণিত হইত এবং ইহাদের মধ্য হইতেই বিপ্লবের প্রাথমিক যুগের নেতৃবর্গ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। আর্থিক সম্পদে এই সকল সম্প্রদায় ভূস্বামীশ্রেণী হইতে হীন ছিলেন না কিন্তু ইহারা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোন প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন না বলিয়া প্রথম দুই শ্রেণীর প্রতি বিদ্বিষ্ট এবং এই ব্যবধান দূর করার জন্য বিপ্লবকামী ছিলেন। শেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনসাধারণের সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য থাকিলেও ইহারা তাহাদের সামাজিক হীনতার উন্নতির জন্য সাধারণের সঙ্গে বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ভূস্বামী ও যাজক ব্যতীত অবশিষ্ট জনসাধারণ তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত

বুর্জ্জোয়া বা মধ্যবিত্তশ্রেণী

তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কৃষক সম্প্রদায় সংখ্যায় সর্ব্বাধিক হইলেও ইহাদের দুরবস্থা অবর্ণনীয় ছিল। ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের মত ইহারা ক্রীতদাস তুল্য ছিল না সত্য, কিন্তু নানাবিধ কর ও উৎপীড়নের দায় ইহাদিগকে বহন করিতে হইত। রাষ্ট্রের যাবতীয় রাজস্ব ইহাদের নিকট হইতে আদায় করা হইত। কেননা উচ্চতর শ্রেণী করভার হইতে পূর্ণ বা আংশিক মুক্ত ছিল। তাহাদিগকে ত্রিবিধ কর প্রদান করিতে হইত—ভূস্বামীকে সামন্ত

কৃষক কুল

প্রথানুযায়ী কর, চার্চ্চকে আয়ের এক দশমাংশ বা 'Tithe' এবং নৃপতিকে ভূমি-রাজস্ব। এই ত্রিবিধ করভারে কৃষকের আর মস্তক উত্তোলন করিবার ক্ষমতা ছিল না। 'এহ বাহ্য, আগে কহ আর'—তদুপরি ভূস্বামীর যাঁতাকলে তাহাকে শস্য ভাঙ্গাইতে হইত, নিষ্পেষণ যন্ত্রে আঙ্গুর নিষ্পেষিত করাইয়া মদ্য প্রস্তুত করিতে হইত এবং ভূস্বামীর উনুনে নিজেদের রুটি সেঁকাইতে হইত। এই সব যন্ত্র নিজেদের বা অন্য কাহারও থাকিলে সেই স্থানে যাওয়ার অধিকার ছিল না এবং এই সব কাজ করিবার জন্য ভূস্বামীকে একটা মোটা কর দিতে হইত। ভূস্বামীগণ যদি কখনো অনুগ্রহপূর্ব্বক শিকার উপলক্ষ্যে কৃষকদের শস্যপূর্ণ জমির উপর দিয়া অশ্বারোহণে যাতায়াত করিয়া শস্য নষ্ট করিতেন তাহাতে কৃষকের প্রতিবাদ করার অধিকার ছিল না। এতদ্ব্যতীত কৃষককে বিনা পারিশ্রমিকে সপ্তাহে কয়েকদিন জমিদারের খেত-খামারে কাজ করিয়া দিয়া আসিতে হইত। ইহাকে Corvee বলা হইত। জমি পরিত্যাগ করিয়া তাহারা যে অন্য কোন উপজীবিকা আশ্রয় করিবে তাহারও কোন উপায় ছিল না। কেননা, সর্ব্ববিধ ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা উচ্চ শ্রেণীরই একচেটিয়া ছিল। এইরূপ নানাবিধ করভার এবং জমিদারের অন্যায় উৎপীড়নের ফলে ফ্রান্সের কৃষককুল একেবারে সমূহ ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছিল। ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ফ্রান্সের কৃষিজীবীরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে অধিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন থাকায় নিজেদের দুঃখ দুর্দ্দশা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিল এবং সেই সচেতন কৃষক সম্প্রদায়ের সহায়তা ব্যতীত বিপ্লব কার্য্যে পরিণত হইত কিনা সন্দেহ।

অবর্ণনীয় দুরবস্থা

ত্রিবিধ কর

সর্ব্বপ্রকারে জমিদারের অধীন

Corvee, বা বেগার খাটা

(৩) বিপ্লবী সাহিত্য ও বিপ্লবী ভাবাদর্শের প্রাচুর্য্য

ফ্রান্সের রাষ্ট্রভূমিতে বিপ্লব কার্য্যে পরিণত হইবার বহু পূর্ব্বেই ভাব-জগতে বিপ্লব আসিয়া গিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দর্শন ও সাহিত্যের

মধ্যে একটা নির্ভীক অনুসন্ধিৎসু ও বিপ্লবী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য ছিল তদানীন্তন ফরাসী সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করা। মণ্টেস্ক, ভলতেয়ার, রুশো, ডিডেরট প্রভৃতি মনীষীরা এই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া তাহাদের লেখনী চালনা করেন এবং তাহাদের চিন্তাধারা নানা পুস্তক-পুস্তিকার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এই সাহিত্য অভাব ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং আগামী বিপ্লবে মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজে আশ্চর্য্যরূপে সহায়তা করে। এই সব সাহিত্যিকের আগমনী সঙ্গীত না থাকিলে বিমূঢ় ফরাসী জনসাধারণের দুঃখনিশার প্রভাত হইত কিনা সন্দেহ।

বিপ্লবী দর্শন ফ্রান্সের চিত্ত-লোকে বিপ্লব আনিয়াছিল

এই সব সাহিত্যিকের মধ্যে মণ্টেস্ক (১৬৮৯-১৭৫৫), ইংলণ্ডের শাসন-তন্ত্রের অনুরাগী ছিলেন। কিছুকাল ইংলণ্ডে অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ইংলণ্ডের ভাবাদর্শ ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন। তিনি রাজার দৈবস্বত্বের অধিকারের অসারত্ব প্রতিপাদন এবং ফ্রান্সের দায়িত্বহীন স্বৈরাচারী শাসনপদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেন। তাহার লিখিত পুস্তকের মধ্যে আইনের মৌলিক উদ্দেশ্য 'The Spirit of Laws' পরবর্ত্তী সময়ে বিপ্লবী শাসনতন্ত্র-প্রণয়নে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই পুস্তকের মর্ম্মানুযায়ী বিপ্লবী শাসনতন্ত্র প্রণেতৃবর্গ দাবি করিয়াছিলেন যে শাসন, আইন এবং বিচার বিভাগ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অন্যনিরপেক্ষভাবে স্বাধীন থাকিবে। বিপ্লবী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভলতেয়ার-এর প্রতিভা অনন্যসাধারণ ছিল। তিনি ছিলেন সমাজ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের সর্ব্ববিধ অন্যায় অবিচারের মূর্ত্ত প্রতিবাদ এবং তাহার কুশলা লেখনীর মাধ্যমেই যেন

মণ্টেস্ক স্বৈরাচারী শাসনের সমালোচনা করেন

ভলতেয়ার নিপুণ ভাষায় সকল অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত করেন

অবরুদ্ধ জাতীয় দুর্দ্দশাদৈন্য আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইল। ব্যঙ্গাত্মক ও প্রহসনাত্মক লেখার মধ্য দিয়া তিনি সমাজ বৈষম্যের মূলে তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত করিলেন। স্বল্পবাক্যে অধিক অর্থদ্যোতক ভাবপ্রকাশের কুশলতা তাহার মত অন্য কাহারও ছিল না। ভলতেয়ারের আক্রমণ সর্ব্বাধিক ছিল চার্চ্চের বিরুদ্ধে; চার্চ্চের কুসংস্কার ও অনুদারতাকে তিনি তীব্র আঘাত করিয়া লোকের মনকে চার্চ্চের বিরুদ্ধে বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিলেন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও তাহার আক্রমণ কম তীব্র ছিল না। তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস ছিল যুক্তিতে—যে সংস্থা যুক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অপারগ হইত তাহাকে তিনি স্বীকার করিতেন না। অবশ্য ভলতেয়ারের গণতন্ত্রে আস্থা ছিল না, তিনি সদাশয় স্বৈরাচারে বিশ্বাসী ছিলেন; তথাপি ইহা স্বীকার্য্য যে প্রচলিত শাসনযন্ত্রের বিপক্ষে জনসাধারণের মনকে বিরূপ করিতে তাহার মত অন্য কেহ এতটা কৃতকার্য্য হন নাই। ভলতেয়ারের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাহার নিজস্ব উক্তিই প্রণিধানযোগ্য—'লুথার বা কেলভিন অপেক্ষা আমার যুগে আমি কম কিছু করি নাই।'

রুশো প্রচলিত সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপাদন করেন। 'শাসিতের সম্মতি রাষ্ট্রের প্রাণ' ইহা প্রচার করে

ভলতেয়ারের মত *রুশো (১৭১২-'৭৮)-রও প্রচলিত কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা ছিল না। সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃসঙ্ঘের দ্বারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত রাষ্ট্রের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল। রুশোর মতে—সমাজ বা রাষ্ট্র পারস্পরিক চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এই অলিখিত চুক্তিই রাষ্ট্রের প্রাণ স্বরূপ এবং রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা শাসিতের উপর ন্যস্ত। "মানুষ স্বাধীন সত্তা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সর্ব্বত্র মানুষ পরাধীন"—ইহাই রুশোর বিখ্যাত পুস্তক Social Contract এর মূল কথা; রুশোর এই উক্তি প্রচলিত সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণীগত অত্যাচারের মূলে কুঠারাঘাত করিল

Social Contract

*রুশো সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

এবং সাম্যনীতিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিল। রুশোর মতবাদ সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ে 'মানব-অধিকার ঘোষণা'র মধ্যে রুশোর ভাবাদর্শ বহুলাংশে ছিল। ভলতেয়ারের মতবাদ ছিল যুক্তি আশ্রয়ী, পক্ষান্তরে রুশোর মতবাদে ছিল অসংযত ভাবাবেগের প্রাবল্য (Voltaire harnessed the horses of reason, while Rousseau unchained the tigers of emotion).

এতদ্ব্যতীত ডিডেরট (১৭১৩-'৮৪), ডি' এলেমবার্ট (১৭১৭-'৮৩), বিশ্বকোষ-প্রণেতৃবর্গ (Encyclopedists) ও অন্যান্য বহু লেখক তাহাদের রচনার মধ্য দিয়া ফ্রান্সের তদানীন্তন ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমতকে সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। উৎপীড়িত জনসাধারণ এই সব বলিষ্ঠ রচনার মধ্যে নিজেদের দুঃখ দারিদ্রের প্রতিফলন দর্শন করিল এবং এই অবিচারের মূল উৎস প্রচলিত রাষ্ট্রতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে পরিবর্ত্তন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইল। ফ্রান্সের জনসাধারণ স্বভাবতই একটু ভাবুক ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ। মন্টেস্ক, ভলতেয়ার, রুশো ও অন্যান্য সাহিত্যিকের রচনাবলী তাহাদের কল্পনাকে আরও উদ্দীপ্ত করিল এবং প্রকৃত বিপ্লবের দিনে এই সব মতবাদকে কার্য্যকরী করার কাজে যথেষ্ট প্রকারে সহায়তা করিল। ইহাদের রচনা হয়তো প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব আনয়নে সাহায্য করে নাই, কিন্তু বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অন্যায় ও অবিচারের কার্য্য-কারণ দেখাইয়া তাহারা ইহার জন্য যে প্রচলিত বিধিব্যবস্থাকে দায়ী করিয়াছেন তাহাতে জনসাধারণের দৃষ্টি রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কেন্দ্রীভূত হইল এবং রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে সমালোচনা জনসাধারণের অধিকারের গণ্ডীতে আসিল। এই সব লেখকের প্রস্তাবিত নূতন যুগ সম্বন্ধেও জনসাধারণ অবহিত হইল এবং নূতন মতবাদকে আশ্রয় করিয়া তাহারা পুরাতন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের পরে আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের জন্য উৎসুক হইল। আগন্তুক পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিবার জন্য যে অনুকূল মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুতির প্রয়োজন এই সব লেখক সেই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন।

(৪) আমেরিকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রভাব

আসন্ন বিপ্লবের অন্যতম পরোক্ষ কারণ যে বিদ্রোহী ঔপনিবেশিকগণ-কর্তৃক আমেরিকার স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাহাতে সন্দেহ নাই। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে রুশো ও ভলতেয়ারের বাণী অনেক সাহায্য করিয়াছে। লাফায়েৎ প্রভৃতি বহু ফরাসী স্বেচ্ছাসৈনিক এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। ফ্রান্সের জনসাধারণ আমেরিকার মুক্তি-যুদ্ধে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছে এবং অপর দেশের শৃঙ্খল-মুক্তির মধ্যে নিজেদের অচরিতার্থ কামনা কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হইল বলিয়া মনে করিয়াছে। ফ্রান্সের জনসাধারণের মনোভিলাষ যদি অন্যত্র সার্থক রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে তাহা হইলে ফ্রান্সে তাহা কেন অসম্ভব হইবে এই প্রশ্ন সকলের মনকে আলোড়িত এবং বিপ্লবের আগমনে সহায়তা করিল। এই হিসাবে আমেরিকার বিপ্লবকে ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সাফল্য আসন্ন বিপ্লবকে প্রভাবিত করিল

(৫) ফ্রান্সের আর্থিক দুরবস্থা

সর্ব্বোপরি ফরাসী রাষ্ট্রের আর্থিক দুরবস্থা বিপ্লব আনয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের সার্থকতা আর্থিক পর্য্যাপ্তির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। কিন্তু শতাব্দীর অধিক-কাল অর্থের অপচয়ের ফলে ফ্রান্সের আর্থিক নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল। সুদীর্ঘকাল যাবৎ ফ্রান্সের ইতিহাসে আর্থিক অপব্যয়ের পরিমাণ যেরূপ বিরাট, সঞ্চয়ের বা সংগ্রহের পরিমাণ তদ্রূপ একেবারে শূন্য হইয়াছিল। বিদেশে ফ্রান্সের আর্থিক মর্য্যাদা মোটেই ছিল না, রাজকোষ শূন্য এবং জাতীয় ঋণের তহবিল দিনের পর দিন স্ফীত হইতেছিল। বাণিজ্য বা শিল্পসমৃদ্ধির দ্বারা আর্থিক উন্নয়নের কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। মাত্র করভার বৃদ্ধি করিয়া এই ঘাটতি

অপব্যয়ের ফলে রাজকোষ শূন্য

তহবিল পূর্ণ করিবার উপায় ছিল না। কেননা, জনসাধারণ কর প্রদান করিবার সামর্থ্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল। একমাত্র উপায় ছিল উচ্চতর ভূস্বামীদের উপর কর স্থাপন করা। কিন্তু প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন না করিলে তাহা সম্ভব ছিল না এবং এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের অর্থই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা।

চতুর্দ্দশ লুইর সময় হইতেই ফ্রান্সের সমস্ত শাসন, বিচার ও আইন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিয়াছে; ফলে রাজশক্তিকে এই সব কার্য্যের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। রাজা হয়তো পার্লামেন্ট বা ষ্টেট্স জেনারেলকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু উচ্চ ভূ-স্বামী ও চার্চ্চের নিষ্কর অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। সামন্ত প্রথানুসারে এই সব সামন্তগণ কর তো প্রদান করিতই না, অধিকন্তু বহু অর্থকরী সুবিধা ভোগের অধিকারী ছিল। সুতরাং রাষ্ট্রের বিবিধ ব্যয়সঙ্কুলানের নিমিত্ত রাজাকে ঋণ বা অর্থসংগ্রহের জন্য বহুবিধ অযৌক্তিক ও হাস্যকর উপায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মোটা অর্থের বিনিময়ে রাজা সামন্তবর্গকে এমন সমস্ত নব-সৃষ্ট পদের বা কর নিষ্কৃতির সুবিধা দিতেছিলেন যে সব পদের কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ছিল না অথচ এই সকল পদের জন্য উচ্চ বেতন ছিল। এই সব পদের মধ্যে প্যারিসের বিয়ার-আস্বাদক, পরচুলা-পরীক্ষক ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। অর্থাভাবের হস্ত হইতে সাময়িক নিষ্কৃতি লাভের জন্য এই সব প্রচেষ্টা দ্বারা আপাততঃ সুবিধা হইলেও স্থায়ী অসুবিধা সৃষ্ট হইতে লাগিল।

অর্থসমস্যা সমাধানের জন্য চাকুরী, বিক্রয়

ষোড়শ লুই সিংহাসনে আরোহণের পর আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে টুর্গোট-কে (Turgot) অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। টুর্গোট দ্বিবিধ উপায়ে আর্থিক সুব্যবস্থার চেষ্টা করিলেন—প্রথমতঃ ব্যয় সঙ্কোচের দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ আর্থিক উন্নয়নের দ্বারা। বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া তিনি অনাবশ্যক ব্যয় সংক্ষিপ্ত

করিলেন, আভ্যন্তরীণ শুল্কপ্রাচীর বন্ধ করিয়া খাদ্যশস্যের জন্য মুক্ত বাণিজ্যনীতি প্রবর্ত্তন করিলেন, পর্য্যাপ্ত উৎপাদনের বিরোধী বলিয়া বাণিজ্য-সঙ্ঘ বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপ বিবিধ উপায়ের দ্বারা তিনি ফ্রান্সের আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করিলেন। অধিকন্তু সর্ব্বজনীন ভূমি-রাজস্ব প্রদানের প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি আর্থিক সমতা বিধানের সঙ্কল্প করিলেন। এই শেষোক্ত নীতিতে ভূস্বামী সম্প্রদায় তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। কেননা, ইহা দ্বারা তাহাদের বিশেষ সুবিধা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করিল। এই সব উচ্চতর সামন্তদের বিরোধিতায় টুর্গোট স্বীয় পদে অধিককাল অবস্থান করিতে পারিলেন না।

টুর্গোট অর্থমন্ত্রী—বিরুদ্ধতার ফলে অকৃতকার্য্য

লুই টুর্গোট-কে বিদায় দিয়া তৎস্থলে নেকার-কে নিযুক্ত করিলেন। অভিজাত বংশীয়দের প্রতি-পক্ষতার জন্য নেকারও আর্থিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে পারিলেন না। নেকার রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের তালিকা উল্লেখ করিয়া ফ্রান্সের ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম একটি রিপোর্ট সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিলেন। ইহাতে রাজসভার পারিষদ্‌বর্গ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল ও ফলে নেকারকে পদত্যাগ করিতে হইল। এতদ্ব্যতীত আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করায় ফ্রান্সের আর্থিক তহবিল আরও ঋণগ্রস্ত হইল। ইত্যবস্থায় ষোড়শ লুই এই শোচনীয় আর্থিক অবস্থার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ১৭৬ বৎসরের উপেক্ষিত প্রতিনিধি সভা ষ্টেট্‌স জেনারেল আহ্বান করিলেন। ষ্টেট্‌স জেনারেল আহ্বানের দ্বারা ফ্রান্সে স্বৈরাচারের ব্যর্থতা প্রমাণিত হইল। সুতরাং আর্থিক দুর্গতি যে বিপ্লবের অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

নেকার অর্থমন্ত্রী—একই কারণে ব্যর্থতা

অগত্যা ষ্টেট্‌স জেনারেল আহূত

ফরাসী বিপ্লবের কারণ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) রাজনৈতিক কারণ

(ক) ফ্রান্সের শাসনতন্ত্র দায়িত্বহীন হওয়াতে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা স্বৈরাচারী নরপতির হস্তে কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রতিনিধি সভা বা প্রাদেশিক কাউন্সিল-জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পাইয়াছিল। সুতরাং নিরঙ্কুশ রাজক্ষমতা প্রজার কল্যাণ অপেক্ষা রাজার ব্যক্তিগত সুবিধার দিকেই অধিকতর নিবদ্ধ হইয়াছিল। প্রজাদের অভাব অভিযোগ দীর্ঘকাল উপেক্ষিত হইতে লাগিল।

স্বৈরাচারী শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

(খ) চতুর্দ্দশ লুই স্বৈরাচারী হইলেও ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কর্ম্মঠ ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি স্বার্থপরায়ণ সামন্ত ভূস্বামীদের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া ফ্রান্সকে বিনষ্টির হস্ত হইতে ত্রাণ করেন এবং তাহার রাজত্বকালে ফ্রান্স গৌরবের সর্ব্বোচ সীমায় উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী নৃপতিদ্বয় তাদৃশ উপযুক্ত ছিলেন না বলিয়া ফ্রান্সের বহুবিধ দুর্গতি উপস্থিত হইল। আমেরিকা ও ভারতবর্ষ হইতে ফ্রান্স বিতাড়িত হইল; উপরন্তু ইউরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধেও তাহাকে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে হইল। এই ভাবে সামরিক প্রতিপত্তি-হ্রাসের জন্য প্রজাদের দৃষ্টিতে রাজ-সিংহাসনের গৌরব বহুলাংশে ম্লান হইয়া পড়িল এবং বিপ্লবের প্রারম্ভে রাজবংশ প্রজানুগত্য হইতে কতকাংশে বঞ্চিত হইল।

বুরবোঁ রাজবংশের অপদার্থতা

(২) সামাজিক কারণ

ফ্রান্সের সামাজিক বৈষম্যও বিপ্লবের অন্যতম কারণ। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে সামন্ত-প্রথা ফ্রান্সে ছিল না বলিলেই হয়। সামন্ত ভূস্বামি-

বর্গের সামরিক প্রয়োজনে রাজাকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করার প্রয়োজন আর ছিল না। অথচ তাহারা নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিয়াও পূর্ব্ববৎ করপ্রদান হইতে নিষ্কৃতি এবং আনুষঙ্গিক বহুবিধ সুবিধা ভোগ করিতেছিল। ধর্ম্মযাজক সামন্তবর্গ ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীনতা অবলম্বন করিয়াও প্রজাবর্গের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট কর আদায় করিতেছিল। এই দুই শ্রেণী শুধু করদান হইতে নিষ্কৃতি পাইত তাহা নহে, রাষ্ট্রের যাবতীয় উচ্চপদের অধিকারী ছিল। এই সামাজিক বৈষম্যের জন্যই তৃতীয়শ্রেণী বা জনসাধারণের সঙ্গে প্রথম দুই শ্রেণীর ব্যবধান অধিকতর হইয়া পড়িয়াছিল।

ফ্রান্সের জনসমষ্টির অধিকাংশই সুবিধাবঞ্চিত Third Estate বা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে আবার বুর্জ্জোয়া বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা ও আর্থিক প্রতিপত্তির দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিশেষ ক্ষমতা বা সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকায় ইহারা নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিল। অন্যদিকে কারু বা শিল্পীর দল মালিকগণ-কর্তৃক পরিচালিত 'গিল্ড' বা শিল্পসঙ্ঘের বিধিনিষেধের ফলে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা ছিল কৃষকদের। ইহারা কর প্রদান হইতে জমিদারের বাড়ীতে তাহাদের খামারে বেগার খাটা পর্য্যন্ত সমস্ত সামাজিক কর্ত্তব্যের দায় ভারবাহী পশুর ন্যায় বহন করিত, অথচ বিনিময়ে সাধারণ জীবিকা নির্ব্বাহের কোন পন্থা ইহাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। চার্চ্চ, সামন্ত-স্বামী এবং রাষ্ট্রকে নির্দ্দিষ্ট করপ্রদানের পর তাহাদের হস্তে কিছুই থাকিত না।

(৩) ইন্টেলেক্‌চুয়েল বা বুদ্ধিপ্রসূত কারণ

মণ্টেস্ক, রুশো, ভলতেয়ার, ডিডেরট ও বিশ্ব-কোষ প্রণেতৃবর্গের লেখার মধ্য দিয়া ফরাসী জনসাধারণ দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা এবং তাহার জন্য দায়িত্ব যে কাহার সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞাত হইতেছিল। ইহাদের উত্তেজনাপূর্ণ,

বা ব্যঙ্গাত্মক বা যুক্তিপ্রধান রচনা জনসাধারণকে অত্যধিকরূপে প্রভাবিত করিয়া বিপ্লবাত্মক ক্ষেত্র প্রস্তুতির সহায়তা করিল।

(৪) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিদ্রোহ ও ইহার সার্থক পরিসমাপ্তি ফরাসী জনমানসকে বিপ্লবের জন্য উৎসাহিত করিল। আমেরিকায় সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাও ফরাসী রাজতন্ত্রকে কতকটা দুর্ব্বল করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

(৫) আর্থিক কারণ

ফ্রান্সের আর্থিক দুরবস্থাও বিপ্লব আরম্ভ হইবার অন্যতম কারণ। এই দুরবস্থার মূল কারণ—যে শ্রেণী করদানে অধিক সমর্থ তাহারা করপ্রদান হইতে মুক্ত ছিলেন, অথচ সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণীর নিকট হইতে বিবিধ কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। ইহাতে একদিকে যেমন নিম্নতম শ্রেণী করভারে নিষ্পিষ্ট হইতেছিল, অন্যদিকে বিত্তশালীরা নিষ্কৃতি পাওয়ায় রাষ্ট্র তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল। ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় বুরবোঁ রাজারা উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। টুর্গোট ও নেকার বিত্তশালী ভূস্বামীদের উপর কর স্থাপন করিয়া আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধতায় তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। আর্থিক দেউলিয়াত্ব হইতে মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণের জন্যই ষোড়শ লুই প্রতিনিধি-সভা ষ্টেট্‌স জেনারেল আহ্বান করিলেন এবং এই আহ্বানের দ্বারাই স্বৈরাচারের ব্যর্থতা স্বয়ংস্বীকৃত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লব, ১৭৮৯-১৮০৪

সংক্ষিপ্ত সঙ্কলনঃ—১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ষ্টেট্‌স জেনারেল আহূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্সের রাষ্ট্রভূমিতে বিপ্লবের প্রথম সূচনা হইল। ষ্টেট্‌স জেনারেলের প্রতিনিধিত্ব গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় নাই সত্য, কিন্তু ১৭৬ বৎসরের উপেক্ষিত এই প্রতিষ্ঠান স্বীয় কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে উগ্রভাবে সচেতন হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। সাধারণকে রাজকার্য্যে সহযোগিতা করার আহ্বান হইতেই প্রতীয়মান হইল ফ্রান্সে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের পরমায়ু ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। ষ্টেট্‌স জেনারেলের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় শ্রেণীর গণ-প্রতিনিধিগণ প্রথমেই শ্রেণীগত ভোট গ্রহণের পরিবর্তে সংখ্যাগত ভোট গ্রহণের দাবিতে জয়লাভ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। এই জয়লাভের পর ষ্টেট্‌স জেনারেল জাতীয় প্রতিনিধিত্বের দাবিতে ন্যাশানাল এসেম্বলী বা রাষ্ট্রীয় পরিষদ নাম গ্রহণ করিয়া ফ্রান্সকে সামন্তযুগের অবিচার হইতে নিষ্কৃতি দানের কর্তব্য গ্রহণ করিল। কিন্তু পরিষদকে এ সম্বন্ধে কিছুই করিতে হয় নাই—প্যারিসের জনতা-অভ্যুত্থান, রাজতন্ত্রের অত্যাচারের প্রতীক ব্যাষ্টিল কারাগার ধ্বংস, জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষক বিক্ষোভ ও জমিদারদের কেল্লা প্রভৃতি বিনষ্ট করা ইত্যাদি বিনাশমূলক কার্য্য ষ্টেট্‌স জেনারেলের রূপান্তরের সমান্তরালেই চলিয়াছে। ফ্রান্সের জমিদার শ্রেণী সত্রাসে বিলীয়মান সামন্তযুগের সমস্ত বিশেষ অধিকার স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়া প্রাচীন যুগকে বিদায় দিল। বুভুক্ষু মহিলা-মিছিল সবলে ফ্রান্সের রাজ-পরিবারকে ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদ হইতে আনিয়া প্যারিসে এক প্রকার আটক করিয়া রাখিল। ফ্রান্সে প্রাচীন যুগের বিলুপ্তি হইয়া নূতন যুগের অরুণোদয় হইল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা বিপ্লবের জয় ধ্বনি হইল।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ্ কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্ব্লী বা সংবিধান পরিষদ-এর নামান্তরে

ফ্রান্সের জন্য দায়িত্বশীল রাজতন্ত্র প্রণয়ন করিল। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হইল না, কিন্তু রাজার কার্য্যক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান পরিষদ আমেরিকার অনুকরণে মানবাধিকারের সাম্য-নীতি ঘোষণা করিল। অর্থিক সমস্যা দূরীকরণের জন্য চার্চ্চের অধিকারভুক্ত সমস্ত ভূসম্পত্তি রাষ্ট্রসাৎ করা হইল এবং সর্ব্বপ্রকারে চার্চ্চকে স্বাতন্ত্র্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাষ্ট্রের আনুগত্যাধীনে আনয়ন করা হইল। শাসন-সৌকর্য্যের জন্য প্রাচীন রীতি অনুযায়ী প্রদেশ বিশেষের বিশেষাধিকার লুপ্ত করিয়া তৎস্থলে সমঞ্জস শাসনবিধি প্রবর্ত্তিত হইল। ইতিমধ্যে রাজা সপরিবারে গোপনে পলায়ন করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন এবং জনতার হস্তে ধৃত হইয়া প্যারিসে আনীত হইলেন। রাষ্ট্রের প্রতি রাজার এই বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করা হইল না, রাজ-কর্ত্তব্য হইতে তাহাকে সাময়িক ভাবে চ্যুত করা হইল। সভ্যগণের পক্ষে আগামী শাসনতন্ত্রে পুনঃনির্ব্বাচিত হওয়া অবৈধ ঘোষণা করিয়া সংবিধান পরিষদ স্ব-বিলুপ্তি ঘোষণা করিল। এতাবৎ কাল বিপ্লব চলিয়াছে অশান্ত অথচ ধীর গতিতে। ফ্রান্সের সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে কিন্তুতাহা প্রকৃত বৈপ্লবিক আকার ধারণ করে নাই। ফরাসী-বিপ্লব' ফ্রান্সের রাষ্ট্রপরিধির মধ্যেই সীমা- বদ্ধ ছিল—ইউরোপীয় ঘটনায় পরিণত হইবার কোন উল্লেখযোগ্য কারণ ঘটে নাই। অতঃপর ফরাসী বিপ্লব নিখিল ইউরোপীয় সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করিল।

নূতন শাসনতন্ত্রানুযায়ী যাহারা লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লী বা আইন পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিলেন তাহাদের মধ্যে পুরাতন যুগের রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন কেহ না থাকায় বিপ্লব তির্য্যক্ পন্থায় দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইল। প্যারিসের জনতা শক্তিসম্পন্ন হইয়া রাজধানী ও প্রাদেশিক সহর সমূহে বিভিন্ন ক্লাবের মাধ্যমে উত্তেজনা ছড়াইতে লাগিল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের দেশত্যাগী জমিদারবৃন্দ অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল ও স্বদেশের বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার সামরিক হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করিতে লাগিল। পদচ্যুত

ফরাসী রাজপরিবারের উদ্ধারের জন্য অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া ফ্রান্সের জনসাধারণকে হুম্‌কী দিয়া এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিল। উত্তরে ফ্রান্স উভয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল; অপ্রস্তুত ফ্রান্স প্রথম সংঘর্ষে পরাজিত হইয়া নিজেদের পরাজয়ের সমস্ত দায়িত্ব হতভাগ্য নরপতির স্কন্ধে অর্পণ করিল। ইতিমধ্যে রাজার নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া প্রাশিয়ান সেনাপতি ডিউক অফ ব্রান্সউইক রাজার উপর কোন অত্যাচার হইলে প্যারিসের উপর ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন বলিয়া হুম্‌কী দিলেন। ফল বিপরীত হইল—সাম্প্রতিক পরাজয়ে রাজচক্রান্ত নিশ্চয়ই রহিয়াছে, এই ধারণা ফ্রান্সে বদ্ধমূল হইল। রাজপ্রাসাদ জনতার দ্বারা আক্রান্ত ও অভিভূত হইল। আইন পরিষদ রাজপদ হইতে রাজাকে অপসারিত করিয়া নূতন শাসনতন্ত্রের জন্য এক ন্যাশানেল কন্‌ভেনসান বা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বন্দোবস্ত করিল। এতদিন যাবৎ দক্ষিণপন্থীদের হস্তে ক্ষমতা থাকায় বিপ্লব উগ্ররূপ ধারণ করে নাই, কিন্তু বর্তমানে জাতীয় পরাজয়ে উগ্র বামপন্থী দল জনতার সাহায্যে রাষ্ট্র রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। প্রথমতঃ তাহারা স্বদেশে সন্ত্রাস-নীতি দ্বারা দেশদ্রোহীদের সমূলে উৎপাটন করিবার উদ্যোগ করিল। উগ্র বামপন্থীদের সন্ত্রাসনীতি প্রধানতঃ রাজভক্তদের উপর প্রযুক্ত হইল এবং কুখ্যাত 'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ডে' বহু লোক নিহত হইল। বিভীষিকা রাজত্বের দ্বারা আভ্যন্তরীণ পঞ্চম-বাহিনীর আশঙ্কা দমন করিয়া ফ্রান্স অতঃপর শত্রুর বিপক্ষে আত্মরক্ষার জন্য অগ্রসর হইল। দেশ রক্ষার মহান্ কর্তব্যে উদ্বোধিত বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ডুমার্জ্জ-এর নেতৃত্বে অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইল। শুধু প্রতিহত করা নহে, ফরাসী সৈন্য বেলজিয়াম, স্যাভয় ও নীস অধিকার করিয়া বিপ্লবী ফ্রান্সের স্থায়িত্ব সূচনা করিল। এই নিশ্চিত জয়লাভ একদিকে যেমন ফরাসী রাজতন্ত্রের সমাধি রচনা করিল, অন্যদিকে উগ্রপন্থী দল ক্ষমতায় আসীন হইয়া বিপ্লবকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকতার প্রান্তে উপনীত করিল।

রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অধিবেশনের প্রারম্ভে ফ্রান্স হইতে 'রাজতন্ত্রের' বিলুপ্তি ঘোষণা করিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল। বিচারে দেশদ্রোহী রাজার প্রাণদণ্ড হইল এবং বধ্যযন্ত্র গিলোটিনে ষোড়শ লুই প্রাণ দিয়া পূর্ব্বগামীদের অন্যায় অবিচারের বলি হইলেন। ইউরোপের স্বেচ্ছাচারী সমস্ত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বিদ্রোহ করিবার জন্য আহ্বান করা হইল। রাজহত্যা ও ইউরোপের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এই ঘটনাদ্বয় ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্র-সমাজকে বিচলিত করিল। বিপ্লবের সর্ব্বনাশা বীজাণু-সংক্রমণের হস্ত হইতে স্ব-স্ব রাষ্ট্র রক্ষার জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ ফ্রান্সের এই নবজাত সাধারণতন্ত্রকে গলা টিপিয়া হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে বিরাট রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিল। রাষ্ট্রের ও জাতির সমগ্র শক্তি নিযুক্ত করিয়া ফ্রান্সকে সারিবদ্ধ ইউরোপের সম্মুখীন হইতে হইল। ফ্রান্সের অভ্যন্তরেও গোলযোগের সীমা ছিল না; কর্ম্মপন্থা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইল। বামপন্থীর মধ্যে উগ্রদল জনতার সাহায্যে ক্ষমতা আয়ত্ত করিল—রোবেসপীয়ার, ড্যাণ্টন ও ম্যারাট এই ত্রয়ীর সন্ত্রাস-রাজত্ব আরম্ভ হইল। তেরো মাস ধরিয়া এই সন্ত্রাস রাজত্বে ফ্রান্সের বক্ষের উপর পৈশাচিক তাণ্ডবলীলা অনুষ্ঠিত হইল। রক্তপিপাসু রোবেসপীয়ার দেশ রক্ষার নামে সহস্র সহস্র নরনারীকে গিলোটিনে দণ্ডিত করিলেন—কাহারো বেলা নামমাত্র বিচারের প্রহসন হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ হতভাগ্যকে অকারণ সন্দেহের বশে হত্যা করা হইল। কিন্তু এই সন্ত্রাসের রাজত্ব ফ্রান্সকে সম্ভাব্য দেশদ্রোহীর হস্ত হইতে রক্ষা করিল। নবজাত সাধারণতন্ত্র দেশের দ্বারদেশে আগত প্রথম ইউরোপীয় রাষ্ট্র-জোটকেও অদ্ভুত সামরিক ক্ষমতা ও তৎপরতার সঙ্গে পরাজিত করিয়া ইউরোপের বিস্ময় উৎপাদন করিল। সাধারণতন্ত্র আপাততঃ নিরাপদ হইল—সন্ত্রাস-রাজত্বও শেষ হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে 'রাষ্ট্রীয় সম্মেলন' সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিল। রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অস্তিত্বের শেষভাগে ইহা বুর্জোয়া ও

রাজতন্ত্রীদলের এক অভ্যুত্থানে বিপন্ন হইয়াছিল। সেই সময় সম্মেলনকে এই আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া এক তরুণ কর্পোরাল নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। অতঃপর ফ্রান্সের ইতিহাস এই যুবকের কর্ম্ম ও জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া অগ্রসর হইল।

সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের নবতম শাসনতন্ত্র ডাইরেক্টরী-র প্রথম দায়িত্ব হইল ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া ও সার্ডিনিয়ার শত্রু-জোট হইতে সাধারণতন্ত্রকে নিরাপদ করা। সেনাপতি জোরডান ও মোরো জার্ম্মাণীতে ও নেপোলিয়ন ইটালীতে প্রেরিত হইলেন। ইটালী অভিযান নেপোলিয়নের যশের পাদপীঠিকা হইল। ত্বরিতগতিতে নেপোলিয়নের বাহিনী ইটালীতে গমন করিয়া সার্ডিনিয়াকে পরাভূত করিল; অতঃপর আরকোলা, ও রিভলী রণক্ষেত্রে অষ্ট্রীয়াকে পরাজিত করিয়া ইটালীকে অষ্ট্রীয়ার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিল। সর্ব্বত্র নেপোলিয়ন মুক্তিদাতা বলিয়া সম্বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ইটালীর পর আল্পস্ উল্লঙ্ঘন করিয়া নেপোলিয়ন সসৈন্যে ভিয়েনার দ্বারদেশে উপস্থিত হইতেই অষ্ট্রীয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধি করিল। একমাত্র ইংলণ্ড ব্যতীত সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধ রাষ্ট্রজোটের সকলেই সাধারণতন্ত্রের ক্ষমতা স্বীকার করিল। সাধারণতন্ত্রের মর্য্যাদা ও গৌরব ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

অতঃপর ফ্রান্সের ভাগ্যচক্র নেপোলিয়নের ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। ইংলণ্ডকে নতি স্বীকার করাইবার পরোক্ষ উপায় হিসাবে নেপোলিয়ন প্রাচ্য অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়া ইজিপ্ট অধিকার করিলেন ও সিরিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ফ্রান্সের নৌ-শক্তির দুর্ব্বলতার জন্য তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। নেপোলিয়নের অনুপস্থিতিতে ফ্রান্সের বিপক্ষে দ্বিতীয় রাষ্ট্রজোট গঠিত হইল। অনুপযুক্ত ডাইরেক্টরী আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিপক্ষ রাষ্ট্র-জোট সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হইয়া নেপোনিয়ানকে প্রাচ্য অভিযান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিল। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরী বাতিল করিয়া দিলেন;

তৎস্থলে নূতন শাসনতন্ত্র 'কন্‌সালেট' প্রবর্ত্তিত হইল। নেপোলিয়ন প্রথম কন্‌সাল নির্ব্বাচিত হইয়া ফ্রান্সের প্রকৃত ভাগ্যবিধাতা হইলেন। নেপোলিয়নের রণকৌশলে দ্বিতীয় রাষ্ট্রজোটও ফ্রান্সকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইল। অপরাজিত ইংলণ্ডও নেপোলিয়নের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করিয়া ফেলিল। কন্সালেটের যুগেই ফ্রান্সের জনসাধারণ বিপ্লবের স্থায়ী ফলের প্রকৃত আস্বাদ লাভ করিল; নেপোলিয়ন বিপ্লবী যুগের পরিবর্ত্তনাবলীকে আইনের মর্য্যাদা দিয়া সামাজিক ও আর্থিক সাম্য ঘোষণা করিলেন। বিপ্লবের ভাঙ্গার কাজ প্রকৃত প্রস্তাবে শেষ হইয়া গড়ার কাজ আরম্ভ হইল— নেপোলিয়নের প্রতিভা ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে লুক্কায়িত সম্পদ্‌কে বাহির করিয়া সাধারণভোগ্যে পরিণত করিল। দীর্ঘকাল অরাজকতার পর ফ্রান্সে শান্তির ছায়া নামিয়া আসিল। জনসাধারণ আর দীর্ঘকাল পরীক্ষামূলক শাসনতন্ত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হইল না। নামে সাধারণতন্ত্র হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে ফ্রান্স নেপোলিয়নের এক-নায়কত্বে পরিচালিত হইতেছিল। রণক্ষেত্রে, কূটনীতি-কৌশলে, শাসন ব্যবস্থায়, ব্যক্তিত্বে, সামাজিক সাম্য বিধানে, সর্ব্বোপরি দীর্ঘকাল ক্ষত-বিক্ষত ফ্রান্সের অঙ্গে শান্তি-প্রলেপে নেপোলিয়ন জনসাধারণের চিত্ত অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব ব্যক্তি-স্বাধীনতা বঞ্চিত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদই উত্থিত হইল না। যশলিপ্সু নেপোলিয়ন সম্রাট পদবীতে আরূঢ় হইয়া নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থার পত্তন করিলেন। বিপ্লব যুগ সমাপ্ত হইয়া সাম্রাজ্যের যুগ আরম্ভ হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

ষোড়শ লুই ও ফরাসী বিপ্লব

১৭৭৪ খৃঃ পঞ্চদশ লুইর মৃত্যুর পর ষোড়শ লুই ফ্রান্সের নরপতি হইলেন। সিংহাসনারোহণের সময় তাহার মাত্র কুড়ি বৎসর বয়স ছিল।

ষোড়শ লুই

লোক হিসাবে তিনি মন্দ ছিলেন না এবং ফ্রান্সের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য তাহার আন্তরিকতারও অভাব ছিল না। কিন্তু তদানীন্তন ফ্রান্সের আর্থিক দুর্গতি রোধ করার মত তাহার প্রতিভা ছিল না, অধিকন্তু সর্ব্ব ব্যাপারে তিনি অষ্ট্রীয়ার রাজকুমারী এবং ফ্রান্সের মহারাণী মেরী এণ্টয়নেটের পরামর্শদ্বারা পরিচালিত হইতেন। এণ্টয়নেট অল্পবয়স্কা ছিলেন সুতরাং ব্যক্তিগত বুদ্ধি-বিবেচনা যথেষ্ট থাকিলেও দূরদর্শিতার অধিকারিণী ছিলেন না।

রাণী এণ্টয়েনট ও রাজ-সভাসদ্‌দের প্রভাব

ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধাবলী, রাজ-পরিবারের ও রাজসভার অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য ও সামাজিক অসাম্য সমস্ত দূরীভূত না হইলে সম্ভাব্য দুর্গতি হইতে দেশকে পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু প্রাচীন প্রথার পরিবর্ত্তনমূলক কোন সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অভিজাত শ্রেণীর পক্ষ হইতে প্রবল প্রতিবন্ধকতা আসিত।

লুইর সদিচ্ছার প্রতিবন্ধকতা

এণ্টয়নেটও এই শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া লুইর সদিচ্ছাকে কার্য্যকরী করিতে দিতেন না। লুইর এতখানি মানসিক দৃঢ়তা ছিল না যে তিনি রাণী ও সভাসদ্‌বর্গের প্রভাব অতিক্রম করিয়া স্বয়ং চলিতে পারেন।

ষোড়শ লুই-র রাজত্বের প্রধান সমস্যা ফ্রান্সকে আর্থিক শোচনীয়তা হইতে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করা। ষোড়শ লুই আর্থিক অবস্থার উন্নতি

করার জন্য টুর্গট, নেকার প্রভৃতি বিচক্ষণ লোককে রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। এই অসাধ্য সাধনের জন্য তাহারা আন্তরিক চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ সুবিধাবলী বাতিল না করিলে আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করা অসম্ভব ছিল। টুর্গট ও নেকার উভয়েই অভিজাত সম্প্রদায়ের করদানের নিষ্কৃতিরূপ বিশেষ সুবিধায় হস্তক্ষেপ করিতে যাইয়া রাজসভার বিরাগভাজন হইলেন এবং পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অনন্যোপায় লুই এই কার্য্যে জাতির সম্মিলিত বুদ্ধির দ্বারস্থ হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া সামন্ত, ধর্ম্মযাজক ও সাধারণ এই শ্রেণীর প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত ফ্রান্সের প্রাচীন জাতীয় সভা ষ্টেট্‌স্ জেনারেল আহ্বান করিলেন। ১৭৮৮ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে ১৭৬ বৎসর যাবৎ উপেক্ষিত ষ্টেট্‌স্ জেনারেল নব-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিসমূহ সহ সম্মেলনের জন্য আহূত হইল। রাষ্ট্রের শাসন ব্যাপারে সহযোগিতার আহ্বান দ্বারাই প্রমাণিত হইল যে ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র অচল অবস্থায় উপনীত হইয়াছে—প্রজার হস্তে রাষ্ট্র-শাসনের অংশ অর্পণ না করিলে রাজতন্ত্রের অপঘাত অবশ্যম্ভাবী।

আর্থিক শোচনীয়তার অবসান করার জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা

অগত্যা ষ্টেট্‌স্ জেনারেল আহূত

ষ্টেট্‌স্ জেনারেল জাতীয় পরিষদে রূপান্তরিত

১৭৮৯ খৃঃ-র ৫ই মে তারিখে ভার্সাই প্রাসাদে যুগান্তকারী ষ্টেট্‌স্ জেনারেলের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইলে আশা আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত জাতীয় দৃষ্টি ইহার কার্য্যাবলীর উপর নিবদ্ধ হইল।

অধিবেশনের প্রারম্ভেই প্রথম দুই শ্রেণীর সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর বিবাদ আরম্ভ হইল। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী ষ্টেটস্ জেনারেলের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন কক্ষে যাইয়া প্রস্তাবাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন এবং স্ব-স্ব শ্রেণীর মতামত জ্ঞাপন করিতেন। কোন প্রস্তাব

সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময়ে শ্রেণী হিসাবে ভোট গ্রহণ করা হইত। সাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়েই প্রথম দুই শ্রেণী বিরোধিতা করায় তৃতীয় সাধারণ শ্রেণী সব সময়েই পরাজিত হইত। অবশ্য নেকার ষ্টেট্স্ জেনারেল-এর জন্য প্রতিনিধি আহ্বান করার সময়ে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সংখ্যা প্রথম দুই শ্রেণীর মিলিত সংখ্যার সমান করিয়া দিয়াছিলেন। এতৎসত্ত্বেও শ্রেণী হিসাবে ভোট গ্রহণ করার রীতি থাকার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর স্বার্থ সামন্ত ও যাজকদের প্রতিবন্ধকতায় উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা বর্তমান রহিল। সুতরাং অধিবেশনের প্রারম্ভে তৃতীয় শ্রেণী প্রথমতঃ দাবী করিল যে, অতঃপর ভোট গণনা শ্রেণী হিসাবে না হইয়া সংখ্যা হিসাবে হইবে। উক্ত দাবী স্বীকৃত হইলে অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্য লুপ্ত হইবে এই আশঙ্কায় প্রথম দুই শ্রেণী ইহাতে অস্বীকৃত হইল। দীর্ঘ পাঁচ সপ্তাহ অচল অবস্থার পর ফ্রান্সের জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট তৃতীয় শ্রেণী অপর দুই শ্রেণীর সম্মতি ব্যতিরেকেই আপনাদিগকে প্রকৃত গণপ্রতিনিধি স্থির করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গকে ন্যাশানাল এসেম্বলী বা রাষ্ট্রীয় পরিষদ বলিয়া ঘোষণা করিল (১৭ জুন, ১৭৮৯) এবং অপর দুই উচ্চতর শ্রেণীকে এই সভায় যোগদান করিতে আহ্বান করিল।

সংখ্যা হিসাবে ভোট গ্রহণের দাবী

তৃতীয় শ্রেণীই রাষ্ট্রীয় পরিষদ এই ঘোষণা

তৃতীয় শ্রেণীর এই সিদ্ধান্তে রাজা ও অভিজাত শ্রেণী শঙ্কিত হইয়া পড়িল। হতবুদ্ধি নরপতি বিদ্রোহী তৃতীয় শ্রেণীর অধিবেশন স্থগিত করার আদেশ দিয়া তাহাদের অধিবেশন কক্ষ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ক্ষুব্ধ গণপ্রতিনিধিবর্গ মীরাবো নামে এক সামন্তের নেতৃত্বে সন্নিহিত টেনিস-কোর্টে মিলিত হইলেন এবং শপথপূর্ব্বক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন যে ফ্রান্সের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন না করা পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের অধিবেশন বন্ধ করিতে দিবেন না।

টেনিস কোর্টের সিদ্ধান্ত

টেনিস-কোর্ট হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা অন্যত্র তাহাদের অধিবেশনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। এই অধিবেশনে অভিজাতপক্ষীয় দুইজন ও যাজক-শ্রেণী হইতে বহু প্রতিনিধি যোগদান করায় রাষ্ট্রীয় পরিষদ প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আকার ধারণ করিল। একজন রাজপুরুষ এই অবৈধ অধিবেশন বন্ধ করার জন্য রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করাতে মীরাবো-র নিকট হইতে এই স্মরণীয় উত্তর প্রাপ্ত হইলেন—"Go, tell those who sent you that we are here by the command of the people, and here we shall stay until driven out at the point of the bayonet". মীরাবো অসত্য উক্তি করেন নাই—ফ্রান্সের দীর্ঘকাল সুপ্ত গণ-শক্তি স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী লইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। আঘাতে বা উপেক্ষায় ইহার দুর্দমনীয় বেগকে প্রতিরোধ করা যাইবে না।

ষোড়শ লুই তৃতীয় শ্রেণীর দাবী স্বীকার করিলেন

তৃতীয় শ্রেণীর অবিচলিত সিদ্ধান্তের নিকট ষোড়শ লুই আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। অনতিবিলম্বে তিনি তৃতীয় শ্রেণীর দাবী স্বীকার করিয়া সামন্ত ও যাজক শ্রেণীকে তৃতীয় শ্রেণীর সহিত যোগদানের আদেশ দিলেন। তিন শ্রেণীর সম্মিলিত একটিই পরিষদ্ হইল এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদ্ গঠন এতদ্বারা সম্পূর্ণ হইল। বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অবিচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রথম সংগ্রাম জয়যুক্ত হইল।

রাজশক্তির সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর বিরোধের সময়ে রাজধানী প্যারিসের জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল না—তাহাদের কার্যাক্রম তৃতীয় শ্রেণীর কার্য্যকারিতার সমন্তরালেই চলিয়াছে। লুই রাষ্ট্রীয় পরিষদকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও অদূরদর্শী সভাসদবর্গের প্ররোচনায় উক্ত পরিষদ্ ভাঙ্গিয়া দিতে মনস্থ করিয়া প্যারিসের সন্নিকটে বহু সেনা সমাবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে জনপ্রিয় নেকার পদচ্যুত হইলেন। এই সব বিভিন্ন ঘটনা লক্ষ্য করিয়া প্যারিসের জনসাধারণ আশঙ্কা করিল হয়তো রাজা রাষ্ট্রীয় পরিষদ্‌কে

বলপ্রয়োগে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। উত্তেজিত জনসাধারণ ১৭৮৯ খৃঃ-র ১৭ই জুলাই হঠাৎ বিদ্রোহ করিয়া রাজ-অত্যাচারের প্রতীকরূপ ব্যাষ্টিলের কারাগার আক্রমণ করিল এবং প্রহরীদের নিহত করিয়া ব্যাষ্টিল দুর্গ ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিল। ব্যাষ্টিল ধ্বংস ফ্রান্সে এক নবযুগের সূচনা করিল। জনসাধারণ ইহাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম বিজয় বলিয়া মনে করিল। ইংলিস-চ্যানেলের অপর তীরে এই সংবাদ উপস্থিত হইলে ইংলণ্ডের সুবিজ্ঞ রাষ্ট্রনেতা ফক্স ইহাকে মুক্তির দ্যোতক বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন।

ব্যাষ্টিল ধ্বংস, ১৭ জুলাই, '৮৯

সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসের পৌর শাসন কার্য্যও বিপ্লবী জনসাধারণের আয়ত্তে আসিল। পৌরসভার কর্তৃপক্ষগণকে সন্ত্রস্ত ও নিষ্ক্রিয় দেখিয়া জনসাধারণ নিজেদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া 'প্যারিসের কমিউন' নামে এক অস্থায়ী পৌর পরিষদ্ স্থাপন করিল এবং এই কমিউনের হস্তে প্যারিসের পৌর শাসনভার অর্পিত হইল। এই বিপ্লবী পৌর পরিষদের অধীনে ন্যাশানাল গার্ড নামে এক জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টি হইল এবং শান্তিশৃঙ্খলার ভার ইহাদের উপর অর্পিত হইল। রাজধানীর অনুকরণে ফ্রান্সের অন্যান্য সহরেও জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠিত হইল। এই স্বয়ং-গঠিত রক্ষীবাহিনী বিপ্লবের সময়ে উল্লখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। লাফায়েৎ এই রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্যারিসের কমিউন

ব্যাষ্টিল ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া

প্যারিসের বিপ্লবী কার্য্যকলাপে উৎসাহিত হইয়া ফ্রান্সের সর্ব্বত্র কৃষকগণ সামন্ত-জমিদারদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল। কৃষকরা সামন্ত-প্রথার অবিচার ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া জমিদারের কাছারী লুট করিল ও ক্যাসল্ সমূহ পোড়াইয়া ধ্বংস করিল। তৎসহ সামন্ত প্রথানুযায়ী প্রজাদের নিকট জমিদারের

দেশের অভ্যন্তরে কৃষক বিদ্রোহ

দায়দাবীর সমস্ত রেকর্ড নষ্ট হইয়া গেল। প্রজারা সামন্তপ্রথার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইল। প্রাণরক্ষায় ভীত জমিদারবর্গের অনেকে ফ্রান্স হইতে অন্যত্র পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। ইহারা emigres বা দেশত্যাগী নামে পরিচিত হইয়াছিল।

দেশের অভ্যন্তরে এই প্রজা-অভ্যুত্থানের আশ্চর্য্য প্রতিক্রিয়া রাষ্ট্রীয় পরিষদে দৃষ্ট হইল। সামন্ত ও যাজকবর্গ এতদিনে উপলব্ধি করিল যে অবিচার-মূলক সামন্তপ্রথার বিশেষ অধিকার সমূহ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ না করিলে উন্মত্ত জনসাধারণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া শক্ত হইবে। ১৭৮৯ খৃঃ ৪ঠা আগষ্ট পরিষদের অভ্যন্তরে সামন্তবর্গ ও যাজক সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় বেগার খাটানো, মৃগয়ার অধিকার ইত্যাদি বিশেষ অধিকার বর্জ্জন ঘোষণা করিল। একের পর একে অভিজাত প্রতিনিধিগণ বিশেষ অধিকার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ ঘোষণা করিতে লাগিল—সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পরিষদগৃহে সামন্তদের মধ্যে ত্যাগের প্রতিযোগিতা চলিতে লগিল। অধিকারত্যাগী সদস্যবর্গ তৃতীয় শ্রেণীর উল্লাস ধ্বনির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইল। এক রাত্রির মধ্যে ফরাসীভূমি হইতে সামন্ত প্রথা উঠিয়া গেল এবং বৈষম্যের স্থলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

সামন্ত প্রথার উচ্ছেদ

ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্টের কার্যকলাপে প্যারিসের জনসাধারণ সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া উঠিল—বিশেষতঃ খাদ্যাভাবে যখন প্যারিসে দুর্ভিক্ষ আসন্ন হইয়া পড়িল। ৫ই অক্টোবর অনশনপীড়িত এক মহিলা-মিছিল প্যারিস হইতে যাত্রা করিয়া ভার্সাই প্রাসাদের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং বলপূর্ব্বক "রুটিওয়ালা ও রুটিওয়ালার স্ত্রী"কে অর্থাৎ রাজা ও রাণীকে প্যারিসে স্থানান্তরিত হইতে বাধ্য করিল। অতঃপর রাজপরিবার প্যারিসের টুইল্যারিস প্রাসাদে জনতার সতর্ক প্রহরায় নজরবন্দী অবস্থায় রহিল।

মহিলা মিছিলের দ্বারা রাজা প্যারিসে আনীত

বিপ্লবের কাজে সাহায্য করার জন্য ইতিমধ্যে ফ্রান্সে বহু ক্লাব বা

প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সব ক্লাবের সভ্যবৃন্দ বিপ্লবী আদর্শ প্রচার করিয়া জনমত সৃষ্টি করিত এবং সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া চূড়ান্ত মীমাংসা গ্রহণে সাহায্য করিত। এই সব ক্লাবের মধ্যে জেকোবিন ক্লাব ও কর্ডেলিয়ার্স ক্লাব উল্লেখযোগ্য ছিল এবং উত্তরকালে ইহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ফ্রান্সের কর্ণধার হইয়া একদা 'সন্ত্রাস-রাজত্বের' সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সব ক্লাব বিপ্লব-বিরোধী রাজতন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রের উপর লক্ষ্য রাখিত এবং অবিরত আন্দোলনের দ্বারা বিপ্লবাগ্নি প্রজ্জলিত রাখিবার চেষ্টা করিত।

বিপ্লবের সহায়ক ক্লাব সমূহ

জেকোবিন ও কর্ডেলিয়ার্স ক্লাব

সংবিধান পরিষদ্, ১৭৮৯-'৯১
Constituent Assembly,—1789-'91

সামন্ত প্রথার উচ্ছেদ ও ফ্রান্সের প্রচলিত শাসনবিধি ধ্বংস করার পর রাষ্ট্রীয় পরিষদ সংবিধান পরিষদের নামান্তরে পরিবর্ত্তিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে উদ্যোগী হইল। পরিষদের সভ্যবৃন্দের মধ্যে মীরাবো, রোবেসপীয়ার, লাফায়েৎ ও এবিসিইয়েস-এর নাম উল্লেখযোগ্য। লাফায়েৎ ইতিপূর্ব্বে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করিয়া জনসাধারণের নিকট যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সাধারণের উপর তাহার প্রভাব এই সময়ে সর্ব্বাধিক ছিল। এবি সিইয়েস শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আশ্চর্য্য দক্ষতা প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু স্থির মস্তিষ্কে সর্ব্বপ্রকার বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া বিপ্লবকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করার কৃতিত্ব মীরাবো'র। রোবেসপীয়ার-এর খ্যাতি তখনও ততটা প্রসারিত হয় নাই।

বিপ্লবের নেতৃবর্গ লাফায়েৎ, এবিসিইয়েস, মীরাবো

মীরাবো অভিজাত শ্রেণীর সন্তান হইলেও বিপ্লবের প্রারম্ভ হইতেই তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গে যোগদান করিয়া ইহাকে সুনির্দ্দিষ্ট পন্থায় পরিচালিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। উদ্দীপনাময়ী বাগ্মিতায় ফ্রান্সে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। মীরাবো স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধী ছিলেন; কিন্তু রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ তাহার কাম্য ছিল না। তাহার উদ্দেশ্য ছিল দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিয়া রাজতন্ত্র ও ফ্রান্সকে রক্ষা করা। কিন্তু তিনি আদর্শ-চরিত্র ছিলেন না বলিয়া চরিত্র সম্বন্ধে তাহার অতীত কীর্ত্তিকলাপ তাহার নেতৃত্বের অন্যতম প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন বলিয়া সাধারণের প্রতিনিধিবর্গ তাহাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিত। পক্ষান্তরে তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলিয়া অভিজাত শ্রেণী তাহাকে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করিত। উভয় পক্ষের ঘৃণা ও অবিশ্বাসের সন্ধিস্থলে অবস্থিত থাকিয়া মীরাবো বিপ্লবকে নিয়মতান্ত্রিকতার পথে চালিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন—রাজাকে সুপরামর্শ দিয়া রাজতন্ত্র রক্ষার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সকলের প্রশংসা ও শ্রদ্ধার পাত্রও হইয়াছেন। কিন্তু অমিতাচার ও অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল এবং ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। তাহার মৃত্যুতে ফ্রান্সের জনসাধারণ জাতীয় শোক পালন করিল। এমন কি ষোড়শ লুই পর্য্যন্ত পদব্রজে শব-শোভাযাত্রার অনুগমন করিয়াছিলেন। মীরাবোর সমাধির সঙ্গে রাজতন্ত্রের আশাও সমাধিস্থ হইল। নূতন ফ্রান্স একজন দূরদর্শী কর্ণধারের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল। বিপ্লবের ভবিষ্যৎ গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহার উক্তি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন—"I carry the last rags of the monarchy with me." তিনি আরও কিছুকাল জীবিত থাকিলে হয়তো বুরবোঁ রাজবংশের এইরূপ শোচনীয় পরিণতি হইত না এবং ফ্রান্সও নিয়মতান্ত্রিকতার পথে পরিচালিত হইতে পারিত।

মীরাবো

সংবিধান পরিষদ্ প্রণীত নূতন শাসনতন্ত্র

নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রারম্ভে সংবিধান পরিষদ্ আমেরিকার অনুকরণে 'মানবাধিকার' ঘোষণা করিল এবং এই ঘোষণানুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে উদ্যোগী হইল। 'মানবাধিকার' ঘোষণার মূল সত্য এই কয়টি, (১) মানবের সমাধিকার—"মানব স্বাধীন ও সমাধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে।" (২) প্রজার সার্ব্বভৌমত্ব—"রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা মূলতঃ প্রজাদের মধ্যে নিহিত।" (৩) সমদর্শী আইন ব্যবস্থা—"আইন জনসাধারণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি···; সুতরাং আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান হওয়া কর্ত্তব্য।" (৪) ব্যক্তি স্বাধীনতার অক্ষুণ্ণতা—"আইন বহির্ভূত উপায়ে কোন লোককে গ্রেপ্তার বা কারারুদ্ধ করা চলিবে না।"

মানবাধিকার ঘোষণা

সংবিধান পরিষদ্ রচিত শাসনতন্ত্রানুযায়ী ফ্রান্স রাজা ও একটি আইন পরিষদ দ্বারা শাসিত হইবে বলিয়া স্থির হইল। রাজা রাষ্ট্রের নির্ব্বাহিক ক্ষমতার মন্ত্রীবর্গ প্রধান অধিকারীরূপে মন্ত্রীনির্ব্বাচন করিবেন। আইন পরিষদে উপবেশনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। সামরিক ও নৌ বিভাগের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা রাজার উপর ন্যস্ত রহিল—পর-রাষ্ট্রনীতিও রাজা পরিচালনা করিবেন, কিন্তু আইন পরিষদের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবেন না। আইন-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন বাতিল করিবার অধিকার রাজার হস্তে রহিল না—শুধু সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখার ক্ষমতা তাহাকে প্রদত্ত হইল।

(১) শাসনতন্ত্র

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আইন পরিষদের হস্তে অর্পিত হইল। এই পরিষদে ৭৪৫ জন সভ্য থাকিবে এবং সভ্যবৃন্দ দুই বৎসরের জন্য সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত হইবেন। বিচার ব্যবস্থারও যথেষ্ট সংস্কার করা হইল। উৎপীড়ন ও বিনা অভিযোগে কারারুদ্ধ করা উঠিয়া গেল এবং বিচারে জুরীপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইল।

শাসন ব্যবস্থায়ও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। ফ্রান্সের পুরাতন প্রদেশ সমূহ বাতিল করিয়া তৎস্থলে সম-আয়তন ও সমাধিকার বিশিষ্ট ৮৩টি ডিপার্টমেন্টে দেশকে বিভক্ত করা হইল। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট নির্ব্বাচিত সভ্য দ্বারা শাসিত হইবে বলিয়া স্থির হইল। প্রাচীন নীতি অনুযায়ী রাজশক্তির হস্ত হইতে ক্ষমতা অপহৃত করিয়া বিকেন্দ্রীকরণের বন্দোবস্ত হইল এবং যথোপযুক্ত স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তনের দ্বারা সাধারণের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করা হইল।

(২) চার্চ্চ-সম্পত্তি রাষ্ট্রসাৎ করিয়া আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন প্রচেষ্টা

ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দুর্গতির অবসানের নিমিত্ত সংবিধান পরিষদ এক নূতন উপায় স্থির করিল। ফ্রান্সের চার্চ্চের অধিকারে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি ছিল। পরিষদ এই সব সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণের দ্বারা অর্থ-সংস্থানের উপায় নির্দ্ধারণ করিল এবং এই সব সম্পত্তির জামীনে কাগজের মুদ্রা বাহির করিতে লাগিল।

চার্চ্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রসাৎ করার পর যাজক সম্প্রদায়কে সর্ব্ব প্রকারে রাষ্ট্রাধীন করার জন্য 'সিভিল কনস্‌টিটুশান অফ দি ক্লার্জি' ঘোষিত হইল। এই ঘোষণার বলে চার্চ্চের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইল। স্থির হইল যে অতঃপর বিশপ ও গ্রাম্য যাজকগণ জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে এবং রাষ্ট্রের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের বেতনভুক্ কর্ম্মচারীর সমপর্য্যায়ভুক্ত হইবে। ধর্ম্মযাজক নির্ব্বাচনে পোপের কোন অধিকার থাকিবে না—নির্ব্বাচনের পর ফলাফল পোপের নিকট জ্ঞাত করানো হইবে। অধিকন্তু ক্যাথলিক যাজক নির্ব্বাচনের অধিকার প্রটেষ্ট্যাণ্টকেও দেওয়া হইল। এই শেষোক্ত ব্যবস্থায় জনসাধারণের ধর্ম্ম বিশ্বাসে আঘাত লাগিল এবং তাহারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। উত্তরকালে 'সিভিল কন্‌সটিটুশান অফ ক্লার্জি' জনসাধারণের মনে বিপ্লব-বিরোধী মনোভাব সঞ্চারে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সংবিধান পরিষদের কার্য্যাবলীর গুরুত্ব ও সমালোচনা

সংবিধান পরিষদ বাস্তব ব্যাপারের দিকে ততটা লক্ষ্য না রাখিয়া শুদ্ধ ভাবাবেগ ও আদর্শবাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার প্রণীত কার্য্যাবলীতে যথেষ্ট ত্রুটি রহিয়া গিয়াছিল। প্রথমতঃ, নির্ব্বাহিক ক্ষমতাকে যথেষ্ট সীমাবদ্ধ করিয়া রাখার ফলে শাসনতন্ত্র দুর্ব্বল হইয়াছিল। রাজশক্তি যথোপযুক্ত দৃঢ় করা হয় নাই বলিয়া ইহা কর্ম্মঠ হইতে পারে নাই। নির্ব্বাহিক ক্ষমতাকে আইন পরিষদ হইতে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল যে মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে জন-প্রতিনিধিদের যোগাযোগ অসম্ভব হইয়াছিল। মোট কথা, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ায় শাসনকার্য্যে অচল অবস্থা বা বিপ্লবী আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। দ্বিতীয়তঃ, সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বহুঘোষিত মানবাধিকার নীতি উল্লঙ্ঘিত হইল। জনসাধারণ এই শাসনতন্ত্রকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারিল না। মনোনয়ন দ্বারা বিচারক নির্ব্বাচন পদ্ধতিও এই শাসনতন্ত্রের অন্যতম ত্রুটি ছিল।

আদর্শবাদ লক্ষ্য থাকায় শাসনতন্ত্রে ত্রুটি আসিয়াছিল

ক্ষমতায় বিভাগ

ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ রাখা

বিচার কার্য্যে মনোনয়ন

সিভিল কনসটিট্যুশান অফ দি ক্লার্জি প্রবর্ত্তনের ফলে বিপ্লবের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। ফ্রান্সের যাজক সম্প্রদায়ের অধস্তন বহু ধর্ম্মযাজক বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিল, কিন্তু চার্চ্চকে রাষ্ট্রের অধীন ঘোষণা করায় তাহাদের মনোভাব বিপ্লব বিরোধী হইল। অধিকন্তু ষোড়শ লুই স্বয়ং অত্যধিক ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন; ধর্ম্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার নীতি তিনিও প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন নাই। পোপও এই ঘোষণার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। ষোড়শ লুই-র পোপের বিরোধী হওয়ার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। ইত্যবস্থায়

সিভিল কন্সটিট্যুশান বিপ্লবের ক্ষতি করিল

সিভিল কনস্‌টিট্যুশান জনসাধারণের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করায় ইহা বিপ্লবের অন্তরায় হইয়াছিল।

সংবিধান পরিষদের গুণাবলী

উপরোক্ত ত্রুটি সত্ত্বেও সংবিধান পরিষদের কার্য্যাবলীর গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নহে। প্রথমতঃ এই পরিষদ ফ্রান্সের পুরাতন সামাজিক বৈষম্য দূর করিয়া তৎস্থলে সাম্য প্রতিষ্ঠাও বিশেষ অধিকার সমূহ বাতিল করিয়া সাম্যের ভিত্তিতে নূতন সমাজ জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিল। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সের পুরাতন প্রদেশ সমূহ তুলিয়া দিয়া সম-আয়তন ও সমান সুবিধাভোগী 'ডিপার্টমেণ্ট' প্রবর্ত্তন করাতে আঞ্চলিক ঈর্ষ্যাবিভেদ বিলুপ্ত হইয় রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ততর হইল।

[ক] সাম্যের ভিত্তিতে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা

[খ] ডিপার্টমেণ্ট প্রবর্ত্তনে আঞ্চলিক বিভেদ দূরীভূত

রাজার পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা, ২০ জুন, ১৭৯১

রাজার পলায়ন

ইতিমধ্যে ষোড়শ লুই প্যারিস হইতে পলায়নের প্রচেষ্টা করিয়া বিপ্লবের গতিকে নূতন খাতে পরিচালনায় সাহায্য করিলেন। মহিলা-মিছিলের দ্বারা ভার্সাই হইতে আনীত হইয়া রাজা সপরিবারে প্যারিসের টুইলারিস-এর প্রাসাদে এক প্রকার বন্দী অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন। এই অবস্থায় থাকা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষতঃ মীরাবো-র মৃত্যুর পর রাজার প্রকৃত হিতৈষী পরামর্শদাতা কেহ না থাকায় তিনি নিতান্ত অসহায় বোধ করিতেছিলেন। একদা নিশাযোগে রক্ষীবর্গের অসতর্কতার সুযোগে রাজা সপরিবারে ছদ্মবেশে শকটারোহণে সীমান্তের দিকে প্রস্থান করিলেন। সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নিরাপদ স্থান পৌঁছিতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা অবশিষ্ট আছে এমন সময় দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ধরা পড়িয়া গেলেন এবং পুনরায় বন্দী অবস্থায় প্যারিসে আনীত হইলেন।

পুনরায় ধৃত ও বন্দী অবস্থায় প্যারিসে আনীত

রাজার পলায়নের প্রচেষ্টার ফলে বুরবোঁ রাজবংশের ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশ আসন্ন হইল। জনসাধারণের মনে এই ধারণা হইল, দেশের রাজা জনসাধারণ-দ্বারা রচিত শাসনতন্ত্রের বিরোধী। রাজাকে বাদ দিয়া শাসনতন্ত্র রচনা অসম্ভব নহে এই এই মনোভাব ও অপ্রকাশিত রহিল না। রাজানুগত্যে জনসাধারণের আস্থা কমিয়া আসিল এবং সংবিধান পরিষদে রোবেসপীয়ার এবং ড্যাণ্টনের নেতৃত্বে এক সাধারণতন্ত্রী দলের উদ্ভব হইল। যে মনোভাব ইতিপূর্ব্বে কল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল রাজার পলায়ন প্রচেষ্টার পর হইতে তাহা সম্ভাবনার জগতে নামিয়া আসিল।

ইহার ফল রাজতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক ও আত্মঘাতী হইল

বিপ্লবের প্রতি ইউরোপের মনোভাব

বিপ্লবের প্রথম অবস্থা হইতেই ইউরোপের দৃষ্টি ফ্রান্সের উপর নিবদ্ধ হইয়াছিল এবং সমগ্র ইউরোপ সাগ্রহে ইহার গতিধারাকে লক্ষ্য করিতেছিল। ইউরোপের উদারপন্থী চিন্তানায়কগণ এই বিপ্লবকে নূতন যুগের উদ্বোধক বলিয়া অভিনন্দন জানাইল। ইংলণ্ডে এই বিপ্লব যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করিল। ফক্স উচ্ছ্বসিত ভাষায় ইহাকে স্বাগতসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিল—কবি ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ ও কোল্‌রীজ বুরবোঁ বংশের স্বৈরাচারের অবসানের মধ্যে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিলেন। প্রারম্ভের যুগে পিটও বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। বিপ্লবের মধ্য দিয়া ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বৈরী মনোভাব বহুলাংশে দূর হইবে পিট এই প্রত্যাশা করিলেন। একমাত্র বার্ক-ই বিপ্লব সম্বন্ধে প্রশংসা-কার্পণ্য প্রদর্শন করিলেন। বার্ক বলিলেন—এই বিপ্লব ইংলণ্ডের ১৬৮৮-এর বিপ্লবের সমগোত্রীয় নহে। ইহার উদ্যোগ পর্ব্ব আশাপ্রদ হইলেও তির্য্যক্ গতিতে অনুসৃত হইবার যথেষ্ট উপাদান ইহার মধ্যে আছে। ইহার সর্ব্বনাশা মতবাদ ও দৃষ্টান্ত অচিরেই ইউরোপের সমাজব্যবস্থা ও সভ্যতার

ভিত্তিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারে। বার্কের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই।

ইউরোপ প্রথমে বুঝিতে পারে নাই

প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপ ফরাসী বিপ্লবের শক্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গ এই ধারণা করিল যে এই বিপ্লব একান্তই স্থানীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকিলে এবং অন্য রাষ্ট্রে ইহা প্রসারিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই দুর্য্যোগের ফলে বরঞ্চ ফ্রান্স দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িবে এবং অত্যাচারী রাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে না। ইহাতে অন্যান্য রাষ্ট্র পরোক্ষে লাভবান্ হইবে। ফ্রান্সের দুর্ব্বলতার সুযোগে তাহারা নির্ব্বিবাদে পররাজ্য আক্রমণ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু অচিরেই তাহাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হইল। বিপ্লব যখন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল তখন তাহারা দেখিল ইহার সর্ব্বনাশা ভাবধারা ও মতবাদ শুধু ফ্রান্সের নহে, সমগ্র ইউরোপের পুরাতন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন করিয়া গড়িবার আহ্বান জানাইতেছে। তখন সমগ্র ইউরোপ সংক্রমণ-ভয়ে ভীত হইয়া সচেতন হইল এবং সমস্ত রাষ্ট্র বিপ্লবী ফ্রান্সের বিপক্ষে এক জোট হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল।

পরে বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বনাশা মতবাদ হইতে রক্ষার জন্য সচেতন হইল

পঞ্চম অধ্যায়

আইন পরিষদ ১ অক্টোবর, ১৭৯১ ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৭৯২

Legislative Assembly—October 1, 1791 September—19, 1792

১৭৯১ খৃঃ-এর ১লা অক্টোবর নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত আইন পরিষদের প্রথম অধিবেশন হইল। এই আইন পরিষদের ৭৪৫ জন সভ্যের মধ্যে অধিকাংশই অনভিজ্ঞ নূতন লোক ছিল। ভাঙ্গিয়া দিবার প্রাক্কালে সংবিধান পরিষদ এক "আত্ম-অস্বীকৃতি বিধান" (Self denying ordinance) পাশ করিয়াছিল। এই বিধান অনুযায়ী সংবিধান পরিষদের কোন সভ্য আইন পরিষদের সভ্য হইতে পারে নাই। ফলে ফ্রান্স শুধু বিপ্লবের প্রথম দুই বৎসরের অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল তাহা নহে, নবাগত সভ্যদের আয়ত্তে আসিবার ফলে বিপ্লবের গতি পূর্ব্ব হইতে পৃথক্ পন্থায় পরিচালিত হইতে লাগিল।

আইন পরিষদের বিভিন্ন দল

নব গঠিত আইন পরিষদে প্রধানতঃ তিনটি দল ছিল—শাসনতান্ত্রিক গিরণ্ডিষ্ট ও জেকোবিন বা মাউণ্টেন। শাসনতান্ত্রিক দল সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিল—রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ তাহাদের কাম্য ছিল না। গিরণ্ডি প্রদেশ হইতে বহু নেতা আগত বলিয়া গিরণ্ডিষ্ট দলের এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল গিরণ্ডিষ্টরা আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের মত সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিল এবং মতবাদে সাধারণতন্ত্রী হইলেও উগ্রপন্থী ছিল না। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য 'সন্ত্রাসবাদের সাহায্য গ্রহণও গিরণ্ডিষ্টদের অভিপ্রেত ছিল না। জেকোবিন দল

(উত্তরকালে মাউণ্টেন নামে পরিচিত—কেননা, ইহারা উচ্চ আসনে উপবেশন করিত) উগ্রপন্থী সাধারণ-তন্ত্রী ছিল। পরিষদের মধ্যে ইহাদের প্রতিপত্তি তেমন ছিল না—কিন্তু পরিষদের বাহিরে ইহাদের প্রভাব অসাধারণ ছিল। সাধারণতন্ত্রের জন্য ইহারা কোন কার্য্যকে অবৈধ, অন্যায়, বা সন্ত্রাসমূলক বলিয়া মনে করিত না।

আইন পরিষদের সভ্যবৃন্দের মনোভাব রাজতন্ত্রের প্রতিকূল ছিল। দুই একটি দৃষ্টান্তে রাজার প্রতি ইহাদের কিরূপ আচরণ ছিল তাহা পরিস্ফুট হইবে। সভাগণ রাজাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবেন—যাহাতে জাতীয় মর্য্যাদা ও রাজমর্য্যাদা উভয়ই রক্ষিত হইতে পারে—তাহা লইয়া সমস্যায় পড়িলেন। কেহ কেহ 'Sire' ও 'Majesty' সম্বোধনের প্রস্তাব করিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কয়েকজন মন্তব্য করিল "the law and the people are the only Majesty." যাহা হোক, শেষ পর্য্যন্ত নরপতিকে King of the French বলিয়া সম্বোধন করা সাব্যস্ত হইল। রাজা উপস্থিত হইলে সভ্যগণের পক্ষে টুপি খুলিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকা প্রথা ছিল। বর্ত্তমানে স্থির হইল দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকার কোন প্রয়োজন নাই। উপবিষ্ট হইয়া টুপি খুলিয়া রাখিলেই রাজার প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রকাশ করা হইবে।

আইন পরিষদের কার্য্যাবলী

(১) যে সকল ধর্ম্মযাজক সিভিল কনস্টিটুশান স্বীকার করে নাই তাহাদের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে আইন পাশ করা হইল যে ইহারা পেনসান্ হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহাদিগকে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলিয়া মনে করা হইবে এবং কোন অশান্তি ঘটিলে ইহাদিগকে দায়ী করিয়া কার্য্য হইতে চ্যুত করা হইবে।

(২) অন্য এক প্রস্তাবে ফ্রান্সের দেশত্যাগী ব্যক্তিগণকে নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বলা হইল। যদি দেশত্যাগীরা

উক্ত দিবসের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন না করে তাহা হইলে তাহারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে। এই সব দেশত্যাগীরা বিদেশে, বিশেষতঃ অষ্ট্রীয়া এবং প্রাশিয়ায় অবস্থান করিয়া সেই সকল রাষ্ট্রকে ফ্রান্স আক্রমণ করার জন্য উত্তেজিত করিতেছিল।

ষোড়শ লুই আইন পরিষদের এই উভয় প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং তাহার 'ভেটো' ক্ষমতা দ্বারা উভয় প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিলেন। রাজার এই অসম্মতিতে জনসাধারণ রুষ্ট হইল এবং প্যারিসের অশান্ত জনতা বলপূর্ব্বক ট্যুইলারিস-এর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজাকে উক্ত প্রস্তাবদ্বয়ে সম্মত করার জন্য চেষ্টা করিল। চারিদিকে জনতার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল।

ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ইউরোপ, ফরাসী রাজবংশের অবসান

অচিরেই ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হইতে ইউরোপীয় সমস্যায় রূপান্তরিত হইল। এযাবৎকাল ইউরোপ নিরপেক্ষ দর্শকের মত ফ্রান্সের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বিপ্লবীরা বিপ্লবের মতবাদ ও আদর্শ কেবলমাত্র ফ্রান্সে কার্য্যকরী করিয়া ক্ষান্ত রহিল না—সমগ্র ইউরোপে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিবার জন্য সক্রিয় হইল। এই মতবাদের আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার জন্য ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ হইল।

(১) বিপ্লবী মতবাদে আশঙ্কা

বিপ্লবের সর্ব্বনাশা মতবাদ ও ভাবাদর্শ ব্যতীত ফ্রান্সের বিরোধিতা করার অন্য কারণও বর্ত্তমান ছিল। সমগ্র ফ্রান্সে সামন্ত প্রথানুযায়ী যাবতীয় দেয় কর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফ্রান্সের অন্তর্গত আলসেস এবং অন্যান্য অঞ্চলে জার্ম্মাণ প্রিন্সদের সামন্ত-স্বত্ব দীর্ঘকাল যাবৎ ছিল এবং ওয়েষ্টফেলিয়ার

সন্ধিতেও তাহাদিগকে এই স্বত্বে অব্যাহত অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। বর্তমানে এই সকল অঞ্চল হইতে প্রাপ্য সামন্ত কর হইতে বঞ্চিত হইয়া উপরোক্ত জার্মাণ প্রিন্সরা রুষ্ট হইল এবং তাহাদের স্বত্ব-স্বামিত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা জার্মাণ ডায়েটে আবেদন জানাইল। বিপ্লবী ফ্রান্স অপর একটি কার্য্যের জন্যও ইউরোপের বিরাগভাজন হইল। এভিগ্‌নন অঞ্চল ফ্রান্সের অন্তর্গত হইলেও চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ইহা পোপের অধিকারে ছিল। ফ্রান্স এভিগ্‌নন হইতে পোপের অধিকার লুপ্ত করিয়া ইহাকে রাষ্ট্রসাৎ করিল। এই কার্য্যের ফলে ইউরোপের আন্তঃরাষ্ট্রীক বিধি উল্লঙ্ঘিত হইল।

(২) সামন্ত কর হইতে জার্মাণ প্রিন্সরা বঞ্চিত

(৩) এভিগ্‌নন অধিকার

এতদ্ব্যতীত অষ্ট্রীয়ায় অবস্থিত ফ্রান্সের অভিজাতবংশীয় দেশত্যাগীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও ফ্রান্সের রাজবংশকে বিপ্লবীদের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছিল। ফ্রান্সের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও সম্রাট লিওপোল্ড দেশত্যাগিগণকে অষ্ট্রীয়া হইতে বহিষ্কৃত করিলেন না, বরঞ্চ সীমান্তে অবস্থিত দেশত্যাগিগণকে ফ্রান্স আক্রমণের জন্য সৈন্য সজ্জায় সাহায্য করিতে লাগিলেন। ফ্রান্সের রাণী সম্রাটের ভগিনী বলিয়া ভগিনী ও ভগিনীপতির নিরাপত্তার জন্য সম্রাট উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে সম্রাট প্রাশিয়ার রাজার সহযোগে ২৭শে আগষ্ট ১৭৯১ খৃঃএ 'পিলনিজের ঘোষণা' (Declaration of Pilnitz) প্রচার করিলেন। এই ঘোষণায় প্রচার করা হইল যে ফরাসী-রাজের স্বার্থ ইউরোপের রাজাদের স্বার্থের সমতুল্য। যদি ইউরোপের রাজগণ সম্মত হয় তাহা হইলে, অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া ফরাসী-রাজের স্বার্থরক্ষার জন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহযোগিতায় সশস্ত্র অভিযান করিতে পারে। এই ঘোষণা প্রজ্জলিত অগ্নিতে ইন্ধন নিক্ষেপের ফল.

(৪) দেশত্যাগীদের আপত্তিকর কার্য্যাবলী ও অষ্ট্রীয়ার সমর্থন

(৫) পিলনিজের ঘোষণা

সৃষ্টি করিল। ফরাসী জনসাধারণ দেশত্যাগীদের প্রতি সম্রাটের প্রশ্রয় দানের জন্য ইতিপূর্ব্বেই অসন্তুষ্ট ছিল। বর্ত্তমান ঘোষণায় তাহাদের মধ্যে যুদ্ধের অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হইল। উপরন্তু তাহারা সন্দেহ করিতে লাগিল ষোড়শ লুই গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিয়া বিদেশী আক্রমণ আহ্বান করিতেছেন। রাজার প্রতি তাহাদের অবিশ্বাস দৃঢ়মূল হইল। উত্তেজিত ফ্রান্স দেশত্যাগীদের আশ্রয় প্রদানের জন্য অষ্ট্রীয়ার নিকট কৈফিয়ৎ দাবি করিল। অষ্ট্রীয়া কোন কৈফিয়ৎ না দিয়া ফ্রান্সই ইউরোপের শান্তিশৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটাইতেছে বলিয়া পাল্টা অভিযোগ করিল। ইতাবস্থায় আইন পরিষদ ষোড়শ লুইকে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য করিল (এপ্রিল ১৭৯২); প্রাশিয়া অষ্ট্রীয়ার সহযোগী ছিল বলিয়া প্রাশিয়াও শত্রুর মধ্যে পরিগণিত হইল।

যুদ্ধ ঘোষণা, এপ্রিল ১৭৯২

অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও অন্যান্য ঘটনাবলী

ফ্রান্সের সৈন্যদল অ-প্রস্তুত ও অশিক্ষিত থাকায় প্রথমতঃ তাহারা পরাজিত হইতে লাগিল। শত্রুবাহিনী ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। জনসাধারণ এই পরাজয়ের পশ্চাতে রাজার চক্রান্ত-হস্ত আছে বলিয়া সন্দেহ করিল। সাধারণতন্ত্রী নেতৃবর্গ জনতাকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। প্যারিসের দিকে অগ্রগামী ডিউক অফ ব্রান্সউইক-এর এক সতর্ক ঘোষণায় জনসাধারণের রাজবিদ্বেষ অধিকতর হইল। ডিউক অফ ব্রান্সউইক এই হুঁসিয়ারী বাণী প্রচার করিলেন যে যদি জনসাধারণ রাজপরিবারের প্রতি কোন অত্যাচার করে তাহা হইলে তিনি প্যারিসের জনসাধারণকে সমুচিত শিক্ষা দিবেন এবং রাজধানী সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবেন। এই ঘোষণায় বিপরীত ফল ফলিল। প্যারিসের জনতা আক্রমণকারী শত্রুর সঙ্গে রাজার চক্রান্ত

সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া ব্রান্সউইকের ধৃষ্টতার উত্তর হিসাবেই ট্যুইলারিস-এর রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিল। প্রাসাদরক্ষী সুইস গার্ডরা বাধা দিতে যাইয়া নিহত হইল। প্রাণভয়ে ভীত রাজপরিবার সন্নিহিত আইন-পরিষদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিল।

অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার হস্তে নূতন নূতন পরাজয়ের সংবাদে জনসাধারণ আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ম্যারাট, ড্যাণ্টন ও রোবেসপীয়ার জনতাকে রাজা ও রাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল এবং রাজতন্ত্রীদিগকে নির্ম্মূল না করিলে ফ্রান্সের আর নিষ্কৃতি নাই বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। রাজপক্ষ-সংশ্লিষ্ট সন্দেহভাজন ব্যক্তিগণ কারাগারে আবদ্ধ ছিল। জনতা কারাগার আক্রমণ করিয়া এই সব ব্যক্তিকে বাহিরে টানিয়া আনিল এবং সহস্রাধিক নরনারীকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিল। ম্যারাটের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই নিষ্ঠুর কার্য্য 'সেপ্টেম্বর হত্যালীলা' (২ ও ৩ সেপ্টেম্বর, ১৭৯২) নামে প্রসিদ্ধ।

সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড
১৭৯২ খৃঃ

মাউন্টেন বা উগ্রপন্থী গণতন্ত্রীদল দেশরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহারা সৈন্যদলের মধ্যে দেশপ্রেমের সঞ্চার করিয়া মাতৃভূমি রক্ষার জন্য তাহাদিগকে উদ্বোধিত করিতে লাগিল। ইহাদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। ভামির (Valmy) যুদ্ধে বিপ্লবী বাহিনী প্রাশিয়ানদিগকে পরাস্ত করিয়া আসন্ন বিপদ হইতে ফ্রান্সকে রক্ষা করিল। ডুমার্জ্জের নেতৃত্বে ফরাসী সৈন্যদল উত্তরাঞ্চলে অষ্ট্রীয়াকে জেমাপ্পেস-এর (Jemappes) যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বেলজিয়াম অধিকার করিল। অতঃপর ক্রমান্বয়ে ফরাসী সৈন্য জয়লাভ করিয়া রাইন সীমান্ত সন্নিহিত বহু অঞ্চল, স্যাভয় ও নিস অধিকার করিল। এই সব বিজয়লাভে বিপ্লবী ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইল। ইউরোপ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল বিপ্লবী ফ্রান্স আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ নহে।

প্রথম পরাজয়ের সংবাদের পরেই আইন পরিষদ্ ফ্রান্সের রাজতন্ত্র বাতিল করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল এবং রাজপদ হইতে ষোড়শ লুইকে সাময়িকভাবে অপসৃত করিয়া রাখিল। ফ্রান্সের নূতন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ন্যাশান্যাল কন্‌ভেনশান আহ্বান করা হইল।

আইন পরিষদ স্বেচ্ছায় এই কার্য্য করে নাই; প্যারিসের জনতার চাপে পড়িয়া ইহাকে এই সব প্রস্তাব অবলম্বন করিতে হইল। জেকোবিনদল ইতিমধ্যে প্যারিসে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ অঞ্চলের সর্ব্বত্র জনপ্রিয় হইয়া কমিউন নামে সর্ব্বত্র নূতন পৌর-সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই জেকোবিন দলের উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন ম্যারাট, ড্যান্টন ও রোবেস-পীয়ার। প্যারিসের জনতার সমর্থনপুষ্ট জেকোবিনরা প্যারিসে ও ফ্রান্সের সর্ব্বত্র ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণের ভারগ্রহণ করিল, বিশেষতঃ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্যোগ আয়োজন দ্বারা তাহারা ফ্রান্সকে আসন্ন শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার করিল। এই সব কারণে জেকোবিন দল প্রাধান্য লাভ করিল এবং সাধারণ-তন্ত্রের সমর্থক বলিয়া ইহাদের আধিপত্যের যুগে রাজতন্ত্রের নিশ্চিত অবসান ঘটিল। উপরন্তু জেকোবিন দলের প্রধান অবলম্বন ছিল দেশময় বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসরাজের সৃষ্টি করিয়া রাজতন্ত্রকে লোকচক্ষে হেয় করা। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিল বটে, কিন্তু অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া ফরাসী বিপ্লব ইউরোপের মনে বিপ্লবের প্রতি ঘৃণা ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করিল। এই ঘৃণা ও অবিশ্বাস পরিণামে বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও ফ্রান্সকে ক্ষতিগ্রস্ত করিল।

ফরাসী রাজতন্ত্র অবসানের কারণ

ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে জনসাধারণ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদকামী ছিল না। স্বেচ্ছাচারী শাসনের পরিবর্ত্তে যাহাতে প্রাচীন যুগের সমস্ত বৈষম্য রহিত হইয়া দায়িত্বশীল রাজতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয় ইহা তাহাদের কাম্য ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্র নানা কারণে এত দ্রুত আবর্ত্তিত হইতে লাগিল যে ক্রমশঃ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধ

মনোভাব সঞ্চারিত হইয়া রাজতন্ত্রের স্থলে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা হইল।

প্রথমতঃ, দেশত্যাগীরা যে বিদেশী রাষ্ট্রবর্গকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করিতেছিল তাহাদের সঙ্গে রাজার যোগাযোগ আছে বলিয়া জনসাধারণ সন্দেহ করিল। রাজার পলায়নের চেষ্টা এবং অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া ফ্রান্সের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাতে এই সন্দেহ অধিকতর বদ্ধমূল হইল। ডিউক অফ্ ব্রান্সউইকের ঘোষণায় বিদেশের সঙ্গে রাজার ষড়যন্ত্র চলিতেছে ফ্রান্সের মনে এই ধারণা নিশ্চিত হইল। ফলে রাজপ্রাসাদ জনতার হস্তে আক্রান্ত হইল এবং জনতার চাপে রাজতন্ত্র স্থগিত করার প্রস্তাব গৃহীত হইল। অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের প্রথমদিকে পরাজয়ও জনসাধারণকে রাজতন্ত্রবিদ্বেষী করিয়া তুলিয়াছিল। মোট কথা, রাজতন্ত্র রক্ষার জন্য বিদেশী আক্রমণই রাজতন্ত্রের বিপদ আহ্বান করিয়া আনিল। প্রাশিয়ার আক্রমণ ও প্যারিসের জেকোবিনিজম অর্থাৎ জনতারাজ ১৭৯২ খৃঃ-এ ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র আনয়ন করিল। লুইর দুর্ব্বলতা ও অব্যবস্থিত নীতিও রাজতন্ত্র পতনের জন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিল।

(ক) দেশত্যাগীদের ষড়যন্ত্র

(খ) বিদেশী আক্রমণ ও প্রথম দিকে পরাজয়

(গ) রাজার দুর্ব্বলনীতি

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফরাসী শাসনতন্ত্র

(ক) রাষ্ট্রীয় সম্মেলন—(ন্যাশানাল কন্‌ভেনসান)।
২১শে সেপ্টেম্বর ১৭৯২—২৬শে অক্টোবর, ১৭৯৫।

(খ) ডাইরেক্টরী, ২৭শে অক্টোবর ১৭৯৫—৯ই নভেম্বর, ১৭৯৯।

(গ) কন্সালেট, ১৭৯৯—১৮০৪।

(ক) রাষ্ট্রীয় সম্মেলন, (National Convention)

আইন পরিষদের আয়ুষ্কালের অবসানে রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইল। ৭৪৯ জন প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত এই সম্মেলনে প্রধানতঃ দুইটি দল ছিল—গিরণ্ডিষ্ট ও মাউণ্টেন দল। প্লেন নামে তৃতীয় দল ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা ছিল না। প্রয়োজনানুসারে এই দল উপরোক্ত দল দুইটির কখনও একটির পক্ষে কখনও অপরটির পক্ষে ভোট দিত।

বিভিন্ন দল—গিরণ্ডিষ্ট

সম্মেলনের প্রথম দিকে গিরণ্ডিষ্টদেরই আধিপত্য ছিল। ইহারা মাউণ্টেন দলের মতই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদকামী ছিল, কিন্তু মাউণ্টেনদের মত উগ্রপন্থী ছিল না। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল জেকোবিন (মাউণ্টেন) পরিচালিত প্যারিসের জনতা-রাজের উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে ফ্রান্সকে মুক্ত করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করা। রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অপেক্ষা জেকোবিনদের প্রাধান্য ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া ইহারা মনে করিত।

মাউণ্টেন

মাউণ্টেনবাদীরা চরমপন্থী ছিল এবং বিপ্লবী মতবাদ প্রচারের জন্য কোন অত্যাচার বা অরাজক পন্থাকে ইহারা অন্যায় মনে করিত না। ইহাদের সঙ্ঘশক্তি প্রবল

থাকায় সম্মেলনের অভ্যন্তরে আধিপত্য না পাইলেও ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ডাণ্টন ও রোবেসপীয়ার ইহাদের নেতা ছিলেন।

রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কার্য্যাবলীঃ—প্রথমেই রাষ্ট্রীয় সম্মেলন রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করিয়া ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল। রাজতন্ত্রের উপর প্রতিনিধিগণ এতই বিদ্বিষ্ট ছিল যে বিনা আলোচনাতেই রাজতন্ত্রের অবসান প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। দেশত্যাগীদের বিরুদ্ধে চির-নির্ব্বাসন প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল, অভিজাতপদবী সমূহ নিষিদ্ধ করিয়া সাধারণতন্ত্রের নাগরিক মাত্রই 'সিটিজেন' বলিয়া সম্বোধিত হইবে স্থির হইল এবং সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিবস হইতে নূতন সময়পঞ্জী গণিত হইতে লগিল।

অতঃপর পদচ্যুত রাজার সম্বন্ধে বিচারের প্রহসন করা হইল। রাজা দেশের শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়া ফ্রান্সের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন এই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ১৭৯০ খৃঃ-র ২১ জানুয়ারী, হতভাগ্য ষোড়শ লুই বধ্যযন্ত্র গিলোটিনে মস্তক দিয়া পূর্ব্বগামীদের পুঞ্জীভূত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হউক—Vive la Republique,—এইধ্বনি সর্ব্বত্র উত্থিত হইল।

রাজাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষতিকর হইল। It was "both a crime and a blunder." ব্যক্তিগত ভাবে লুই প্রজার কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন—তাহার মধ্যে সদিচ্ছার অভাব ছিল না। সুতরাং ফ্রান্সের সর্ব্ববিধ দুর্গতির জন্য তাহাকে দায়ী করিয়া বিনা বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড বিধান অন্যায় হইয়াছে। উপরন্তু এই রাজহত্যার ফলে বিপ্লবের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। ফ্রান্সের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল—বহু প্রদেশ নৃপঘাতী বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। ইউরোপের রাজন্যবর্গ রাজতন্ত্রের এই পরিণতি দেখিয়া রাজতন্ত্র-বিরোধী সাধারণতন্ত্রের বিপক্ষে দলবদ্ধ হইল। মোট কথা, রাজার হত্যাকাণ্ডের দ্বারা শিশু সাধারণতন্ত্র ঘরে ও বাহিরে ফ্রান্সের অশেষ বিপদ ডাকিয়া আনিল।

ফ্রান্সের বিপক্ষে প্রথম রাষ্ট্রজোট

রাষ্ট্রীয় সম্মেলন কেবলমাত্র ফ্রান্সের রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া ক্ষান্ত রহিল না। বিভিন্ন ঘোষণাপত্র দ্বারা এই সম্মেলন ইউরোপের জনসাধারণকে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিল। এই কার্য্যের জন্য প্রয়োজন হইলে ফ্রান্স সামরিক সাহায্য প্রদান করিবে বলিয়া আশ্বাস দিতে লাগিল। সাম্য ও স্বাধীনতার বিরোধী সমস্ত শাসনতন্ত্র ফ্রান্সের শত্রু বলিয়া প্রকাশ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। বিপ্লব প্রচারধর্ম্মী হওয়াতে ইউরোপের রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রবর্গ শঙ্কিত হইল এবং আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইল। ফরাসী সাধারণতন্ত্র ধ্বংস করার জন্য ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া, স্পেন, পর্টুগাল, সার্ডিনিয়া, টাস্কানী, নেপল্‌স, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য সকলে মিলিত হইয়া এক বিরাট রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিল। কেবল বাহিরে নহে, স্বদেশেও সাধারণতন্ত্রের বিপদ কম হয় নাই। পশ্চিম ফ্রান্সের লা ভেণ্ডি-র কৃষকগণ সামরিক বৃত্তি বাধ্যতামূলক করার জন্য সম্মেলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। অধিকন্তু এই সব রাজভক্ত ও ধর্ম্মপ্রাণ কৃষককুল রাজার হত্যাকাণ্ড ও চার্চ্চবিরোধী কার্য্যাবলীর জন্য সাধারণতন্ত্রেরও বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল।

রাষ্ট্র জোটের কারণ

বিপ্লব প্রচারধর্ম্মী হওয়াতে রাজতন্ত্রের বিপদ

ফ্রান্সে লা ভেণ্ডি-র বিদ্রোহ

সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের পক্ষেও অনিবার্য্যরূপে যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেই অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলিয়াছে এবং সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদল বিজয় গৌরব লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে খ্যাতিদৃপ্ত ও অধিকতর যশোলিপ্সু সেই সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিলে এই দলভাঙ্গা সৈনিকদের উপজীবিকার সংস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়িত। বিপ্লবের অরাজকতার যুগে শান্তিময় সময়ের সমস্ত বৃত্তিমূলক কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের

কর্ম্মসংস্থান না করিয়া দিলে ইহারা দেশে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া সাধারণতন্ত্রকে বিপন্ন করিয়া তুলিত। তদপেক্ষা রণক্ষেত্রে ইহাদিগকে ব্যাপৃত রাখাই এই অবস্থায় শ্রেষ্ঠ পন্থা ছিল। নূতন নূতন অঞ্চল অধিকৃত হইলে ফ্রান্সের স্বাভাবিক সীমানা আল্পস, পীরানিজ ও রাইন পর্য্যন্ত প্রসারিত হইবে, অধিকন্তু ফ্রান্সও আপাততঃ ইহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

ফ্রান্সের পক্ষে যুদ্ধ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল

ইতিমধ্যে সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদল বেলজিয়াম আক্রমণ করিয়া ইহা অধিকার করিল এবং Scheldt নদী বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করিল। এই Scheldt নদী সর্ব্বজাতির বাণিজ্যপোতের জন্য উন্মুক্ত করায় ইংরাজের মর্য্যাদা আঘাত প্রাপ্ত হইল। কেননা, ইংলণ্ড হল্যাণ্ডের বাণিজ্য স্বার্থের জন্যই Scheldt বন্ধের ব্যাপারে স্বয়ং অন্যতম অঙ্গীকারী রাষ্ট্র ছিল। বর্ত্তমানে সেই অঙ্গীকার রক্ষার জন্য প্রতিবাদ জানাইতেই ফ্রান্স ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া, সার্ডিনিয়া, ও স্পেন সম্মিলিত ভাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম রাষ্ট্রজোট সৃষ্টি করিল। রাষ্ট্রজোটের প্রত্যেকেরই ফ্রান্সের বিপক্ষে ব্যক্তিগত স্বার্থহানির অভিযোগ ছিল এবং সেই স্বার্থের মধ্যে ঐক্য ছিল না। অষ্ট্রীয়ার স্বার্থ ছিল বেলজিয়ামকে ফ্রান্সের কবল হইতে মুক্ত করা; আর সার্ডিনিয়া স্যাভয় উদ্ধার করিবার স্বার্থে এবং বেলজিয়ামের এণ্টোয়ার্প বন্দর যাহাতে লণ্ডনের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইতে পারে ইংলণ্ড সেই স্বার্থে ফ্রান্সের বিপক্ষতা করিয়াছিল।

Scheldt নদী উন্মুক্ত করায় ইংলণ্ড স্বার্থরক্ষার জন্য বিপক্ষ রাষ্ট্রজোট সৃষ্টি করিল

প্রথম রাষ্ট্রজোটের বিপক্ষে ফ্রান্স তেমন সুবিধা করিতে পারিল না। বেলজিয়াম ফ্রান্সের হস্তচ্যুত হইয়া গেল, মধ্য রাইন হইতে ফরাসীবাহিনী প্রাশিয়ার দ্বারা বিতাড়িত হইল, ইংলণ্ড ডানকার্ক অবরোধ করিল এবং স্পেন পীরানীজ অতিক্রম করিয়া রৌসিলন অধিকার করিল।

সর্ব্বত্র পরাজয়

জন-নিরপত্তা কমিটি গঠিত ও গিরণ্ডিষ্ট দলের পতন

এইরূপ শত্রুর দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়া ফ্রান্স ঘরের ও বাহিরের শত্রু উচ্ছেদের জন্য সচেষ্ট হইল এবং নয়জন সভ্য লইয়া একটি জন-নিরাপত্তা কমিটি (Committee of Public Safety) গঠিত হইল। সাম্প্রতিক পরাজয়ের ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতাপ্রাপ্ত গিরণ্ডিষ্টদল লোকচক্ষে হেয় হইয়া পড়িল এবং প্রতিপক্ষ জেকোবিন দল পরাজয়ের দায়িত্ব গিরণ্ডিষ্টদের অক্ষমতার উপর নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং শাসনভার গ্রহণের জন্য চেষ্টা করিল। উভয় দল পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিল। ঘরোয়া বিবাদের ফলে দেশময় ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি হইল। জেকোবিন দলের ইচ্ছা ছিল অধিকতর উগ্রনীতি অবলম্বন করিয়া ঘরোয়া শত্রুকে সন্ত্রস্ত করা এবং যুদ্ধকার্য্যে সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া ফ্রান্সকে শত্রুকবল হইতে উদ্ধার করা। কিন্তু গিরণ্ডিষ্টদল উগ্রপন্থা অবলম্বনে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, অপরন্তু যাহারা উগ্রপন্থী সেই সব ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ বিগত সেপ্টেম্বর হত্যালীলার জন্য যাহারা দায়ী তাহাদিগকে শাস্তি বিধান করার জন্য দাবি করিতে লাগিল। জেকোবিন দল গিরণ্ডিষ্টদের নরম পন্থা মোটেই অনুমোদন করিল না। দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্য গিরণ্ডিষ্টদলের হস্ত হইতে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া জেকোবিন দল গিরণ্ডিষ্টদের বিরুদ্ধে এক জনতাভ্যুত্থানের বন্দোবস্ত করিল এবং রাষ্ট্রীয় সম্মেলন আক্রমণ করিয়া গিরণ্ডিষ্ট নেতাদিগকে গ্রেপ্তার করিল এবং অনতিবিলম্বে ইহাদের অধিকাংশকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল। গিরণ্ডিষ্টদলের পতনের ফলে ফ্রান্সে জেকোবিনদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ম্যারাট, রোবেসপীয়ার ও ড্যাণ্টনের নেতৃত্বে 'সন্ত্রাস-রাজত্ব' আরম্ভ হইল।

সন্ত্রাস-রাজত্ব, সেপ্টেম্বর, ১৭৯৩—জুলাই, ১৭৯৪

জন-নিরাপত্তা কমিটি ও ইহার কার্য্যাবলী :—গিরণ্ডিষ্ট দলের পতনে জেকোবিনরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইল। এই সময় ফ্রান্সের অত্যন্ত দুর্দিন

উপস্থিত হইয়াছিল। স্বদেশে লা ভেণ্ডি, লিয়নস্ ও মার্সাই প্রভৃতি অঞ্চল প্যারিসের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। বিদেশী শত্রুরা চতুর্দিক হইতে ফ্রান্সের উপর আক্রমণ চালাইতে লাগিল। ইত্যবস্থায় জেকোবিন দল স্থির করিল পূর্ণোদ্যমে শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন। তাহাদের মতে এই সময়ে যাহারা বিপ্লবের বিরোধিতা করিয়া জাতীয় অনৈক্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহারা দেশদ্রোহী এবং তাহাদের প্রাণদণ্ডই বিধেয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জেকোবিন দল জন-নিরাপত্তা কমিটি গঠন করিয়া ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ দেশদ্রোহীদের সমূল উচ্ছেদ করিবার ভার ইহার উপর অর্পণ করিল। এই জন-নিরাপত্তা কমিটি প্রায় বৎসরেক কাল ফ্রান্সের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হইয়া দেশদ্রোহীদের উচ্ছেদের জন্য রক্তস্রোত প্রবাহিত এবং বিপ্লবের বিরোধীদের সম্পূর্ণ দমন করিয়া তাহার কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল। এই জন-নিরাপত্তা কমিটির শোণিতাক্ত শাসনকাল ইতিহাসে সন্ত্রাস-রাজত্ব (Reign of Terror) বলিয়া খ্যাত।

জন-নিরাপত্তা কমিটি

জন-নিরাপত্তা কমিটির হস্তে অবাধ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল। এই কমিটির কার্য্য ছিল প্রথমতঃ বিপ্লববিরোধী বা রাজতন্ত্রের সমর্থক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা। অতঃপর বিচার-কার্য্য ত্বরান্বিত করার জন্য যে বিপ্লবী ট্রাইব্যুনেলের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার হস্তে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে সমর্পণ করা। এই বিচারালয়ে বিচারকার্য্য নামমাত্রই হইত; অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়া বিচারের প্রহসনে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার পর ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করা হইত। বিপ্লব-চত্বরে শোণিতপিপাসু জনতার জয়োল্লাসের মধ্যে এই সব হতভাগ্য ব্যক্তির মস্তক গিলোটিনে বিচ্ছিন্ন করা হইত। প্রথম দিকে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা কম ছিল কিন্তু Law of Suspect বা সন্দেহভাজন ব্যক্তি মাত্রকেই অভিযুক্ত করার আইন পাশ হওয়ার পর প্রতিমাসে অসংখ্য ব্যক্তিকে রাজদ্রোহী বলিয়া হত্যা করা হইতে

লাগিল। কেলমাত্র প্যারিসেই দুই সহস্রাধিক লোক গিলোটিনে প্রাণ দিয়াছিল। গিলোটিনে যাহারা প্রাণ দিয়াছিল তাহাদের মধ্যে রাণী এণ্টয়নেট, গিরণ্ডিষ্ট দলের পরামর্শদাত্রী ম্যাডাম রোলাণ্ড, ম্যারাটের হত্যাকারিণী শাল´টি কর্ডে ও রাসায়নিক লাভয়িসিয়ার-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সের সর্ব্বত্র বিভীষিকার রাজত্ব আরম্ভ হইয়া গেল। এই হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে ম্যাডাম রোলাণ্ডের উক্তি স্মরণীয়। গিলোটিনে মস্তক দিবার সময় অকস্মাৎ রোলাণ্ডের দৃষ্টি সন্নিহিত 'স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি'র উপর পতিত হইতেই তিনি সখেদে উক্তি করিয়াছিলেন--'Oh Liberty! What crimes are committed in thy name.' সত্যই স্বাধীনতার নামে জন-নিরাপত্তা কমিটি ফ্রান্সের বক্ষে যে রক্তাক্ত যুগের অবতারণা করিয়াছিল বীভৎসতায় তাহা দান্তের নরক বর্ণনাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল।

নির্ব্বিচারে হত্যাকাণ্ড

বীভৎস নারকীয় লীলা

এই বিভীষিকার রাজত্বের ফলে আপাততঃ ফ্রান্সের উপকার হইল। বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহ আয়ত্তে আসিল এবং কোথায়ও কোন বিরোধের চিহ্ন অবশিষ্ট রহিল না। এই বিভীষিকার আতিশয্য শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক উদ্যমকে সাহায্য করিল এবং ফ্রান্স বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগের সুবিধা প্রাপ্ত হইল।

বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করা

আভ্যন্তরীণ সর্ব্বপ্রকার বিপদের আশঙ্কা দূরীভূত করার পর জন-নিরাপত্তা কমিটি বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। যুদ্ধের সমস্ত ভার কার্ণট নামে এক উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইল। কার্ণট সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার প্রচেষ্টার ফলে অসম্ভবকে সম্ভবপর করা হইল। মাতৃ-

ভূমি রক্ষাকল্পে বিরাট সংখ্যাদ্বারা গঠিত এক সৈন্যবাহিনী সামরিক সজ্জায় প্রস্তুত হইল। কার্ণট-এর উপযুক্ত লোক চিনিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। প্রত্যেক রণাঙ্গনে উপযুক্ত সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া কার্ণট ফ্রান্সের অনুকূলে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত করিলেন। ইংলণ্ড ডানকার্ক অবরোধ ছাড়িয়া পশ্চাদ্‌পসরণ করিল এবং টুলো নগর ফ্রান্সের হস্তে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। অষ্ট্রীয়া ওয়াটিজেনিস-এ পরাজিত এবং Fleurus-এর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বেলজিয়াম ফ্রান্সের হস্তে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। স্পেন ও প্রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে বাস্‌লের সন্ধি (১৭৯৫) সম্পাদন করিল। সর্ব্বত্র ফ্রান্স বিজয়ী হওয়ায় ফ্রান্সের বিপক্ষ রাষ্ট্রজোট ভাঙ্গিয়া গেল। কেবলমাত্র অষ্ট্রীয়া ও ইংলণ্ড বিপক্ষতা পরিত্যাগ করিল না। কার্ণট বিজয়ের উদ্যোক্তা বলিয়া সর্ব্বত্র অভিনন্দন লাভ করিলেন।

মাউন্টেন দলের আভ্যন্তরীণ বিরোধ—সন্ত্রাস-রাজত্বের অবসান

ইতিমধ্যে মাউন্টেন দলের মধ্যে ঘরোয়া বিরোধ উপস্থিত হইল। যুদ্ধ জয়ের ফলে যখন বিদেশী আক্রমণের ভীতি দূরীভূত হইল তখন দলগত বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করিল। সন্ত্রাস-রাজত্বের তিন নেতা তিনটি উপদলের নেতৃত্ব করিতেন। ইহাদের অন্যতম রোবেসপীয়ার হিবার্ট ও ড্যান্টন নামক অপর দুইজনের ক্ষমতার অবসান করিতে সচেষ্ট হইলেন। রোবেসপীয়ার ড্যান্টনের সহযোগিতায় হিবার্টের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিলেন যে হিবার্ট ক্যাথলিক ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে 'যুক্তির' প্রাধান্য প্রচার করিয়া নাস্তিক্যবাদের প্রশ্রয় দিতেছেন। জন-নিরাপত্তা কমিটি বিচার করিয়া হিবার্টের প্রাণদণ্ড বিধান করিল। অতঃপর রোবেসপীয়ার ড্যান্টনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের বন্দোবস্ত করিলেন। ড্যান্টন মাউন্টেন দলের মধ্যে নরমপন্থী

হিবার্ট অপসৃত

ছিলেন এবং বর্ত্তমানে দেশবিরোধী শত্রুতার অবসান হওয়াতে ড্যান্টন সন্ত্রাস রাজত্ব অবসানের অভিমত পোষণ করিতেন। রোবেসপীয়ার এই সুযোগে ড্যান্টনের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ঘাতকতার অভিযোগ আনয়ন করিলেন। ড্যান্টন সদলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। বধ্যভূমে ড্যান্টন ঘাতককে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"শিরশ্ছেদ হইবার পর আমার শির অপেক্ষমান জনতাকে প্রদর্শন করিও। কেননা, এই রকম শির আর তাহারা প্রত্যহ দেখিতে পাইবে না।" ড্যান্টনের মৃত্যুর পর রোবেস্‌পীয়ার ফ্রান্সের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা অবশিষ্ট রহিলেন।

ড্যান্টনও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত—রোবেসপীয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা

রোবেসপীয়ার অতঃপর 'যুক্তি' উপাসনার পরিবর্ত্তে "পরম পুরুষ"-এর উপাসনা (Supreme Being) প্রবর্ত্তন করিলেন এবং রাষ্ট্রীয় সম্মেলনকে ইহা প্রচার করিতে বাধ্য করিলেন। কেহ প্রতিবাদী না থাকায় রোবেস-পীয়ার আরও অবাধে সন্ত্রাস-রাজত্ব চালাইতে লাগিল। বিপ্লবী ট্রাইবুনেলের পক্ষে আর কোন বিচারের প্রহসনের প্রয়োজন হইল না। দ্রুতগতিতে প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইতে লাগিল। কারাগার হইতে বিচারালয়ে আনয়ন করার অপেক্ষা মাত্র—কেবল নাম উচ্চারণ করার পরই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইত। "তুমি একজন অভিজাতবংশীয়—না ?" "হ্যা," "বেশ—অন্য লোক আনয়ন কর।" এই সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপই বিচারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বিবেচিত হইতে লাগিল। রোবেসপীয়ারের আমলের নব গঠিত ট্রাইবুনেল ৪৫ দিনের মধ্যে ১,৩৭৬ জন ব্যক্তিকে গিলোটিনে প্রেরণ করিল। জন-সাধারণ সন্ত্রাসরাজত্বের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল—দেশরক্ষার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে ইহার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকায় সন্ত্রাস-রাজত্ব জনসাধারণের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইল। রোবেসপীয়ারের রাজত্বকাল সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। অচিরেই তাহার বিরোধীরা তাহাকে এবং তাহার সহযোগীদিগকে সাধারণতন্ত্রের শত্রু বলিয়া

অভিযুক্ত করিল। রোবেসপীয়ার ধৃত হইয়া প্যারিসের জনতাকর্তৃক মুক্ত হইলেন। কিন্তু পুনরায় ধৃত হইয়া অবিলম্বে গিলোটিনে প্রেরিত হইলেন। রোবেসপীয়ারের সঙ্গে প্যারিস কমিউনের অধিকাংশ সভ্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

সন্ত্রাস-রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফল স্বরূপ রোবেসপীয়ারকে নিহত হইতে হইল। রোবেসপীয়ারের মৃত্যুর পর এই প্রতিক্রিয়া সন্ত্রাসবাদ উচ্ছেদের জন্য সচেষ্ট হইল, জনতার শক্তির উৎস প্যারিসের কমিউন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল, বিপ্লবী ট্রাইব্যুনেলের ক্ষমতা স্থগিত রাখা হইল জন-নিরাপত্তা-কমিটির কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা হইল এবং জেকোবিন ক্লাব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বিদেশী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার তাগিদে ইহা উদ্ভূত হইয়াছিল। প্রয়োজন শেষ হওয়ায় সন্ত্রাস-রাজত্বও শেষ হইয়া গেল।

সন্ত্রাস রাজত্বের ফলাফল
Effects of the Reign of Terror.

বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য উদ্ভূত

যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাসরাজত্বের উপক্রম করিয়াছিল সাধারণতন্ত্রের পক্ষে সেই উদ্দেশ্য কৃতকার্য্যতার সহিত সাধিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক হইতে বিদেশী শত্রু আসিয়া যখন ফ্রান্সের দ্বারে করাঘাত করিতেছিল সেই অবস্থায় সমস্ত আভ্যন্তরীণ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে নির্ম্মম ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে সাধারণতন্ত্রের পক্ষে সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করা কষ্টকর হইত। প্রতিপক্ষীয় সমস্ত বিরোধিতা নির্ম্মূল করার ফলে বহিঃশত্রুকে সমস্ত শক্তিদ্বারা প্রতিহত ও বিতাড়িত করা সম্ভবপর হইয়াছিল। সন্ত্রাস রাজত্বের স্বপক্ষে ইহাই প্রবলতম যুক্তি।

ইহার প্রয়োজন ছিল

কিন্তু ফ্রান্সের বাহিরে সন্ত্রাস রাজত্ব অসম্ভব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করায় সাধারণতন্ত্রের বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিপ্লবের প্রথম সম্ভাবনায়

যাহারা উল্লসিত হইয়া নূতন যুগপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিপ্লবী ফ্রান্সকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন তাহারা বিপ্লবের এই শোণিতাক্ত পরিণতি দেখিয়া ইহার দিক হইতে তাহাদের দৃষ্টি ফিরাইলেন। উচ্ছৃঙ্খল অরাজকতা ও নির্ব্বিচার নরহত্যার মধ্য দিয়া নূতন যুগের অভ্যুদয় হওয়া অপেক্ষা অশেষ অবিচার-দুষ্ট পুরাতন যুগ শ্রেয়ঃ মনে করিয়া ইউরোপের উদার-পন্থীরা সকল প্রকার সংস্কার প্রবর্ত্তনের বিরোধী হইল। এই সন্ত্রাস রাজত্বের দৃষ্টান্তে জনসাধারণের মনে বিপ্লবের অর্থই নাস্তিকতা ও অরাজকতা এই ভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিল।

বিপ্লব বিদেশের সমর্থন হারাইল

বিপ্লবের সঙ্গে অরাজকতা ও হত্যাকাণ্ড সমার্থবাচক হইল

রাষ্ট্রীয় সম্মেলন প্রণীত শাসনতন্ত্র

অতঃপর রাষ্ট্রীয় সম্মেলন সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিল। রাষ্ট্রের নির্ব্বাহিক ক্ষমতা ডাইরেক্টরী নামে পাঁচজন ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত হইল। নির্ব্বাহিক শক্তির পরি-চালকদের হস্তে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা না রাখিয়া পঞ্চশত পরিষদ্ ও প্রাচীন পরিষদ্ নামে দুই প্রতিনিধি সভায় হস্তে অর্পিত হইল। এই নূতন শাসনতন্ত্রের নাম হইল Constitution of the year III অর্থাৎ সাধারণতন্ত্রের তৃতীয় বৎসরের শাসনতন্ত্র। পুরাতন রাজতন্ত্র পুনঃ প্রবর্ত্তিত হওয়ার আশঙ্কা নিবারণের জন্য এই শাসনতন্ত্রে এই বিধান করা হইল যে নূতন পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সভ্য বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।

নূতন শাসনতন্ত্র ডাইরেক্টরী

এই নূতন শাসনতন্ত্রের বহু বিধান প্যারিসের জনতার মনঃপূত হয় নাই। ফলে চল্লিশ হাজার লোকের এক জনতা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনের স্থান ট্যুইলারিস-এর রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিতে অগ্রসর

হইল (৫ অক্টোবর ১৭৯৫)। এই জনতার হস্ত হইতে সম্মেলনকে রক্ষার ভার নেপোলিয়ন বোনাপার্টি নামক এক তরুণ সেনানীর হস্তে অর্পিত হইলে তিনি কয়েকটি গোলার সাহায্যে আক্রমণোদ্যত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া রাষ্ট্রীয় সম্মেলনকে রক্ষা করেন।

বোনাপার্টি কনভেনসান রক্ষা করেন

রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কৃতিত্বের সমালোচনা

রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের শাসনকাল ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্রী যুগের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পর্ব্ব। এই সময়ে যেমন স্বাধীনতার নামে নিষ্ঠুরতম কার্য্যাবলী হইয়াছিল তেমনি জাতীয় গঠনমূলক বহু কার্য্যের অবতারণাও ইহা দ্বারাই হইয়াছিল। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে ফ্রান্সকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় সম্মেলন দেশের অভ্যন্তরে বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশদ্রোহীদের প্রতি নির্ম্মম দণ্ড বিধান করিল। রাজরক্তে ইহার হস্ত কলুষিত হইল—গিরণ্ডিষ্ট নেতৃবর্গকে গিলোটিনে প্রেরণ করা হইল—দেশময় শোণিত-পিপাসুদের তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইল। এই সন্ত্রাস-রাজত্বের উপযোগিতা সেই সময়ে ছিল বলিয়া ইহা ফলপ্রদ হইল। ফ্রান্স সর্ব্বশক্তি দিয়া বিদেশী শত্রুর আসন্ন আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতে সক্ষম হইল। কিন্তু এই সব বর্ব্বর কার্য্যাবলী জনসাধারণের মনে বিপ্লবের প্রতি যে বিতৃষ্ণার ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিল তাহা সহজে দূরীভূত হইল না।

নিষ্ঠুর কার্য্যের নায়ক—দেশ রক্ষায় অপরিহার্য্য ছিল

শান্তিকার্য্য অনুষ্ঠানেও রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। ইহার সময়েই নির্ভুল ওজন ও পরিমাণ স্থির করার জন্য 'মেট্রিক' পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই সম্মেলন সমস্ত ফ্রান্সের জন্য সাম্যের ভিত্তিতে যে আইনবিধি প্রণয়নের কাজ আরম্ভ করিয়াছিল উত্তরকালে নেপোলিয়ন কর্তৃক তাহা পূর্ণ আকারে বিধিবদ্ধ

শান্ত কার্য্যে ইহার অবদান

হয়। ইহার সময়ে জাতীয় শিক্ষার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সফল হয় নাই। কিন্তু নর্ম্মাল স্কুল, পলিটেকনিক স্কুল, ল্যুভারের মিউজিয়াম, ন্যাশানাল লাইব্রেরী ও ইন্‌স্টিট্যুট প্রভৃতি স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রীয় সম্মেলন ফ্রান্সে স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছিল।

ডাইরেক্টরী, ১৭৯৫-১৭৯৯

ডাইরেক্টরীর প্রথম কার্য্য হইল ফ্রান্সের অবশিষ্ট তিনটি শত্রু-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা। ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া ও সার্ডিনিয়া তখনও অপরাজিত ছিল। ইংলণ্ড সামুদ্রিক রাষ্ট্র বলিয়া নৌ-শক্তি বিহীন ফ্রান্স ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান আপাততঃ স্থগিত রাখিল। সম্মেলন যুগের বিখ্যাত কার্ণট জার্ম্মাণী ও ইটালীর মধ্য দিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে দ্বিমুখী অভিযানের পরিকল্পনা করিলেন। জার্ম্মাণীর মধ্য দিয়া অভিযানের ভার জউরডন ও মোরো-র উপর অর্পিত হইল—আর ইটালী অভিযানের দায়িত্ব প্রদত্ত হইল নেপোলিয়ন বোনাপার্টি-কে। নেপোলিয়নের ইটালী অভিযান তাহার উত্তরকালের বিপুল যশ ও ক্ষমতার পাদপীঠিকা হইল। অতঃপর নেপোলিয়ন ও ফ্রান্সের ইতিহাস একই অদৃষ্ট-সূত্রে গ্রথিত হইল।

নেপোলিয়নের ইটালী অভিযান

ইটালী হইতে অষ্ট্রীয়াকে বিতাড়িত করার সঙ্কল্প লইয়া নেপোলিয়ন সসৈন্যে ইটালী অভিযানে বহির্গত হইলেন। দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে ইটালীর টিউরিন্ সহরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সার্ডিনিয়া আত্মরক্ষার অক্ষম হইয়া স্যাভয় ও নিস ফ্রান্সের হস্তে সমর্পণ করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। সার্ডিনিয়া পরাভূত হইলে নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অষ্ট্রীয়ান সৈন্য লোদীর সেতুমুখে নেপোলিয়নকে বাধা দিল। নেপোলিয়ন

সার্ডিনিয়া পরাভূত

শত্রুর অজস্র গোলাবৃষ্টির মুখে স্বয়ং পুরোভাগে থাকিয়া সসৈন্যে সেতু অতিক্রম করিয়া লম্বার্ডির প্রধান সহর মিলানে প্রবেশ করিলেন। মিলানবাসীরা নেপোলিয়নকে অষ্ট্রীয়ার হস্ত হইতে মুক্তিদাতা বলিয়া অভিনন্দিত করিল। অষ্ট্রীয়ান সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করিয়া ভিনিসের মাণ্টুয়া-তে আশ্রয় গ্রহণ করিলে নেপোলিয়ন মাণ্টুয়া অবরোধ করিলেন। মাণ্টুয়াকে অবরোধ-মুক্ত করার জন্য অষ্ট্রীয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু আরকোলা ও রিভোলীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মাণ্টুয়া উদ্ধার করিতে পারিল না। মাণ্টুয়ার পতনের পর ভিনিস নেপোলিয়নের করতলগত হইল। এইরূপে লম্বার্ডি ও ভিনিস হইতে অষ্ট্রীয়া বিতাড়িত হওয়ায় অষ্ট্রীয়া অধিকৃত সমগ্র ইটালী ফ্রান্সের আয়ত্তে আসিল।

অষ্ট্রিয়ার পরাজয়

ফ্রান্স উত্তর ইটালীর কয়েকটি অঞ্চল একত্রিত করিয়া Cis-Alpine Republic নামে নূতন রাষ্ট্রের পত্তন করিল। জেনোয়াকে Ligurian Republic নামে অভিহিত করা হইল।

ইটালীতে নূতন সাধারণতন্ত্র সৃষ্টি

অতঃপর নেপোলিয়ন পোপের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহাকে ফ্রান্সের সঙ্গে কয়েকটি সর্ত্তে সন্ধি করিতে বাধ্য করিলেন। পোপ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে ও ফ্রান্সকৃত ইটালীর সাম্প্রতিক পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন। ইটালায় অভিযান সম্পূর্ণ করার পর নেপোলিয়ন আল্পস্ অতিক্রম করিয়া ভিয়েনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইলেন। ফরাসী বাহিনীর এই অকস্মাৎ উপস্থিতিতে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ভীতিগ্রস্ত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। নেপোলিয়ন ক্যাম্পো ফর্মিও-র সন্ধিতে (১৭৯৭) ফ্রান্সের হস্তে বেলজিয়াম অর্পণ করিতে, রাইন নদী পর্য্যন্ত ফ্রান্সের সীমা স্বীকার করিতে এবং আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ফ্রান্সের অধিকার মানিয়া লইতে অষ্ট্রীয়াকে বাধ্য করিল। উপরন্তু নেপোলিয়নকৃত

পোপ পরাজিত

ক্যাম্পোফর্মিও-র সন্ধি ১৭৯৭

ইটালীর উপরোক্ত দুইটি সাধারণতন্ত্র অষ্ট্রীয়া মানিয়া লইল। এই সকল স্বীকৃতির বিনিময়ে ফ্রান্স অষ্ট্রীয়াকে ভিনিস, ইষ্ট্রীয়া ও ডালমেটিয়াস্থ ভিনিসিয়ান সম্পত্তি সমূহ অর্পণ করিল।

ইটালী অভিযান নেপোলিয়নের ভবিষ্যৎ যশের পাদপীঠিকা

নেপোলিয়ন ১৭৬৯ খৃঃ-এ কর্সিকার অন্তর্গত আজাসিও দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। এই দ্বীপ নেপোলিয়নের জন্মের পূর্ব্বে জেনোয়া-কর্তৃক ফ্রান্সের নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং ফরাসী নাগরিক হিসাবে নেপোলিয়ন যৌবনে ব্রিয়েন ও প্যারিস-এর সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অতঃপর সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে নেপোলিয়ন গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগদান করেন ও টুলোঁ সহর অবরোধের সময়ে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ১৭৯৫ খৃঃ-এ প্যারিসের জনতা কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন আক্রান্ত হইলে নেপোলিয়ন কৌশলের সহিত সম্মেলনকে রক্ষা করিয়া সুনাম লাভ করেন। অতঃপর তিনি ডাইরেক্টরী শাসনকালে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে ইটালী অভিযানে প্রেরিত হইয়া অষ্ট্রীয়াকে ইটালী হইতে বিতাড়ন কার্য্যের দ্বারা গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণের অধিকারী হন।

ইটালীয় অভিযানে নেপোলিয়ন শুধু আশ্চর্য্য রণকৌশলের পরিচয় দেন নাই। রণাঙ্গনে শত্রুকে পরাজয়ের পর তিনি বিভিন্ন কার্য্য ও কূটনীতিক ব্যাপারে যে চাতুর্য্যের পরিচয় দেন তাহাতে তাহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়। যে মানবচরিত্র অধ্যয়ন ক্ষমতা, সহস্র বিপদের সম্মুখে নির্ভীকতা, সৈন্যদলের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি, ওজস্বিনী বাগ্মিতা ও কূটনীতিক চাতুর্য্য প্রভৃতি অজস্র গুণাবলীর সমাবেশের জন্য নেপোলিয়ন উত্তরকালে ইতিহাসবিশ্রুত হইয়াছিলেন প্রথম ইটালীয় অভিযানেই তিনি সেই সমস্ত গুণের প্রথম পরিচয় দিয়াছিলেন। ইটালীয় অভিযানের প্রাক্কালে

নেপোলিয়ন এই ওজস্বিনী বাগ্মিতার দ্বারা পরিশ্রান্ত সৈন্যদলকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন—"আমি তোমাদিগকে জগতের উর্ব্বরতম অঞ্চলে লইয়া যাইতেছি·········সেইখানে তোমরা যশ ও অর্থ দুই-ই লাভ করিতে পারিবে।" সেনাপতির এই উক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা ইটালীতে অসাধ্য সাধন করিয়াছিল। উত্তর জীবনে নেপোলিয়নের এই বাগ্মিতা শক্তির কখনও হ্রাস হয় নাই—নেপোলিয়ন সকল সময়েই সৈন্যগণের অকুণ্ঠ আনুগত্য লাভ করিয়াছেন।

নেপোলিয়নের মিশর অভিযান ও প্রাচ্য পরিকল্পনা

ইটালী অভিযানের পর নেপোলিয়নের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। ফ্রান্সের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র অভিনন্দিত হইতে লাগিলেন। অষ্ট্রীয়া ও সার্ডিনিয়ার পরাজয়ের পর মাত্র ইংলণ্ড অবশিষ্ট শত্রু রহিল। দ্বৈপায়ন-রাষ্ট্র বলিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ ফ্রান্সের পক্ষে অসাধ্য ছিল। অতএব ইংলণ্ডকে অবনত করার জন্য নেপোলিয়ন এক বিকল্প উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইজিপ্ট ইংলণ্ডের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের প্রবেশ দ্বার—ইজিপ্ট জয় করিলে ইংলণ্ডের প্রাচ্যের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই পরোক্ষ আঘাতের দ্বারা ইংলণ্ডকে পরাভূত করা যাইবে এই বিশ্বাসে নেপোলিয়ন ইজিপ্ট অভিযানের পরিকল্পনা করিলেন। নেপোলিয়নের ইজিপ্ট অভিযান তাহার প্রাচ্য পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ শক্তি বিতাড়ন করা ও তুরস্ককে পরাজিত করিয়া তুরস্কাধিকৃত এশিয়া মাইনর ও বল্কান অঞ্চলে ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তারের কামনাও তাহার ছিল। ক্যাম্পোফর্মিও-র সন্ধিতে (১৭৯৭) এই জন্যই নেপোলিয়ন পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরস্থিত আয়োনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ফ্রান্সের অধিকারে আনিয়াছিলেন।

ভূমধ্যসাগরস্থিত বৃটিশ নৌ-বহরের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া ফরাসী নৌ-বাহিনী লইয়া নেপোলিয়ন ইজিপ্টে উপস্থিত হইলেন। যাত্রাপথে

নেপোলিয়ন মাল্টা দ্বীপ অধিকার করিয়া গেলেন। ইজিপ্টে মিশরীয় সৈন্যের সঙ্গে নেপোলিয়নের 'পিরামিডের যুদ্ধ' হইল। এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন জয়লাভ করিয়া ইজিপ্টে ফ্রান্সের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন। অতঃপর নেপোলিয়ন ইজিপ্ট পরিত্যাগ করিয়া সিরিয়ায় উপস্থিত হইলেন। সিরিয়ায় কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও নেপোলিয়ন 'একার' নগরী অবরোধ করিয়া উহা দখল করার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইলেন। ইতিমধ্যে বৃটিশ নৌ-সেনাপতি নেলসনের নেতৃত্বে বৃটিশ রণতরী নীল নদীর উপকূলে অবস্থিত নেপোলিয়নের নৌ বহরকে আক্রমণ করিল। এই নৌ-যুদ্ধে (নীল নদীর যুদ্ধ বা আবুকির বে-র যুদ্ধ) ফরাসী নৌ-বহর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। নেপোলিয়ন ও ফরাসী বাহিনীর ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হইল। সিরিয়া অভিযান-কালে নেপোলিয়ন ফ্রান্স হইতে নানা রকম অশান্তির সংবাদ পাইলেন এবং এই সময়ে ফ্রান্সে তাহার উপস্থিতি অত্যাবশ্যক মনে করিয়া তিনি স্বল্পসংখ্যক সৈন্যসহ বৃটিশ নৌ-বহরের লক্ষ্য এড়াইয়া জলপথে কোনমতে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ডাইরেক্টরীর পতন

আভ্যন্তরীণ বিরোধ

ডাইরেক্টরীর সভ্যগণের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধের অন্ত ছিল না। অধিকন্তু পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় পদে পদে ভুল হইতেছিল। ফ্রান্সেও ডাইরেক্টরীর যথেষ্ট শত্রু ছিল। রাজতন্ত্রী ও উগ্রপন্থীরা বিভিন্ন উপায়ে ডাইরেক্টরীকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। ডাইরেক্টরীর মধ্যে তেমন উপযুক্ত লোক না থাকায় চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল।

ডাইরেক্টরীর পররাষ্ট্রনীতি মোটেই জনপ্রিয় ছিল না। মিশর অভিযানে নেপোলিয়নের অনুপস্থিতিকালে ফ্রান্স সুইজারল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া ইহা অধিকার করিল এবং ইহার প্রাচীন শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া তৎস্থলে

হেলভেটিক রিপাব্লিক নামে এক নূতন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিল। ডাইরেক্টরী পোপের সঙ্গেও অকারণ বিবাদ করিয়া পোপের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিল। হল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র ফ্রান্সের শাসনতন্ত্রের আদর্শে পরিবর্ত্তিত হইল, জেনেভা ফ্রান্সের অন্তভুক্ত করা হইল এবং ফরাসী বাহিনী পীডমণ্ট অধিকার করিয়া বসিল। ডাইরেক্টরীর এই সমস্ত আক্রমণাত্মক নীতির সুযোগে ইংলণ্ড পুনরায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয়া ও রাশিয়াকে সহযোগী করিয়া এক নূতন রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিল। রাশিয়ার সেনাপতি সুভোরফ ইটালী আক্রমণ করিয়া নেপোলিয়নের কার্য্যাবলী প্রায় নিস্ফল করিয়া দিলেন। সর্ব্বত্র ফ্রান্সের পরাজয় হইতে লাগিল—জার্ম্মাণী ও ইটালী হইতে ফরাসীরা বিতাড়িত হইল।

অপ্রিয় পররাষ্ট্রনীতি

আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও ক্রমবর্দ্ধমান পরাজয়ের ফলে ডাইরেক্টরী ক্রমশঃ অপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল। এই অপ্রিয়তার সুযোগে ফ্রান্সের অন্যতম ডাইরেক্টর এবি সিইয়েস ডাইরেক্টরী ভাঙ্গিয়া দিবার পরিকল্পনা করিলেন এবং নেপোলিয়নের সহযোগিতা ব্যতীত ইহা অসম্ভব বুঝিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া এবি সিইয়েস-এর সঙ্গে যোগদান করিলেন এবং সামরিক শক্তিদ্বারা বলপূর্ব্বক (Coup D'etat) ডাইরেক্টরী ভাঙ্গিয়া দিলেন (৯ই নভেম্বর, ১৭৯৯)। নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য সিইয়েস, ডুকোস ও নেপোলিয়নকে লইয়া এক অস্থায়ী কন্‌সালেট গঠিত হইল।

নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্ত্তন ও Coup D'etat, 9 Nov, 1799

কন্‌সালেট, ১৭৯৯-১৮০৪

প্রচ্ছন্ন সামরিক একনায়কত্ব ডাইরেক্টরীর পতনের পর নূতন শাসনতন্ত্র ঃ—১৭৯৯ খৃঃ-এর পর চতুর্থ শাসন ব্যবস্থা—কনসালেটের কার্য্যকাল আরম্ভ হইল। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে দশ বৎসরের জন্য মনোনীত তিনজন

কন্সালের হস্তে নির্ব্বাহিক ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। প্রথম কন্সাল বাস্তবপক্ষে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইল, ও অপর দুইজন ইহার উপদেষ্টারূপে থাকিল। বোনাপার্টি প্রথম কন্সাল নিযুক্ত হইলেন। আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তিনটি পরিষদের হস্তে অর্পিত হইল—কাউন্সিল অফ্ ষ্টেট, ট্রিবিউনেট ও লেজিস্লেটিভ বডি। সিনেট নামে অপর একটি উচ্চতর পরিষদের সৃষ্টি করা হইল। সিনেটের কর্ত্তব্য হইল আইন পরিষদ প্রেরিত কোন প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জ্জন করা।

বহিরঙ্গের দিক দিয়া এই নূতন শাসনতন্ত্রকে যথাযুক্ত প্রতিনিধিমূলক করার কোন ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা প্রথম কন্সালের হস্তেই রহিল। নেপোলিয়ন প্রথম কন্সালরূপে সমস্ত পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেন। নামে সাধারণতন্ত্র হইলেও বাস্তবপক্ষে ফ্রান্সে এক-নায়কের অধীনে স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইল। প্রকারান্তরে নেপোলিয়ান ফ্রান্সের সর্ব্বময় ভাগ্যনিয়ন্তা হইলেন।

নেপোলিয়নের দ্বিতীয় ইটালী অভিযান

কনসালেটের প্রথম কর্ত্তব্য হইল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গঠিত দ্বিতীয় রাষ্ট্রজোট ভাঙ্গিয়া দিয়া নেপোলিয়নের অনুপস্থিতিতে যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহার প্রতিবিধান করা। রাশিয়া ইতিমধ্যে রাষ্ট্রজোট পরিত্যাগ করায় অবশিষ্ট শক্তি ইংলণ্ড ও অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করা স্থির হইল। নেপোলিয়ন মোরোকে অষ্ট্রীয়া আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন, আর স্বয়ং ইটালী হইতে অষ্ট্রীয়াকে বিতাড়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে। অসীম সাহসিকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া ফরাসী বাহিনী সেণ্ট বার্ণার্ড গিরিবর্ত্ম অতিক্রমপূর্ব্বক অষ্ট্রীয়ান সৈন্যদলের সম্মুখীন হইল। অষ্ট্রীয়ার সৈন্যদল

মারেঙ্গো ও হোয়েনলিণ্ডেনের যুদ্ধ

ম্যারেঙ্গো-র রণক্ষেত্রে (১৮০০) নেপোলিয়নের হস্তে পরাজিত হইল এবং ইটালী পুনর্ব্বার ফ্রান্সের করায়ত্ত হইল। কয়েক মাস পরে সেনাপতি মোরো-ও হোয়েনলিণ্ডেন-এর রণক্ষেত্রে অষ্ট্রীয়াকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিলে অষ্ট্রীয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল। লুনেভিলি-র সন্ধিতে অষ্ট্রীয়া ক্যাম্পোফর্ম্মিও-র সন্ধি অনুযায়ী ফ্রান্সের অধিকারে যে সমস্ত স্থান থাকা সম্বন্ধে স্বীকৃতি দিয়াছিল তাহা পুনরনুমোদন করিল এবং রাইন নদীকে ফ্রান্সের পূর্ব্ব সীমানা বলিয়া মানিয়া লইল।

লুনেভিলির সন্ধি, ১৮০১

আমিয়েন্‌স-এর সন্ধি, ১৮০২

ইংলণ্ডের সঙ্গে কোন ক্রমেই আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে জব্দ করার জন্য কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রুপক্ষের মাল বহন করিতেছে এই সন্দেহে ইংলণ্ডের রণতরী সমুদ্রগামী সমস্ত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বাণিজ্যতরী আটকাইয়া অনুসন্ধান করিত। এই অন্যায় তল্লাসের জন্য সমস্ত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ক্ষুব্ধ ছিল। নেপোলিয়ন এই ক্ষুব্ধতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া রাশিয়াকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। ফলে রাশিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন ও ফ্রান্স একজোট হইয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে 'সশস্ত্র নিরপেক্ষতা'-র সৃষ্টি করিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ডের উপরোক্ত তল্লাসের কার্য্যে বাধা প্রদান করা। ইংলণ্ডও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন-হেগেন-এর উপর গোলাবর্ষণ করিল এবং পাছে সমস্ত ডেনিস রণতরী নেপোলিয়নের হাতে পড়ে এই আশঙ্কায় পূর্ব্বাহ্নে সমস্ত ডেনিস রণতরী আটক করিল। ইতিমধ্যে রাশিয়ার জার পল মৃত্যুমুখে পতিত হইলে 'সশস্ত্র নিরপেক্ষতা' ভাঙ্গিয়া গেল এবং ইংলণ্ডও অসুবিধার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

এতদ্ব্যতীত নেপোলিয়ন ইজিপ্টে যে সৈন্যবাহিনী রাখিয়া আসিয়াছিলেন তাহা আবুকিরের যুদ্ধে পরাস্ত হইলে ইজিপ্ট নেপোলিয়নের অধিকারচ্যুত

হইল। এই সমস্ত বিপর্য্যয়ে নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধি করিতে আগ্রহান্বিত হইলেন। ইংলণ্ডও দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া রণক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং উভয়পক্ষের সম্মতিতে ১৮০২ খৃঃ-এ আমিয়েন্স-এর সন্ধি অনুষ্ঠিত হইল। এই সন্ধি অনুযায়ী ইংলণ্ড সিংহল ও ত্রিনিদাদ ব্যতীত ফ্রান্স ও তাহার মিত্রপক্ষের যে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করিল এবং অচিরে মাল্টাদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল। ফ্রান্স নেপলস্ ও পোপের রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইল এবং ইজিপ্ট তুরস্কের সুলতানের হস্তে পূর্ব্ববৎ প্রত্যর্পিত হইবে বলিয়া স্বীকৃত হইল।

আমিয়েন্সের সন্ধির সমালোচনা ঃ—এই সন্ধি নেপোলিয়নের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই সন্ধিতে এযাবৎকাল নেপোলিয়ন ইউরোপের যে সকল স্থান ফ্রান্সের অঙ্গভুক্ত করিয়াছিল ইংলণ্ড তাহা সমস্ত স্বীকার করিয়া লইল। এক কথায়, কন্টিনেণ্টের বিধি ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের কোন হাত রহিল না,—সমস্ত ব্যাপারে নেপোলিয়নের অবাধ হস্তক্ষেপের অধিকার প্রদত্ত হইল। ১৭৯৩ খৃঃ-এ ফ্রান্স বেলজিয়াম অধিকার করিয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সন্ধিতে বেলজিয়ামের উপর ফ্রান্সের অধিকার থাকিবে এই সর্ত্ত ইংলণ্ড স্বীকার করিল।

কিন্তু এই সন্ধির যথেষ্ট ত্রুটি ছিল এবং সেইজন্যই ইহা স্থায়ী হইতে পারে নাই,—মাত্র সাময়িক যুদ্ধ-বিরতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ফ্রান্স যুদ্ধে জয়লাভ না করিয়াও সুবিধাজনক সর্ত্ত লাভ করিল এবং নেপোলিয়ন কর্তৃক বিজিত স্থানসমূহ তাহার আয়ত্তে রহিল। অপরপক্ষে অপরাজিত থাকিয়াও ইংলণ্ডকে ইউরোপের বাহিরে অধিকৃত অঞ্চল ফ্রান্সের হস্তে সমর্পণ করিতে হইল, বিনিময়ে তাহাকে কোন সুবিধা প্রদত্ত হইল না। এই অস্বাভাবিক অবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না। উভয় পক্ষই শক্তি সঞ্চয়ের অবকাশ পাইবার জন্য এই সন্ধিতে সম্মত হইয়াছিল।

Contribution to France & Europe.

শাসক হিসাবে নেপোলিয়ন

নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ সংস্কারঃ—অষ্ট্রীয়া ও ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি সম্পাদিত হইবার পর নেপোলিয়ন ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও বিবিধ উন্নতিমূলক কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। এই আভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্য্যের জন্যই নেপোলিয়ন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক বলিয়া কীর্ত্তিত হন। বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের বহু সামাজিক বৈষম্য অন্তর্হিত হইয়াছিল ; সেই সব বৈষম্য ও সামাজিক অন্তরায় স্থায়ী ভাবে বিদূরিত হইয়া যাহাতে ফ্রান্সের কল্যাণ হয় তজ্জন্য নেপোলিয়ন উক্ত পরিবর্ত্তন সরকারীভাবে স্বীকার করেন এবং আইনের মর্য্যাদা প্রদান করেন। নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লব-বিধ্বস্ত ফ্রান্সের ক্ষত অঙ্গে শান্তির প্রলেপ প্রদান করিয়া ফরাসী জাতিকে সুস্থ ও সঞ্জীবিত করিয়া তোলা। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিপ্লবের অন্যতম মূলমন্ত্র 'সাম্য'কে যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। তাহার সংস্কারের ফলে ফ্রান্সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—কিন্তু স্বাধীনতাকে নেপোলিয়ন সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। স্বাধীনতার নামে বহু অনাচার অনুসৃত হইতেছে দেখিয়া তিনি জনসাধারণের হস্তে স্বাধীনতার অধিকার অর্পণ করিতে প্রস্তুত হন নাই।

প্রথমতঃ, নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সমস্ত শ্রেণীর সহানুভূতি অর্জ্জন করার জন্য দেশত্যাগী ও বুরবোঁ সমর্থকদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া দিলেন।

শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

সরকারী চাকুরীতে প্রবেশাধিকার সর্ব্বশ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত রহিল। অতীতের রাজনীতিক মতবাদের জন্য কাহাকেও নিপীড়ন করা হইল না। Forgive and forget—এই উদার নীতি প্রবর্ত্তনের ফলে জনসাধারণ আশ্বস্ত হইল এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সমৃদ্ধি পুনরায় ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করিল।

রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের সমর্থন লাভের জন্য নেপোলিয়ন ধর্ম্ম সম্বন্ধেও আপোষ রফা করিলেন। এই উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন পোপের সঙ্গে যে চুক্তিতে

আবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা Concordat (১৮০১) নামেখ্যাত এই চুক্তির বলে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মকে ফ্রান্সের অধিকাংশ লোকের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হইল। ১৭৯৪ খৃঃ হইতে ফরাসী যাজক সম্প্রদায় আর্থিক সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় নেপোলিয়ন যাজকদের ব্যয়ভার বহনে সম্মত হইলেন—বিনিময়ে পোপকেও বিপ্লবের সময় চার্চ্চের যে ভূসম্পত্তি রাষ্ট্রসাৎ করা হইয়াছিল তাহার বৈধতা স্বীকার করিয়া লইতে হইল। অবশ্য চার্চ্চকে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইল। এই ব্যবস্থায় নেপোলিয়নের দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পোপের সঙ্গে আপোষ

Concordat, 1801

চার্চ্চের সঙ্গে আপোষের ফলে যেমন ফ্রান্সের ধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ বিবাদ বন্ধ হইল তেমনি ধর্ম্মপ্রাণ ফরাসী জনসাধারণ ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের উপর শ্রদ্ধাশাল হইল। ক্যাথলিক ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মাচরণের অবাধ অধিকারও নেপোলিয়ন প্রদান করিয়াছিলেন।

ফল—ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক

এতদ্ব্যতীত বিপ্লবের সময়ে উপেক্ষিত বহু পূর্ত্তকার্য্য সম্পাদনের কার্য্যে নেপোলিয়ন অগ্রসর হন। তিনি বহু রাজপথ সংস্কার ও নির্ম্মাণ, খাল খনন এবং পোতাশ্রয়গুলির সংস্কার সাধন করিয়া বাণিজ্য-তরীর গমনাগমনের সুবিধা করেন। আল্পস্ পর্ব্বতের উপর দিয়া তিনি যে সামরিক রাজপথ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন তাহা পূর্ত্তকার্য্যের অন্যতম আশ্চর্য্য নিদর্শন ছিল।

পথঘাট সংস্কার ও নির্ম্মাণ

ফ্রান্সের পুরাতন কীর্ত্তিসৌধসমূহ জীর্ণ ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নেপোলিয়ন প্রাচীন সৌধ সমূহের সংস্কার সাধন এবং নূতন কীর্ত্তিসৌধ নির্ম্মাণ করিয়া প্যারিস ও অন্যান্য সহরের শ্রীবর্দ্ধন করেন। নেপোলিয়ন-প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত সৌধ অদ্যাপি ফ্রান্সের গৌরবের বস্তু।

জনহিতকর কার্য্য

শিক্ষার উন্নতি

শিক্ষার প্রসারের জন্য নেপোলিয়নের কম আগ্রহ ছিল না। জনশিক্ষার বৃদ্ধির জন্য তিনি ইউনিভার্সিটি অফ্ ফ্রান্স-এর প্রতিষ্ঠা এবং বহু মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন করেন। বহু স্থান হইতে নেপোলিয়নকর্তৃক সংগৃহীত দুর্লভ শিল্পদ্রব্য ও তৈল-চিত্র ইহাদের গৌরব বৃদ্ধি করিল।

সিভিল কোড

নেপোলিয়নের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব-জনক এবং স্থায়ী কার্য্য ফ্রান্সের জন্য ন্যায়-সংহিতা (সিভিল-কোড) বা "কোড নেপোলিয়ন" প্রণয়ন। পূর্ব্বে ফ্রান্সের সকল শ্রেণীর প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে এমন কোন সুসমঞ্জস আইন বিধি ছিল না। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন আইন সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সমগ্র ফ্রান্সের জন্য এক সাধারণ আইন সঙ্কলন করেন। এই আইনের বলে ফ্রান্সের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক এবং আইনগত বৈষম্য দূরীভূত হইল। কোড নেপোলিয়নকে বিপ্লবের স্থায়ী সামাজিক ফল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কোড নেপোলিয়নের প্রভাব ইউরোপের সামাজিক প্রগতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল। ইহার বলে আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এই নীতি সর্ব্বত্র প্রসারিত হইল এবং ক্রমশঃ সামন্তযুগীয় শ্রেণীবৈষম্য ইউরোপ হইতে অন্তর্হিত হইল। এই সিভিল কোডের মূলনীতি অথবা অধিকাংশ বিধান পরবর্ত্তী কালে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে গৃহীত হইয়াছিল।

ফ্রান্সের আর্থিক সমৃদ্ধির সুবিধার জন্য নেপোলিয়ন ব্যাঙ্ক অফ্ ফ্রান্স প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্ব্যতীত 'লিজিয়ন অফ্ অনার' নামক সম্মান-প্রতীকের সৃষ্টি করিয়া কেবলমাত্র গুণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নূতন এক অভিজাত সমাজের সৃষ্টি করেন। অতঃপর ফ্রান্সের সামাজিক প্রতিপত্তি গুণকৌলীন্যের উপর নির্ভরশীল হইল।

শাসন ব্যাপারে নেপোলিয়ন 'স্বাধীনতাকে' মোটেই প্রশ্রয় দেন নাই।

ফ্রান্সের যে সমস্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা নেপোলিয়ন সঙ্কুচিত করিলেন। অতঃপর প্রিফেক্ট, সাব-প্রিফেক্ট ও মেয়র প্রভৃতি যে সকল কর্ম্মকর্ত্তার পদ ছিল সমস্তই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নেপোলিয়ন কর্তৃক মনোনীত হইতে লাগিল। ইহাতে শাসনকার্য্যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইল।

স্বায়ত্ত-শাসক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা খর্ব্ব

নেপোলিয়নের কৃতিত্ব নিরূপণঃ—নেপোলিয়ন আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সিজার ও সার্লেমেন প্রভৃতি ইতিহাসবিশ্রুত দিগিজয়ী নরপতিদের সমগোত্রীয়। তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে তাহার মত অপর কোন একক ব্যক্তির মধ্যে এতাদৃশ বহুবিধ ক্ষমতার সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। রণপাণ্ডিত্যে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াও আশ্চর্য্য সমরকুশলতার বলে প্রতিপক্ষকে পর্য্যুদস্ত করিতে সক্ষম হইতেন। এই বিষয়ে অজস্র দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কেবলমাত্র সমরক্ষেত্রে নহে, শান্তির সময়েও তিনি যে সব নূতন বিধি বা সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহার মধ্যেও তাহার লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় রহিয়াছে। অপূর্ব্ব দূরদর্শিতার বলে তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে বিপ্লব বিক্ষুব্ধ ফ্রান্সের জন্য শান্তি অত্যাবশ্যক। যাহাতে জনসাধারণের মনে শান্তি ফিরিয়া আসিতে পারে তজ্জন্য সিভিল কোড বিধিবদ্ধ করা, পোপের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করা বা ব্যাঙ্ক অফ্ ফ্রান্স প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি কার্য্যে তিনি উদ্যোগী হইলেন। জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্যও তিনি কম প্রচেষ্টা করেন নাই। মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারী বা ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আভিজাত্যের পরিবর্ত্তে একমাত্র গুণকে সরকারী চাকুরীর মানদণ্ড স্থির করায় সামাজিক বৈষম্য অন্তর্হিত হইল। সম্মান-প্রতীক লিজিয়ন অফ্ অনার প্রবর্ত্তনের ফলে জন্মকৌলীন্যের পরিবর্ত্তে গুণকৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হইল। সিভিল কোডের দ্বারা আইনের দৃষ্টিতে সামন্ত

বা কৃষকের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এই সামাজিক সাম্যনীতি স্থাপিত হইল। সর্ব্বোপরি কর্ম্মকুশল ও সক্রিয় শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া নেপোলিয়ন ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা আনয়ন করিলেন।

কেবলমাত্র ফ্রান্সের জন্য নহে, ইউরোপের জন্যও নেপোলিয়ন যাহা করিয়াছেন তাহার মূল্য কম নহে। ইউরোপের যে সকল রাষ্ট্রের উপর তিনি অধিকার বিস্তার করিয়াছেন সর্ব্বত্র তিনি ফ্রান্সের মত আইন প্রবর্ত্তন, সমাজ সংস্কার ও সামন্তযুগীয় অবিচারের উচ্ছেদ করিতে যত্নবান হইয়াছেন। সকল প্রকার পরিবর্ত্তনের মূলে সাম্যনীতিই তাহার মানদণ্ড ছিল। তাহার সংস্পর্শে আসার জন্যই এই সব রাষ্ট্রে মধ্যযুগের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর অবসান হইয়া আধুনিক যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। উপরন্তু জার্ম্মাণী ও ইটালীর উত্তরকালীন ঐক্যবদ্ধতার জন্য নেপোলিয়নের দান স্মরণীয়। তাহার হস্তক্ষেপের ফলে এই দুই রাষ্ট্রের জটিল ব্যবস্থা সংক্ষিপ্ত হইয়া ভবিষ্যতের ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল।

ইউরোপের জন্য অবদান

নেপোলিয়নের অজস্র ও বিচিত্র কর্ম্মধারাবহুল জীবনের সঠিক পরিমাপ করা দুরূহ। তাহার জীবনের বহুবিধ কার্য্যের জন্য তিনি বিভিন্ন সমালোচকের দৃষ্টিতে প্রশংসিত ও নিন্দিত হইয়াছেন। জাতীয়তা ও স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া তিনি তীব্র সমালোচনার পাত্র হইয়াছেন। জাতীয়তার অধিকারকে পদদলিত করা তাহার চরিত্রের অন্যতম ত্রুটি সন্দেহ নাই। তাহার কর্ম্মকৃতি অজস্র ছিল বলিয়াই চরিত্রের ক্ষুদ্র ত্রুটিও বৃহৎ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন

নেপোলিয়নের কর্ম্মকৃতির মধ্যে ফরাসী বিপ্লব কতটা সার্থকতা লাভ করিয়াছিল এই প্রশ্ন বিচারসাপেক্ষ। "Napolean showed himself at once the heir of the Revolution and the product of

the reaction against it.—নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের উত্তরসাধক ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন এবং এই প্রসঙ্গে নেপোলিয়নের- 'I am the Revolution' উক্তি সমর্থন করেন।

নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের 'সাম্য' নীতিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া তাহার বিবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন। এই সাম্যনীতি নেপোলিয়নের সিভিল কোডে বা সরকারী কর্ম্মনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল। আইনের দৃষ্টিতে কোন ভেদ নাই, বা গুণানুসারে সকলেই সরকারী কর্ম্মের উপযুক্ত—এই নীতি অবলম্বন করাতে ফ্রান্সে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম মুখ্যবাণী 'স্বাধীনতা'-কে নেপোলিয়ন স্বীকার করেন নাই এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্র স্বাধীনতার অপহারক হইয়াছেন। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রজীবনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকার তিনি সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন। তাহার শাসনযন্ত্র ফ্রান্সের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনকে খর্ব্ব করিয়া একনায়কত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছেন। স্পেন ও জার্ম্মাণীকে ফ্রান্সের তাঁবেদার রাষ্ট্র করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং নেপোলিয়নের—'I am the Revolution' উক্তি আংশিক সত্য। ফরাসী বিপ্লবের একমাত্র সাম্যনীতিই তাহার বিবিধ কার্য্যাবলীর মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, অন্যান্য আদর্শ সম্বন্ধে তিনি অনুদার ছিলেন।

নেপোলিয়নের সম্রাট পদবী গ্রহণ :—প্রথম কন্সাল হিসাবে নেপোলিয়নের হস্তে ফ্রান্সের যাবতীয় নির্ব্বাহিক ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল। সমস্ত শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তিনি ফ্রান্সকে শক্তিমান্ রাষ্ট্রের মর্য্যাদায় উন্নীত করিলেন এবং বিবিধ সংস্কার কার্য্য প্রবর্ত্তন করিয়া অল্প-কালের মধ্যে ফ্রান্সের প্রথম ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। তাহারই ইচ্ছানুসারে সিনেট ও কাউন্সিল অফ্ ষ্টেট ফ্রান্সের জনসাধারণের নিকট প্রস্তাব করিল

৩০

যে নেপোলিয়নকে যাবজ্জীবনের জন্য কন্সাল নিযুক্ত করা হউক যাহাতে নেপোলিয়ন অব্যাহত ভাবে আরব্ধ সংস্কার কার্য্য ও অন্যান্য জনহিতকর পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে পারেন। জনসাধারণ এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিল এবং নেপোলিয়ন ফ্রান্সের আজীবন কন্সাল নির্ব্বাচিত হইলেন। ইহা দ্বারা নেপোলিয়নের সম্রাট্ পদবী গ্রহণ প্রত্যাসন্ন হইল।

ইতিমধ্যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল। রাজতন্ত্রীরা এই ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা ছিল এবং ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল নেপোলিয়নের প্রাণ সংহার করিয়া পুনরায় বুরবোঁবংশীয় কাহাকেও সিংহাসনে স্থাপিত করা। প্রথম কন্সালের প্রাণসংশয়কারী এই ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর নেপোলিয়ন বহু রাজতন্ত্রীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। এই দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে Duc d' Enghien নামে বুরবোঁবংশীয় অন্যতম প্রতিনিধি এক যুবক ছিল। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ইহার সংযোগ পর্য্যাপ্তরূপে প্রমাণিত হয় নাই বলিয়া অনেকে মনে করেন। যাহা হউক, এই ষড়যন্ত্রের পর প্রথম কন্সালের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ফ্রান্সের জাতীয় জীবনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী বলিয়া মনে হইল এবং নেপোলিয়নের জীবনের নিরাপত্তা ও ফরাসী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য ১৮০৪ খৃঃ-র মে মাসে নেপোলিয়ন সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ফ্রান্সের সিনেট এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া গণ-ভোটের জন্য প্রজাসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিলে প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নেপোলিয়ন সম্রাট পদবীর জন্য সমর্থন প্রাপ্ত হইলেন। কন্সালেটের যুগ হইতেই নেপোলিয়ন প্রকৃত প্রস্তাবে ফ্রান্সের এক-নায়ক ছিলেন, যদিও শাসনতন্ত্র নামে সাধারণতন্ত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। অতঃপর শুদ্ধ নামের আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে চলিবার কোন প্রয়োজন রহিল না। ফ্রান্স সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার অধীনে আসিল। প্যারিসের নোতরদেম গির্জ্জায় পোপের দ্বারা নেপোলিয়ন অভিষিক্ত হইলেন এবং পোপের হস্ত হইতে রাজমুকুট গ্রহণ করিয়া স্বয়ং মস্তকে পরিধান করিলেন (২রা ডিসেম্বর, ১৮০৪)।

নেপোলিয়নকে সম্রাট বলিয়া ফ্রান্সের স্বীকার করার কারণ ঃ—যে ফরাসী জনমত দশ বৎসর যাবৎ প্রাচীন রাজবংশকে বিদায় দিয়া সাধারণতন্ত্রকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল অকস্মাৎ তাহা কেন পুনরায় নেপোলিয়নকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিল তাহার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। প্রথমতঃ এই প্রসঙ্গে নেপোলিয়নের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"I found the crown of France lying on the ground and I picked it up with my sword." নেপোলিয়নের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে ফ্রান্সের সত্যই অত্যন্ত দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। ফ্রান্স চতুর্দ্দিক হইতে বিদেশী শত্রুর আক্রমণের ফলে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বাধীনতা নষ্ট হইবার ভয়ে শঙ্কিত ছিল। নেপোলিয়ন ইটালী অভিযান করিয়া অষ্ট্রীয়ার ক্ষমতা নষ্ট করেন এবং ভিয়েনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সন্ধি সর্ত্তে অষ্ট্রীয়াকে বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি নানাবিধ প্রজাহিতকর সংস্কার কার্য্য দ্বারা বিপ্লবের সময়ে কৃত বহু পরিবর্ত্তনকে স্থায়ী আকার প্রদান করেন। ফ্রান্সের জনসাধারণ বিগত দশ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক পরীক্ষার ফলে ব্যতিব্যস্ত তথা অসহিষ্ণু হইয়া কেবলমাত্র শান্তি শৃঙ্খলার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছিল। নেপোলিয়ন যখন শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়া ফ্রান্সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং ফ্রান্সের ভূমিলুণ্ঠিত রাজমুকুট স্বশিরে পরিধান করিবার আগ্রহ জানাইলেন তখন জনমত নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের সম্মান ও শান্তি-শৃঙ্খলার মূর্ত্ত প্রতীকরূপে ফ্রান্সের নরপতি বলিয়া গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিতে পারিল না; রাজবেশী নেপোলিয়নকে রাজতন্ত্রপ্রবণ ফরাসী জনসাধারণ স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করিল। বস্তুতঃ নেপোলিয়ন সম্রাটপদে অভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা স্বীয় কর্ম্মকুশলতার দ্বারাই অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ—জনসাধারণ নেপোলিয়নকে ফরাসী বিপ্লব-সৃষ্ট নেতা জানিয়া তাহার হস্তে বিপ্লবী যুগের কৃত ভৌমিক বা সামাজিক পরিবর্ত্তনাবলী

অক্ষুণ্ণ থাকিবে ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিল। কার্য্যতঃ নেপোলিয়ন বিপ্লবী পরিবর্ত্তনকে আইনসঙ্গত করিয়া স্থায়ীরূপ প্রদান করিয়াছিলেন এবং জন্ম কৌলীন্য অপেক্ষা গুণকৌলীন্যকে তাহার যাবতীয় সংস্কারের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের এই সকল কর্ম্মকৃতির জন্য জনসাধারণ তাহাকে রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ স্থানে বসাইতে দ্বিধাবোধ করে নাই। বস্তুতঃ ফরাসী বিপ্লবের প্রাথমিক দাবী ছিল সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যের অবসান করা। নেপোলিয়নের হস্তে এই বৈষম্যের স্থায়ী অবসান হওয়াতে তাহারা ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াও নেপোলিয়নকে সম্রাট পদে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই।

তৃতীয়তঃ, নেপোলিয়নের প্রখর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্ম-প্রতিভা জনসাধারণের মনকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করিয়া নেপোলিয়ন ফ্রান্সের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন; এই গৌরবের মূলাধারকে নরপতি বলিয়া স্বীকার করার মধ্যে তাহাদের দ্বিধা থাকিবার কোন কারণ ছিল না।

সপ্তম অধ্যায়

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য, ১৮০৪-১৮১৫

সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন :—ফ্রান্সকে এইরূপ সাধারণতন্ত্র হইতে সাম্রাজ্যে পরিণত হইতে দেখিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গ আর উদাসীন থাকিতে পারিল না।

সাম্রাজ্য সাধারণতন্ত্র অপেক্ষা আশঙ্কাজনক

সাধারণতন্ত্র অপেক্ষা নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ইউরোপের পক্ষে ভীতির কারণ হইল। কেননা, নেপোলিয়নের মত প্রতিভাশালীর সামরিক একনায়কত্ব প্রতিরোধ করা ইউরোপের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে বলিয়া তাহারা মনে করিল। ইংলণ্ডের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং এই রাষ্ট্রজোট ফ্রান্সকে কোণঠাসা করিয়া নেপোলিয়নের আক্রমণাত্মক মনোভাব হইতে ইউরোপকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এই উদ্দেশ্যে ১৮০৪ খৃঃ হইতে ১৮১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত নেপোলিয়ন বনাম ইউরোপের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলিল। বিভিন্ন রণাঙ্গনে একের পর এক শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়া নেপোলিয়ন ইউরোপকে চমৎকৃত করিয়া তুলিলেন। পরিশেষে মিলিত শত্রুপক্ষের বিপক্ষতায় ওয়াটালু'র রণক্ষেত্রে নেপোলিয়নকে পরাজয় স্বীকার করিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রমঞ্চ হইতে চিরতরে অপসৃত হইতে হইল। ইউরোপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

নেপোলিয়নিক যুদ্ধ-বিগ্রহ :—আমিয়েন্সের সন্ধিসর্ত (১৮০২) অনুসারে ফ্রান্সের হস্তে ইংলণ্ডের মাল্টা দ্বীপ প্রত্যর্পণের কথা ছিল। কিন্তু

কারণ—নেপোলিয়নের প্রাচ্য-অভিসন্ধি

কার্যাক্ষেত্রে দেখা গেল সম্রাট হইবার পর নেপোলিয়ন তাহার প্রাচ্য-অভিসন্ধি কার্য্যে প[illegible] করিয়া ইংলণ্ডের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতেছেন। নেপোলিয়ন ভারতবর্ষের নরপতিবর্গকে ইংরাজের বিরুদ্ধে

উত্তেজিত করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। ইজিপ্ট পুনরধিকার করার জন্য সেনাপতি সেবাষ্টীয়ানি ইজিপ্টে প্রেরিত হইল। অধিকন্তু নেপোলিয়ন আমেরিকা মহাদেশস্থ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তার করার জন্য উদ্যোগী হইয়া তথায় হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়নের এই সমস্ত কার্য্যকলাপে ইংলণ্ড নেপোলিয়নের উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে সন্দিহান হইল এবং ভারতবর্ষে যাতায়াতের পক্ষে ভূমধ্য-সাগরীয় উল্লেখযোগ্য স্থান মাল্টা দ্বীপের অধিকার ফ্রান্সের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে অনিচ্ছুক হইল; ফলে পুনরায় ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

ইংলণ্ড সন্দিগ্ধ ও মাল্টা প্রত্যর্পণে অস্বীকৃত

যুদ্ধঃ—নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের রাজার পৈতৃক সম্পত্তি জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত হ্যানোভার বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া তথায় ইংলণ্ডের কোন তরী প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলেন। অতঃপর নেপোলিয়ন ইংলণ্ড আক্রমণের অভিপ্রায়ে ইংলিশ চ্যানেলের তীরে বুলোন বন্দরে রণতরী নির্ম্মাণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু ইংলণ্ড আক্রমণের পক্ষে ফ্রান্সের নৌশক্তি অপর্য্যাপ্ত বিবেচিত হওয়ায় জলপথে ইংলণ্ড আক্রমণের অভিপ্রায় পরিত্যক্ত হইল। মাত্র ছয় ঘণ্টার জন্য ইংলিশ চ্যানেলের অধিকার প্রাপ্ত হইলেই নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে আনুগত্য স্বীকার করাইতে সক্ষম হইতেন, কিন্তু তিনি তাঁহার জীবিত কালের মধ্যে কোনদিনই এই সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন না এবং দ্বৈপায়ন ইংলণ্ড অপরাজেয়ই রহিল। অধিকন্তু ট্রাফালগার-এর জলযুদ্ধে (১৮০৫) নৌ-সেনাপতি নেলসনের হস্তে সম্মিলিত ফরাসী ও স্পেনিশ নৌ-বহর ধ্বংস হওয়ায় ফরাসী নৌ-শক্তি অবশিষ্টকালের জন্য নিক্রিয় হইয়া রহিল। সমুদ্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অক্ষমতায় নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিপদে ব্যর্থ হইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়া নেপোলিয়নের বিপক্ষে সক্রিয় হইয়া উঠিল। রাশিয়া নেপোলিয়নের সম্রাট পদবী সুনজরের সঙ্গে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইল

না, আর অষ্ট্রীয়া ফ্রান্সের জন্য ইটালীর আধিপত্য হইতে বঞ্চিত হইয়া মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছিল। ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী পিট নেপোলিয়নের উচ্চাশাকে প্রতিহত করার জন্য ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া, রাশিয়া ও সুইডেনকে লইয়া নেপোলিয়নের বিপক্ষে তৃতীয় রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিলেন। এই রাষ্ট্রজোটের সংবাদ অবগত হইয়া নেপোলিয়ন ত্বরিত গতিতে অষ্ট্রীয়াকে উলম্-এ আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে পরাজিত করিলেন এবং সম্মিলিত রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়াকে অষ্টারলিজ-এর যুদ্ধে (Austerlitz, 1805) পুনরায় চূড়ান্তভাবে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। এই পরাজয়ের ফলে তৃতীয় রাষ্ট্রজোট ভাঙ্গিয়া গেল এবং পিট ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অষ্ট্রীয়া প্রেসবার্গ-এর অসম্মানজনক সন্ধিতে সম্মত হইতে বাধ্য হইল। এই সন্ধি অনুযায়ী অষ্ট্রীয়া ভিনিস ও টাইরল ফ্রান্সের হস্তে ছাড়িয়া দিল। নেপোলিয়নকৃত ইটালী-রাজ্যের সহিত ভিনিস ও ব্যাভেরিয়ার সহিত টাইরল সংযুক্ত করা হইল। অধিকন্তু অষ্ট্রীয়া ব্যাভেরিয়া ও ওয়ার্টেমবার্গ-কে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

অষ্টারলিজ, ১৮০৫

তৃতীয় রাষ্ট্রজোট ভাঙ্গিয়া গেল

নেপোলিয়নকৃত ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তন

প্রেসবার্গের সন্ধির পর নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সুবিধার জন্য স্বেচ্ছানুযায়ী ইউরোপের মানচিত্র পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার পর ইটালীস্থ Cis Alpine Republic-কে 'ইটালী রাজ্য' এই নামকরণ করিয়া স্বয়ং ইটালীর নরপতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। অষ্টারলিজের জয়লাভের পর বাটাভিয়ান সাধারণতন্ত্রেরও নূতন নামকরণ হইল। ইহা 'হল্যাণ্ড-রাজ্য' বলিয়া অভিহিত হইল এবং নেপোলিয়নের ভ্রাতা লুই বোনাপার্ট হল্যাণ্ড রাজ্যের রাজা হইলেন। অপর

ভ্রাতা জোসেফ নেপল্‌সের অধিপতি হইলেন। এই সকল পরিবর্ত্তনের মূলে নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের চতুষ্পার্শ্বে নেপোলিয়নের মুখাপেক্ষী কতকগুলি উপ-রাজ্যের সৃষ্টি করা। ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্রের যুগের সৃষ্ট সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র-সমূহ বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিবর্ত্তিত হইল।

জার্ম্মাণী পুনর্গঠিত—রাইনের রাষ্ট্রপুঞ্জ ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অবসান, ১৮০৬

নেপোলিয়নকৃত ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন জার্ম্মাণীতে সংঘটিত হইল। নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল জার্ম্মাণীর সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাষ্ট্রদ্বয় প্রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়ার ক্ষমতা খর্ব্ব করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি পশ্চিম জার্ম্মাণীতে কতকগুলি এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিলেন যাহারা স্বার্থবৃদ্ধির জন্য সর্ব্বতোভাবে ফ্রান্সের মুখাপেক্ষী থাকিবে, অথচ অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের রক্ষা-প্রাকারের কাজ করিবে।

অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ক্ষমতা খর্ব্ব করা উদ্দেশ্য ছিল

উপরোক্ত ব্যবস্থানুযায়ী নেপোলিয়ন প্রেসবার্গের সন্ধিতে ব্যাভেরিয়া ও ওয়ার্টেমবার্গকে 'ডাচি' হইতে রাজ্যপদে উন্নীত করিলেন এবং অষ্ট্রীয়া হইতে কিছু অঞ্চল প্রদান করিয়া ইহাদের আয়তন বৃদ্ধি করিলেন। ব্যাডেন-এর 'নির্ব্বাচক'ও এই ব্যবস্থার ফলে অষ্ট্রীয়ার অঞ্চল বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া বৃহত্তর হইল এবং গ্রাণ্ড ডিউক উপাধিতে ভূষিত হইল। অধিকন্তু ইহারা সকলেই নেপোলিয়নের পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া জার্ম্মাণীতে নেপোলিয়নের সহায়ক হইল। অতঃপর নেপোলিয়ন ব্যাভেরিয়া, ওয়ার্টেম-বার্গ, ব্যাডেন ও অপর তেরোটি রাষ্ট্রের সম্মিলনে জার্ম্মাণীতে Confederation of the Rhine বা রাইনের রাষ্ট্রযূথ সৃষ্টি করিলেন। এই নবসৃষ্ট

রাষ্ট্রযূথ পবিত্র রোমান সম্রাটের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া নেপোলিয়নকে তাহাদের পালক বলিয়া স্বীকার করিল এবং সর্ব্বতোভাবে নেপোলিয়নকে সাহায্যের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। এই রাইনের রাষ্ট্রযূথের মধ্যস্থিত অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তা অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে সন্নিহিত বৃহত্তর রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

রাইনের রাষ্ট্রযুথ

এই রাইনের রাষ্ট্রযূথ সৃষ্টির ফলে জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রব্যবস্থায় নূতন পরিবর্ত্তন আসিল। তিনশতাধিক জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রসংখ্যা মাত্র চল্লিশটিতে নামিয়া আসিল। সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস জার্ম্মাণীর রাজন্য বর্গের আনুগত্য হইতে বঞ্চিত হইয়া পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের 'সম্রাট' উপাধি পরিত্যাগ করিলেন এবং অতঃপর অষ্ট্রীয়ার সম্রাট নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। সহস্র বৎসরের পুরাতন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের এইরূপে অবসান ঘটিল।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি

এতদ্ব্যতীত নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার ক্ষমতাও খর্ব্ব করিলেন। প্রাশিয়া তৃতীয় রাষ্ট্রজোটের সভ্য না হইলেও তাহার মনোভাব ফ্রান্সের প্রতিকূল ছিল। নেপোলিয়ন Schonburnn-এর সন্ধিদ্বারা প্রাশিয়াকে ফ্রান্সের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন। এই রাইন অঞ্চলকে গ্রাণ্ড ডাচি অফ্ বার্গে'-এ পরিণত করা হইল এবং মুরাটকে ইহার অধিকার প্রদত্ত হইল। বিনিময়ে প্রাশিয়ার হস্তে হ্যানোভার অর্পিত হইল। এই অবাঞ্ছনীয় অঞ্চল প্রাপ্তিতে প্রাশিয়ার কোন সুবিধা হইল না, অধিকন্তু ইংলণ্ডের রাজার পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায় প্রাশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের বিরোধের সূচনা হইল।

জার্ম্মাণীতে নেপোলিয়নকৃত পরিবর্ত্তনের ফলাফল

প্রথমতঃ, এই পরিবর্ত্তনের ফলে জার্ম্মাণীর পরোক্ষ উপকার হইল। পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে তিনশতের অধিক বিভিন্ন রাষ্ট্র ছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের

মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘর্ষ ও ঈর্ষ্যাবিবাদ থাকায় জার্ম্মাণীর ঐক্যবন্ধন সুদূর-পরাহত হইয়া উঠিয়াছিল। নেপোলিয়নের পরিবর্ত্তনের ফলে জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রসংখ্যা মাত্র চল্লিশটিতে পরিণত হইল এবং এই সংক্ষিপ্তকরণের দ্বারা জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ ঐক্যের পথ প্রশস্ত হইল। বলপ্রয়োগ ব্যতীত এই জটিল ব্যবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব ছিল। এই পরিবর্ত্তন জার্ম্মাণীর ঐক্যের পরোক্ষ সহায়ক হইল।

রাষ্ট্রীয় জটিলতা দূর হইয়া ঐক্যের পথ প্রশস্ততর

দ্বিতীয়তঃ—নেপোলিয়নের মুখাপেক্ষী হওয়ায় এই সব রাষ্ট্রে ফ্রান্সের প্রভাব অত্যধিক হইল এবং ফ্রান্সের আদর্শে এই সব রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা পরিগৃহীত হইল। নেপোলিয়নের সিভিল কোডের প্রভাবও এই সকল রাষ্ট্রের সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত করিতে সাহায্য করিল। মোট কথা, ফ্রান্সের সংস্পর্শে আসা জার্ম্মাণীর পক্ষে কল্যাণকর হইল।

ফ্রান্সের সংস্পর্শে সামাজিক পরিবর্ত্তন

প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ

প্রাশিয়া এতাবৎকাল নেপোলিয়নের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখিয়া নিরপেক্ষ-ভাবে অবস্থান করিতেছিল এবং তৃতীয় রাষ্ট্র জোটে নেপোলিয়নের শত্রুপক্ষে যোগদান করে নাই। কিন্তু নেপোলিয়ন এই নিরপেক্ষতার কোন মূল্য না দিয়া প্রাশিয়ার নিকট হইতে অঞ্চল বিশেষ গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিলেন না। অধিকন্তু জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বেচ্ছামত হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়নের এই সব কার্য্যে প্রাশিয়ার জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইল এবং তেজস্বী রাণী লুইসার প্রশ্রয়ে অপদার্থ সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়মকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য চাপ দিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে হ্যানোভার প্রাশিয়ার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি

জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপে ক্ষুব্ধ

প্রকাশ পাইল যে নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার হস্ত হইতে হ্যানোভার ইংলণ্ডকে অর্পণ করিবার কথাবার্তা চালাইতেছেন। এই সংবাদে প্রাশিয়ার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল এবং রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইয়া প্রাশিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। নেপোলিয়ন অতি দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া প্রাশিয়াকে জেনা ও অষ্টারড্যাট-এর যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাস্ত করিলেন—সমগ্র প্রাশিয়া ফ্রান্সের করতলগত হইবার উপক্রম হইল। নেপোলিয়ন বিজয় গৌরবে প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিনে প্রবেশ করিল প্রাশিয়া অবনতি স্বীকার করিল (১৮০৬)। ফ্রেডারিকের সুবিখ্যাত তরবারি, বার্লিনের মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারী হইতে বহু মূল্যবান দ্রব্য বিজয়-স্মারক হিসাবে প্যারিসে স্থানান্তরিত হইল।

জেনা ও অষ্টারডাট-এ পরাজিত

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ও টিলসিটের সন্ধি (১৮০৭)

অষ্ট্রীয়ার সাহায্যার্থে জার আলেকজাণ্ডার প্রেরিত সৈন্যবাহিনী প্রাশিয়াতে অবস্থান করিতেছিল। অতঃপর নেপোলিয়ন রাশিয়াকে শাস্তি দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে নেপোলিয়ন Eylau রণক্ষেত্রে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু ফলাফল অনিশ্চিত রহিল। এই বৎসরের গ্রীষ্মকালে নেপোলিয়ন পুনরায় রাশিয়ার সৈন্যদলকে ফ্রীডল্যাণ্ডের যুদ্ধে আক্রমণ করিলেন এবং চূড়ান্তরূপে রাশিয়াকে পরাজিত করিলেন। জার যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন—পরে টিলসিটের সন্ধিতে (১৮০৭) রাশিয়া ও প্রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের বিরোধের অবসান হইল।

রাশিয়ায় পরাজয় ও টিলসিটের সন্ধি—১৮০৭

টিলসিটের সন্ধিতে রাশিয়ার রাজ্য অক্ষুণ্ণ রহিল; কিন্তু প্রাশিয়াকে স্বীয় রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ হস্তচ্যুত করিতে হইল। প্রাশিয়া হইতে গৃহীত অঞ্চল দ্বারা দুইটি নূতন রাষ্ট্র সৃষ্ট হইল। পশ্চিমদিকে 'ওয়েষ্টফেলিয়ার রাজ্য' সৃষ্ট

হইল এবং নেপোলিয়নের অন্য ভ্রাতা জেরোম এই রাজ্যের অধিপতি হইলেন। পূর্ব্বদিকে প্রাশিয়ার হস্ত হইতে পোলিস অঞ্চল কাড়িয়া লইয়া তদ্বারা 'গ্রাণ্ড ডাচি অফ্ ওয়ার্স' রাষ্ট্র সৃষ্ট হইল। স্যাক্সনির 'নির্ব্বাচক'-কে এই রাজ্যের ভার প্রদান করা হইল। এইরূপে অর্দ্ধাঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রাশিয়া বাল্টিক উপকূলের সামান্য একটি রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া রহিল।

প্রাশিয়া অর্দ্ধাঙ্গ হইতে বঞ্চিত

টিলসিটের সন্ধির সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়নের মধ্যে ইউরোপের আধিপত্য বণ্টন করিবার জন্য গোপন চুক্তি। নেপোলিয়নের প্রস্তাবে জার সম্মত হইলেন। এই গোপন চুক্তি অনুসারে স্থির হইল নেপোলিয়ন পশ্চিম ইউরোপের আর রাশিয়া পূর্ব্ব ইউরোপের একচ্ছত্র অধিপতি হইবেন। রাশিয়া নেপোলিয়নের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল। বিনিময়ে ফ্রান্সও সুইডেন ও তুরস্কের অঞ্চল বিশেষ অধিকারের ব্যাপারে রাশিয়াকে সমর্থন করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। এই ব্যবস্থায় ফ্রান্স ইউরোপের মধ্যস্থলে থাকিয়া লাটিন জাতির উপর প্রভুত্ব করিবে, আর রাশিয়া গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে এশিয়ায় সম্প্রসারিত হইবে বলিয়া স্থির হইল। তরুণ জার প্রথম আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নের এই মহতী পরিকল্পনার দ্বারা আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। জার ভাবিলেন, এই পরিকল্পনায় সম্মত হইয়া তিনি তাহার পূর্ব্বপুরুষ পিটার এবং দ্বিতীয় ক্যাথারিণের নীতিই অনুসরণ করিতেছেন।

জার ও নেপোলিয়নের মধ্যে পৃথিবী বণ্টনের পরিকল্পনা

টিলসিটের সন্ধি হইতে ওয়াটারলু, ১৮০৭-'১৫

টিলসিটের সন্ধিতে (১৮০৭) নেপোলিয়নের ক্ষমতা সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইল। ইউরোপে ইংলণ্ড ব্যতীত তাহার কোন অপরাজিত প্রতি-

পক্ষ বর্ত্তমান রহিল না এবং তিনি ইউরোপের মানচিত্রকে স্বেচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি স্বয়ং ফ্রান্সের সম্রাট এবং ইটালীর রাজা হইলেন। রাইনের রাষ্ট্রযুথের পালক হিসাবে জার্ম্মাণীতে তাহার অবিসংবাদিত প্রভাব বিস্তৃত হইল। হেলভেটিক সাধারণতন্ত্র বা সুইজারল্যাণ্ড ফ্রান্সের তাঁবেদার রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইল। নেপোলিয়নের তিন ভ্রাতা লুই, জেরোম ও জোসেফ যথাক্রমে হল্যাণ্ড, ওয়েষ্টফেলিয়া রাজ্য ও নেপলস্-এ নেপোলিয়নের আজ্ঞানুবর্ত্তী রূপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী জোসেফাইনের পূর্ব্বতন স্বামীর পুত্র ইউজেন বিউহারনেইস উত্তর ইটালীর রাজ্যপাল নিযুক্ত হইলেন। শ্যালক মুরাটকে বার্গের গ্রাণ্ড-ডাচির অধিপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। এইরূপে সন্ধিসর্ত্ত দ্বারা অথবা অধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়া নেপোলিয়ন কন্টিনেন্টে অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া ব্যতীত সকল রাষ্ট্রকে ফ্রান্সের ক্ষমতার অধীনে আনয়ন করিয়া ফ্রান্সের ক্ষমতা দৃঢ় করিলেন। অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়া যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নেপোলিয়নের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ ছিল—রাশিয়া ফ্রান্সের মিত্ররাষ্ট্র রূপে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য পরিকল্পনার সহায়ক হইল।

ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, ১৮০৭-'১১

১৮০৭ খৃঃ নেপোলিয়ন ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে উপনীত হইলেও ১৮১১ খৃঃ-এ তাহার সাম্রাজ্যের পরিসর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এই সময়ে তাহার সাম্রাজ্য ইউরোপের উত্তর-দক্ষিণে সমুদ্র-সীমাকে স্পর্শ করিল। উত্তর-পূর্ব্বে হল্যাণ্ডের অধিপতি সম্রাটের ভ্রাতা লুই সম্রাটের আদেশানুরূপ কার্য্য না করায় সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইলেন। নেপোলিয়ন 'কন্টিনেন্টাল সিষ্টেম' হল্যাণ্ডে প্রযুক্ত

রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার পশ্চিম দিকস্থ ইউরোপ

করিবার আদেশ প্রদান করিলে লুই ডাচ প্রজাদের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ইহা প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হয়। ফলে লুইকে পদত্যাগ করিতে হয় ও হল্যাণ্ড ফ্রান্সের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অতঃপর নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের বাণিজ্যতরী প্রবেশের পথ বন্ধ করার জন্য, জার্ম্মাণীর উত্তর দিকে বাল্টিক উপকূলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করেন। দক্ষিণ দিকেও ইংলণ্ডের বাণিজ্যতরীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য জেনোয়া, টাস্কানী, পোপের রাষ্ট্র সমূহ এবং পিডমণ্ট ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। ভূমধ্যসাগর দিয়া যাহাতে ইংলণ্ড কন্টিনেণ্টের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য না করিতে পারে তজ্জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। লম্বার্ডি, ভিনিস ও পোপের অধিকারের পূর্ব্বাঞ্চল লইয়া গঠিত ইটালী রাজ্য নেপোলিয়নের প্রতিনিধিরূপে সম্রাজ্ঞী জোসেফাইনের পুত্র ইউজেন শাসন করিতে লাগিল। ইটালীর অবশিষ্ট রাজ্য নেপল্‌স প্রথমে ভ্রাতা জোসেফের শাসনাধীনে রাখা হইয়াছিল। পরিশেষে জোসেফকে স্পেনের সিংহাসন প্রদত্ত হওয়ায় নেপোলিয়নের শ্যালক মুরাট নেপলস্-এর অধিপতি হইলেন। আড্রিয়াটিকের সন্নিহিত অঞ্চল ইলিরিয়া ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

হল্যাণ্ড

উত্তর জার্ম্মাণী

ইটালী

ইটালী রাজ্য

ইলিরিয়া

জার্ম্মাণীতে 'রাইনের রাষ্ট্রযূথ' সৃষ্ট হওয়াতে নেপোলিয়ন অসীম আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। রাষ্ট্রযূথ সর্ব্বপ্রকারে নেপোলিয়নের আজ্ঞাবহ হইল—অধিকন্তু রাষ্ট্রযূথের সৈন্যবাহিনী নেপোলিয়নের উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে লাগিল। অষ্ট্রীয়া যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব্বীকৃত হইল, প্রাশিয়া ফ্রান্সের আজ্ঞাধীন হইল এবং সুইটজারল্যাণ্ড ফ্রান্সের উপরাজ্য হিসাবে পরিগণিত হইয়া রহিল।

জার্ম্মাণী

ওয়ার্সের গ্রাণ্ড-ডাচি সৃষ্ট হওয়াতে নেপোলিয়নের পক্ষে প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মতিগতির প্রতি লক্ষ্য রাখার সুবিধা হইল। স্পেন ইতিপূর্ব্বে ফ্রান্সের অনুগত রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল—নেপোলিয়নের ভ্রাতা জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইবার ফলে স্পেনে ফ্রান্সের পূর্ব্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। পর্টুগালও ফ্রান্সের শাসনাধীনে আনীত হইল।

স্পেন

পর্টুগাল

এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইতে লাগিল এবং প্রয়োজনানুসারে তিনি স্বয়ং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ ও পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সাম্রাজ্যস্থিত রাজন্যবর্গ আজ্ঞাবহ ভৃত্যরূপে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুপূরক আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত রহিল। প্যারিস ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক রাজধানীতে পরিণত হইল। "বিশ্ব সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ বহুবার কল্পিত হইয়াছে—কিন্তু এইবার ইহা প্রায় কার্য্যে পরিণত হইল। ফরাসী, জার্ম্মাণ, (রেড) ইণ্ডিয়ান্, ক্রোট ও পোল একই সৈন্যবাহিনী ভুক্ত হইয়া অভিযানে অগ্রসর হইল এক আইনের অধীনে বাস করিতে লাগিল এবং সমগ্র কণ্টিনেণ্ট এক ব্যক্তির ইচ্ছাধীনে আসিয়া শাসিত হইতে লাগিল।" (Guedella)

সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য

Contribution to Europe

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের সার্থকতা—ফরাসী বিপ্লবের শেষ পর্ব্ব

নেপোলিয়ন প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের পরমায়ু দীর্ঘস্থায়ী না হইলেও ইউরোপের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উপর ইহার প্রভাব সুদূর প্রসারী হইয়াছিল। যে সকল অঞ্চলে ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল সেই সকল স্থানেই নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক ফ্রান্সে প্রবর্ত্তিত সকল সামাজিক ও

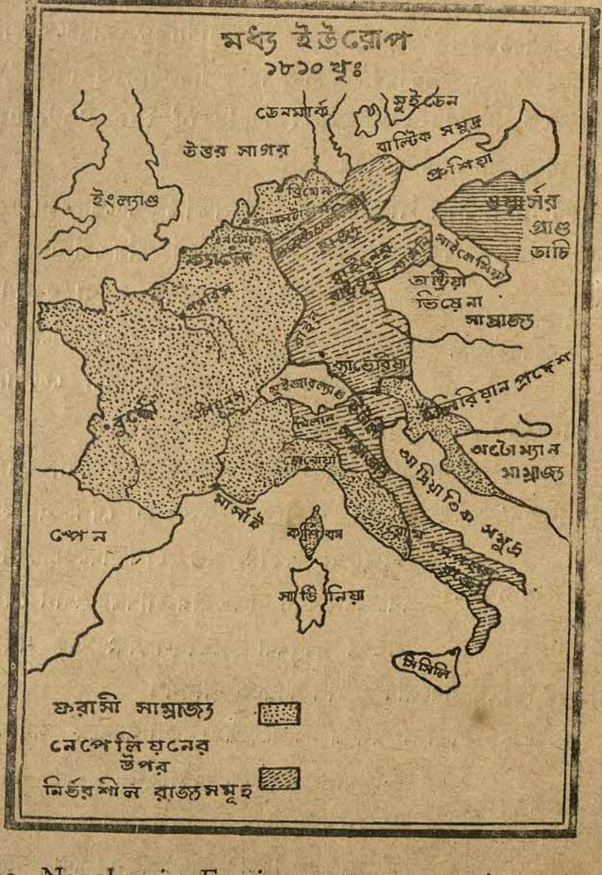
রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন গৃহীত হইয়াছিল। ফলে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র সামন্ত প্রথা ও সার্ফ প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইল ; আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান—এই নীতি গৃহীত হইলএবংসিভিল কোডের মৌলিক নীতি অনুসৃত হওয়ায় সামাজিক সাম্য আংশিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। এইভাবে নেপোলিয়ন ইউরোপকে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের অধীনে আনয়ন করিয়া সামন্তযুগের অবিচার ও বৈষম্যের অভিশাপ হইতে মুক্ত করেন। বাহুবলের সাহায্য ব্যতীত ইউরোপের অদৃষ্টে এই দ্রুত পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব ছিল।

[ক] সাম্রাজ্যাধীন অঞ্চলে সামন্ত যুগের অবসান

এতদ্ব্যতীত নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপের ফলেই ইটালী ও জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ জটিলতা অন্তর্হিত হইয় ভবিষ্যৎ ঐক্যের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। ফরাসী শাসনাধীনে আসার জন্য এই উভয় রাষ্ট্রেরই শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হইয়া সম্ভাব্য রাষ্ট্রীয় অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কেবলমাত্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ যে ফরাসী আদর্শ গ্রহণ করিয়া উন্নত হইয়াছিল তাহা নহে, সাম্রাজ্য বহির্ভূত বহু রাষ্ট্রেও এই ফরাসী প্রভাব পতিত হইয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে আসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলেও নেপোলিয়নকৃত পরিবর্ত্তন অন্তর্হিত হয় নাই, যদিও সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রাধান্য ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতেই নব নব রাষ্ট্র উত্তরকালে গড়িয়া উঠিল। সাম্রাজ্য দৃঢ়বদ্ধ করার জন্য নেপোলিয়ন যদি পুরাতন যুগের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া দিয়া পরিবর্ত্তন সাধন না করিতেন তাহা হইলে ইউরোপের উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ এত ত্বরান্বিত হইত না। অবশ্য নেপোলিয়ন কোন মহান্ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত করেন নাই—নিছক ব্যক্তিগত উচ্চাশা পরিপূর্ত্তির জন্যই এই সকল করিয়াছেন। তথাপি ইউরোপের এই

[খ] ইটালীও জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ-ঐক্যের পথ প্রশস্ত

বিপ্লবী পরিবর্ত্তনের কৃতিত্ব হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা চলে না। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যকে ফরাসী বিপ্লবের ইউরোপীয় সংস্করণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং ঐতিহাসিক Guedella-র উক্তি



—"The Napoleonic Empire was not an interruption, but an extension of the Revolution"—নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য

ফরাসী বিপ্লব হইতে বিশ্লিষ্ট নহে—বরঞ্চ ইহা বিপ্লবের পরিবর্দ্ধিত অঙ্গমাত্র এবং ইহা বিপ্লবের শেষতম পর্ব্ব—ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

[গ] সমগ্র ইউরোপ বিপ্লবী ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত

নেপোলিয়ন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে সকল বিপ্লবী কর্ম্মকৃতির দ্বারা ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে নেপোলিয়নকে বিপ্লবের উত্তরপুরুষ ("Heir of the Revolution") বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায়।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতা :—নেপোলিয়ন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের বহিরঙ্গের যতই ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন ইহার মৌলিক দুর্ব্বলতার

(১) ইহার অস্তিত্ব একজন লোকের উপর নির্ভরশীল

জন্য অচিরেই ইহার ধ্বংসের সূচনা হইল। মাত্র নেপোলিয়নের কার্য্যকারিতা ও সৌভাগ্যের সহিত ইহার অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল বলিয়া নেপোলিয়নের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যেরও ভাঙ্গন আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয়তঃ—ইংলণ্ডকে নতজানু করিবার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন 'কন্টি-নেণ্টাল সিষ্টেম' প্রবর্ত্তন করিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ সমূহকে ইহা

(২) কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম ক্লেশের কারণ

কার্য্যকরী করার জন্য চাপ দিতেছিলেন। এই সিষ্টেমের ফলে সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-প্রধান দেশসমূহের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছিল এবং এই সকল রাষ্ট্র সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

তৃতীয়তঃ—সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যপদেশে নেপোলিয়নকে অসংখ্য যুদ্ধের

(৩) ফ্রান্স যুবকশূন্য ও সাম্রাজ্য করভারে প্রপীড়িত

সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই সব যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহের ফলে ফ্রান্স প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক প্রজাশূন্য হইয়া পড়িতেছিল এবং অনুপযুক্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণ যুবক দিয়া যুদ্ধ চালাইতে হইতেছিল। অধিকন্তু

নেপোলিয়নের অজস্র যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রসমূহকে অত্যধিক কর প্রদান করিতে হইতেছিল। ইহার ফলে সর্ব্বত্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল।

(৪) পোপের মর্য্যাদাহানিতে ক্যাথলিক জগৎ অসন্তুষ্ট

চতুর্থতঃ— পোপ সপ্তম পায়াস-এর উপর নেপোলিয়নের রূঢ় ও মর্য্যাদা-হানিকর ব্যবহারে ইউরোপের সমস্ত ক্যাথলিক জগৎ বিক্ষুব্ধ হইয়া নেপোলিয়নের শাসনের উপর বিরূপ হইল।

(৫) পদচ্যুত নৃপতি ও অভিজাত শ্রেণী সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল

পঞ্চমতঃ—নেপোলিয়ন যে সমস্ত রাষ্ট্র সাম্রাজ্যের অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন তথাকার পদচ্যুত নরপতিবর্গ বা অতিরিক্ত সুবিধাবঞ্চিত অভিজাত সম্প্রদায় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেছিল এবং পূর্ব্ব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা নেপোলিয়নের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের প্রতীক্ষায় ছিল।

(৬) সম্রাটের রাজসিক আড়ম্বরে সাধারণ সম্প্রদায় বীতশ্রদ্ধ

ষষ্ঠতঃ—নেপোলিয়নকে যাহারা ক্ষমতা লাভে সমর্থন ও অভিনন্দিত করিয়াছিল সেই অনুরক্ত জনসাধারণ নেপোলিয়নের উত্তর কালের রাজসিক চালচলন ও জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভার প্রবর্ত্তনে তাঁহার উপর বিরক্ত হইল। বিশেষতঃ নেপোলিয়ন যখন জোসেফাইনকে পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের চিরশত্রু অষ্ট্রীয়ার রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন তখন হইতে নেপোলিয়নের উপর তাহাদের শ্রদ্ধা বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

কণ্টিনেণ্টাল সিষ্টেম ও ফলাফল
Continental System and its effects

ইংলণ্ড ব্যতীত সমস্ত ইউরোপ নেপোলিয়নের অঙ্গুলীহেলনের অধীনে আসিল। স্থলযুদ্ধে নেপোলিয়ন অপরাজেয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নৌ-শক্তি

ইংলণ্ডের সমকক্ষ না হওয়ায় তিনি দ্বৈপায়ন ইংলণ্ডকে কোন প্রকারেই আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হইলেন না। ট্রাফালগারের নৌ-যুদ্ধে (১৮০৫) ইংলণ্ডের নৌ-শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ায় নেপোলিয়ন প্রত্যক্ষ ভাবে ইংলণ্ডের উপর আঘাত হানিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া পরোক্ষ আঘাতে ইংলণ্ডকে দুর্ব্বল করিবার উপায় গ্রহণ করিলেন। ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি সম্পদ্ প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। নেপোলিয়ন স্থির করিলেন, যদি ইউরোপের সমস্ত বন্দর ইংলণ্ডের বাণিজ্যতরীর পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ের মারাত্মক ক্ষতি হইবে এবং ইংলণ্ড নেপোলিয়নের সর্ত্তে সম্মত হইতে বাধ্য হইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নেপোলিয়ন ১৮০৬ খৃঃ-এ বার্লিন হইতে কয়েকটি নির্দ্দেশ জারি করিয়া বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ-কে অবরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন; ইংলণ্ডের সহিত সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্য সম্বন্ধ নিষেধ ও যে কোন স্থানে প্রাপ্ত সমস্ত বৃটিশ মাল বাজেয়াপ্ত করার আদেশ জারি হইল।

নেপোলিয়নের বার্লিন নির্দ্দেশনামা, ১৮০৬

নেপোলিয়নের এই নির্দ্দেশের প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ডও 'অর্ডারস্ অফ্ কাউন্সিল' ঘোষণা করিয়া প্রতিশোধাত্মক পন্থা অবলম্বন করিল। অর্ডারস্ অফ্ কাউন্সিল অনুসারে ফ্রান্স বা ফ্রান্সের অনুগত কোন রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কে নিষিদ্ধ হইল। ইহার উত্তরে নেপোলিয়ন ১৮০৭ খৃঃ-এ 'মিলান নির্দ্দেশ' জারি করিলেন। মিলান নির্দ্দেশে ঘোষিত হইল যে—যে কোন রাষ্ট্রের বাণিজ্যপোত বৃটিশ দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত বন্দরে পদার্পণ করিবে তাহাকেই ধৃত এবং বাজেয়াপ্ত করা হইবে। নেপোলিয়নের বার্লিন ও মিলান নির্দ্দেশনামা এক সঙ্গে 'কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম' নামে অভিহিত হয়। টিলসিটের সন্ধিতে নেপোলিয়ন রাশিয়াকে এই 'সিষ্টেম' মানিয়া চলিতে সম্মত করাইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের অর্ডার্স অফ্ কাউন্সিল

মিলান নির্দ্দেশমালা, ১৮০৭

কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম দ্বারা ইংলণ্ডের বাণিজ্য বন্ধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ

হইল। সমুদ্রপথে ইংলণ্ডের যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকায় ইংলণ্ডের মালপত্র নেপোলিয়নের নির্দ্দেশনামা সত্ত্বেও অবাধে সর্ব্বত্র রপ্তানী হইতে লাগিল। অপরপক্ষে ইউরোপের জন্য দ্রব্যাদি বিভিন্ন উপনিবেশ হইতে আনা অসম্ভব হইল। কেননা, ইংলণ্ডের নৌ-বহর সর্ব্বত্র সমুদ্রপথে পাহারা দিয়া ফিরিতেছিল। ফলে কন্টিনেণ্টের সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির অভাবে ক্লেশ উপস্থিত হইল এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। নেপোলিয়নের শাসনাধীন সমস্ত রাষ্ট্রের জনসাধারণ ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হইয়া নেপোলিয়নের শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইল। যে অস্ত্র দ্বারা নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে চূড়ান্ত আঘাত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহাই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নেপোলিয়নকে আঘাত করিল। কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম নেপোলিয়নের জীবনের অন্যতম ত্রুটি। ইহা দ্বারা তিনি ইংলণ্ডকে অবনতি স্বীকার করাইবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহার ফল বিপরীত হইল। ইংলণ্ড জব্দ তো হইলই না, বরঞ্চ ইহাকে কার্য্যকরী করার জন্য নেপোলিয়নকে তাহার প্রভাবাধীন রাষ্ট্রসমূহের উপর তাহাদের আপত্তি সত্ত্বেও রীতিমত অন্যায় ও রূঢ় আচরণ করিতে হইল। ইহার ফলে ধন ও জনক্ষয়করী বহু যুদ্ধে নেপোলিয়ন লিপ্ত হইতে লাগিলেন। একদিকে যেমন সাম্রাজ্যের শক্তির অপচয় হইতে লাগিল, অন্যদিকে সাম্রাজ্য শক্তি সম্বন্ধে বিরোধী মনোভাব পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ।

কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেমের ফল

নেপোলিয়নের পক্ষে আত্মঘাতী হইল

পতনের অন্যতম কারণ

ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ডেনমার্কের নৌ-বহর অধিকার

টিলসিটে নেপোলিয়ন ও জারের মধ্যে এই মর্ম্মে এক গোপন চুক্তি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যে ফ্রান্স ও রাশিয়া উভয়ে সম্মিলিতভাবে ইংলণ্ডের

বাণিজ্যতরী যাহাতে বাল্টিকে বিচরণ না করিতে পারে তজ্জন্য বাল্টিক রুদ্ধ করিয়া দিবে। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব ক্যানিং কোন প্রকারে এই গোপন অভিসন্ধির খবর পূর্ব্বাহ্নে অবগত হইলেন এবং পাছে ফ্রান্স এই বাল্টিক অবরোধ কার্য্যের জন্য ডেনমার্কের নৌ-বাহিনী ব্যবহার করে তাহার পথ বন্ধ করার জন্য ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে এক বৃটিশ নৌ-বহর প্রেরণ করেন। এই নৌ-বহর ডেনমার্কের নিকট ডেনিস নৌ-বহর ইংলণ্ডের হস্তে সমর্পণ করার জন্য দাবী জানাইল। ডেনমার্ক এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইলে বৃটিশ নৌ-বহর কোপেনহেগেন কামানের দ্বারা বিধ্বস্ত করিল এবং বলপূর্ব্বক ডেনিস নৌ-বহর অধিকার করিয়া ইংলণ্ডে আনয়ন করিল। স্বাধীন রাষ্ট্র ডেনমার্কের প্রতি এই আচরণে ইউরোপে প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের সঞ্চার হইল। কিন্তু এই কার্য্য অন্যায় হইলেও ইংলণ্ডের আত্মরক্ষার তাগিদে ইহা সঙ্গত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

ফ্রান্সের হস্তে পড়িবার আশঙ্কায় ইংলণ্ড ডেনিস নৌ-বহর অধিকার করিল

নেপোলিয়ন ও স্পেন ঃ পেনিনসুলার যুদ্ধ

ইংলণ্ড ডেনিস নৌ-বহর অধিকর করায় বাণ্টিক অবরোধ পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলে নেপোলিয়ন কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম কার্য্যকরী করার জন্য আইবেরিয়ান উপদ্বীপের প্রতি মনোযোগ দিলেন। প্রথমে নেপোলিয়ন পর্টুগালকে ইংলণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য অনুরোধ করিলেন। পর্টুগাল ইংলণ্ডের মিত্র শক্তি হিসাবে নেপোলিয়নের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইল না। অতঃপর নেপোলিয়ন পর্টুগাল ও তাহার উপনিবেশ সমূহ বণ্টন করিবার জন্য স্পেনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেন (ফনটেইন ব্লু-র সন্ধি)। এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী স্পেনের সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতায় জুনোট-এর নেতৃত্বে নেপোলিয়ন একদল ফরাসী সৈন্য পর্টুগাল অধিকার করার জন্য প্রেরণ করিলেন। অভিজাত

পর্টুগাল অধিকার

সম্প্রদায় সহ পর্টুগালের রাজপরিবার ভীত হইয়া ব্রেজিলে পলায়ন করিল। পর্টুগাল ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম প্রদেশে পরিণত হইল।

পর্টুগাল অধিকৃত হইবার পর নেপোলিয়ন স্পেন হস্তগত করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। স্পেন প্রত্যক্ষভাবে নেপোলিয়নের কোন শত্রুতা না করিলেও স্পেনের সাম্প্রতিক মতিগতি নেপোলিয়নের মনঃপূত হয় নাই। জেনা-র যুদ্ধের প্রাক্কালে স্পেন সৈন্যসমাবেশের আদেশ দিয়াছিল। ইহাতে নেপোলিয়নের আশঙ্কা হইল, হয়তো বুরবোঁ শক্তি পুনরায় আত্মপ্রাধান্যের জন্য নেপোলিয়নের বিরুদ্ধতা করিতে পারে। অতএব আত্মরক্ষার জন্য স্পেনে অধিকার বিস্তার করা নেপোলিয়নের পক্ষে আবশ্যক হইল। নেপোলিয়ন এই উদ্দেশ্যে পর্টুগালে তাহার অধিকার সুদৃঢ় করার অজুহাতে স্পেনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থানে ফরাসীসৈন্য সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিলেন। ইতিমধ্যে স্পেন-রাজ ষষ্ঠ চার্লস ও তাহার পুত্র ফার্ডিনাণ্ডের মধ্যে পারিবারিক বিবাদ আরম্ভ হইল। নেপোলিয়ন মধ্যস্থতার ভাণ করিয়া উভয়কে তাহার নিকট অভিযোগ দাখিল করিতে বাধ্য করিলেন। অতঃপর তিনি দুর্ব্বলচিত্ত স্পেনরাজকে দিয়া স্পেনিস সিংহাসনের পরিত্যাগপত্র লিখাইলেন এবং ভ্রাতা জোসেফ-কে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

স্পেনের সিংহাসনে ভ্রাতা জোসেফকে বসাইলেন

স্পেনের বৈধ নরপতিকে এইভাবে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজের ভ্রাতাকে উপবিষ্ট করা নেপোলিয়নের পক্ষে মারাত্মক ত্রুটি হইয়াছিল। এই অন্যায় কার্য্য করিবার পূর্ব্বে নেপোলিয়ন স্পেনের জনসাধারণের কথা একবারও চিন্তা করেন নাই। তাহাদের স্বাধীনতা এইভাবে ভূলুণ্ঠিত করায় স্পেনের জনসাধারণের মনে অপূর্ব্ব জাতীয়ভাবের উদ্দীপনা দেখা দিল এবং এই জাতীয় জাগরণের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যকে ক্রমাগত বাধা প্রদান করিয়া সমূহ ধ্বংসের সম্মুখীন করিল। ইতিপূর্ব্বে নেপোলিয়ন

স্পেন অধিকারের ফল

বিভিন্ন রাষ্ট্র ও তাহাদের নরপতির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ; অতঃপর তাহাকে সশস্ত্র জাতীয়তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই জাতীয় প্রতিরোধই নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ হইল।

স্পেনের গণ-প্রতিরোধ

স্পেনের স্বদেশপ্রেমিকগণ নেপোলিয়নের এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিরোধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। স্পেনের প্রত্যেক প্রদেশে 'জুণ্টা' বা জাতীয় প্রতিরোধ কমিটি সৃষ্ট হইল এবং এই সকল জুণ্টা-র নেতৃত্বে প্রতিরোধ কার্য্য পরিচালিত হইতে লাগিল। অধিকন্তু ইহারা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে স্পেনকে সাহায্য করার জন্য ইংলণ্ডকে আমন্ত্রণ করিল। ১৮০৮ খৃঃ-র এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। স্পেনিস গণবাহিনীর সহিত যুদ্ধে একদল ফরাসী সৈন্য পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। এই ঘটনায় একদিকে যেমন স্পেনের স্বদেশপ্রেমিকগণ উৎসাহিত হইল, অন্যদিকে ফরাসী সৈন্যের অজেয়তা সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল। অধিকন্তু নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের অন্যত্রও অবলুপ্ত জাতীয়তা পুনঃসঞ্জীবিত হইল। গণ-প্রতিরোধের সম্মুখে অবস্থান করিতে অক্ষম হইয়া জোসেফ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ইতিমধ্যে স্যার আর্থার ওয়েলেসলী-র (উত্তরকালে বিখ্যাত ডিউক অফ ওয়েলিংটন) নেতৃত্বে একদল

ইংলণ্ডের সাহায্য প্রেরণ

বৃটিশ বাহিনী পর্টুগালে অবতরণ করিলে স্পেনের জাতীয়দল আরও উৎসাহিত হইল। একদিকে ইংলণ্ডের সাহায্যপুষ্ট স্পেনের জাতীয়সৈন্যদল, অন্যদিকে সাম্রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী—এই উভয়ের মধ্যে পেনিনসুলার যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

পেনিনসুলার যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

ওয়েলেসলী ইংরাজবাহিনী সহ পর্টুগালে অবতরণ করিয়া লিসবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। পর্টুগালে অবস্থিত ফরাসীসৈন্য ইংরাজের হস্তে

পরাজিত হইল এবং অধিকৃত সৈন্যদলের নেতা জুনোট Convention of Cintra-র সর্ত্ত অনুযায়ী পর্টুগাল পরিত্যাগ করিল। পর্টুগাল ইংরেজের অধিকারে আসিল এবং নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইংরাজের অন্যতম ঘাঁটি রূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

নেপোলিয়ন স্পেনের দুঃসংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং স্বয়ং স্পেনে উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। স্পেনে গমন করিবার পূর্ব্বে নেপোলিয়ন এরফার্টে জারের সঙ্গে এক সম্মেলনের বন্দোবস্ত করিলেন (Congress of Erfurt, Sept.—October, 1808)। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল দুইটি, প্রথমতঃ জারের সঙ্গে টিলসিটের বন্ধুত্ব পুনর্ব্বার যাচাই করিয়া লওয়ার প্রয়োজন। কেননা, কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেমের ফলে জার বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত হইয়াছেন ইহা নেপোলিয়ন অনুমান করিলেন। দ্বিতীয়তঃ, মধ্য ইউরোপে নেপোলিয়নের অনুপস্থিতিতে অষ্ট্রীয়া যাহাতে পুনর্ব্বার কোন গোলমালের সৃষ্টি না করিতে পারে তাহার প্রতিবিধান করা। এরফার্টের সম্মেলনে নেপোলিয়ন জারকে ফিনল্যাণ্ড পূর্ণগ্রাস করিবার অনুমতি দিলেন—বিনিময়ে জার অষ্ট্রীয়াকে নেপোলিয়নের বিরোধী কার্য্যকলাপ হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

এরফার্ট কংগ্রেসে রাশিয়ার সহিত সৌহার্দ্দ্য দৃঢ়তর হইল

অতঃপর নেপোলিয়ন স্বয়ং স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে উপস্থিত হইয়া স্পেনিশ সৈন্যদলকে পরাজিত করিলেন এবং পুনরায় স্পেনের সিংহাসনে ভ্রাতা জোসেফকে বসাইলেন। স্যার জন মুরের নেতৃত্বে একদল বৃটিশ সৈন্য উত্তর স্পেনে অবস্থান করাতে নেপোলিয়নের পক্ষে স্পেনে পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অসুবিধা হইতেছিল। নেপোলিয়ন বৃটিশ সৈন্য বিতাড়িত করার জন্য উত্তরে অভিযান করিলেন। স্যার জন মুর ইহাই কামনা করিতেছিলেন। কেননা; নেপো-লিয়ান উত্তর স্পেনে ব্যস্ত থাকিলে দক্ষিণ স্পেনে জাতীয় প্রতিরোধ ক্ষমতা

স্যার জন মুর

দৃঢ়তর হইতে পারিবে। নেপোলিয়নের আক্রমণের তীব্রতায় মুর সসৈন্যে করুন্না-য় পশ্চাদপসরণ করিলেন। ইতিমধ্যে অষ্ট্রীয়া পুনরায় গোলযোগ সৃষ্টি করাতে নেপোলিয়ন মার্শাল সৌলট-এর উপর স্পেনের যুদ্ধের ভার অর্পণ করিয়া ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করিলেন। মুরের সৈন্যবাহিনী করুন্না হইতে নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র অপসৃত হইতে সক্ষম হইল, কিন্তু মুর স্বয়ং এই স্থানে ফরাসী বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে নিহত হইলেন। যাহা হৌক, ইতিমধ্যে স্পেন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের যথেষ্ট অবকাশ প্রাপ্ত হইল।

করুন্নায় স্যার জন মুর নিহত

অতঃপর পেনিনসুলার যুদ্ধ বহু জয় পরাজয়ের মধ্যে দিয়া তীব্রভাবে অগ্রসর হইল। ওয়েলেসলী এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়া পর্টুগাল হইতে সৌলট-কে বিতাড়িত করিলেন, এবং স্পেনে প্রবেশ করিয়া স্পেনিশ বাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিলেন। তৎপর ফরাসী সৈন্যকে তালাভেরা-র যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া মাদ্রিদে উপস্থিত হইবার উদ্যোগ করিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের পুরস্কার হিসাবে তিনি 'ডিউক অব ওয়েলিংটন' উপাধিতে ভূষিত হইলেন। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন ওয়াগ্রাম-এর যুদ্ধে অষ্ট্রীয়াকে পরাস্ত করিয়া স্পেনের দিকে মনোযোগ দিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন। নেপোলিয়নের আক্রমণের তীব্রতায় ওয়েলিংটন পুনরায় পর্টুগালে পশ্চাদপসরণ করিয়া ফরাসী আক্রমণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য টেগাস নদী হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত টরেস ভেড্রাস্ (Torres Vedras) নামে 'রক্ষা প্রাকার' রচনা করিলেন। ফরাসী সৈন্য ওয়েলিংটনকে ক্রমাগত আক্রমণ করিয়া কোণঠাসা করিয়া ফেলিল, কিন্তু দুর্ভেদ্য রক্ষা প্রাকার অতিক্রম করিতে না পারিয়া স্পেনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পর্টুগাল রক্ষা প্রাপ্ত হইল।

আর্থার ওয়েলেসলী স্পেন যুদ্ধে ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি

তালাভেরায় ফ্রান্স পরাজিত

ওয়েলিংটনের রক্ষা প্রাচীর—Torres Vedras

ওয়েলিংটন ফরাসী সৈন্যকে প্রতি-আক্রমণ করিয়া স্থানচ্যুত করিতে অক্ষম হইলেও পর্টুগালে অবস্থান করিয়া নেপোলিয়নের ভীতির কারণ হইয়া রহিলেন।

১৮১২ খৃঃ-এ নেপোলিয়ন রাশিয়া-অভিযানে বিরত থাকায় ওয়েলিংটন তীব্রভাবে অভিযান চালাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। স্যালামাঙ্কা-র যুদ্ধে ফরাসী সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া ওয়েলিংটন একবার মাদ্রিদে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বে বাধা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পর্টুগালে পশ্চাদপসরণ করিলেন। ১৮১৩ খৃঃ-এ ফরাসী সেনাপতি সৌল্ট জার্ম্মাণীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় ওয়েলিংটন পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। তিনি স্পেন হইতে জোসেফকে বিতাড়িত করিয়া সসৈন্যে পীরানিজ পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া ফরাসী ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অন্তর্ব্বর্ত্তী অঞ্চলে অবস্থিত ফরাসী সৈন্যদল ওয়েলিংটনের তীব্র আক্রমণের সম্মুখে পরাজিত হইল। ফ্রান্সের টুলোজ পর্য্যন্ত ওয়েলিংটনের অধিকারে আসিল। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন সিংহাসন পরিত্যাগ করায় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইল।

সালামাঙ্কার ফ্রান্স পরাজিত

পেনিনসুলার যুদ্ধের ফলাফলঃ—পেনিনসুলার যুদ্ধের ফলাফল নেপোলিয়ন ও তাহার সাম্রাজ্যের পক্ষে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট করিল। প্রথমতঃ এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন সর্ব্ব প্রথম জাতীয়তা-শক্তিপুষ্ট প্রতিরোধের সম্মুখীন হইলেন। স্পেনের ব্যাপারে নেপোলিয়ন স্বাধীনতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া জনসাধারণের সম্মতি ব্যতিরেকে বৈধ নরপতিকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতাকে স্পেনের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিলেন। এই কার্য্যকে স্পেন জাতীয় অবমাননা বলিয়া মনে করিল এবং স্পেনের গণশক্তি জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দুর্দ্দমনীয় প্রতিরোধ শক্তির সৃষ্টি করিল। ফরাসী

জাতীয় প্রতিরোধ নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ

বিপ্লব হইতে গৃহীত স্পেনের এই জাতীয়তা-সংগ্রামের সম্মুখে নেপোলিয়নের অজেয় বাহিনী ও সমস্ত রণচাতুর্য্য ব্যর্থ হইল। অধিকন্তু ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহে স্পেনের এই জাতীয়তা প্রতিরোধ সংক্রামিত হইল এবং নব-জাগ্রত জাতীয়তার নিকট নেপোলিয়নকে মস্তক অবনত করিয়া পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। দ্বিতীয়তঃ, পেনিনসুলার যুদ্ধে অপর্য্যাপ্ত অর্থ ও লোকক্ষয় হওয়াতে নেপোলিয়ন অন্যত্র অত্যাবশ্যক ব্যাপারে শক্তি নিয়োগ করিতে সক্ষম হইলেন না। এইভাবে শক্তির অপচয় হওয়াতে নেপোলিয়নের পতন অনিবার্য্যরূপে আসন্ন হইল।

পেনিনসুলার যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের কারণ

(১) নেপোলিয়ন বহুবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় স্বয়ং স্পেনের যুদ্ধের গতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে সক্ষম হন নাই—সেনাপতিদের উপর কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থায় সুকল্পিতভাবে যুদ্ধের কাজ চলে নাই—অধিকন্তু সেনাপতিদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষ্যাবিবাদ যুদ্ধের অগ্রগতিতে যথেষ্ট ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে।

(২) নেপোলিয়ন স্পেনের জাতীয় প্রতিরোধ শক্তির উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ১৮০৯ খৃঃ-এ তিনি স্বয়ং স্পেনিস বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন না করিয়া ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮১১ খৃঃ-এ যখন ফরাসী সেনাপতি মাসেনা ওয়েলিংটনের বিরুদ্ধে টরেস ভেদ্রাস বা রক্ষা প্রাচীর ভেদ করিবার উদ্যোগ করেন তখন তিনি মাসেনা-কে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানে কার্পণ্য করিয়াছেন। ১৮১৩ খৃঃ-এ তিনি সামরিক শক্তির সাহায্যে স্পেনকে আয়ত্তে রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন, অথচ স্পেনে নিযুক্ত সৈন্যদল মধ্য ইউরোপে স্থানান্তরিত করিলে তাহার সাম্রাজ্য রক্ষা পাইত।

(৩) স্পেনের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও ফ্রান্সের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হইয়াছে। স্পেন পার্ব্বত্য দেশ এবং খাদ্য সম্পদে অপেক্ষাকৃত দীন। এই

পর্ব্বতসঙ্কুল দরিদ্র দেশে কোন বিদেশী সৈন্যবাহিনীর পক্ষে যাতায়াতের সুবিধা বা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করা অসুবিধাজনক। অথচ পর্ব্বতসঙ্কুল হওয়ার জন্য স্পেনিস স্বদেশপ্রেমিকদের পক্ষে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গরিলা-যুদ্ধ পরিচালনা করা অত্যন্ত সুবিধাজনক হইয়াছিল।

(৪) ডিউক অফ ওয়েলিংটনের মত কষ্টসহিষ্ণু, স্থিরমস্তিষ্ক ও পারদর্শী সেনাপতির নেতৃত্বে পরিচালিত ইংরাজ সৈন্যের উপস্থিতির উপর নেপোলিয়ন তাদৃশ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।

অষ্ট্রীয়ার বিদ্রোহঃ—পেনিনসুলার যুদ্ধের সময়ে অষ্ট্রীয়া স্পেনের জাতীয় অভ্যুত্থানে উৎসাহিত হইয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অনুরূপ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু পর্য্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবে অষ্ট্রীয়া ফ্রান্সের হস্তে ওয়াগ্রাম-এর যুদ্ধে (১৮০৯) পরাস্ত হয় এবং Schonbrunn-এর সন্ধিতে প্রচুর ক্ষতিপূরণ ও বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। অষ্ট্রীয়ার রাজকুমারী মেরী লুইসা-র সঙ্গে নেপোলিয়নের পরিণয় সম্পাদিত হয়।

রাশিয়ার সঙ্গে নেপোলিয়নের বিরোধ ঃ কারণ

রাশিয়ার সঙ্গে নেপোলিয়নের মনোমালিন্য হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। টিলসিটের সন্ধি অনুযায়ী নেপোলিয়ন তুরস্কের বণ্টন ব্যাপারে জারকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু পেনিনসুলার যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়িত্বে জার প্রত্যাশিত ফরাসী সাহায্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। দ্বিতীয়তঃ, পোলাণ্ডের মধ্য হইতে 'গ্রাণ্ড ডাচি অফ ওয়ার্স' নামে নেপোলিয়ন কর্তৃক নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি জার সুনজরে দেখিতে পারিলেন না। জারের উদ্দেশ্য পোলাণ্ডের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি অথচ নেপোলিয়ন যেন পোল্যাণ্ডকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া জারের বিরুদ্ধে একটি রক্ষা-প্রাকারের সৃষ্টি করিতেছেন। যখন জার দেখিলেন ওয়াগ্রাম-এর যুদ্ধের পর অষ্ট্রীয়া হইতে গৃহীত অঞ্চলকে নেপোলিয়ন পোলাণ্ডের

[ক] তুরস্ক বণ্টনে সাহায্য সম্বন্ধে সন্দিহান

[খ] পোলাণ্ডের পুনরুজ্জীবনে আশঙ্কার কারণ

সঙ্গে যুক্ত করিতেছেন তখন নেপোলিয়নের আচরণ সম্বন্ধে জার অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইলেন। তৃতীয়তঃ, কন্টিনেন্টাল সিষ্টেমকে সুদৃঢ়ভাবে কার্য্যকরী করার জন্য নেপোলিয়ন জারের ভগ্নীপতি ডিউক অফ ওল্ডেনবার্গের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত করিলেন। ইহাতে জার অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। কিন্তু বাণিজ্যগত ব্যাপারে এই মনোমালিন্য শত্রুতায় পরিণত হইল।

[গ] ডাচি অফ ওল্ডেন-বার্গ অধিকার

নেপোলিয়নের নির্দ্দেশমত জার দীর্ঘকাল বৃটিশের বিরুদ্ধে অবরোধ-নীতি প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে রাশিয়া অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল। জার অতঃপর নেপোলিয়নের স্বার্থের জন্য এই কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন না, বরঞ্চ সমস্ত নিরপেক্ষ বাণিজ্যতরীকে রাশিয়ার বন্দরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়া আদেশনামা প্রচার করিলেন। নিষেধ সত্ত্বেও জারের এই কার্য্যে বিদ্বেষমূলক বলিয়া নেপোলিয়ন মনে করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই নেপোলিয়ন জারের ক্ষমতা ও রাজ্য সম্প্রসারণকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে জারের উপরোক্ত কার্য্যে নেপোলিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

[ঘ] কন্টিনেন্টাল সিষ্টেম পালনে রাশিয়ার অসম্মতি

মস্কো অভিযান

রাশিয়ার ঔদ্ধত্যের সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য নেপোলিয়ন মস্কো অভিযান করিতে মনস্থ করিলেন এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এক বিরাট সৈন্যদল লইয়া মস্কো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাশিয়া নেপোলিয়নের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান না করিয়া ফরাসী বাহিনীকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সুযোগ দিল। অভিযানের পথে নেপোলিয়ন যাহাতে সৈন্য-দলের জন্য রসদাদি বা বাসস্থান পাইতে না পারেন তজ্জন্য পলায়মান রুশ সৈন্য-দল পথস্থিত সমস্ত খাদ্যশস্য নষ্ট করিয়া বা গ্রাম নগর ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া দিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে বার্ডিনো-তে জারের সৈন্যদলের সঙ্গে

নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হইল (১৮১২)। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নেপোলিয়ন বহু-ঈপ্সিত মস্কো নগরী অধিকার করিতে সক্ষম হইলেন। জারের সৈন্যদল মস্কো পরিত্যাগ করার পূর্ব্বে মস্কোকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। এই কার্য্যের ফলে মস্কোতে অবস্থান করা নেপোলিয়নের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইল। এক কথায়, রাশিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে 'পোড়ামাটি নীতি' অবলম্বন করিয়াছিল। নেপোলিয়ন মস্কো অধিকার করার পর ভাবিলেন অতঃপর হয়তো জার সন্ধি করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। কিন্তু জারের পক্ষ হইতে কোন সাড়া না পাইয়া নেপোলিয়ন দীর্ঘকাল রাশিয়ায় অবস্থান করা সমিচীন মনে করিলেন না, ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিলেন। বিশেষতঃ তাহার অনুপস্থিতিতে ইতিমধ্যে ইউরোপে চতুর্থ রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি হওয়ার সংবাদে তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষভাগে নেপোলিয়ন মস্কো হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে রাশিয়ার কসাক সৈন্যদল ও গরিলাবাহিনীর আক্রমণে তাহাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইল। রাশিয়ার দুর্জ্জয় শীতে, অনাহারে ও নানা অসুবিধায় নেপোলিয়নের সৈন্যদল বিব্রত হইয়া পরিল এবং তাহার বিরাট সৈন্যদলের অধিকাংশই পথে প্রাণত্যাগ করিল, অথবা রাশিয়ার হস্তে বন্দী হইল। মাত্র কুড়ি হাজার মৃতপ্রায় সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ন ডিসেম্বর মাসে অতিকষ্টে মস্কো হইতে ইউরোপে পদার্পণ করিলেন। এই অভিযানে নেপোলিয়নের প্রায় আড়াই লক্ষের অধিক সৈন্য ধ্বংস হইল। মস্কো-অভিযান নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ। এই অভিযান ব্যর্থ হওয়াতে নেপোলিয়নের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণা হ্রাস প্রাপ্ত হইল এবং মধ্য ইউরোপে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ-শক্তির সৃষ্টি হইল।

প্রাশিয়ার নব জাগরণ—লিপজিগের যুদ্ধ, ১৮১৩

ইতিমধ্যে প্রাশিয়ার জাতীয় জীবনে এক পরিবর্ত্তন আসিল। দীর্ঘকাল নেপোলিয়নের আজ্ঞাধীন থাকিয়া রাষ্ট্রীক ও মানসিক অবমাননা আর জন

সাধারণ লহ্য করিতে পারিল না। নেপোলিয়নের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাশিয়ার জাতীয় জাগরণ আরম্ভ হইল। এই জাগরণের পুরোভাগে আসিয়া Schiller, Fitche প্রভৃতি চিন্তামনীষিগণ তাহাদের রচনাবলী ও বক্তৃতাদি দ্বারা জনসাধারণের চিত্তকে প্রাশিয়ার শোচনীয় অবস্থার অবসানের জন্য আত্ম-সমীক্ষায় উদ্বোধিত করিলেন। অন্যদিকে ষ্টেইন ও হার্ডেনবার্গ প্রভৃতি স্বদেশানুরাগী রাষ্ট্রনীতিকগণ সার্ফমুক্তি, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, নগরসমূহকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান ইত্যাদি বিবিধ সামাজিক ও আর্থিক সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়া আসন্ন মুক্তি-যুদ্ধের জন্য রাশিয়াকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রাশিয়ার সমর সচিব Scharnhorst ফ্রান্সের আদর্শে সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি করিলেন। অধিকন্তু নূতন সামরিক সংস্কারের ফলে সর্ব্বশ্রেণীর জন্য সৈন্যবিভাগের দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে অধিকসংখ্যক সৈনা শিক্ষিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল। একদল শিক্ষা সমাপ্ত করিলে তাহাদিগকে বিদায় দিয়া নূতন দলকে শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। এই প্রথায় প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী নির্দ্ধারিত সংখ্যাকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইল।

এইরূপ নানাবিধ সংস্কারের দ্বারা প্রাশিয়া নবজন্ম পরিগ্রহ করিল এবং নেপোলিয়নের শৃঙ্খল-পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার সংবাদ প্রাশিয়ায় পৌছিলে প্রাশিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হইল এবং জনসাধারণ প্রাশিয়ার দুর্ব্বলচিত্ত নরপতি তৃতীয় উইলিয়মকে রাশিয়ার সহিত মৈত্রীবদ্ধ হইয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য করিল।

মুক্তি-সংগ্রাম

নেপোলিয়ন মস্কো যইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রাশিয়ার এই গণ-বিরোধিতার সম্মুখীন হইলেন। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে প্রাশিয়ার জনসাধারণ অভূতপূর্ব্ব আগ্রহ প্রদর্শন করিল। প্রাশিয়ার সৈন্যদল ফরাসী সৈন্যকে বিতাড়িত করিয়া বার্লিন

অধিকার করিল। রাশিয়া হামবার্গ-কে বিদ্রোহ করিতে সাহায্য করিল। ড্রেসডেন ফ্রান্সের হস্তচ্যুত হইয়া প্রাশিয়ার অধিকারে আসিল। মস্কো অভিযানে পুরাতন সৈন্যদলের অধিকাংশ ধ্বংস হওয়াতে নেপোলিয়ন নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রুশ ও প্রাশিয়ান সৈন্যদলকে লুট্‌জেন ও বাউটজেম-এর যুদ্ধে পরাজিত করিতে সক্ষম হইলেন। ইতিমধ্যে অষ্ট্রীয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যোগদান করাতে অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হইল। ইংলণ্ড, সুইডেনের রাজা বার্ণাদোত যিনি ইতিপূর্ব্বে নেপোলিয়নের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন—অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া এই পঞ্চশক্তি পুনরায় নেপোলিয়নের বিপক্ষে চতুর্থ রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করিল এবং সম্মিলিত মিত্রপক্ষ ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হইল। লিপজিগের রণক্ষেত্রে নেপোলিয়ন সম্মিলিত মিত্রপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া বিপক্ষের সংখ্যাধিক্যের নিকট পরাজিত হইলেন (১৮১৩)। এই যুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৈন্যদল নেপোলিয়নের বিপক্ষে যোগদান করিয়াছিল বলিয়া ইহা ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির যুদ্ধ (Battle of the Nations) নামে পরিচিত। লিপজিগে পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য-সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাইনের রাষ্ট্রযূথ, ওয়েষ্টফেলিয়ার সাম্রাজ্য অন্তর্হিত হইল। হল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করিল এবং ব্যাভেরিয়া নেপোলিয়নের পক্ষ ত্যাগ করিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করিল। নেপোলিয়ন জার্ম্মাণী পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন। এই অবস্থায় মিত্রপক্ষ নেপোলিয়নের নিকট সুবিধাজনক সর্ত্তে সন্ধি করিবার অনুরোধ জানাইলে নেপোলিয়ন তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়াও অমিত বিক্রমে বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়াকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শেষ রক্ষা করার মত সামর্থ্য নেপোলিয়নের ছিল না। বিভিন্ন দিক হইতে মিত্রবাহিনী জলস্রোতের ন্যায় প্যারিসে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্যারিস বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিল (৩০শে মার্চ্চ,

লিপজিগের যুদ্ধ, ১৮১৩

১৮১৪)। একে একে নেপোলিয়নের অনুগত সেনাপতিবর্গ নেপোলিয়নকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মারমন্ট, আজেরিও, নে, বার্থিয়ার সকলেই প্রভুর এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাহাকে পরিত্যাগ করিল। একদা নেপোলিয়নের বিশ্বস্ত সহযোগী ত্যালির্যাঁ-র নেতৃত্বে ফরাসী সিনেট সম্রাটের সিংহাসনচ্যুতি ঘোষণা করিল। কোন দিকে কোন আশার চিহ্ন না দেখিয়া নেপোলিয়ন সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। ফন্টেনব্লু-র সন্ধি অনুযায়ী নেপোলিয়ন সমস্ত ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া এলবা দ্বীপে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। ষোড়শ লুই-র ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ১৭৯২ খৃঃ-এ ফ্রান্সের যে সীমানা ছিল তাহাই অতঃপর ফ্রান্সের সীমানা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। নেপোলিয়ন-বিজয়ী মিত্রপক্ষ ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক বন্দোবস্ত নূতন করিয়া সম্পাদন করিবার জন্য ভিয়েনার কংগ্রেসে সমবেত হইলেন। ভিয়েনা কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়েই সংবাদ আসিল নেপোলিয়ন এলবা-র নির্ব্বাসিত জীবন পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ইউরোপে পদার্পণ করিয়াছেন। পুনরায় নেপোলিয়নকে পরাজিত করার জন্য সমগ্র ইউরোপ সারিবদ্ধ হইল।

নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ ও এলবা-য় নির্ব্বাসন

'একশত দিবস'—ওয়াটারলু-র যুদ্ধ, ১৮১৫

মাত্র একশত দিবস এলবা দ্বীপে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করার পর নেপোলিয়ন ১৮১৫ খৃঃ-এর ফেব্রুয়ারী মাসে মাত্র ১১০০ সঙ্গী লইয়া এলবা দ্বীপ হইতে ফ্রান্সের দিকে পলায়ন করিলেন এবং ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে অবতরণ করিলেন। নেপোলিয়নের ফ্রান্সে পদার্পণের সংবাদে ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হইল এবং পথে স্বীয় দলবৃদ্ধি করিয়া তুমুল অভ্যর্থনার মধ্যে নেপোলিয়ন প্যারিসের দিকে অগ্রসর হইলেন।

এলবা দ্বীপ হইতে পলায়ন ও ফ্রান্সে আগমন

নেপোলিয়নের পূর্ব্বতন সেনাপতি ও সৈন্যদল তাহার সঙ্গে যোগদান করিল। অষ্টাদশ লুই সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন এবং নেপোলিয়ন পুনরায় প্যারিসে উপস্থিত হইলেন।

ভিয়েনা কংগ্রেসে সমবেত মিত্রশক্তি এই সংবাদে পুনরায় নেপোলিয়নকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে ও ভবিষ্যতে তিনি যাহাতে অন্য কোন উপদ্রব করিতে না পারেন তজ্জন্য তাঁহাকে চিরনিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল এবং ইউরোপের শান্তিহন্তারকের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিল। বেলজিয়ামে মিত্রপক্ষের দুই দল সৈন্য ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন ও প্রাশিয়ার সেনাপতি ব্লুচারের সেনাপতিত্বে নেপোলিয়নের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য সমবেত হইল। মিত্রপক্ষের উভয়দলের সংযোগ বন্ধ করিয়া একক ভাবে দুইজনকে পরাজিত করার সঙ্কল্প লইয়া নেপোলিয়ন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন এবং প্রাশিয়ার সেনাপতি ব্লুচারকে লিগ্‌নী-র যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ডিউক অফ ওয়েলিংটনের সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। ওয়েলিংটন ইতিমধ্যে নেপোলিয়নের সেনাপতি নে-র হস্তে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ওয়াটার্লু'র রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন। নেপোলিয়ন ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে ওয়েলিংটনের সৈন্যদলের সম্মুখীন হইলেন।

ওয়াটার্লু'র যুদ্ধ ১৮১৫

দীর্ঘ সাত ঘণ্টা যাবৎ ওয়েলিংটন ফরাসী আক্রমণ প্রতিহত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন এবং ব্লুচারের সৈন্যদলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। লিগনী-র যুদ্ধে ব্লুচারকে পরাজিত করিয়া ব্লুচার যাহাতে ওয়েলিংটনের সঙ্গে ওয়াটার্লু'তে মিলিত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থার জন্য নেপোলিয়ন সেনাপতি গ্রাউচিকে একদল সৈন্যসহ পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রাউচি তাহার কর্ত্তব্য পালনে অক্ষম হওয়ায় ব্লুচার তাহাকে এড়াইয়া সায়াহ্নে সৈন্যদল সহ ওয়েলিংটনের সঙ্গে মিলিত হইলেন। এই অপ্রত্যাশিত শক্তিবৃদ্ধির সম্মুখে ফরাসী-বাহিনী আর রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিল না—পরাজিত হইয়া

ছত্রভঙ্গ হইল (১৮১৫)। নেপোলিয়ন রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া প্যারিসে উপস্থিত হইলেন। পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মিত্রবাহিনীর প্রতিরোধ করা অসম্ভব মনে করিয়া নেপোলিয়ন দ্বিতীয়বার সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন এবং আমেরিকায় পলায়ন করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু সমুদ্র পথে বৃটিশ রণতরীর দৃষ্টি এড়াইয়া পলায়ন করা অসম্ভব বলিয়া তিনি স্বেচ্ছায় বেলোরোফন নামে এক বৃটিশ রণতরীর কাপ্তেনের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংলণ্ডের প্লাইমাউথ বন্দরে রণতরীতে বসিয়া নেপোলিয়ন তাহার প্রতি প্রযুক্ত দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। মিত্রশক্তির নির্দ্দেশে দক্ষিণ আটলান্টিকের সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে তিনি নির্ব্বাসিত হইলেন। নেপোলিয়নের ভাগ্যরবি চিরতরে অস্তমিত হইল। নির্ব্বাসিত অবস্থায় ছয় বৎসর যাপন করার পর ১৮২১ খৃঃ-এর ৫ই মে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপেই নেপোলিয়ন শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ইংলণ্ডের রণতরীর নিকট আত্মসমর্পণ

সেণ্ট হেলেনা-য় নির্ব্বাসিত

নেপোলিয়নের পতনের কারণ

নেপোলিয়নের অপরিমিত উচ্চাশাই তাহার পতনের মুখ্য কারণ। ফরাসী বিপ্লবের উত্তরভাগে স্বীয় কৃতিত্ববলেই তিনি ক্ষমতায় অধিরূঢ় হইয়া পরিণামে ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ন্তা হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু শুদ্ধ ফ্রান্সের নরপতি হইয়া তিনি সন্তুষ্ট রহিলেন না, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র ইউরোপকে স্বীয় অঙ্গুলিহেলনের অধীনে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দুরাশা তাহাকে বাস্তব প্রতিকূলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইউরোপের জনমতকে পদদলিত করিলেন এবং দীর্ঘকাল ইউরোপকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু প্রবঞ্চনা ও সামরিক শক্তির উপর

অপরিমিত উচ্চাশা

প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য স্থায়ী হইতে পারে না। নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের এই দুর্ব্বলতা সম্যক্ অনুধাবন করিতে পারেন নাই। যথাসময়ে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত জাতীয় প্রতিরোধের সৃষ্টি হইল এবং এই জাতীয় প্রতিরোধ সাম্রাজ্যের মৃত্যুবাণে পরিণত হইল। উপরন্তু তাহার সাম্রাজ্যের কোন স্থায়ী ভিত্তি ছিল না। ইহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিষ্ঠ. জীবন ও ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। নেপোলিয়নের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

স্ব-কৃত ত্রুটি

এতদ্ব্যতীত নিপোলিয়নের স্ব-কৃত বহু ত্রুটিপূর্ণ কার্য্য তাহার পতনের আসন্ন করিয়াছিল। প্রথমতঃ, তাহার কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম ইউরোপের বাণিজ্য-ক্ষেত্রে এক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে ভয়ানক দুরবস্থার সম্মুখীন করিল। জিনিষ পত্র দুর্ম্মূল্য হওয়াতে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দারুণ ঘৃণ্য মনোভাব সৃষ্ট হইল।

[ক] কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম

এই সিষ্টেমকে কার্য্যকরী করার নিমিত্ত নেপোলিয়ন যে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন তাহাতে তাহার শত্রু-সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। পর্টুগাল আক্রমণ, স্পেনের সিংহাসন অধিকার, পোপের সঙ্গে বিবাদ এবং সর্ব্বোপরি জারের সঙ্গে বিরোধ সমস্তই এই সিষ্টেমকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত হইয়াছে।

(২) স্পেনের সিংহাসনে ভ্রাতাকে উপবিষ্ট করানো

দ্বিতীয়তঃ—স্পেনের বৈধ নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই স্থানে স্বীয় ভ্রাতাকে স্থাপিত করা সঙ্গত হয় নাই। এই ভ্রমের ফলে নেপোলিয়ন স্পেনের সুপ্ত জাতীয়তাকে জাগ্রত করিলেন। স্পেনের গণশক্তি সর্ব্বক্ষমতা পণ করিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল। এই গণঅভ্যুত্থানে নেপোলিয়নের ধন ও সৈন্য অপরিমিতভাবে নষ্ট হইয়াছে। স্পেনের জাতীয় প্রতিরোধ শক্তির নিকট নেপোলিয়ন পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। স্পেনের এই জাতীয়তাবোধের দৃষ্টান্ত প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে উদ্বুদ্ধ করিল এবং নেপোলিয়নের পতনের কাজে সাহায্য করিল।

তৃতীয়তঃ—মস্কো অভিযানের ব্যর্থতা ও প্রত্যাবর্ত্তন নেপোলিয়নের শক্তি ও সুনামের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া তাঁহার পতনকে প্রত্যাসন্ন করিয়াছিল।

(৩) মস্কো অভিযান

চতুর্থতঃ—কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেমকে উপলক্ষ্য করিয়া নেপোলিয়ন পোপের প্রতি যে রূঢ় আচরণ করিয়াছেন তাহাতে ক্যাথলিক জগৎ নেপোলিয়নের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল।

(৪) কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম

সর্ব্বশেষে ইংলণ্ডের দীর্ঘ প্রতিপক্ষতা তাহার সমস্ত পরিকল্পনাকে সর্ব্বদা ব্যর্থ করিয়াছে এবং বহু অনুদার ও আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। ইংলণ্ডকে পদানত করার জন্য কন্টি-নেণ্টাল সিষ্টেম প্রবর্ত্তিত হইল এবং এই সিষ্টেমকে ফলপ্রসূ করার জন্যই তাহাকে বহু অনর্থকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া শক্তির অপচয় করিতে হইল।

(৫) ইংলণ্ডের বিরোধিতা

অষ্টম অধ্যায়

নেপোলিয়নোত্তর ইউরোপের পুনর্বিন্যাস, ভিয়েনা বৈঠক

(ক) ভিয়েনা বৈঠক

(সেপ্টেম্বর ১৮১৪—জুন ১৮১৫)

ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে নেপোলিয়নকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার পর বিজয়ী দেশসমূহের নৃপতিবর্গ অথবা তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের নিমিত্ত অষ্ট্রীয়ার আমন্ত্রণে অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী ভিয়েনায় সমবেত হইলেন। তুরস্ক ব্যতীত ইউরোপের সকল রাষ্ট্রই ভিয়েনায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল—অষ্ট্রীয়ার সম্রাট, রাশিয়ার জার, প্রাশিয়া, ব্যাভেরিয়া, ওয়ার্টেমবার্গ ও ডেনমার্কের নৃপতিগণ, অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাজন্যবর্গ এবং ইউরোপের সমস্ত কূটনীতিবিশারদ কেহই এই বৈঠক হইতে বাদ পড়েন নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল কংগ্রেসের সর্ব্বব্যাপারে কর্তৃত্ব করিতেছেন মাত্র চারিটি রাষ্ট্র—অষ্ট্রীয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংলণ্ড। এই রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের মধ্য হইতে আবার অষ্ট্রীয়া ও রাশিয়া সর্ব্বাধিক অগ্রণী হইয়া কংগ্রেসের উদ্দিষ্ট কার্য্যাবলী স্থির করিল। কেন না, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতভেদের দরুণ ইংলণ্ডের প্রতিনিধিদ্বয় Castlereagh ও Wellington কংগ্রেসে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। আর প্রাশিয়ার অধিপতি দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম রাশিয়ার জারের সম্পূর্ণ অনুগত থাকায় প্রাশিয়াও একপ্রকার নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিল।

প্রধানতঃ চারিটি রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব

কংগ্রেসে উপস্থিত কূটনীতি বিশারদদের মধ্যে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করিলেন ফ্রান্সের প্রতিনিধি Tallyrand ও অষ্ট্রীয়ার চ্যান্সেলার Metternich। কূটনীতি কুশলতার জন্য অচিরেই মেটারনিক রাশিয়ার জার প্রথম

আলেকজাণ্ডারকে স্বমতানুবর্ত্তী করিয়া লইলেন। পরিণামে মেটারনিকই হইলেন ভিয়েনা বৈঠকের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক এবং বৈঠকের কার্য্যাবলীর একমাত্র ভাগ্যবিধাতা। বৃটিশ প্রতিনিধিদ্বয় একটু দূরে সরিয়া থাকিলেও সময়ে সময়ে যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতের উপক্রম হইয়াছে, তখন তাহারা তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া বিবদমান রাষ্ট্রসমূহের উত্তেজনা প্রশমিত করার চেষ্টা করিয়াছেন।

পরিণামে মেটারনিকই একমাত্র পরিচালক

ভিয়েনা বৈঠকে উপস্থিত রাজন্যবর্গ ও রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার (১৮০০-১৮২৫) ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণকারী ব্যক্তি। নেপোলিয়নের পরাজয়ের মূলে রাশিয়ার ত্যাগস্বীকার ও কৃতিত্ব সর্ব্বাধিক ছিল বলিয়া জার আলেকজাণ্ডার বৈঠকের সম্মুখে সর্ব্বাধিক সম্মানের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে রাশিয়ার অন্য কোন জার আলেকজাণ্ডারের মত এতখানি সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন নাই। কিন্তু রাশিয়ার এতখানি প্রভাব প্রতিপত্তি স্বভাবতঃ অষ্ট্রীয়া, বিশেষতঃ ইংলণ্ড সুনজরে দেখিতে পারিল না।

প্রথম আলেকজাণ্ডার

জার আলেকজাণ্ডার রাজনীতিক মতবাদে উদারপন্থী ছিলেন। La Harpe নামক জনৈক সুইস শিক্ষকের নিকট তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং এই শিক্ষকের নিকট হইতে তিনি ফরাসী বিপ্লবের উদারনীতি সমূহের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতে শিখেন। এই উদারতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি রাশিয়ার অধীন পোল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডকে আংশিক লোকায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার অধিকার প্রদান করেন এবং যে ফ্রান্সের জন্য ইউরোপ এত দুর্গতি ভোগ করিয়াছে সেই ফ্রান্সের জন্য তাহার মমত্বের অন্ত ছিল না, মুখ্যতঃ তাহারই হস্তক্ষেপের ফলে পরাজিত ফ্রান্স বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের হস্তের চরম নিগ্রহ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। এত

তাহার উদারনীতি

উদারপন্থী হওয়া সত্ত্বেও তাহার মধ্যে দৃঢ়তার অভাব ছিল; উপরন্তু তাহার স্বপ্নাশ্রয়ী ও ধর্ম্মপ্রধান আদর্শবাদ এত বাস্তব বিরোধী ছিল যে তিনি অচিরেই সকলের উপহাসাস্পদ হইয়া পড়িলেন। মেটারনিক তাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি করিলেন—"He is a mad man to be humoured"। রাজনীতির সহিত ধর্ম্মনীতি মিশাইয়া ফেলাতে আলেকজাণ্ডারের মতবাদ স্ববিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। মেটারনিক লোক-চরিত্রাভিজ্ঞ ছিলেন; তিনি আলেকজাণ্ডারের এই অব্যবস্থিতচিত্ততার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অতি সহজেই তাহাকে স্বমতানুসারী করিতে সক্ষম হইলেন। বাস্তব জগতের প্রতি অত্যধিক উদাসীন অথচ স্ব-বিরোধী মতবাদসমূহের পরিপোষকতার ফলে আদর্শনিষ্ঠ ও উদারপন্থী আলেকজাণ্ডারের সমস্ত শুভপ্রচেষ্টা অচিরেই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল।

অতিরিক্ত ভাববাদী বলিয়া ব্যর্থতা

ভিয়েনা বৈঠকের কার্য্যাবলী:—ভিয়েনায় সম্মিলিত রাজন্যবর্গ ও রাষ্ট্রদূতদের সম্মুখে সমাধানযোগ্য বিস্তর সমস্যা ছিল। সেই সকল সমস্যার মধ্যে জটিলতা এত অধিক ছিল যে বহু আলাপ আলোচনা ও সূক্ষ্ম কূটনীতিক বিচক্ষণতা ব্যতীত এই সকলের সুষ্ঠু সমাধান অসম্ভব ছিল। বৈঠকের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাগণ কোনও প্রকাশ্য অধিবেশনে এই সকল সমস্যা আলোচিত হইবার বন্দোবস্ত করিলেন না, প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ নিজেদের মধ্যে গোপন কমিটি সৃষ্টি করিয়া নিজেরাই আপোষে এবং পারস্পরিক সন্ধিসর্ত্তের সাহায্যে অনেক সমস্যা মিটাইয়া ফেলিলেন; পরিশেষে তাহাদের কৃত সিদ্ধান্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহকে স্বীকার করিয়া লইতে একপ্রকার বাধ্য করিলেন। প্রধান রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাশিয়া, রাশিয়া, অষ্ট্রীয়া ও গ্রেটব্রিটেন ছিলেন—ইহাদের সিদ্ধান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপস্থিত অপর সকলকে মানিয়া লইতে হইল।

প্রধান শক্তিবর্গের স্বার্থানুগ সিদ্ধান্ত অপরে মানিতে বাধ্য হইল

যাহা হোক তিনটি প্রধান নীতিকে কেন্দ্র করিয়া ভিয়েনা বৈঠকের

সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়। প্রথমতঃ, বিজয়ী মিত্রপক্ষের জন্য পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা এবং তৎসহ বিজিত ফ্রান্স ও তাহার অনুগামী রাষ্ট্রসমূহের যথাযুক্ত দণ্ডবিধান। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যথাসম্ভব প্রাক্-বিপ্লব অবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তন এবং তৃতীয়তঃ, ইউরোপের ভবিষ্যৎ শান্তি অব্যাহত রাখার জন্য যথোপযুক্ত প্রতিবিধান করা।*

(১) বিজয়ী মিত্রপক্ষের জন্য পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা এবং তৎসহ বিজিত ফ্রান্স ও তাহার অনুগামী রাষ্ট্রসমূহের দণ্ডবিধান :—নেপোলিয়নের আমলে অধিকৃত ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল—প্রায় তিনকোটি কুড়িলক্ষ লোকের বাসস্থান—নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ফ্রান্সকে মিত্রপক্ষের হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইল (প্যারিসের সন্ধি, ৩০শে মে, ১৮১৪)। মিত্রপক্ষের হস্তে সমর্পিত স্থানসমূহের মধ্যে ইহারা ছিল—বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ডের ক্যান্টনগুলি, ইটালীর অধিকাংশ স্থান, রাইন নদীর উভয়তীরস্থিত জার্ম্মাণীর বিস্তীর্ণ ভূভাগ ও ওয়ারস-এর ডাচি। এতদ্ব্যতীত নেপোলিয়নের প্রতি একান্ত বিশ্বস্ত জার্ম্মাণীর স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাক্সনী ও নেপোলিয়নের শ্যালক মুরাট শাসিত নেপলস্-এর বিলিব্যবস্থা করিবার অধিকারও মিত্রপক্ষের হাতে আসিল। উপরোক্ত অঞ্চলগুলি হইতে বিজয়ী মিত্রপক্ষ নিজেদের সুবিধানুযায়ী প্রথমতঃ স্ব-স্ব রাষ্ট্রসংলগ্ন ভূমি পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। কোথায়ও এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রকে জুড়িয়া দেওয়া হইল, অন্যত্র বিনিময় করিয়া কোন রাষ্ট্র নিজের সুবিধাজনক ভূমি অন্যরাষ্ট্রের নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন। এই সকল ভৌমিক পরিবর্ত্তন, বা স্বেচ্ছামত কোন রাষ্ট্রের অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি জাতীয়তাবিরোধী কার্য্যে জনসাধারণের অনিচ্ছা বা মতামতকে আমল দেওয়া হইল না।

*"Three chief principles moulded the Vienna settlement; that of rewards to the victors and retribution to the defeated, that of restoring where it was possible pre-revolutionary conditions, and that of providing guarantee for the future peace of Europe." Ketelby.

উপরোক্ত নীতি কার্য্যে পরিণত করার ফলে রাশিয়া, প্রাশিয়া, অষ্ট্রীয়া, গ্রেটব্রিটেন এবং কতকাংশে সুইডেন নেপোলিয়নের পরাজয়ের ব্যাপারে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণের পুরস্কার স্বরূপ খানিকটা করিয়া ভূ-খণ্ড প্রাপ্ত হইল। রাশিয়া মধ্য পোল্যাণ্ড-এর অধিকারী হইল, ইহা জারের ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি বলিয়া স্বীকৃত হইল। এই সুযোগে ফিনল্যাণ্ড এবং তুরস্ক হইতে অধিকৃত কিয়দংশ জারের বৈধ অধিকার বলিয়া বৈঠকে গৃহীত হইল। প্রাশিয়া সুইডেন হইতে বিনিময় দ্বারা প্রাপ্ত পশ্চিম পমারেনিয়া, স্যাক্সনীর অংশ, কয়েকটি বিশেষ এবং মূল্যবান রাইন প্রদেশ প্রাপ্ত হইল। অষ্ট্রীয়া পাইল ভেনেশিয়া (ইহার জন্য অষ্ট্রীয়াকে বেলজিয়াম ও দক্ষিণ জার্ম্মাণীর অঞ্চলের স্বত্ব ছাড়িতে হইল) ও নেপোলিয়নের যুগের পূর্ব্বে অধিকৃত তাহার সমস্ত প্রনষ্টরাজ্য। গ্রেটব্রিটেন তাহার বাণিজ্য, নৌ-বল ও ঔপনিবেশিক সুবিধার জন্য হেলিগোলাণ্ড ও মাল্টা দ্বীপ গ্রহণ করিল। উপরন্তু স্পেন অধিকৃত ত্রিনিদাদ, ফরাসী-অধিকৃত মৌরিটিয়াস ও টোবাগো এবং হল্যাণ্ডের দখলাধীন সিংহল ও কেপ অফ্ গুড হোপ ইংলণ্ডের প্রত্যক্ষ অধিকারে আসিল। আইয়োনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও ইংলণ্ডের আশ্রয়াধীন হইল। এই অঞ্চল সমূহের মালিকানা ইংলণ্ডের হাতে আসাতে ইংলণ্ড ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঔপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হইল। সুইডেন পুরস্কার স্বরূপ নরওয়ে প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু বিনিময় হিসাবে সুইডেনকে রাশিয়ার জন্য ফিনল্যাণ্ড এবং প্রাশিয়ার জন্য পশ্চিম পমারেনিয়া ছাড়িয়া দিতে হইল। ঔপনিবেশিক অঞ্চল পরিত্যাগ করার বিনিময়ে হল্যাণ্ডের সঙ্গে বেলজিয়াম জুড়িয়া দিয়া হল্যাণ্ড-কে সন্তুষ্ট করা হইল।

মিত্রপক্ষের পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণ

নেপোলিয়নের পক্ষে যোগদানরূপ অপরাধের শাস্তি হিসাবে স্যাক্সনী-র কিঞ্চিৎ ভূ-খণ্ড কাড়িয়া লওয়া হইল, অবশ্য রাজকীয় উপাধি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইল না। নেপোলিয়নের দ্বারা সৃষ্ট দুইটি রাষ্ট্র Grand

Duchy of Warsaw (পোল্যাণ্ড) ও ওয়েষ্টফেলিয়া-র বিলোপ সাধন করা হইল। প্রধান অপরাধী ফ্রান্সকে ব্যবচ্ছেদ করার অনুকূলে প্রথমতঃ সিদ্ধান্ত প্রায় গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু জার আলেকজাণ্ডারের অমত এবং কৌশলী ফরাসী কূটনীতিজ্ঞ Tallyrand-এর তৎপরতার জন্য ইহা পরিত্যক্ত হয়। তবে ফ্রান্সের সীমানা বিপ্লবের পূর্ব্বে যে স্থানে ছিল সেই পর্য্যন্ত রাখার অনুমতি তাহাকে দেওয়া হইল। যুদ্ধ ঘটাইবার ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাহার নিকট বহু পরিমাণ অর্থ দাবি করা হইল এবং আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য অবস্থানকারী এক সংযুক্ত সৈন্যদল তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইল।

দণ্ডবিধান

(২) **ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিপ্লব-পূর্ব্ব অবস্থা পুনঃ-প্রবর্ত্তন** ঃ—নেপোলিয়নোত্তর ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব যাহারা গ্রহণ করিলেন তাহারা বিপ্লব ও তাহার পরবর্ত্তী সময়ে ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে সে সকল সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ইউরোপকে প্রাক্ বিপ্লব অবস্থায় আনিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এইজন্য ফরাসী কূটনীতিজ্ঞ Tallyrand 'Legitimacy' বা বৈধাধিকার-স্বত্ব নামে এক নীতি প্রয়োগের কথা তুলিলেন। 'বৈধাধিকার স্বত্ব' নীতির অর্থ এই যে দীর্ঘকাল যাবৎ যে রাজবংশ যে যে অঞ্চলের রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে সেই বংশেই বর্ত্তমানে সেই সেই অঞ্চলের বৈধ শাসক বলিয়া পরিগণিত হইবে। বিপ্লবের যুগে বা নেপোলিয়নের আমলে যে সকল শাসন সম্বন্ধীয় বা রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল তাহা বৈধাধিকারস্বত্বের নামে সর্ব্বত্র অস্বীকৃত হইল। Tallyrand-এর গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল এই নীতি কার্য্যকরী হইলে বুরবোঁ রাজবংশ ফ্রান্সের সিংহাসন ফিরিয়া পাইবে, ফ্রান্স খণ্ডিত হইবে না। ফলে রণক্ষেত্রে পরাজিত ফ্রান্স তাহার নষ্টমর্য্যাদা আংশিকভাবে উদ্ধার করিতে পারিবে। বিপ্লব ও সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনবিরোধী মেটারনিক

Legitimacy
বৈধাধিকার স্বত্ব

Tallyrand-এর বৈধাধিকার স্বত্বকে সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন। এই নীতি গৃহীত হইলে তিনি যে অষ্ট্রীয়া-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সেই অষ্ট্রীয়া জার্ম্মাণীতে পূর্ব্বতন মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবে। উপরন্তু অষ্ট্রীয়ার অধীনে ইটালী বা অন্যত্র যে সমস্ত ভূ-খণ্ড ছিল তাহাও তাঁহার আয়ত্ত থাকিতে পারিবে। ভিয়েনা বৈঠকে এই 'যথা পূর্ব্বং' নীতি পরিগৃহীত হইয়া ইউরোপে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের জয় সূচনা করিল। ফরাসী সিংহাসনে পুরাতন বুরবোঁ রাজবংশ বসিল, স্পেন ও নেপল্‌স্‌-এ পূর্ব্বতন বুরবোঁ রাজবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল; পিডমণ্ট সার্ডিনিয়াতে ও হল্যাণ্ডে অনুরূপভাবে যথাক্রমে Hause of Savoy ও House of Orange-এর কর্ত্তৃত্ব পুনঃস্থাপিত হইল। বৈধাধিকারস্বত্বের বলে পোপ ভ্যাটিকানে গদি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, জার্ম্মাণীর রাইন অঞ্চলের রাজন্যবর্গ তাহাদের রাজ্য ও সিংহাসন ফিরিয়া পাইলেন। সুইটজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলিকে একভাবে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা বাতিল করিয়া তথায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন প্রবর্তিত হইল।

(৩) **ইউরোপের ভবিষ্যৎ শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা** :—ইউরোপের শান্তি বারংবার ফ্রান্সের দ্বারা বিঘ্নিত হইয়াছে বলিয়া ভিয়েনার কর্তৃপক্ষ ফ্রান্সের সামরিক শক্তি যাহাতে স্থায়ীভাবে দুর্ব্বল থাকে এবং ভবিষ্যতে শক্তিশালী হইয়া আর কোন উপদ্রব্যের সৃষ্টি না করিতে পারে তাহার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিলেন। ফ্রান্সকে স্বাভাবিক সীমানা হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রাক্-বিপ্লব যুগের সীমানার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ রাখিয়া নানাবিধ প্রকারে তাহার ক্ষমতা খর্ব্ব করা হইল; ফ্রান্সের চতুষ্পার্শ্বস্থ রাষ্ট্রসমূহের আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া ফ্রান্সকে সতর্ক পাহারার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডকে সঙ্গে সংযুক্ত করাইয়া উত্তরদিকে শক্তিশালী রক্ষা-প্রাকারের সৃষ্টি হইল। পূর্ব্বাঞ্চলে প্রাশিয়াকে রাইন অঞ্চলের কিছু ভূ-খণ্ড প্রদান করিয়া

ফ্রান্সের সর্ব্বপ্রকারে কোণঠাসা করিয়া রাখা

তাহাকে ঐ অঞ্চলে এবং সার্ডিনিয়া-পীডমণ্টকে জেনোয়ার অন্তর্ভুক্ত করিবার অনুমতি দিয়া দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রহরীর সৃষ্টি হইল। মোট কথা, যাহাতে ভবিষ্যতে ফ্রান্স আর মাথা তুলিয়া ইউরোপের শান্তি-হন্তারক হইতে না পারে তজ্জন্য কোন ব্যবস্থার ত্রুটি রহিল না। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ প্রদান, নিজ ব্যয়ে মিত্রপক্ষের দখলীসৈন্য রাখিতে বাধ্য হওয়া ইত্যাদি চাপে ফ্রান্স ক্লিষ্ট হইতে লাগিল।

ইউরোপীয় সঙ্গীতির নামে বিপ্লবের আদর্শ প্রতিরোধ করা

ভিয়েনার নেতৃবৃন্দের মতে কেবলমাত্র ফ্রান্স নহে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শবাদও ইউরোপের অশান্তি সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ফরাসী দেশকে নানা প্রকারে কোণঠাসা করিয়া ক্ষুদ্র ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে আটক রাখা হইল বটে কিন্তু বিপ্লবাদর্শতো কোন পার্থিব গণ্ডীর মধ্যে সীমিত করা যায় না। অথচ বিপ্লবের বাণীকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিহত না করিলে ইউরোপের শান্তি অচিরেই বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। এই কার্য্যের জন্য ভিয়েনার রাষ্ট্রনায়কগণ ভিয়েনা বৈঠকের সঙ্গে সঙ্গেই Concert of Europe বা ইউরোপীয় সঙ্গীতি নামে খ্যাত এক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন। যে উদ্দেশ্যে 'ইউরোপীয় সঙ্গীতি'-র ব্যবস্থা হয় সাময়িকভাবে সেই উদ্দেশ্যে সুসিদ্ধ হইয়াছিল।

জার্ম্মাণী সম্বন্ধে ব্যবস্থা :—নেপোলিয়নের দ্বারা কৃত জার্ম্মাণীর সকল পরিবর্ত্তন বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হইল। জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত ৩৯টি রাষ্ট্রকে অষ্ট্রীয়ার নায়কত্বে এক শ্লথ রাষ্ট্রসঙ্ঘের (Loose Confederation) অন্তর্ভুক্ত করা হইল এবং এই দুর্ব্বল রাষ্ট্রসঙ্ঘের জন্য Diet নামক একটি প্রতিনিধি সভার সৃষ্টি হইল। এই Diet জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির পরিবর্ত্তে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মনোনীত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হইল। অষ্ট্রীয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিক-এর অনুমোদনক্রমে জার্ম্মাণীর জন্য এই সংহতিবিনাশক ও গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা হইল। জার্ম্মাণীতে অষ্ট্রীয়ার প্রাধান্য ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

ভিয়েনা বৈঠকের কার্য্যাবলীর সমালোচনা

ভিয়েনা বৈঠকের বিধানাবলীর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই—এই সকল বিধান যুগধর্ম্মকে বিশেষতঃ ফরাসী বিপ্লবের মূলনীতি সমূহকে অস্বীকার করিয়া রচিত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যলিপ্সু ছিলেন সত্য এবং তিনি তাহার অধীন বা মুখাপেক্ষী ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষাও করেন নাই। কিন্তু তিনি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদের প্রবর্ত্তন করেন এবং সামন্তযুগের বিশেষ শ্রেণীকৌলীন্য একেবারে উঠাইয়া দেন। তাহার সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র সামন্তপ্রথার যে সমস্ত অনাচার ছিল তাহা তিরোহিত হয়—সাধারণ মানুষ অর্দ্ধদাসত্বের শৃঙ্খল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। উপরন্তু নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থায় প্রশংসনীয় কর্ম্মনৈপুণ্য ছিল। কিন্তু ভিয়েনা বন্দোবস্তের ফলে সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর অনুসৃত সমাজ ও শাসনব্যবস্থা স্থগিত থাকে ও তৎস্থলে পুনঃ প্রত্যাগত অভিজাতশ্রেণীর প্রাক্তন সুবিধা ও অধিকার সমূহ প্রবর্ত্তিত হয়। এই নব-ব্যবস্থায় জনসাধারণের দুর্গতির পরিসীমা রহিল না। জনসাধারণের মনোভাবও স্বভাবতই বাহিরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থাসহ পুনরাগত অষ্টাদশ শতাব্দীকে সহ্য করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের ফলে জনসাধারণ গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার দাবী করিতে শিখিয়াছিল। রাজনৈতিক শক্তি-সমতা রক্ষা ও ইউরোপের কয়েকটি রাজবংশের স্বার্থরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিতে যাইয়া রাষ্ট্রনায়কগণ জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া দিলেন। রাষ্ট্রের শীর্ষারূঢ় ব্যক্তিবিশেষের উচ্চাভিলাষ বা অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের দায় জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল। জার্ম্মাণীর জনমতকে অগ্রাহ্য করিয়া জার্ম্মাণরাষ্ট্র দুর্ব্বল ও সংহতিবিহীন করার বন্দোবস্ত হইল, ইটালীতে বিদেশী অষ্ট্রীয়া ও বুরবোঁ বংশের অধিকার ফিরিয়া আসিল, বেলজিয়ামকে

বিপ্লবী নব যুগকে অস্বীকার করা

হল্যাণ্ডের সঙ্গে এবং নরওয়েকে সুইডেনের সঙ্গে অকারণ জুড়িয়া দেওয়া হইল। ভিয়েনার সর্ত্তরচয়িতা প্রধান রাষ্ট্রচতুষ্টয় পরিবর্ত্তিত দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া স্বেচ্ছামত ইউরোপের রাষ্ট্রবিধির নববিন্যাস করিলেন। দূরদর্শিতার অভাব থাকায় ভিয়েনার কার্য্যাবলী অধিকদিন স্থায়ী হইল না; পূর্ণ ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া ভিয়েনার বন্দোবস্তের ত্রুটির জের চলিল এবং যুদ্ধ বা জন অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া ইহার পরিবর্ত্তন বা সংশোধন চলিল।

পক্ষান্তরে ভিয়েনার সর্ত্তাবলীর স্বপক্ষে একথা বলা যাইতে পারে যে উপরোক্ত ত্রুটি সত্বেও এই সকল সর্ত্তের ভিত্তি-ভূমিতেই ইউরোপের শান্তি আগামী চল্লিশ বৎসরকাল অব্যাহত ছিল। Ketelby-র মন্তব্য—It is given to few Congress to legislate for a century—পূর্ণ শতাব্দীর জন্য রাষ্ট্রবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা খুব অল্পসংখ্যক রাষ্ট্রবৈঠকের থাকে —এই প্রসঙ্গে ইহা প্রণিধানযোগ্য। ভিয়েনার রাজনীতিকগণ ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মহাপুরুষ ছিলেন না, কাজেই সুদূর ভবিষ্যতের প্রয়োজনের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখার মতন প্রতিভা তাহাদের নিকট প্রত্যাশা করা অনুচিত। আপাতভবিষ্যতের প্রয়োজন ও শান্তি অব্যাহত রাখার প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়াই তাহারা এই সকল পরিবর্ত্তন ধার্য্য করিয়াছিলেন। পরিণামে যাহাই ঘটুক না কেন অন্ততঃ আগামী চল্লিশ বৎসরকাল ইউরোপ মোটামুটি ভিয়েনার বিধান মানিয়া চলিয়াছিল।

ভিয়েনা বৈঠক সমর্থন
(ক) চল্লিশ বৎসর শান্তি স্থাপনে সহায়ক

ভিয়েনা কংগ্রেসের সর্ত্তাবলী যতই বিরূপভাবে সমালোচিত হউক না কেন একথা স্মরণযোগ্য যে এই সর্ত্তসমূহের অনেকগুলির মধ্যে ভবিষ্যতে বিরাট সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল। জেনোয়া সার্ডিনিয়া-পীডমণ্ট রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হওয়ায় ইহা ইটালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হইল এবং সার্ডিনিয়া-পীডমণ্টের রাজবংশ House of Savoy-কে কেন্দ্র করিয়া ইটালীর রাষ্ট্রনৈতিক

(খ) বিরাট ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ উপ্ত

একীকরণের সম্ভাবনা ঘটিল রাইন প্রদেশসমূহ প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অতঃপর জার্ম্মাণীর অধিনায়ক অষ্ট্রীয়ার হস্তস্খলিত হইয়া প্রাশিয়ার দায়িত্বে আসিল। বেলজিয়াম প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলে ভূ-খণ্ডের বিনিময়ে অষ্ট্রীয়া ইটালীর ভিনিস-লম্বার্ডি প্রদেশদ্বয় গ্রহণ করিলেন বলিয়া রাইস অঞ্চলে পাহারা দেওয়ার ভার তাহার হইল হস্তচ্যুত এবং অষ্ট্রীয়ার স্বার্থ সম্পর্ক জার্ম্মাণী অপেক্ষা অ-জার্ম্মাণ অঞ্চলে ঘনিষ্টতর হইল। প্রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়ার এই রূপান্তর জার্ম্মাণীর পক্ষে কল্যাণকর হইল। অষ্ট্রীয়া জার্ম্মাণীর শীর্ষস্থান হইতে চ্যুত হইল, প্রাশিয়া সেই স্থান অধিকার করিল। জার্ম্মাণীর সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যাপারে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব অষ্ট্রীয়া অপেক্ষা স্বাভাবিক ও সঙ্গত হইল। পররর্ত্তীকালে বিসমার্কের কূটবুদ্ধিতে অষ্ট্রীয়া জার্ম্মাণ ব্যাপার হইতে বিতাড়িত হইল এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্ম্মাণীর ঐক্যবন্ধন সম্পাদিত হইল। সুতরাং ইউরোপের ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে দুইটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার সংঘটিত হইল—ইটালী ও জার্ম্মাণীর ঐক্যবন্ধন, তাহাদের পরোক্ষ সূচনা ভিয়েনার বন্দোবস্ত হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ভিয়েনা কংগ্রেস 'যথাপূর্ব্বং' নীতিকে রাষ্ট্রবিন্যাসের অন্যতম সূত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেও কার্য্যতঃ রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহা সম্পূর্ণ প্রয়োগ করে নাই। বিপ্লবের যুগে বা নেপোলিয়নের আমলে যে সমস্ত সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল ভিয়েনা কংগ্রেস তাহাদের কয়েকটী স্বীকার না করিয়া পারে নাই। রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তি বলিয়া গ্রহণ করা হইল, উপরন্তু কেবলমাত্র বাল্টিক বা বল্কান অঞ্চলে নহে পশ্চিম ইউরোপের ব্যাপারের সঙ্গেও রাশিয়ার স্বার্থের অভিন্নতা স্বীকৃত হইল। নেপোলিয়নের আমলে 'Holy Romam Empire-এর বিলোপ ঘটিয়াছিল, তাহা আর প্রবর্ত্তিত হইল না। বাল্টিক সাগরের বাহিরে সুইডেনের আধিপত্য বিস্তারের জন্য উচ্চাভিলাষ বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইল

(গ) বহুক্ষেত্র পূর্ব্বকৃত রূপান্তর স্বীকৃত

ইউরোপের ব্যাপারে তাহার হস্তক্ষেপ চিরতরে বন্ধ হইল। অতঃপর সুইডেন মাত্র স্কাণ্ডিনেভীয় শক্তি হিসাবে পরিগণিত হইল। জার্ম্মাণীতেও নেপোলিয়নকৃত রূপান্তর স্বীকৃত হইল—সমগ্র জার্ম্মাণী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নেপোলিয়ন যে অগণিত রাষ্ট্রসংখ্যাকে ৩৯টিতে পরিণত করেন তাহার কোন রদবদল হইল না। সমাজ ক্ষেত্রেও বিপ্লবী পরিবর্ত্তনের কয়েকটিকে স্বীকার করা হইল। দেশান্তরী অভিজাত শ্রেণী স্বরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও সামন্ত প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন বা সময়ান্তরে সংঘটিত ভৌমিক পরিবর্ত্তন বাতিল করা হইল না। যে সমস্ত দেশে 'কোড নেপোলিয়ন' প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তৎ তৎ দেশে তাহা অব্যাহত রহিল। 'কোড নেপোলিয়নে' যে সামাজিক বা অর্থনৈতিক সাম্য স্বীকৃত হয় তাহা হইতে জনসাধারণকে বঞ্চিত করা হয় নাই।

ভিয়েনা বৈঠকের বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন :—উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাস প্রধানতঃ ভিয়েনার সর্ত্তাবলীর রদবদলের কাহিনী ব্যতীত অন্য কিছু নহে। "The history of the 19th century is mainly concerned with the undoing of the work of the Vienna Congress." ভিয়েনা কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই উক্তির প্রতিপালিত হইবে যে, There was little that was permanent and much that was temporary. ভিয়েনা বৈঠকে যে সকল সর্ত্ত গৃহীত হয় তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই, অচির ভবিষ্যতে এক একটি করিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। ভিয়েনা বৈঠকের সর্ত্ত সমূহ স্থায়ীভাবে গ্রাহ্য না হইবার মূলে ছিল ভিয়েনার কর্ম্মকর্ত্তাদের সঙ্কীর্ণ, প্রগতিবিরোধী ও স্বার্থদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী। ভিয়েনা বৈঠকের প্রাক্কালে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদের মুখে বহু আদর্শবাদের কথা শোনা গিয়াছিল। তাহারা ইউরোপের সমাজব্যবস্থার নবরূপায়ণ, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নববিন্যাস, ন্যায়ানুগ শক্তিবণ্টনের উপর প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী শান্তি (Reconstruction of the social order, regeneration of the political system of

Europe, a durable, peace based upon just division of power) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন ভিয়েনাতে সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল—ফরাসী বিপ্লব হইতে উদ্ভূত পরিবর্ত্তন প্রবাহের গতি রুদ্ধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাহারা ভিয়েনার সর্ত্তাবলী রচনা করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বার যুগপ্রবাহে তাহাদের দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল, জাতীয়তা ও স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ ইউরোপের জনমত স্বল্পকালের মধ্যে ভিয়েনা কৃত নব-বিধানকে অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিল। ভিয়েনার সর্ত্ত প্রথম উল্লঙ্ঘিত হইল বেলজিয়ামের দ্বারা। বেলজিয়াম হল্যাণ্ডের অধীনে যুক্ত থাকিতে অস্বীকৃত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ড হইতে বেলজিয়ামের বিযুক্তি স্বীকৃত হইল। জার্ম্মাণী ও ইটালী সম্পর্কিত সমস্ত বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন অচিরেই আরম্ভ হইল এবং এই শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে এই আন্দোলন সাফল্যলাভ করিল। অষ্ট্রীয়ার তাবেদারী হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ও সংহতিবদ্ধ এই রাষ্ট্রদ্বয় নব কলেবর ধারণ করিল। ভিয়েনায় স্থিরীকৃত ইউরোপের বল্কান অঞ্চলের বন্দোবস্তও অটুট রহিল না, জাতীয়তার ভিত্তিতে বল্কানের বিভিন্ন জাতিকে নূতন করিয়া গড়িবার আন্দোলন ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে চলিল এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধির দ্বারা বল্কান ব্যবস্থার রদবদল যথেষ্ট হইল। ভিয়েনা বন্দোবস্তের উপরোক্ত পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই, এই সকল পরিবর্ত্তনের পশ্চাতে যুগের দাবী ছিল, তাহাকে প্রতিরোধ করার কোন উপায় ছিল না। উপরন্তু যে সমস্ত ব্যবস্থা কৃত্রিমতাদুষ্ট ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট তাহা কালের বিধানে পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

জাতীয়তা ও গণতন্ত্র জয়যুক্ত

বেলজিয়ামের স্বাতন্ত্র্য

জার্ম্মাণী ও ইটালী ঐক্যবন্ধন

বল্কান ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন

অতিরিক্ত আলোচনা

ফরাসী বিপ্লব ঃ ইহার অর্থনৈতিক ও দার্শনিক কারণের সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা

ফরাসী বিপ্লবের মুখ্য কারণ অর্থনৈতিক, যদিও ইহার পশ্চাতে দার্শনিক ভাবাদর্শ মানসিক প্রস্তুতরত কাজে সাহায্য করিয়াছে।

বাস্তব জগতে প্রকৃত বিপ্লব আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বেই ফ্রান্সের ভাব জগতে বিপ্লবী মতবাদের বহুল প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল। প্রধানতঃ মণ্টেস্ক, ভলতেয়ার, রুশো, ডিডেরট প্রভৃতি চিন্তামনীষীদের রচনাবলী এই মানসিক বিপ্লব আনয়নে সাহায্য করিয়াছিল। চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বের প্রথম ভাগে ফ্রান্সের যে গৌরব ছিল তাহা 'মহান্ নরপতি'-র অসংখ্য আক্রমণাত্মক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অপরিমিত অপব্যয়ের জন্য বহুল পরিমাণে ম্লান হইয়া আসিয়াছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুইর সময়ে ফ্রান্সের জনসাধারণের দুর্গতির অন্ত ছিল না। জনসাধারণ চার্চ্চকে, জমিদারকে এবং গভর্ণমেণ্টকে দেয় ত্রিবিধ করভারে প্রপীড়িত, চতুর্দ্দিকে অর্থনৈতিক দুরবস্থা পরিস্ফুট, শিল্প-বাণিজ্য সরকারী উৎসাহের অভাবে অচল অবস্থায় উপনীত, অথচ রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই দুরবস্থার প্রতিকারের কোন রকম প্রচেষ্টা ছিল না। রাজা প্রজার প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন ও ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায় সর্ব্ববিধ সামাজিক রাষ্ট্রীয় সুবিধা ভোগ করিয়া রাষ্ট্রের কল্যাণের প্রতি পরাঙ্মুখ। অভিজাত শ্রেণী করভার হইতে মুক্ত, কিন্তু সামন্ত প্রথানুযায়ী প্রজাদের নিকট হইতে বিবিধ খাতে প্রাপ্য কর আদায়, বেগার খাটানো বা সরকারী চাকুরীর সুবিধা, সমস্ত অধিকার ইহারা দীর্ঘকাল ভোগ করিয়া আসিতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার ছিল—রাষ্ট্রপরিচালনায় সাধারণের বিশেষ কোন প্রতি-

নিষিদ্ধের অধিকার ছিল না। ফ্রান্সের নরপতিবর্গ ফ্রান্সের প্রতিনিধিসভা ষ্টেটস্ জেনারেলকে সার্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল আহ্বান করা প্রয়োজন মনে করে নাই। উপরোক্ত চিন্তামনীষী ও দার্শনিকরা তাহাদের সার্থক লেখনীর সাহায্যে ফ্রান্সের এই সর্ব্বাত্মক দুরবস্থার চিত্র জনসাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে ধরিয়া তুলিলেন। ভলতেয়ার ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধে ফ্রান্সের রাজাকে হেয় করিয়া চিত্রিত করিলেন। রুশো তাহার 'Social Contract'এ প্রজাকল্যাণে উদাসীন বলিয়া রাজাকে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত করিলেন এবং মানবের সমাধিকার দাবী করিলেন। রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা যে প্রজার হস্তে, রাজার নিকট নহে, ইহাও রুশো প্রচার করিলেন। সুতরাং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বিপ্লব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ফ্রান্সের জনসাধারণ দেশের দুরবস্থার মূল উৎস ও প্রতিকার কোথায় এবং সর্ব্বাত্মক বিপ্লব ব্যতীত যে এই দুর্গতির অবসান অসম্ভব তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

কিন্তু দার্শনিক মতবাদের দ্বারা প্রাক্-বিপ্লব যুগে বাস্তব বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেও শুদ্ধ ভাবাদর্শ বা সামাজিক কিংবা দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অব্যবস্থা ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্টি করে নাই। দেশের অর্থনৈতিক শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার না হওয়ার জন্যই বিপ্লব আসিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। চতুর্দ্দশ লুইর যুদ্ধবিগ্রহের জন্য জাতীয় ঋণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; তদুপরি পঞ্চদশ লুইর অমিতব্যয়িতা ফ্রান্সের আর্থিক মানকে দেউলিয়ার পর্য্যায়ে উপনীত করাইল। পঞ্চদশ লুই এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতিকার না করিয়া সজ্ঞানে অনুগ্রহপ্রার্থী সভাসদ্‌বর্গকে অকৃপণহস্তে ধনবিতরণ করিয়া জাতীয় ঋণের বোঝা পর্ব্বতপ্রমাণ বৃদ্ধি করিয়া গেলেন। বিদেশে ফ্রান্সের আর্থিক সুনাম একেবারে লুপ্ত হইল। কোষাগার অর্থশূন্য হইয়া পড়িল, অথচ নূতন কর প্রবর্ত্তন করিয়া শূন্য অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করিবার কোন উপায় ছিল না। কেননা, বিশেষ অধিকারভোগী সম্প্রদায় করপ্রদানে অনিচ্ছুক, আর মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় নূতন করদানের

সামর্থের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। আসন্ন অর্থনৈতিক দেউলিয়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভের অন্যতম পন্থা ছিল রাষ্ট্রপরিচালন ব্যবস্থায় নূতন রীতি প্রবর্ত্তন করা, করনীতির আমূল সংস্কার করা বা বাণিজ্যশিল্পের জন্য শুল্ক-নীতির সংশোধন করা। ষোড়শ লুই-র মন্ত্রিদ্বয় টুর্গোট (Turgot) ও নেকার উপরোক্ত সংস্কারবলীর প্রবর্ত্তন দ্বারা অর্থ নৈতিক অধঃপতন হইতে ফ্রান্সকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ সুবিধাভোগী অভিজাত সম্প্রদায়ের অনিচ্ছা ও প্রতিবন্ধকতায় ইহাদের শুভপ্রচেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। এই আর্থিক দুরবস্থার সময়ে অবার ফ্রান্স আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অর্থ সাহায্য করিয়া স্বদেশের আর্থিক সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ততর করিল। ষোড়শ লুই আর্থিক দুর্গতি অবসানের জন্য স্বয়ং কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে অক্ষর হইয়া অগত্যা ফ্রান্সের প্রাচীন প্রতিনিধি সভা ষ্টেট্স-জেনারেলের অধিবেশন ১৭৬ বৎসর পরে আহ্বান করিলেন। ষ্টেট্স জেনারেল আহ্বানের দ্বারাই প্রমাণিত হইল যে ফ্রান্সের স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা নিষ্ফল হইয়াছে। ফ্রান্সের জনসাধারণের সম্মুখে এই স্বীকৃতিই বিপ্লবের সূচনা করিল। সুতরাং অর্থনৈতিক কারণই যে বিপ্লব আরম্ভের মূলে ছিল তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

ফরাসী বিপ্লবের সহায়ক নেতাগণ

রুশো Rousseau, ১৭১২-'৭৮ :—বাস্তব জগতে বিপ্লব আসিবার বহু পূর্ব্বেই ফ্রান্সের ভাবজগতে বিপ্লব আসিয়া গিয়াছিল এবং ফ্রান্সের এই মানসিক বিপ্লবের স্রষ্টাত্রয় মন্টেস্ক, ভলতেয়ার ও রুশো-র মধ্যে রুশো-র অবদানই সর্ব্বাধিক। এই মনীষী ত্রয়ী তাহাদের লেখনী সাহায্যে ফ্রান্সের সমাজ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অসঙ্গতি সমূহ সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থাপিত করেন এবং উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের বিপ্লবী পরিবর্ত্তন যে অনিবার্য্য সেই সম্বন্ধে অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি করেন। প্রথমোক্ত দুইজন পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে

একমত হইলেও সংযত লেখনী পরিচালনার মধ্য দিয়া তাহাদের চিন্তাধারা প্রকাশ করেন। কিন্তু রুশো যুক্তিবাদ অপেক্ষা উগ্র উচ্ছ্বাস ও জ্বালাময়ী ভাষার মাধ্যমে জনগণের চিত্তকে প্রচলিত সর্ব্ববিধ ব্যবস্থার বিরুদ্ধবাদী করিতে সমধিক সাহায্য করেন।

রুশো-র রচনাবলীর মধ্যে Contract Social বিপ্লবী মনোভাব সঞ্চারে শুধু ফ্রান্স নহে সমগ্র ইউরোপকে সাহায্য করিয়াছে। এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় এই—স্বাধীনতা মানুষের জন্ম-স্বত্ব, কিন্তু প্রচলিত সভ্যতার অঙ্গীভূত বিবিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থা মানুষকে এই জন্ম-স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছে। এই শৃঙ্খলমুক্তি হইলেই মানুষের স্বাধীনতা ও সুখ আসিবে। নরপতির অস্তিত্ব বা রাজক্ষমতা—একটা সর্ত্ত-সাপেক্ষ। এই সর্ত্ত অনুসারে রাজা প্রজাহিত সাধনে আইনতঃ বাধ্য—প্রজারাও রাজার এই কার্য্যের বিনিময়ে রাজ-আনুগত্য স্বীকৃত হইয়াছে। প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্ব্ববিধ কল্যাণসাধনে রাজা উদাসীন হইলে মৌলিক সর্ত্তানুযায়ী রাজক্ষমতা ও অধিকার স্বতঃসিদ্ধভাবে বাতিল হইবে। ফ্রান্সের তদানীন্তন দুরবস্থায় রাজা স্বীয় কর্ত্তব্যে উদাসীন থাকায় প্রজার আনুগত্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

রুশো-র এই সর্ত্ত-নীতির মধ্যে হয়তো যুক্তির ফাঁক থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার আবেগময়ী ও উন্মাদিনী ভাষার জন্য ফ্রান্সের মস্তিষ্কজীবী শ্রেণী এই নীতিকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল এবং যেহেতু ফ্রান্সে রাজা ও প্রজার স্বার্থের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রহিয়াছে, তজ্জন্য অতঃপর তাহারা রাজানুগত্য অস্বীকার করিতে বদ্ধপরিকর হইল। নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের নিকট সমস্ত দুরবস্থার কারণনির্দ্দেশ করিয়া তাহার প্রতিকারের ইঙ্গিত করা ও হতাশার স্থলে আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করা রুশো-র প্রধান কীর্ত্তি। এই হিসাবে রুশো-কে অনাগত ফরাসী বিপ্লবের ভাবুক অগ্রদূত বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

রোবেসপীয়ার :—রোবেসপীয়ার প্রথম জীবনে আইনজীবী ছিলেন। রুশো-র চিন্তাধারাকে কার্য্যক্ষেত্রে রূপায়িত করার জন্য তিনি বিপ্লবের প্রথম পর্য্যায় হইতে অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে থাকেন এবং ক্রমশঃ দেশের এক অংশকে তাহার মতবাদে বিশ্বাসী করিয়া জেকোবিন দলের নায়ক নির্ব্বাচিত হন। গিরণ্ডিষ্ট দলের যুদ্ধনীতিকে অপছন্দ করার জন্য তিনি প্রথম-দিকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। যুদ্ধ নীতির ফলে ফ্রান্সে সামরিক একনায়কত্বের আশঙ্কা ছিল; এইজন্যই রোবেসপীয়ার বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ অপছন্দ করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৭৯৩ খৃঃ-এ যখন ফ্রান্স বহিঃশত্রু ও আভ্যন্তরীণ প্রাদেশিক বিদ্রোহের দ্বারা বিপন্ন তখন এই সঙ্কট হইতে অবসানের জন্য জননিরাপত্তা কমিটি গঠিত হয় ও ড্যান্টনের স্থলে রোবেসপীয়ার এই কমিটির নায়ক নির্ব্বাচিত হন। অতঃপর ১৭৯৪ খৃঃ-এর জুলাই মাস পর্য্যন্ত রোবেসপীয়ার ফ্রান্সের এক প্রকার ডিক্টেটার রূপে ক্ষমতা পরিচালনা করেন। রোবেসপীয়ারের প্রথম কর্ত্তব্য হইল দেশরক্ষার জন্য দেশ হইতে 'পঞ্চম বাহিনী-কে নির্দ্দয়ভাবে নির্ম্মূল করা। অক্লান্ত নিষ্ঠার সহিত রোবেসপীয়ার সন্ত্রাস-রাজত্বের সৃষ্টি করিয়া সমূলে দেশদ্রোহীদের উৎসাদন করেন এবং ১৭৯৩-র জুলাই হইতে ১৭৯৪-র জুলাই পর্য্যন্ত কেবল বিভীষিকার সাহায্যে ফ্রান্সে স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখেন। ফ্রান্সের সর্ব্বত্র সরকারী গুপ্তচরগণ অনুসন্ধান করিয়া তথাকথিত দেশদ্রোহীদের বাহির করিল এবং বিচারের প্রহসনের পর তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে লাগিল। কেবলমাত্র প্যারিসেই এই জন নিরাপত্তার নামে দুই সহস্রাধিক লোককে হত্যা করা হইয়াছিল। ক্ষমতালাভের জন্য রোবেসপীয়ার ফ্রান্সের অন্যতম বিপ্লবী নেতাদ্বয় হেবার্ট ও ড্যান্টনকে গিলোটিনে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাহার লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সে ন্যায়ধর্ম্মী সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন 'বিভীষিকা' সৃষ্টি ব্যতীত এই সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। বিভীষিকা-র ফলে সুবিচার ত্বরান্বিত ও অমোঘভাবে কার্য্যকরী হয় বলিয়াই

বিভীষিকাকে ন্যায়নীতির সন্তান বলা যাইতে পারে—ইহা রোবেসপীয়ারের উক্তি ছিল। তিনি তাহার প্রতিপক্ষ হেবার্টিষ্ট ও ড্যাণ্টনিষ্ট দলকে ক্ষমতা হইতে উৎসাদিত করিয়া বিভীষিকাকে অধিকতর নারকীয়তায় পরিণত করেন। দেশী ও বিদেশী শত্রুর হস্ত হইতে নিস্কৃতির জন্য 'সন্ত্রাস-রাজত্বে'র প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত হওয়ার পরেও যখন রোবেসপীয়ার সন্ত্রাস রাজত্বের অবসান করিতে চাহিলেন না তখন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল। ১৭৯৪ খৃঃ-এর জুলাই মাসে রোবেসপীয়ার প্রতিপক্ষদের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

রোবেসপীয়ার স্বয়ং 'পরম পুরুষ' এর (Supreme Being) উপাসনা নামে এক নূতন ধর্ম্মপদ্ধতির উদ্ভাবক ও প্রচারক হন। চরিত্রের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে বিপ্লবী যুগের নায়কদের মধ্যে একমাত্র রোবেসপীয়ারই আদর্শ পুরুষ ছিলেন। নারী, উৎকোচ ও লোভের প্রতি বিতৃষ্ণা তাহার চরিত্রকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বাস্তববিমুখিতা ও আদর্শবাদের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা তাহার চরিত্রে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করিয়াছে। আত্মম্ভরিতা ও বিচারমূঢ় অন্ধবিশ্বাস তাহাকে বাস্তববিমুখী করায় তিনি পরিণামে সমকালীন উপযোগিতা হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেবলমাত্র দৃঢ়চিত্ততা ও সংযত চরিত্রের জন্যই তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

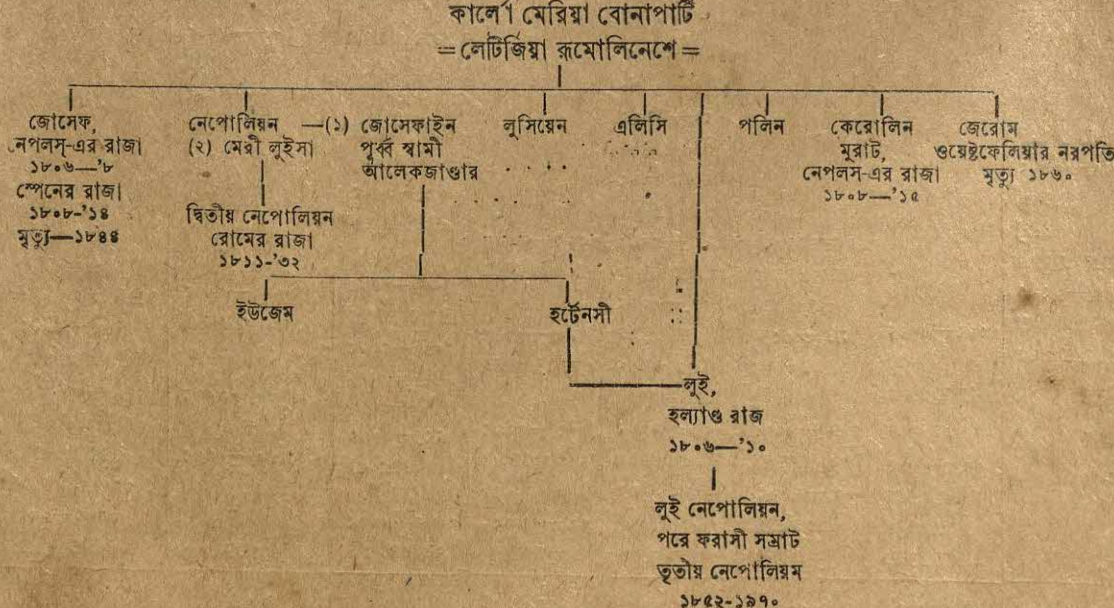
ড্যাণ্টন (Danton) :—ড্যাণ্টন ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভিক যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নায়ক ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ব্যারিষ্টার ছিলেন। ক্রমশঃ প্যারিস মিউনিসিপ্যালিটির অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তারূপে অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া জননায়করূপে পরিচিত হন এবং ১৭৯২ খৃঃ-এর ১০ই আগষ্টের প্যারিসের জনতা বিদ্রোহে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া গৌরব অর্জ্জন করেন। এই বিদ্রোহের ফলে প্যারিস মিউনিসিপ্যালিটির স্থলে যখন 'বিপ্লবী কমিউন' প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি এই প্যারিস-কমিউন-এর উগ্র সমর্থক হইলেন এবং

সমগ্র ফ্রান্সে এই কমিউনের আধিপত্যের জন্য দাবি করিলেন। বিপ্লবের প্রাথমিক যুগে যখন ফ্রান্স প্রাশিয়া কর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কাপন্ন তখন ড্যাণ্টন বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য উদ্যোগী হন এবং জনসাধারণের মনোবল রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ড্যাণ্টনের আগ্রহাতিশয্যে আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে দেশরক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত হয় এবং ফ্রান্স বিদেশী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয়। এদিকে ফ্রান্সকে অন্তঃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষার জন্য জন-নিরাপত্তা কমিটি' গঠিত হয় এবং ড্যাণ্টন ইহার অন্যতম উৎসাহী সভ্য নির্ব্বাচিত হন। সেই সময়ে দেশরক্ষার জন্য আভ্যন্তরীণ শত্রুর প্রতি নির্ম্মম আচরণের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। ড্যাণ্টন দেশদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাহার আগ্রহে অবাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত বহু লোককে নির্ব্বিচারে গিলোটিন-যন্ত্রে হত্যা করা হয় এবং দেশে সন্ত্রাস-রাজত্বের সৃষ্টি হয়। এই নারকীয় হত্যা-লীলা অচিরেই মাত্রাহীনতার পর্য্যায়ে আসিয়া পৌছিল, কিন্তু ড্যাণ্টন নির্ব্বিচার হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিবার জন্য কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু যখন সন্ত্রাস রাজত্বের প্রয়োজন শেষ হইল অর্থাৎ ফ্রান্স যখন সাময়িকভাবে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে নিরাপদ মনে করিল তখন ড্যাণ্টন এই হত্যাকাণ্ডের বিরোধী হইয়া তাহা বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। তাহার এই সংযত পরামর্শে রোবেসপীয়ার পরিচালিত উগ্রপন্থীরা রুষ্ট হইল। প্রথমে ড্যাণ্টনকে দ্বিতীয় জন-নিরাপত্তা কমিটি হইতে বিতাড়িত করা হইল এবং পরিশেষে একদা তাহার সহকর্ম্মী রোবেসপীয়ারের ষড়যন্ত্রে তাহাকে দেশদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল (১৭৯৪)। ড্যাণ্টন যদিও সেপ্টেম্বর হত্যালীলার বা সন্ত্রাস-রাজত্বের অন্যতম নায়ক ছিলেন, তথাপি এই কথা স্বীকার্য্য যে ফ্রান্সের তদানীন্তন ঘোর দুর্দ্দিনে ড্যাণ্টনের অক্লান্ত ও অকৃত্রিম কর্ম্মকৃতি ফ্রান্সকে আত্মরক্ষার কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

মীরাবেঁ Mirabeau (ফরাসী-বিপ্লব প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)

পরিশিষ্ট—(ক)

বোনাপার্ট বংশ



পরিশিষ্ট—(খ) ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ ও রাজন্যবর্গ, ১৬৪৮—১৮১৫

ফ্রান্স	ইংলণ্ড	অষ্ট্রীয়া	সুইডেন	রাশিয়া	হল্যাণ্ড	ব্রাণ্ডেনবার্গ	প্রাশিয়া
চতুর্দ্দশ লুই ১৬৪৩—১৭১৫ ব্যক্তিগত শাসন ১৬৬১ হইতে আরম্ভ। পঞ্চদশ লুই ১৭১৫—'৭৪। ষোড়শ লুই ১৭৭৪—'৯২ ১৭৯২ খৃঃ-এ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। অষ্টাদশ লুই ১৮১৪—'২৪।	কমনওয়েলথ দ্বিতীয় চার্লস ১৬৬০—'৮৫। দ্বিতীয় জেমস্ ১৬৮৫—'৮৯। তৃতীয় উইলিয়াম ১৬৮৯—১৭০২। রাজ্ঞী এ্যান ১৭০২—'১৪। প্রথম জর্জ্জ ১৭১৪—'২৭। দ্বিতীয় জর্জ্জ ১৭২৭—'৬০। তৃতীয় জর্জ্জ ১৭৬০—১৮২০।	লিওপোল্ড ১৬৫৮—১৭০৫ জোসেফ ১৭০৫—'১১ ষষ্ঠ চার্লস ১৭১১—'৪০ মেরিয়া থেরেসা ১৭৪০—'৮০ দ্বিতীয় জোসেফ ১৭৮৩—'৯০ পিতা ফ্রান্সিস মৃত্যুর পর ১৭৬৫ খৃঃ সম্রাট হন। দ্বিতীয়লিওপোল্ড ১৭৯০—'৯২ দ্বিতীয় ফ্রান্সিস ১৭৯২—১৮০৫	ক্রিষ্টিনা ১৬৩২—'৫৪ দশম চার্লস ১৬৫৪—'৬০। একাদশ চার্লস ১৬৬০—'৯৭। দ্বাদশ চার্লস ১৬৯৭—১৭১৮	পিটার ১৬৮২-১৭২৫। প্রথম ক্যাথারিণ ১৭২৫-'২৭। দ্বিতীয় পিটার ১৭২৭-'৩০। এ্যান ১৭৩০—'৪০। এলিজাবেথ ১৭৪১—'৬২। তৃতীয় পিটার ১৭৬২। ক্যাথারিণ ১৭৬২—৯৬। পল ১৭৯৬—১৮০১ প্রথম আলেকজাণ্ডার ১৮০১—'২৫।	দ্বিতীয় উইলিয়ম ১৬৪৭—'৫০ ডি উইট ১৬৫২—'৭২। উইলিয়ম ১৬৭২। ১৬৮৯ খৃঃ তৃতীয় উইলিয়ম নামে ইংলণ্ডের রাজা হন।	ফ্রেডারিক উইলিয়ম দি গ্রেট ইলেক্টর ১৬৪০—'৮৮ প্রথম ফ্রেডারিক ১৬৮৮—১৭১৩	প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ম ১৭১৩—'৪০ দ্বিতীয় ফ্রেডারিক দি গ্রেট ১৭৪০—'৮৬ দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম ১৭৮৬—৯৭ তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম ১৭৯৭—১৮৪০

—বর্ণসূচী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী

(১৪৫৩—১৬৪৮)

1925

1. Estimate the importance of the geographical discoveries of the 15th and the 16th centuries on the history of Europe.

2. Accouut for the rapid success of the Reformation Movement in Germany. Why did it practically fall in France ?

3. The religious wars of Philip II were not altogether his fault...they were as much forced upon him by Protestant aggression and the logical progress of events, as determined by his own Catholic impulses'. Do you agree ?

4. The great question of the Reformation was the first question that confronted Elizabeth. How did she attempt to solve that question ?

5. To this day king Henry IV is dear to the French peoples and his popularity has never been eclipsed by any of his successors. Why ?

6. 'Oliver Cromwell reaped failure at home but he added triumph to trumph abroad'. Develop.

7. 'The work of Richeliew cleared the way for the supremacy of France in Europe'. How ?

1927

1. Estimate the importance of the fall of Constantinople on the history of Europe.

2. 'Charles V is the greatest monarch of the 16th

century'. Give a brief account of the achievements of Charles V.

3. 'The English Reformation is a double movement; the movement was first a revolt and then a reform'. Explain.

4. The establishment of the Dutch Republic meant much for the cause of the reformers...It had also great significance for the Political Revolztion. Discuss'.

5. 'Though not the creator, Richeliew was the promoter of absolutism.' Expand.

1929

1. Why was it necessary for the Counter-Reformation to suppress the reforming tendencies in Italy to which it owed its origin ?

2. Sketch the career of Solyman the Magnificent and account for the decline of Turkish power.

3. "But for the government of Henry IV there could have been no age of Louis XIV". Criticize.

4. What wer the terms of the treaty of Ryswick ? Show how this treaty was a great blow to the pretensions of Louis XIV.

5. Describe the influence exercised by Calvin's doctrines in the realms of religion and politics. Is it correct to characterize Calvinism as the creed of rebels ?

1934

1. Give a short account of the geographical discoveries in the fifteenth century. What were their effects on the commercial and political development of western Europe ?

2. Examine the causes of the greatness and decay of Spain.

3. What led to the revolt of the Netherlands? Explain its character and results.

4. Give an account of the reign of Henry IV of France. How did he succeed in pacifying the country?

5. Describe the causes and results of the War of Austrian succesion. What were the motives of the different contending parties there to?

6. Peter the Great was the first to attempt to bridge over the yawning gulf between Russia and western Europe, and to make his empire into a modern civilized state. Expand.

(১৬৪৮—১৮১৫)

1946

1. How far is it true to say that the peace of Westphalia marks the formation of the modern European State System?

2. Give an account of the reforms of Colbert. What were their effects on France?

3. Describe briefly the main stages in the rivalry between France and Germany for the possession of the Rhine during the seventeenth and eighteenth centuries.

4. What were the main features of (a) the home and (b) the foreign policy of Peter the Great of Russia? What were the effects of his struggle with Charles XII of Sweden?

5. "The peace of Utrecht redressed the balance of European power." (Guedalla) Discuss fully.

6. Why is the Emperer Joseph II regarded as the best of benevolent despots during your period? How far were his reforms successful?

7. What led to the partitions of Poland? What were the consequences of these partitions?

8. What part did (a) Mirabeau and (b) Robespierre play in the drama of the French Revolution ?

9. "Napoleon's empire was not an interruption but an extension of the Revolution." (Geudalla). Critically examine this statement.

10. "Two nations did most to overthrow Napoleon ...England and Russia." Discuss.

11. What were the problems that the Congress of Vienna (1815) was called upon to solve ? How far were they solved ?

12. Write notes on any four of the following :

(a) The revocation of the Ebict of Nantes, 1985.
(b) The siege of Vienna, 1683.
(c) Maria Theresa.
(d) Alberoni.
(e) Necker.
(f) The Constitution of 1793 in France.
(g) The Continental system of Napoleon.

1947

1. Briefly review the provisions of the Peace of Westphalia. 1648, and show how far this peace marked, (a) the triumph of Protestantism, (b) the beginning of the modern European State system.

2. What do you know about the reforms of Colbert ? Were they successful ? If not, why not ?

3. Briefly describe the struggle between Louis XIV and the House of Orange. Account for the causes of his failure to dominate Western Europe.

4. Briefly discuss the steps taken by Peter the Great for converting Russia into western country.

5. Charles XII of Sweden is often described as a Don

Quixote. Why ? Account for his failure in his struggle with Russia.

6. Describe briefly the main stages in the evolution of the kingdom of Prussia from the Mark of Brandenburg.

7. Analyse the main provisions of the Treaty of Utrecht. Show how it laid the foundations for the world power of Britain.

8. What do you know about the Diplomatic Revolution of 1757 ? How did it affect the desitnies of (a) France, (b) Empire of the Hapsburgs ?

9. Assess the contributions of (a) Mirabeau, and (b) Rousseau, to the cause of the Revolution of France.

10. Napoleon described himself as "the Revolution"; Discuss fully.

11. To what extent was Great Britain responsible for the downfall of Napoleon ?

12. How far did the Congress of Vienna, 1815, ignore the claims of nationality in Europe ?

13. Write notes on any four of the following :—

(a) The Revocation of the Edicts of Nantes, (b) The Duke of Marlborough, (c) The Treaty of Kutchuk Kainardji (d) The Confederation of the Rhine, (e) The Reign of Terror in Revolutionary France, (f) Nelson.

1948

1. Briefly describe the fundamentals of the foreign policy of Louis XIV.

2. Narrate the story of Frederick the Great's achievements in the forward march of Prussia. Do you think that Frederick the Great's statesmanship is free from criticism ?

3. How far is it true to say that the policy of Emperor Joseph II was radical ? Do you agree with the view that

Emperor Joseph II was the statesman *par excellence* of the age of reason in Europe ?

4. Give an account of the reforms of Peter the Great of Russia.

5. Briefly describe the story of the first Partition of Poland. What were the consequences of the Partition ?

6. Analyse the causes of the decline of the Spanish Empire during your period.

7. What do you understand by Mercantalism ? What were its main feautres ?

8. What were the causes of the American Revolution ? What were its effects upon Europe ?

9. Give an account of the social and economic conditions in Europe, in general, on the eve of the French Revolution.

10. Was Louis XVI wise in summoning the 'States General' ? To what causes do you attribute the Execution of Louis XVI ?

11. Say, what you know of the Reign of Terror in France. Would it be right to describe its character and organisation as "a dictatorship of distress" ?

12. "It was the misfortune of France that Napoleon, the great statesman, was first of all a soldier." Discuss fully.

13. It is often said that 'at Tilsit, Napoleon reached the height of his power.' Critically examine the statement.

14. What parts did (a) Talleyrand, (b) Metternich play at the Congress of Vienna (1815) ?

15. Write notes on any *four* of the following :—

(a) Maria Theresa, (b) *Rousseau's Contract Social*, (c) The second siege of Vienna, (d) Robespierre, (e) The Battle of Blenheim, (f) The causes of the collapse of the

naval supremacy of the Netherlands, (g) The peace of Carlowitu, (h) The Jesuits.

1949

1. Give a brief account of the Reforms of Colbert.

2. What led to the war between Great Britain and Louis XIV ?

3. Sketch the carrer of Charles XII of Sweden. Account for his failure.

4. Give an account of the reforms of Peter the Great of Russia.

5. Say what you know of the reign of Frederick the Great of Prussia.

6. Analyse carefully the provisions of the Treaty of Utrecht, 1713. To what extent was Great Britain a gainer by the treaty ?

7. What do you know about the Diplomatic Revolution of Kaunitz ? Was France wise in accepting the friendship of Austria ?

8. What are the implications of the statement that "Great Britain emerged from the Seven Year's War victorious" ?

9. How far was the Revolution in France, in 1789, precipitated by economic factors ?

10. How do you describe the achievements of the Directory in France ?

11. Napoleon once described himself as "the Revolution" and at another time, he claimed to have destroyed the Revolution in France. Critically examine the statements.

12. Would you describe the Duke of Wellington as the "World-Victor's victor" ? How far was the naval power of Great Britain responsible for the downfall of Napoleon ?

13. Examine briefly the territorial adjustments in Europe made by the Congress of Vienna, 1815. What fundamental principles underly these achievements ?

14. Write notes on any *four* of the following :—

(a) The Treaty of Kutchuk Kaniardji, (b) the annexation of Silesia by Prussia, (c) Voltaire, (d) Napoleon's Contineltal System, (e) Alberuni.

1950

1. Give an account of the part played by the Dutch in the struggle against Louis XIV.

2. Indicate the main stages in the growth of Prussia till the end of the War of Austrian Succession.

3. Attempt an estimate of the services rendered by Peter the Great of Russia.

4. What do you know of the revival of the Turkish power under the Kiuprilis ?

5. What were the results of the Seven Years' War ?

6. Explain the circumstances that led to the First Partition of Poland. What were its consequences ?

7. Give some account of the reforms of Joseph II. Why did he fail ?

8. "The French Revolution was precipitated by the economic factor, and the train which had been laid by philosophy was fired by finance." Discuss.

9. Write an account of Robespierre and Reign of Terror.

10. Give an estimate of Napoleon as a reformer.

11. Explain the causes of the Peninsular War. How did this war react on the fortunes of Napoleon ?

12. Weite notes on any *four* of the following :—

The Fronde, Louvois, Kara Mustafa, the Pragmatic Sanction, Kaunitz, Mirabeau, the Treaty of Tilist.

1951

1. Give, in outline, an account of the organisation of the French government under Louis XIV.

2. Review the reforms of Colbert. In which respects were they injurious to the interests of France ?

3. Discuss the problems that were created by the aggressive foreign policy of Louis XIV. To what extent were they solved by the treaty of Utrecht ?

4. Trace the story of the decline and fall of the Swedish empire.

5. Explain briefly the causes of the Seven Years' War. To what reasons would you attribute the defeat of France in the colonial struggle with England ?

6. Give an account of the expansion of Russia from the treaty of Constantinople (1739) to the treaty of Kutchuk Kainardji (1774).

7. Give a picture of the social and economic conditions in France on the eve of the Revolution.

8. Narrate briefly the achievements of Revolutionary France from 1789 to 1793.

9. Assess, in relation to Napoleon's career, the importance of the following :—

The battle of Trafalgar, the treaty of Tilsit, the Russian Campaign, the battle of Leipzig.

10. Write notes on any four of the following :—

(a) Peace of the Pyrenees, (b) the battle of Blenheim (c) Alberoni, (d) the peace of Aix-la-Chapelle, (e) the liberum veto, (f) Contrat Social, (g) Lafayette.

1952

1. Give a picture of Europe as she emerged after the close of the Thirty Years' War.

2. Estimate the part played by William of Orange in the wars against Louis XIV.

3. Assess the importance of the services rendered by Peter the Great to Russia.

4. Explain the causes and the results of the Austrian Succession War.

5. What led to the First Partition of Poland? Do you think that it was both a crime and a blunder?

6. Sketch the reforms of Joseph II. Why did he fail?

7. Analyse the causes of the French Revolution.

8. Write an account of the achievements of the Convention.

9. Assess the importance of the part played by the British Navy in the wars against Napoleon.

10. Write notes on any four of the following:—

(a) The battle of Blenheim. (b) Alberoni, (c) The Great Elector. (d) The battle of Rossbach. (e) Necker. (f) Mirabeau.

1953

1. In what respects does the Peace of Westphalia mark an epoch in the history of Western Europe?

2. Form an estimate of the policy and measures of Colbert.

3. Describe the attempts of the Kiuprilis to revive the power of Turkey in the latter part of the seventeenth century A. D.

4. Review the career of John Sobiesky of Poland. Refer in this connection to the momentous consequence of the Turkish rout before Vienna (1683).

5. Trace the course of events which culminated in the

Peace of Nystad in 1721. How did it readjust the Balance of Power in the Baltic region ?

6. What factors contributed to the rise of Prussia during the eighteenth century ?

7. Describe the Part played by Kaunitz in bringing about the Diplomatic Revolution of 1756. Was it ultimately beneficial for Austria ?

8. What were the social and political results of the French Revolution ?

9. Explain the causes of the downfall of Napoleon.

10. Write notes on any *two* of the following :—
   (a) The Jacobin club ;
   (b) Battle of Valmy ;
   (c) Austerlitz ;
   (d) Diderot.

1954

1. In what ways can the Peace of Westphalia be regarded as a landmark in European History ?

2. Briefly describe the fundamentals of the foreign policy of Louis XIV. How far was he successful in his aims ?

3. Analyse carefully the provisions of the Treaty of Utrecht, 1713. Who gained most by the Treaty ?

4. Give an estimate of the character and policy of Charles XII of Sweden.

5. Discuss the foreign policy of Peter the Great.

6. Give an estimate of the character and achievements of Frederick the Great of Prussia.

7. 'The best of the benevolent despots of the eighteenth century.' How far do you agree with this estimate of Joseph II of Austria ? Were his reforms successful ?

8. Do you think the French Revolution was precipitated in the main by economic factors ?

9. What were the lasting contributions of Napoleon to France and Europe ?

10. "To nations did most to overthrow Napoleon—England and Russia." Explain.